শ্রীশ্রীদুর্গা।
শরণং।

কালী কৈবল্য দায়িনী

নামক গ্রন্থঃ।

শ্রীযুত বাবু নৃসিংহলাল দাসস্যাদেশাৎ

শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য

কৃত।

দেবী দীন দয়াময়ী দিশগুণা দারিদ্র বিদ্রাবিনী দর্পা দানব বৈরিণী

দশভুজা দোর্দণ্ড দর্পপ্রদা দুর্গা দুর্গহরা দূরা পরিভবা

দুঃশীলতাং দুর্দ্দশাং দুর্ভাগ্যং দূর দস্ত দুঃখ

দুরীতাং দুরী করোতি দ্রুতং।

শ্রীবিশ্বম্ভর লাহার

অনুমত্যানুসারে।

কলিকাতা

হিন্দু প্রেসে মুদ্রিত।

আহিরীটোলা ৯২ নং বাটী।

সন ১২৭৪ সাল।
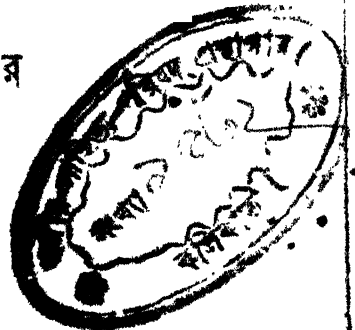
বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে এই "কালী কৈবল্য দায়িনী নামক গ্রন্থঃ" আমি রীতিমত গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টে রেজিষ্টরী করিয়া লইয়াছি, অতএব কোন ব্যক্তি ইহা পুনঃ মুদ্রিত করিলে দাবির দায়ি হইতে হইবেক ইতি সন ১২৭০ সাল ১৫ পৌষ।

শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

ইতি পঞ্চম খণ্ড সমাপ্তঃ।

সূচী সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

গণেশ বন্দনা।

রাগিণী হামীর। তাল চৌতাল।

ত্রিপদী। বন্দ দেব শিবসুত, খণ্ড শশধর যুত, মহিমা দর্শিত দরশনে। অখণ্ড অব্যয় দেহ, বেদান্তেতে কহে কেহ, ব্রহ্ম যে সাকার গজাননে॥ কিবা এ অপূর্ব্ব লীলা, শিব অংশে প্রকাশিলা, প্রকাশিতে আগম পুরাণ। হিঙ্গুল বরণ তনু, গিরিজা শরীর জনু, গুণাতীত পুরুষ প্রধান॥ হৈলে খর্ব্ব কলেবর, স্থূলাকার লম্বোদর, চারি কর চারি পদ্মাসন। আজানু লম্বিত মিত, মৃণালাদি সুবলিত, ধৃত শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম॥ শূর্পকর্ণ ত্রিলোচন, কুম্ভে সিন্দূর ভূষণ, ছিন্ন-দন্ত সর্ব্ব বিঘ্নহর। পবিধান বা তোল, যজ্ঞ উপবিত ব্যাল, মূষিক বাহনে ভরা-ভর॥ চরণ সরোজরাজে, কাঞ্চন মঞ্জির সাজে, বাজে গঞ্জি অলির ঝঙ্কার। নত মৌলি পুরন্দর, পদতলে নিরন্তর, পূজা করে অর্পিয়া মন্দার॥ সর্ব্বদেব অগ্রগণ্য, তুমি দেবতার ধন্য, অগ্রে পূজা অমরে বিধান। তোমাতে বিমুখ যেই, মহা বিঘ্ন পায় সেই, পদে পদে ঘটে অকল্যাণ॥ তুমি প্রভু পরাৎপর, মহাযোগী যোগেশ্বর, হের মোরে করুণা নয়নে। তুমি প্রভু কৃপাময়, আদ্যা প্রকৃতি তনয়, রাখ কৃপা অনুগত জনে॥ সঙ্গীত শ্রবণ কর, বিনাশক বিঘ্ন হর, নিবেদন করি তব পায়। তুমি অখিলের পতি, তব পদে করি নতি শ্রীনন্দ-কুমারে রস গায়॥

অম্বিকা বন্দনা।

রাগিণী বিভাষ। তাল ছোট চৌতাল।

ত্রিপদী। নমস্তে অম্বিকা তারা, জগদম্বা সারাৎসারা, শৈলসুতা বিন্ধ্য বিলাসিনী। ভৈরবী ভবানী বাণী, হৈমবতী হররাণী, শঙ্করার্দ্ধ অঙ্গ নিবাসিনী॥ স্থলজ কমল পায়, পঞ্চদল শোভে তায়, অরুণ উদয় তথি করে। নখ শক্রধনু চাঁদ, সমুদয় পূর্ণ চাঁদ, কোভে শোভে নিস্প্রভে নখরে॥ রতন নূপুর পায়, কিবা সে সেজেছে তায়, মণিময় মঞ্জীর চরণে। কঙ্কণ অরুণ নিভা, হাটকে আটক কিবা, অলিবর গঞ্জিত গমনে॥ করিকর জিনি উরু, নিতম্ব কি তার গুরু, করি কুম্ভে শোভা নিরমাণ। ত্রিবলী অমনি তার, তুলনা কি দিব তার,

নাভি সরোবরের সোপান ॥ লোহিত বসন সাজে, কটিতে কিঙ্কিণী বাজে, কৃশোদরী ক্ষীণ মাজাখানি। ক্ষুধিত কেশরী মাজে, শরণ লইল লাজে, পদতলে রাখিলা ভবানী ॥ ... রোমাবলী কত, সুশোভিত নিয়মিত, যেন মরকত মণিচির। উচ্চ কুচ গিরিবর, ভরে নত কলেবর, পরিসর হৃদয় দেবীর ॥ অকণ্ট মৃণাল ভুজ, পাণিপুঞ্জ দলাম্বুজ, তলারক্ত নখ শশধর। আভরণে নানা ছন্দ, তাড়তোড় ভুজবন্দ, কেয়ূর কঙ্কণ রবিকর ॥ সকল অঙ্গুলী মাঝে, মাণিক অঙ্গুরী সাজে, গলে দোলে গজমতি হার। ক্ষুদ্রমতি মালা কত, মণি হেম মরকত, ঝলমল করে অলঙ্কার ॥ প্রফুল্লিত শতদল, শোভে বদন কমল, আহ্লাদ জননে যেন শশী। ভক্তি হৃদি সরোবরে, ভক্তি দিবা কর করে, ফুটে নাশি অজ্ঞান তমসী ॥ ওষ্ঠাধরে রাগ হেন, সিন্দুর অরুণে যেন, মিলিত হইল এক ঠাঞিও। দশনে মুক্তার পাতি, সিন্দূরে মার্জ্জিত ভাতি, মূল্য কি জগতে তুল্য নাই ॥ তিল কুসুম নাশায়, তিলক শোভিত তায়, তদগ্রে দোলনি গজমতি। সুদৃশ্য বেশর দোলে, নাশা সমীর হিল্লোলে, ভাবিলে বিবিধ ভাব তথি ॥ ত্রিনয়ন নির্ম্মল, সুদীর্ঘ কমলদল, ভ্রূলত ... তি শ্রুতিমূলে। কিবা নয়ন পলকে, বিষ অমৃত ঝলকে, ভয়দা বিনা ... অভয় সেবক জনে, বরদা এ ত্রিভুবনে, অনুগত প্রণত কিঙ্করে। অলকা ঝলকা ভালে, যেন তারকার মালে, বেষ্টিত কপালে ... শশধরে ॥ শিমন্তে সিন্দূর কোঁটা, তাহে বালা তপে খোঁটা, শিমন্ত ... ভূষণ শোভা খণ্ডে। শোভিত শ্রুতি মণ্ডলে, ঝলমল কি কুণ্ডলে, পরিমল ... বিমোলিত গণ্ডে ॥ বিরস চিকুর মালে, শোভিত বকুল মালে, ভ্রমর ... নিত মধুলোভে। প্রতপ্ত কাঞ্চন আভা, বরণে বরণ থাবা, গমনে গঞ্জিত করী ক্ষোভে ॥ আমি অতি বিচেতন, কর কৃপাবলোকন, আসরে কর মা অধিষ্ঠান। শ্রীনন্দকুমার ভণে, উরমা শঙ্কর সনে, শুন মা আপন লীলা গান ॥

সরস্বতী বন্দনা।

রাগিণী বসন্ত। তাল আড়া।

পঙ্কজোপরে বিহরে বাক্যবাদিনী। শারদে বরদে এমা
অজ্ঞান জনের জ্ঞান দায়িনী ॥ জয়দে শারদে বাণী বিশ্ব
জননী, বিধি শঙ্কর বন্দিনী, শশাঙ্ক বদনী ॥ ধুয়া ॥

পয়ার। নমস্তে শারদা সদানন্দময়ী মূর্ত্তি। যাঁহার স্মরণে হয় সর্ব্ব বিদ্যা স্ফূর্ত্তি ॥ আহ্লাদিনী শক্তি সর্ব্ব ভূতে অধিষ্ঠান। যাঁহার কৃপায় রহে ঘটে দিব্য জ্ঞান ॥ চরণ কমল কান্তি ভ্রান্তি অলিগণে। মধুপান আশে গুঞ্জে পুলকিত মনে ॥ নখর সুধাংশু খণ্ড নখ সুশোভন। মগ্নভাবে আছে তার শোভা বিমোচন ॥ জিনি কুন্দ ইন্দু কিবা তুষার সঙ্কাসা। শুক্ল ভূষা শুক্ল বেশা দেবী শুক্লবাসা ॥ কুন্দ পুষ্প মালা গলে বিনিহিত মতি। শুক্লে প্রীতি অতি সর্ব্ব

কালী কৈবল্য দায়িনী।

শুক্লা সরস্বতী ॥ চন্দন লেপিত গায় কুঙ্কুম কস্তূরী। সর্ব্ব অভরণ পরা মুক্তা বলি ঝুরি ॥ কটি অতি ক্ষীণতরা মৃগেশ মোহিত। কুচগিরি ভারে তনু ঈষৎ নমিত ॥ প্রবাল মুকুতা মণিময় করাভর। বিদ্যা ব্যাখ্যা মশি পত্র বীণা দণ্ড কর ॥ হলস্বর অধিষ্ঠাত্রী অক্ষর রূপিণী। বাক্য রূপে বাকদেবী ত্রৈলোক্য ব্যাপিনী ॥ কমল আসনে স্থিতি তাণ্ডবের বেশ। বীণায় রাগিণী রাগে সঙ্গীত আবেশ ॥ অকলঙ্ক বিধুমুখী বিম্বুকী অধরে। দশনে মুকুতা পাঁতি গঞ্জি দীপ্তি করে ॥ তিল ফুল জিনি নাসা অগ্রে গজমতি। নিশ্বাস পবনে দোলে কিবা শোভা তথি ॥ খঞ্জন গঞ্জন আঁখি ভ্রূলতার পাশে। আনন্দে নাচিছে যেন বিম্বাধর আশে ॥ শশিকলা ললাটে অলকা সাজে ভালে। লুকাইয়া কাদম্বিনী আসি কেশজালে ॥ তাহাতে মল্লিকা মালা হয় সুশোভন। তাহে লুব্ধ ক্ষুব্ধ মুগ্ধ বন্ধি ভৃঙ্গগণ ॥ বেদ বিদ্যা বুদ্ধি বাক্য তব অনুগত। তুমি ছাড়া হৈলে মা সকল হয় হত ॥ তুমি যারে কর কৃপা ধন্য সেই জন। সর্ব্ব অংশে পটু সেই অজ্ঞান মোচন ॥ স্থূল ভুল সকল জানিতে সেই পারে। ত্রিভুবনে সর্ব্বজনে পূজা করে তারে ॥ তব অনুগ্রহ ছাড়া হৈলে ধনবান। শোভা নাহি পায় তার কিংশুক সমান ॥ অতেব তোমারে মাতা করি নিবেদন। অকৃতি তনয়ে দয়া রেখো অনুক্ষণ ॥ তোমার কৃপায় গীত করিনু রচন। কবিরত্নে কহে মাতা কর গো শ্রবণ ॥

লক্ষ্মীর বন্দনা।

রাগিণী মল্লার। তাল-খয়রা।

কমলে কমলালয়ে কমল বদনী। জিনি কান্তি কোমলতা
কনক বরণী ॥ কমল ভূষণ, কমল আসন, কমল ধারণ,
কমলিনী। হরি মনোহরা, ধনদায় ভরা, দুঃখ দূর করা,
প্রপালিনী ॥ ধূয়া ॥

পয়ার। বন্দ নারায়ণী সর্ব্ব সম্পদ কারিণী। কমলা কলুষ হরা দুর্গতি হারিণী ॥ পঙ্কজ আসনে পদ্মে পঙ্কজ ধারিণী। চরণ সরোজে রবিকর নিবারিণী ॥ নখরে মিলিত শশী করে পদ্ম ফুটে। শশীতে প্রকাশে রবি কত দুঃখ উঠে ॥ সেই খেদে ভাস্কর কেশবে করি সঙ্গে। আপনার মণ্ডলেতে বসাইয়া রঙ্গে ॥ প্রকাশিলা মহাতেজ জগত দাহনে। অতি প্রখরতা গায় না যায় সহনে ॥ শশী দর্প নাশে রবি আপন সাধনে। পদ্মে পদ্মে করে মাতা তব অন্বেষণে ॥ এই হেতু পদ্ম ফুটে রবির কিরণে। নাশায় মুদ্রিত লাজে চন্দ্র দরশনে ॥ ভাস্করের ধন্দ মনে কিবা দেখ তায়। কেশব হৃদয়ে লক্ষ্মী দেখিতে না পায় ॥ কে বুঝিতে পারে মহী লক্ষ্মী তব মায়া। কৃপা করি কাতরে দেহি মা পদ ছায়া ॥ দুর্ব্বাসার শাপে ইন্দ্র লক্ষ্মী ছাড়া হয়। তব পদ আরাধিয়ে

পায় সমুদয়॥ দেবাসুরে সমুদ্র মথিল কুতূহলে। তুমি মা তাহাতে জন্ম নিলে আসি ছলে॥ বাসবে শ্রী দিলে সুস্থ করিলে অমরে। রত্নাকর নাম দিয়ে বাড়ালে সাগরে॥ তুমি যারে কর দয়া সেই সুখী হয়। তোমাতে বৈমুখ হৈলে নহে সুখোদয়॥ তব দৃষ্টি যাতে মান্যমান সেই জন। কুল না থাকিলে তবু কুলিনে গণন॥ বুদ্ধি না থাকিলে তবু সেই বুঝে সার। অনাচার যদি করে সেই সু আচার॥ বিদ্যা না থাকিলে তবু বিজ্ঞ সবে কয়। বড় বড় বিদ্যাবান বশীভূত হয়॥ অতেব তোমার কৃপা সকলের সার। কৃপা রেখো কৃপাময়ী ভরসা তোমার॥ শ্রীনন্দকুমারে দয়া কর গো কমলা। দাস নৃসিংহের গৃহে রহ মা অচলা॥ আসরেতে পঞ্চ দশ দিন অধিষ্ঠান। হইয়া শ্রবণ কর অম্বিকার গান॥

সাবিত্রী বন্দনা।

রাগিণী প্রভাতি। তাল রূপক।

লঘু-ত্রিপদী। বন্দ বেদমাতা, সর্ব্ব সিদ্ধি দাতা, বিধি ভাব্যা ভাবনীয়া। করুণা করণী, অরুণ বরণী, বরণ্যে মা বরণীয়া॥ বেদে কহে সার, তুমি মূলাধার, তুমি বিধাতা বনিতা। পুরাণে বারতা, পরম দেবতা, বরণ্যে তেজ সবিতা॥ তব উপাসক, পরম সাধক, ঋষি মুনি দ্বিজগণ। তব মন্ত্র নিজ, সর্ব্বদেব বীজ, তুমি ব্রাহ্মণের ধন॥ তব গর্ভে বেদ, জন্মে নানা ভেদ, প্রভেদ বস্তু নির্দ্দেশ। জ্ঞান চক্ষু দিলে, জগন্নিস্তারিলে, ক্রিয়া স্থাপিলে বিশেষ॥ তোমা করি ধ্যান, দ্বিজ মান্যমান, তুমি বিপ্রের জননী। বিপ্রের চরণ, হৃদয়ে ধারণ, কৈলা শ্রীহরি আপনি॥ শক্তি সবে কয়, তোমার নিশ্চয়, শক্তি কিন্তু তুমি নও। বিষ্ণু তেজে মায়া, বিষ্ণু রূপ কায়া, সাক্ষাৎ সবিতা হও॥ তব তত্ত্ব ভেদ, নাহি জানে বেদ, তুমি চতুর্ব্বেদ সার। তোমার খেলায়, সৃষ্টি রক্ষা পায়, তোমাতে স্থিতি সংসার॥ তুমি সর্ব্ব মূল, কভু সূক্ষ্ম স্থূল, কে জানে তত্ত্ব তোমার। আমি শিশুমতি, হেন কি শকতি, নারে পঞ্চমুখ যার॥ সেবিয়া তোমায়, নরে মোক্ষ পায়, দ্বিজে রাখ নিজ কাছে। অনন্ত মহিমা, কিঞ্চিতের সীমা, গায়ত্রী কবচে আছে॥ সুরাসুর নর, যক্ষ বিদ্যাধর, আদি উপাসক তব। নাম গুণ অন্ত, না পায় অনন্ত, কিঞ্চিৎ জানেন ভব॥ গায়ত্রী বাখানি, সাবিত্রী ব্রহ্মাণী, তুমি কৃপা রেখো মোরে। আমি অভাজন, না জানি ভজন, ঘুরি ভব ঘোরে॥ গুণে আপনার, কর মা নিস্তার, সুকৃতি নাহি আমার। আশ্রিত ও পায়, তর ভব দায়, দীন শ্রীনন্দকুমার॥

কালীকা বন্দন।

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল ঝাঁপতাল।

ধুয়া। জয় কালীকে জয় কালীকে জয় কালীকে। সা-

ত্রিভুবন পালিকে। ধরণীধর বালিকে।। দানব ঘাতিনী,
শুর নিপাতিনী, কৃপানী কাতিনী, নরশির মালিকে।।

লঘু-ত্রিপদী। নমামি কালিকে, কপাল মালিকে, শিরে নৃমস্ত ধারিণী। শিব শিবোপরা, অতি ভয়ঙ্করা, শুভে অশিব হারিণী।। অরুণ চরণে, শব আরোহণে, শিব হৃদি সরোবরে। এ নীল উৎপল, বিকশিত নল, শশী প্রকাশ নখরে।। মঞ্জির মুখর, গতি খরতর, উরুত তরু কদলী। নিতম্ব সুঠাম, জঘনানুপম, থাকে শোভিত ত্রিবলী।। কটি ক্ষীণতরা, দিগম্বর পরা, নরকর কাঞ্চি সাজে। পীন পয়োধরা, নাভি সরোবরা, লোমাবলী ধারা লাজে।। চারু চারি করে, বরাভয় ধরে, অসি মুণ্ড ঘোরতরে। বিপক্ষে সভয়, দেখি সদা হয়, অনুগত ভয় হবে।। প্লাবিত রুধির, শোভিত শরীর, মেঘে সতড়িত জালে। আপদ ললিত, শোণিত গলিত, দোলিত নৃমস্ত মালে।। বিকট দশনা, চর্ব্বিত রসনা, দ্বিসৃক্কে রক্তের ধারা। নাসাগ্র দোলনে, বেশর নলনে, ত্রিনেত্রে বহ্নি বিকারা।। শশীকলা শিরে, বিনাশে তিমিরে, অলকা তারকা জাল। বিগলিত কেশী, ঘোরতর বেশী, চর্চ্চিত মল্লিকা মাল।। মুনি মনুগণ, করিছে স্তবন, নত্রার্ত্ত মূর্ত্তি সকলে। যবায় চর্চ্চিত, চরণ অর্চ্চিত, চন্দন শ্রীফলদলে।। পরাৎ-পরা তারা, তুমি সারাৎসারা, তুমি প্রকৃতি প্রধানা। অনেক মানস, জানিতে ও যশ, কার সাধ্য হয় জানা।। করি কৃপাদান, হও অধিষ্ঠান, শুন নিজ লীলা গীত। শ্রীকবি রতন, করে নিবেদন, নৃসিংহে হও সুপ্রীত।।

সর্ব্বদেব বন্দনা।

ধূয়া। দয়া কর হে আদি আদ্য গুরু মহেশ্বর। অনাদি
অচিন্ত্য চিন্তা স্থূল কলেবর।।

পয়ার। প্রণমামি সর্ব্ব জ্ঞানদাতা মহেশ্বর। তন্ত্রবাদী দেব গুরু শিব দিগম্বর।। বন্দ দেব নারায়ণ মুক্তির কারণ। যাঁহার স্মরণে ভব বন্ধ বিমোচন।। নমঃ বিধি বেদ পিতা পিতামহ নাম। অনাদি অনন্ত প্রভু না হইও বাম।। বন্দ দেব ভাস্কর ব্রাহ্মণ্য পরাৎপর। ব্রাহ্মণেশ স্মরণেতে নিরাপদ নর।। নমো নমো হুতাশন যজ্ঞের কারণ। ধনদ পরম সর্ব্ব দেবের বদন।। বন্দ গঙ্গা ভীষ্ম মাতা ত্রিলোক তারিণী। হরি চরণ সম্ভবা পতিতোদ্ধারিণী।। বন্দ বহ্নি পিতৃপতি নৈঋ্ঋত প্রধান। বরুণ মরুত আর কুবের ঈশান।। ঊর্দ্ধে ব্রহ্ম অধো শেষ দিকপালগণে। করিলাম ভক্তিভাবে সবার বন্দনে।। বন্দ নবদ্বীপে অবতার গৌরহরি। প্রকাশিলা সংকীর্ত্তন জীবে কৃপা করি।। বন্দ গুরু চরণ তরণে ভবতরি। যে দিল অপূর্ব্ব জ্ঞান তম নাশ করি।। পশুত্ব মোদন করি করিলা নিস্তার। দিব্য চক্ষু দিল গুরু মূল কর্ণধার।। সর্ব্বদেব মন্ত্র গুরু শিবের বচন। গুরু হৈতে অধিক না হয় কোন জন।। আগে গুরু পশ্চাৎ অভিষ্ট দেব জানি

অতেব অভিষ্ট হৈতে গুরু শ্রেষ্ঠ মানি ॥ অভিষ্ট হইলে রুষ্ট গুরু রক্ষা করে। গুরু রুষ্টে নষ্ট স্পষ্ট অশক্ত অমরে ॥ সিরসি সহস্র দলে গুরুর আসন। পরাৎপর বস্তু ভাব শ্রীগুরু চরণ ॥ বন্দ গ্রহ যোগ তিথি নক্ষত্র করণ। তত প্রেত রুদ্র ভদ্র ভৈরব চারণ ॥ দিবা সন্ধ্যা নিশা সিদ্ধ চারণ কিন্নর। গন্ধর্ব্ব অপসর নদ নদী বিদ্যাধর ॥ যোগিনী ডাকিনী বন্দ জলদ সাগর। বন্দিলাম মনসা মাতৃকা অতঃপর ॥ বন্দ দশ মহাবিদ্যা দশ অবতার। দেব দেবীগণ যত বিদ্যা আছে আর ॥ সাড়ে তিন কোটি তীর্থ করিনু সন্দন। চতুর্দ্দশ মনু মুনি যোগী ঋষি-গণ ॥ বন্দ করি বেদব্যাস বাল্মীক চরণে। একবারে বন্দ আর অন্য কবি-গণে ॥ আগু পাছু দোষ না ধরিহ কোন জন। অনবিজ্ঞ শিশুমতি কি জানি বচন ॥ সকলে করিয়া কৃপা হও অধিষ্ঠান। কবিরত্ন বলে শুন অম্বিকার গান ॥

দিক্ বন্দনা।

পয়ার। প্রণমহ শিক্ষাগুরু গুরু পর্য্যা যত। ব্রাহ্মণ চরণে প্রণিপাত শত শত ॥ নিজ গ্রামে ধুলুক ঈশ্বরী চণ্ডিকায়। প্রণাম করিনু অতি পুলকিত কায় ॥ অক্ষয় নবমী দিনে যার যত হয়। মহা মহোৎসব সে লিখিলে সাঙ্গ নয় ॥ ধ্বামেশ্বর নামে শিব বাটীর ঈশ্বর। শালীরূপী বিষ্ণুবন্দ আখ্যান শ্রীধর ॥ পুর্ব্বে বন্দ পরাৎপরা অম্বা হুতাশনে। দক্ষিণেতে দাক্ষায়ণী করিনু নন্দনে ॥ নৈর্ঋতে নৈর্ঋতি মাতা পশ্চিমে পার্ব্বতী। বায়ু বামা উত্তরেতে বন্দ উমা সতী ॥ ঈশানে ঈশানী বন্দ আধোশিব যুতা। উর্দ্ধে বন্দ বিশ্বমাতা উর্ব্বীধর সুতা ॥ অসংখ্য দেবীর মূর্ত্তি কে বর্ণিতে পারে। কিঞ্চিৎ বন্দনা কৈনু দিক্ অনুসারে ॥ বন্দ পিতা মাতা পাদপদ্ম কুতুহলে। যাহা হৈতে দেখিলাম অবনী মণ্ডলে ॥ যার পর গুরু নাই সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়। মা বাপে করিলে ভক্তি মোক্ষ লাভ হয় ॥ বিনয় পুর্ব্বক স্তুতি করিয়া প্রণতি। দ্বিজ কবিরত্ন ভণে মধুর ভারতী ॥

ভূমিকা।

অতঃপর ভুমিকা করিব সমুদয়। যে কুলে উৎপন্ন কবিতার পরিচয় ॥ রাঢ়িশ্রেণী বন্দিঘটী কুলীনের সার। ত্রিকুলে পালটি আঁটা বল্লালিব্য ভার ॥ দ্বিজ নিধি কৃষ্ণ কৃষ্ণকান্তপুরে বাস। ধ্যানে জ্ঞানে কৃত্তিবাস দ্বিতীয় প্রকাশ ॥ সুসম্পন্নে ধনে মানে অতি মান্যমান। ধন্য কীর্ত্তি দেশ যুড়ে যাহাতে বাখান ॥ দানে ধরা থর্ব্বতরা গুণে অনুপাম। যার তিন পুত্র জ্যেষ্ঠ রামকৃষ্ণ নাম ॥ তাঁর যশে-পূর্ণা ক্ষিতি সুখ্যাতি অপার। মধ্যম কুমার প্রাণকৃষ্ণ গুণাধার। মহা দাতা দান সংখ্যা শক্তি অনুসার। অতিথি সেবায় মন নিতান্ত তাহার ॥ দারি-দ্রের প্রতি দয়া অন্ন বস্ত্র দান। আত্ম চেষ্টা নাহিক ভোজন পরিধান ॥ কনিষ্ঠ তনয় দ্বিজ নবকৃষ্ণ ধীর। গুণের নাহিক সীমা পুণ্যের শরীর ॥ সাক্ষাৎ মহর্ষি, শাস্ত্র পুরাণে অভ্যাস। স্বদেশে বিদেশে মহা সুখ্যাতি প্রকাশ ॥ তাঁর তিন

সংসারেতে সন্তান উৎপত্তি। সে সব যা হোক কব মধ্যমে সংপ্রতি ॥ ধুলুরে মাতুলালয় শ্রীনন্দকুমার। মধ্যপক্ষে সংসারে মধ্যম পুত্র যার ॥ মাতুল আলয়ে ধুলুকেতে বাস তার। মাতা সহ চাটুতি চৈতল কুল সার ॥ বৃদ্ধ প্রমাতা মহ দ্বিজ বলরাম। পরম ধার্ম্মিক শুদ্ধ সত্ত্বগুণ ধাম॥ তাঁহার তনয় অযোধ্যা রাম অভিধান। পুণ্যের শরীর দ্বিজ অতি পুণ্যবান॥ তাঁহার তনয় কৃষ্ণ মোহন আখ্যান। মাতামহ আমার পরম ধর্ম্মবান ॥ কুলপ্রাপ্ত পূর্ব্বাপর পরম ধার্ম্মিক। যশে পরিপূর্ণ ক্ষিতি কি কব অধিক॥ তাঁহার সন্তান দুই মাতুল আমার। জ্যেষ্ঠ দ্বিজ রামচন্দ্র গুণের আধার ॥ বশীভূত গ্রাম্যজন করে মান্য মান। কনিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র অতি দয়াবান ॥ ক্রমে বংশ বিস্তার করিতে আর নারি। সঙ্ক্ষেপেতে কহিলাম গ্রন্থ হয় ভারি ॥ এই দুই বংশে মাতৃ পিতৃ পরিচয়। শ্রীনন্দকুমারে চণ্ডিকার কৃপা হয় ॥ যে রূপে হইল তার শুন বিবরণ। করিলাম চণ্ডিকার সঙ্গীত রচন ॥

নৃসিংহের বংশ বিস্তার বিবরণ।

পয়ার। কলিকাতা নগরে যুগলোদ্যানে বাস। কংসকার বণিক বেহারিচরণ দাস ॥ পরম দয়াল ধীর পুণ্যবান অতি। ধনী মহাদাতা দেব দ্বিজে নিষ্ঠ্যরতি॥ গুরু ভক্ত অতিশয় হৃষ্ট পদে মন। অনুগত জন প্রতি স্নেহ অনুক্ষণ ॥ দারিদ্র পালক যশে পূর্ণা বসুমতী। সকলের মান্য ধন্য সুশ্রীমন্ত অতি ॥ পুণ্যের উদয়ে ছয় তনয় তাঁহার। এক জন বংশ হীন নামে কি তাহার॥ জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণ পরম দয়াশীল। যার যশ গন্ধ বহে বচন অনীল॥ দ্বিতীয় সন্তান রামতনু দাস হয়। তৃতীয়ত রামধন পুণ্যের উদয়॥ শ্রীরামকানাই দাস চতুর্থ নন্দন। পঞ্চম তনয় তাঁর শ্রীদেবীচরণ ॥ শ্রীরামকানাই দাস পুণ্যের শরীর। ধনী গুণী জ্ঞানী অতি শিষ্ট শান্ত ধীর॥ স্বয়মুপচিত বিত্ত গুরু ভক্ত অতি। কুল জন হিতকারী সদা ধর্ম্মে মতি ॥ তাঁহার তনয় ছয় তিন গত তার। বর্ত্তমান তিন জন যশের আধার ॥ সম্প্রতি জ্যেষ্ঠের নাম শুনহ নির্যাস। শ্রীযুক্ত শ্রীল শ্রীবাবু চুনিলাল দাস ॥ দয়াল সুধীর অতি গুরুপদে মন। মুক্ত হস্ত মতিমন্ত শিষ্টের পালন ॥ শ্রীমান্ নৃসিংহ দাস মধ্যম তাঁহার। ধন্য কীর্ত্তিলতা ব্যাপ্ত জগতে যাঁহার ॥ শ্রীযুত মাধবচন্দ্র কনিষ্ঠ গণনে। দ্বিজ ভক্ত নিষ্ঠা মন অভিষ্ট চরণে ॥ দয়াবান সর্ব্বজন প্রীত রহে স্নেহ। ঈশ্বর প্রসঙ্গে রত পুলকিত দেহ ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে সদয়া পার্ব্বতী। স্বপ্নে দরশন দিলা দেবী হৈমবতী ॥ তাহার কারণ কহি ক্রমে বিস্তারিত। যদনুসারেতে প্রকাশিনু ভাষা গীত ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাস শীর্ণ কলেবর। বৎসরেক পীড়ায় হইলা সুকাতর ॥ কত মত চিকিৎসক দেখে কত জন। কত মতে কৈলা কত ঔষধ সেবন ॥ কিছুতে নাহিক হয় ব্যাধির আরাম। অবশেষে করিলেন সার দুর্গানাম ॥

সর্ব্বদা জপেন নাম নিষ্ঠা করি মন। কাতরাত্মা হৈয়া করে চণ্ডিকা স্মরণ।। প্রসন্না প্রসন্নময়ী হৈলা তাঁর প্রতি। স্বপনে দিলেন দেখা দেবী হৈমবতী।। শিয়রে বসিয়া দেবী নৃসিংহেরে কন। কর বাছা মম লীলা সঙ্গীত রচন।। ব্যাধিতে হইবে মুক্ত নাহিক সংশয়। অহিকে সম্পদ হবে যাবে শত্রু ভয়।। কালাকালে যমের যন্ত্রণা যাবে দূর। হইবে নিস্তার পাবে চিন্তা মণিপুর।। এই স্বপ্নে কন দেবী পরম ঈশ্বরী। পরে যা হইল তাহা নিবেদন করি।।

স্বপ্নোত্তর।

ত্রিপদী। স্বপ্ন দেখি সবিস্ময়, স্বপ্নে দেবী প্রতি কয়, অসম্ভব কহিলে আমারে। নাহিক বিশেষ বস্তু, জ্ঞান হীন মম পশু, কবিতা রচিব কি প্রকারে।। না জানি সঙ্গীত পথ, সদা বিষয়েতে রত, এ ভার আমারে গুরুতর। বুঝিনু বাক্যের ঘোরে, বঞ্চনা করিলে মোরে, না হবে আরোগ্য কলেবর।। চণ্ডীপাঠ স্বস্ত্যয়ন, গ্রহ যাগাদি কারণ, নানা স্তব পুরাণ শ্রবণ। তাহে নহে প্রতিকার, শেষে দিলে গুরুভার, অতেব নহিল বিমোচন।। বলিতে কাতর হয়, চক্ষে অশ্রুবারি বয়, ভগবতী করেন আশ্বাস। চিন্তা না করিহ আর, নহে গুরুতর ভার, তোমা হৈতে হইবে প্রকাশ।। কবিরত্ন আখ্যা যার, দ্বিজ শ্রীনন্দকুমার, তারে তুমি করহ আদেশ। সে জন রচিবে তবে, কবিতা প্রকাশ হবে, কহিলাম এইত বিশেষ।। অদর্শন মহামায়, নৃসিংহ চৈতন্য পায়, দুর্গা বলি উঠিল তখন। আনন্দে পুলক অতি, ইতস্তত গতাগতি, করে সদা আনন্দিত মন।। বেলা ছয় দণ্ডাতীত, আমি তথা উপনীত, মোরে সব কহিলা বিস্তার। শুনি সে সব বচন, বিচারিনু কতক্ষণ, বিশ্বাস না হইল আমার।। কি ভাব রচিব তার, গ্রন্থ হবে কি প্রকার, তত্ত্ব নহে বিশেষ বিস্তার। এই স্বপ্ন কিছু নয়, বায়ু স্বভাবেতে হয়, মিথ্যা জ্ঞান হইল সবার।। এই যুক্তি হৈল সার, নিশাকালে পুনর্ব্বার, মোরে দেবী কহেন স্বপনে। সন্দেহ নাহিক ইথে, কর গীত মোর প্রীতে, সত্য স্বপ্ন দেখেছে নয়নে।। মিথ্যা বোধ নাহি কর, আমার আদেশ ধর, প্রকাশহ দশভুজা তত্ত্ব। দুর্গোৎসব প্রকরণ, দুই কালে নিরূপণ, বিস্তারিত সকল মহত্ত্ব।। মার্কণ্ডেয় প্রকাশিলা, ভাগুরিরে বলেছিলা, রচ তুমি সেই অনুসার। সংস্কৃত শব্দে তাই, ভাষায় সঙ্গীত নাই, তুমি ভাষা করহ বিস্তার।। ইহা বলি কাত্যায়নী, অদর্শনা নারায়ণী, চেতন পাইয়া উঠিলাম। নৃসিংহ কহিল যাহা, বিশ্বাস হইল তাহা, আসিয়া তাহারে কহিলাম।। নৃসিংহে আনন্দোদয়, অন্যে না করে প্রত্যয়, তবে পত্রাবলি কৈল ঘটে। ধর্ম্মে পত্রে উঠে তায়, সকলে বিস্ময় যায়, সত্যং নরাঙ্কিতে রটে।। মাঘ মাসে তৃতীয়ায়, আরম্ভিনু কবিতায়, পুজিয়া শারদা শ্রীচরণে। কলিকালে এ ব্যাপার, বিশ্বাস না হবে কার, জানেন চণ্ডিকা সব মনে।। সুবুদ্ধি সাধক যেই, যথার্থ মানিবে সেই, অকুভিজ্ঞ কি

জানিবে মর্ম্ম। স্বেচ্ছাময়ী অম্বিকার, নিরাঙ্কুশা ক্রিয়া যাঁর, কালাকালে নহে তার কর্ম্ম ॥ সর্ব্ব শক্তিময়ী তারা, পরাৎপরা ভবদারা, বিফলে ফলদা কাত্যায়নী। মূকে করেন মুখর, পঙ্গু লঙ্ঘে গিরিবর, সর্ব্ব মূলাধার নারায়ণী ॥

অসর বন্দনা।

পয়ার। কালিকে করুণা কর দেখি অকিঞ্চন। নাহি জানি ভজন সাধন অভ্যাজন ॥ অতি মূঢ়মতি তব চিন্তায় রহিত। অসম্ভব আমা হৈতে সঙ্গীত রচিত ॥ আমি কি বর্ণিতে পারি তব গুণ গণ। শেষ নাহি জানে বিধি বিষ্ণু পঞ্চানন ॥ আমা হৈতে নাহি হয় এ সব বিস্তার। তবে যে হইল ইচ্ছা নিতান্ত তোমার ॥ গানি বানি পালি লৈয়ে করি গুণ গান। শেষ রাখ কাত্যায়নী বচন প্রমাণ ॥ তোমা বই ভরসা নাই তব পদ সার। অনুগত জনে কালী কর অঙ্গীকার ॥ যোগনিদ্রা কর ভঙ্গ উঠ যোগমায়া। সেবক স্মরণ করে দেহ পদ-ছায়া ॥ ছাড়িয়া কৈলাস গিরি মর্ত্যে অধিষ্ঠান। আসরে করিয়া ভর শুন নিজ গান ॥ শঙ্করে করিয়া সঙ্গে সহ আবরণ। অষ্ট শক্তি স্ববাহনে গুহ গজানন ॥ ক্রমে অধিষ্ঠান কর দিন পঞ্চদশ। শুন মা দক্ষিণ কর্ণে সঙ্গীত সুরস ॥ অকাল বোধনে পূজা অকালে কীর্ত্তন। সেবকের অনুরোধে কর মা শ্রবণ ॥ তোমার মহিমা ত্রিজগৎ ব্যাপ্তময়। এ তিন ভুবনে তারা তব পূজা হয় ॥ বলি হোম ধূপ দীপে পূজে সর্ব্বজন। আমি হীন নাহি পারি পূজিতে চরণ ॥ আশা নিবারিতে কালী রচিলাম গীত। শুনিয়া সেবকে কালী হও মনঃপ্রীত ॥ অন্যথা না কর মা আসর ছাড় যদি। সেবকের হত্যা ভাগী শিবের শপদি ॥ শশি শিরোমণি শিবে শঙ্কর বনিতে। কৃপাকর গিরিসুতে হও কৃপান্বিতে ॥ নিতান্ত সঁপিনু মন তোমার চরণে। রক্ষ গিরিসুতে দ্বিজ কবিরত্ন ভণে ॥

অথ গ্রন্থারম্ভ।

রাগিণী মালকোষ। তাল তিওট।

কহ কহ কহ গুরু তোমারে সুধাই। কিসাকারা তারা তাঁরা
তত্ত্ব আমি চাই ॥ ধুয়া ॥

পয়ার। সপ্ত কল্পান্তরী জীবি মার্কণ্ডেয় মুনি। তপস্বী পরম ধীর পুরাণেতে শুনি ॥ ভাগুরিরে কহিলেন দেবীর মাহাত্ম্য। শক্তি মুক্তি প্রদায়িনী পরম পদার্থ ॥ নিরাকারা সাকারা হইলা যেই রূপে। সমাশ্রিত সংসার যাহার লোমকূপে ॥ মায়ার মহত্ত্ব আর সংসার কারণ। মহামায়া প্রভাবে জগৎ নিরূপণ ॥ সর্ব্ব ঘটে অধিষ্ঠান সর্ব্ব ব্যাপি যিনি। ষড়চক্রে বস্তু ভেদে আবির্ভাব তিনি ॥ মাত্রা যোগে দেহী হৈতে দেহের ধারণ। ভূতেন্দ্রিয় সবশের শক্তি যে কারণ ॥

সাড়ে তিন কোটি নাড়ি সূক্ষ্ম রূপে রয়। স্থূল-নাড়ি চতুষষ্ঠী তাহাতে নির্ণয়॥ প্রধান বহিত্র নাড়ি সবার আধার। আধারের আধার পঞ্চম নাড়ি তার॥ ইড়া পিঙ্গলা সুসম্না অমৃত সৌ আর। নিশ্বাসের অধিষ্ঠাত্রী তিন নাড়ি তার॥ হংস-বীজ মন্ত্র করে প্রমায়ু গণন। সৌনাড়ি স্থিতি রূপা অমৃত জীবন॥ সুসম্না দেখহ ষট পদ্মের মৃণাল। ইড়া পিঙ্গলাতে বেড়া তাহাতে মিশাল॥ গুহ্যলিঙ্গ নাভি হৃদি তালুক কপালে। শক্তি রূপে যোগমায়া যোগা যোগ কালে॥ মায়ার প্রভাব বিনা শরীর না রয়। অতএব শক্তি সার জানিবে নিশ্চয়॥ শক্তি হীন জীবের জীবন নাহি থাকে। শক্তি হীন হৈলে দেখ কেবা রাখে কাকে॥ বুদ্ধি বাক্য বিদ্যা বাদ্য গমনাদি যত। সকল জানিবে সার শক্তি অনুগত॥ শিব শক্তি কদাচ না রহে ছাড়া শিব। শক্তিযুক্ত বিপরীতে মহেশ্বর জীব॥ সূক্ষ্ম রূপে নিরূপণ শুনহে ব্রাহ্মণ। সুরত ব্যতিত নহে মুগ্ধ হয় মন॥ মায়া আচ্ছাদিয়া সৃষ্টি করিবার যোগ। শিব শক্তি নাভিপদ্মে সর্ব্বদা সম্ভোগ॥ এই তত্ত্বে তন্ত্রে তারা পতির আদেশ। ত্রিগুণে জড়িত জীব বিষয়ে আবেশ॥ শক্তি সৌর শৈব গাণপত্য যে বৈষ্ণব। শক্তি অনু শক্তি জানিবে হে সব॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্নে কালী কৈবল্য দায়িনী॥

ভাগুরির প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।

আবর্ত্তন।

ত্রিপদী। শুনিয়া ভাগুরি কয়, মাহাত্ম্যেতে সমুদয়, বিস্তারিত করেছি শ্রবণ। অতেব সে সব আর, না কহিয় পুনর্ব্বার, আর তত্ত্ব কহ তপোধন॥ দেবীর শারদা পূজা, সহস্রেতে দশভুজা, কিবা ধ্যান মন্ত্রাদি কেমন। নবম্যাদি কল্প তাঁর, প্রতিপদী কল্প আর, ষষ্ঠী সপ্তম্যাদি কি কারণ॥ এক পূজা কল্প চারি, প্রকারে বুঝিতে নারি, বোধনের করাও বোধন। এই দেবী পূজা করে, চৈত্রে কল্প নাহি ধরে, বোধনে নাহিক নিরূপণ॥ চৈত্র মাসে দশভুজা, কোন জন কৈল পূজা, পৃথিবীতে না হতে প্রচার। আশ্বিনে পূজক কেবা, করিল অম্বিকা সেবা, কহ মোরে করিয়া বিস্তার॥ কেন হৈল ফের ফার, অর্চ্চনা এ চণ্ডিকার, সন্দেহ ঘুচাও মুনিবর। শুনিয়া ভাগুরি মুখে, মার্কণ্ডেয় অতি সুখে, আরম্ভিলা প্রশ্নের উত্তর॥ জিজ্ঞাসিলে চমৎকার, প্রশ্ন চণ্ডিকা পূজার, শুন বেদ বিধির বিধান। শুন কল্প ভেদ তার, হইল হে যে প্রকার, শুনিলে শমনে পরিত্রাণ॥ শারদিয়া দশভুজা, চারি জনে কৈল পূজা, অকালের কারণ বোধন। চৈত্র মাসে তিন জনা, কৈল দেবী আরাধনা, বসন্তেতে শয়ন শোধন॥ ভাগুড়ি মুনিরে কন, কহ ধর্ম্ম পরায়ণ, দীন দেখে দয়ান্বিত হও। এই যে কএক জনে, অম্বিকার শ্রীচরণে, কি কারণ পূজা কৈল কও॥ মার্কণ্ডেয় ঋষি বলে, শুনি দ্বিজ কুতূহলে, আদ্যাশক্তি প্রকৃতি অর্চ্চনা। শ্রবণে কৃতান্ত ভয়, কোন মতে

নাহি হয়, কালাকালে না থাকে যন্ত্রণা ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সংগীতের অভিলাষে, কাত্যায়ণী যারে স্বহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

দুর্গোৎসবের কর্ত্তা নিরূপণ।

বলরে রসনা দুর্গানাম বদনে। ইঙ্গিতে হইলে জয়ী দারুণ শমনে ॥ ধুয়া ॥

পয়ার। কহে মার্কণ্ডেয় মুনি করহ শ্রবণ। প্রথম বসন্তে কৃষ্ণ কৈলা আরাধন ॥ তার পর বিধি পুজে সৃষ্টির কারণ। পৃথিবীতে প্রকাশ করিল দশানন ॥ বাসন্তী পূজার এই ব্যক্তি তিন জন। পরে শারদীয়ার শুনহে বিবরণ ॥ প্রথমে পূজিল ইন্দ্র মৈষাসুর নাশে। মৈষ দুর্গা বিনাশ করিল অনায়াসে ॥ দ্বিতীয়ে সুরথ রাজা আরাধনা করে। শত্রু বিনাশিয়া রাজ্য পাইল ধরাপরে ॥ তৃতীয়ে পুজিলা রাম সমুদ্রের ধার। সীতা উদ্ধারিলা করি রাবণ সংহার ॥ চতুর্থে পুঁজিল ব্রজে যত গোপাঙ্গনা। কৃষ্ণপ্রতি প্রাপ্ত হয়ে ঘুচিল যন্ত্রণা ॥ এই রূপে প্রকাশ পাইল দেবী পূজা। প্রতিমা করয়ে সবে পূজে দশভুজা ॥ দয়াময়ী সদয়া যাহার প্রতি হয়। নিরাপদে থাকে শত্রু পদেং ক্ষয় ॥ শুনিয়া ভাগুড়ি বলে কহ তপোধন। প্রশ্ন গুলি বিস্তারিয়া করিব শ্রবণ ॥ মার্কণ্ডেয় মুনি বলে অপূর্ব্ব আখ্যান। প্রকার প্রস্তাব শুন পূজার বিধান ॥ গোলকে গোলকনাথ ব্রহ্ম সনাতন। আদি ভগবান হরি রাধিকা রমন ॥ বিশ্বশূন্য একা সেই পুরুষ প্রধান। অন্য বস্তু নাহি আর এক ভগবান ॥ গোলকে বিরজাধারে শ্রীরাস মণ্ডলে। দ্বিধারূপ শ্রীহরি হইলা কুতূহলে ॥ বামাঙ্গ রাধিকা হৈল সুরূপসী অতি। তাহাতে বিহারাশক্ত হইলা শ্রীপতি ॥ কন্দর্পের জন্ম নাই ভাবিলা তখন। কি রূপে হইবে আজি সুরত রমণ ॥ মায়া বিনা মোহিত হইবে কিসে মন। নিরাকারা মায়ার নাহিক নিরূপণ ॥ অতেক চিন্তিত হইলা দেব নারায়ণ। সাকারা করিতে তাঁরে চিন্তিত তখন ॥ মুখে হইতে উৎপত্তি করিলা চারি স্বেদ। যাহাতে পাইলা জগতের বস্তুভেদ ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

পয়ার। স্তব কৈলা নারায়ণ দেবীর বিস্তর। তুষ্টা হয়ে শঙ্করী ধরিলা কলেবর ॥ সহস্রেক ভুজ নানা শস্ত্র প্রহরণ। কৃষ্ণের অগ্রেতে দেবী দিলা দরশন ॥ আবরণ অঙ্গে হৈতে করিলা তারিণী। ভৈরবী নায়িকা শক্তি যোগিনী ডাকিনী ॥ প্রকৃতি জন্মিল সব শস্ত্র প্রহারিণী। সাবিত্রী কমলা বাণী জগন্নিস্তারিণীং। পূর্ব্ব কল্প ভেদমতে হইলা শঙ্করী। মহীষ মর্দ্দিনী রূপ বাহন কেশরী ॥ নৃত্য করে দুই পার্শে অতি কুতূহলে। শারদা কমলা ফুল্ল কমলের দলে ॥ কার্ত্তিক গণেশ স্ববাহনে করি ভর। দুই দিগে অবস্থিতি দেখিতে সুন্দর ॥

মধ্যে দেবী দশভুজা হইলা তখন। ভয়ঙ্করী দানবেরে করিতে নিধন।। শঙ্খচক্র গদাপদ্ম অঙ্কুশ ধারিণী। অশীচর্ম্ম বজ্র ঘণ্টা কার্ম্মূকে শূলপাণি ।। বাম করে দৈত্য কেশ সপাশ ধারিণী।। যামো শূলে দানবের হৃদি বিদারিণী।। অতসী কুসুম সম শরীরের শোভা। শরবিন্দু পূর্ণ কোটি বদনের প্রভা।। জটাজুট মুকুট সকল শশী ভালে। ঝলকে ললাটে ভাল অলকার জালে।। নানা আভরণ শোভা করে কলেবরে। বাল তপে তাহার কিরণ জ্যোতি ধরে।। দেবীর অঙ্গেতে সব মলিন আকার। কোটি সূর্য্য সম তেজ ঝলকে যাঁহার।। রক্তবস্ত্র পরিধানা মায়ার অঞ্চল। দেখিয়া রূপের ছটা গোলোক চঞ্চল।। দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ হৃষ্ট হইলা তখন। ইচ্ছায় করিল সর্ব্ব দেবতা সৃজন।। মায়া আচ্ছাদন কৈলা মায়া কুতূহলে। মোহিত করিলা যোগে দেবতা সকলে।। মহা মহোৎসব সমারোহ করি অতি। করিলা দেবীর পূজা গোলকের পতি।। স্তব কৈলা কেশব করিয়া সবিনয়। তুষ্টা হয়ে তারিণী কৃষ্ণের প্রতি কয়।। কি নিমিত্তে এত স্তব করিলে আমারে। বিস্তারিয়া কহ বর দিব হে তোমারে।। শ্রীকৃষ্ণ কহেন দেবী করি নিবেদন। অনুপায় ঠেকিয়াছি বিশ্বের কারণ।। সৃষ্টি হেতু করিলাম অর্চ্চনা তোমার। অম্বিকা আশ্রয় হও বারেক আমার।। অনাশক্ত চিত্ত মোর মোহ মায়া হীন। মায়াযোগ বিনে কাম হইয়াছে ক্ষীণ।। আবির্ভূত হয়ে তারা কর যোগাযোগ। আবেশেতে হয় যেন প্রকৃতি সম্ভোগ।। তথাস্তু বলিয়া দেবী হৈলা অদর্শন। রাধাকৃষ্ণ বিনা সব করিলা হরণ।। পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত হৈলা নিরাকার। রাসস্থলে রাধাকৃষ্ণ করিলা বিহার।। কালে রাধা গর্ভ মহা বিরাট উৎপতি। চতুর্ভুজ পীতাম্বর কিরীট বিভূতি।। কৃষ্ণের বরেতে হৈলা বিশ্বের আধার। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রহে লোমকূপে যাঁর।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী।।

প্রথম খণ্ড সমাপ্তং।

দ্বিতীয় খণ্ডারম্ভঃ।

অথ সৃষ্টি নিরূপণ। আবর্ত্তন।

ত্রিপদী। বিশ্বশূন্য দেখি ছলে, কারণে বটের দলে, মহা বিষ্ণু করিলা শয়ন। নিদ্রা রূপে হরজায়া, আবির্ভাব যোগমায়া, সমাচ্ছন্ন তাহার নয়ন॥ নিদ্রায় অবশ হরি, দেখি চিন্তে মহেশ্বরী, সৃষ্টি করিবারে কৈলা মন। বিষ্ণুর ইক্ষণ ছলে, গর্ভ ধরি কুতূহলে, তিন গুণে করিলা সৃজন॥ বিষ্ণুনাভিপদ্মে বাস, করিতে বিধির আশ, পদ্মোপরে মূর্ত্তি প্রবেশিলা। বিষ্ণু কর্ণ মলোদ্ভব, মধু কৈটভ দানব, বিধাতারে গ্রাসিতে চলিলা॥ সময়ে কমলোদ্ভব, করিলা নিদ্রার স্তব, বিষ্ণু দ্বারা বিনাশিলা মাতা। তার মাংসে বসুমতি, জলে কৈল নিবসতি, দেখে চিন্তা করেন বিধাতা॥ শূন্য হৈতে কন মাতা, তপস্যা করহ ধাতা, সৃষ্টি হেতু জনম তোমার। ব্রহ্মা ভাবে অপরূপ, নাহি দেখি কোন রূপ, কেবা কথা কহে চমৎকার॥ মুখে নাহি সরে ভাষ, বহে ঘনং শ্বাস, তাহে হরি হৈলা অবতার। ব্রহ্মার অভয় দিয়ে, জলে প্রবেশিল গিয়ে, হয়ে দিব্য শূকর আকার॥ আদি দৈত্য ধরাপক্ষ, বিনাশিয়া হিরণ্যাক্ষ, দন্তে ধরি ধরা উদ্ধারিলা। অনন্ত হইলা হরি, কূর্ম্ম হয়ে পৃষ্ঠে করি, নিজ শিরে ধরণী ধরিলা॥ তাহে ব্রহ্মা করি দৃষ্টি, আরম্ভ করিলা সৃষ্টি, গিরিদরী সাগর কানন। স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, দিক্ বিষ্ণু পদতল, দিবা সন্ধ্যা যামিনী সৃজন॥ সত্ত্ব তম দুই জন, আসি দিলা দরশন, সঙ্গে করি যতেক অমর। দেখে তবে প্রজাপতি, সমাদর করে অতি, বসাইল পুলক অন্তর॥ সৃষ্টি করে পুনর্ব্বার, পক্ষ মাস অয়ন আর, বর্ষ দণ্ড পল অনুপল। বার তিথি ঋক্ষ যোগ, করণের সুসম্ভোগ, কালাকাল যে আদি সকল॥ সৃজন হইল সব, সানন্দে সরোজোদ্ভব, দেবগণে দিল বাসস্থান। আনন্দিত হয়্যা অতি, অতঃপরে প্রজাপতি, যুগাদির কৈলা অধিষ্ঠান॥ প্রজা সৃষ্টি করিবার, চিন্তা হৈল বিধাতার, শিবেরে করিলা অনুমতি। শঙ্করের সৃষ্টি শুন, স্বভাবেতে তমোগুণ, পিশাচের করিলা উৎপতি॥ গুহ্যক বেতাল তাল, ভূত প্রেত দানাকাল, রুদ্র ভদ্র ভৈরব চারণ। ব্রহ্ম রাক্ষস করঙ্গি, সিদ্ধ নন্দি ভৃঙ্গি সঙ্গি, সিদ্ধি ঝুলি বৃষভ বাহন॥ ভস্ম সিদ্ধি বাঘাম্বর, শূল শিঙ্গা বিষধর, ডম্বুর ধুস্তুর ফল ফুল। শিবের দেখিয়া সৃষ্টি, টলং করে সৃষ্টি, পদ্মযোনি ভয়ে সমাকুল॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে, কাত্যায়ণী যারে সহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী॥

প্রজা অস্থিত সনকাদির নৈরাশ।

রাগিণী ইমন কল্যাণ। তাল মধ্যমানের ঠেকা।

ধূয়া। তারিণী একি ঠেকাইলে দায়। পড়িনু বিপদে প্রজা রাখা নাহি যায়॥

পয়ার। শিবেরে নিবর্ত্ত করি নারায়ণে কন। অতঃপর তুমি কর প্রজার সৃজন॥ ব্রহ্মার পাইয়া আজ্ঞা দেব নারায়ণ। আপন আকৃতি পুজা করিল সৃজন॥ শ্যামবর্ণ চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র ধর। কিরিটী কুণ্ডল ভূষা অতি মনোহর॥ অন্ত রূপ সৃষ্টি করিবারে নাহি পারে। দেখিয়া চিন্তিত ব্রহ্মা কহিলেন তাঁরে॥ আর সৃষ্টি করিয়া নাহিক প্রয়োজন। যে সৃষ্টি করিলে তাই লহ দুইজন॥ নারায়ণ মহেশ্বর দুই আত্মারাম। স্বঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে কবি গেলা নিজধাম॥ হরি হরে হিরণ্য গর্ভার হৈল রোষ। আপনি করিছে সৃষ্টি করিয়া আক্রোশ॥ স্থূল তিন ঋতু আগে করে পদ্মাশন। হেমন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা এই নিরূপণ॥ চারি২ মাসে তিন ঋতুর গণন। হেমন্ত প্রথম ঋতু ব্রহ্মার সৃজন॥ হেমন্তের আদি কল্প ঋতু তার শেষ, পরেতে গ্রীষ্ম বর্ষা গণনা বিশেষ॥ তার অন্তঃপাতি তিন ঋতু অভিমৎ। শিশির বসন্ত আর বিশেষ শরৎ॥ গিরিষ্মের আদ্যাভাগ দুমাসে শিশির। অন্তভাগ বসন্ত আছয়ে এই স্থির॥ চতুর্মাস্যা বরিষা না হয় অপ্রমান। হেমন্তাদ্য দুই মাস শরৎ বিধান॥ কোন কল্পে ঋতু ভেদ ছিল নিরূপণ। হেমন্তের আদ্য মাস বৃশ্চিক বর্ণন॥ সে সব প্রভেদে বল কি কায আমার। উপস্থিত যাহা কহি বিধান তাহার॥ আশ্বিনাদি হেমন্ত আপনি প্রজাপতি। ক্রোধ যুক্ত হৈল অতি হরি হর প্রতি॥ উৎপতি হইল মনে প্রথমে সনক। দেখিল জননী নাই একাকী জনক॥ বিবেক হইল অতি ধর্ম্মে জম্মে রতি। ঊর্দ্ধরেতা মহাযোগী সুনির্ম্মল মতি॥ সৃষ্টি করিবারে ব্রহ্মা করিলা আদেশ। না শুনিয়া কাননেতে করিলা প্রবেশ॥ তাহাতে ব্রহ্মার কোপ হৈল অতিশয়। বিবেচনা করিতে আশ্বিন গত হয়॥ সনন্দ জন্মিল অতি দেখিতে সুন্দর। ঊর্দ্ধরেতা মহাযোগী যোগেতে তৎপর॥ ব্রহ্মা আদেশিল তারে সৃষ্টির কারণে। না শুনিয়া পিতৃ আজ্ঞা তপে গেল বনে॥ দেখিয়া ব্রহ্মার কোপ জনমিল তায়। ভাবিতে চিন্তিতে তুলা গত হয়ে যায়॥ সনৎকুমার পরে লইল জনম। ঊর্দ্ধরেতা মহাযোগী তপস্বী পরম॥ কৃষ্ণে মতি হৈল তার নিরুপম অতি। ধার্ম্মিক ধর্ম্মের সেতু কৃষ্ণ প্রতি রতি॥ ব্রহ্মা আজ্ঞা দিলা তায় সৃষ্টি করিবারে। শুনিয়া অবজ্ঞা ঋষি করিল ব্রহ্মারে॥ তৃণ তুল্য বাক্য তাঁর করিয়া লঙ্ঘন। যোগ আধারিতে বনে করিল গমন॥ তাহাতে বিধির অতি ক্রোধ জনমিল। ভাবিতে বৃশ্চিক সাঙ্গ ধনু প্রবেশিল॥ সনাতন চতুর্থে জন্মিল আসি ছলে। কোটি সূর্য্য সম তেজ অগ্নি হেন জলে॥ পিতামহ আদেশিল করিবারে

সৃষ্টি। সনাতন সে আজ্ঞায় না হইল পুষ্টি॥ মহা জ্ঞানী নাহি গেল বিধাতার মতে। তিন ভাই যে পথে চলিল সেই পথে॥ দেখিয়া ব্রহ্মার বড় হইল হুতাশ। যারে করি সৃষ্টি সেই যায় বনবাস॥ অনুপায় সৃজনে ঠেকিনু ঘোর দায়। কোন কোন জনে স্থাপনা নাহিক করা যায়॥ ভাবিয়া না পাই কিছু হায় কি করিব। ঈশ্বরের আজ্ঞা আমি কি রূপে পালিব॥ ধনু গত হৈল আসি প্রবেশ মকর। ব্রহ্মার মনেতে চিন্তা বাড়িল বিস্তর॥ বরাহ কল্পের শেষ হইল আসিয়ে। পৃথিবী হইল শূন্য প্রজার লাগিয়ে॥ কেমনে রহিবে প্রজা ভাবিয়া না পাই। ঠেকিনু বিষম দায় কোনোপায় নাই॥ কুম্ভমাস গত হৈল বরাহের শেষ। ভাবিয়া অস্থির বিধি হইলেন শেষ॥ ভ্রান্তিকে জন্মিল ভ্রম সদা মনোভ্রম। সৃষ্টি রাখিবার কিছু নাহি হয় ক্রম॥ শ্রীনৃসিংহ দাসেরে শঙ্কটে সহায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী॥

ব্রহ্মার প্রতি দৈববাণী। আবর্ত্তন।

ত্রিপদী। বিধাতা ভাবেন মনে, চৈত্রমাস আগমনে, ধরা থরে রবির কিরণে। ঈশ্বরের নাহি দৃষ্টি, প্রজা নাহি হয় সৃষ্টি, কেবা জন্মাইবে তুষ্টি মনে॥ ভাবিয়ে না পাই নীত, অন্য সৃষ্টি অনুচিত, প্রজা বিনে সব বিপর্য্যয়। অরণ্য অর্ণব নীর, সৃজনে নহিল স্থির, নর বিনা কার্য্য সিদ্ধ নয়॥ ঈশ্বরে করিয়া ধ্যান, তেয়াগিয়া বাহ্যজ্ঞান, সৃষ্টিকর্ত্তা চিন্তা করে অতি। হেনকালে শূন্যবাণী, কহিলেন চক্রপাণি, আরাধনা কর ভগবতী। বিনা সে মায়ার তুষ্টি, রাখিতে নারিবে সৃষ্টি, তুষ্টি রূপা দেবী কাত্যায়ণী। সর্ব্বত্র ব্যাপিণী শক্তি, স্মরিলে সঙ্কটে মুক্তি, তাঁর ভক্তি সুফল দায়িনী॥ শুনিয়ে দৈবের কথা, বিধাতা তুলিয়া মাথা, ঊর্দ্ধ দৃষ্টে করে নিরীক্ষণ। দেখিতে না পায় কারে, নয়ন পূর্ণিত বারে, স্তব করি কহেন তখন॥ আদেশে করিলে উক্তি, অর্চ্চনা করিতে শক্তি, অনবিজ্ঞ অনুক্রম তার। কিবা ধ্যান কিবা তন্ত্র, কি রূপ তাহার মন্ত্র, কহ তত্ত্ব করিয়া বিস্তার॥ শুনি তাঁরে নারায়ণ, বিশেষ করিয়া কন, শুন বিধি পূজার বিধান। চৈত্রমাসে ষষ্ঠী তিথি, শুক্লে নিশাপতি স্থিতি, দেবীরে করেন অধিষ্ঠান॥ সন্ধ্যা কালে বিল্বদলে, অধিবাস কুতূহলে, করিবে মানসে করি স্থির। সে নিশা করিয়া সায়, সপ্তমীতে পুনরায়, আরাধনা করিবে দেবীর॥ মৃণ্ময়ী প্রতিমা করি, পূজিবে হে মহেশ্বরী, চতুর্থা হে সংকল্প করিয়া। অষ্টমীতে দশভুজা, মহাষ্টমী সন্ধি পূজা, ধূপ দীপ বলিদান দিয়া॥ নবম কলায় সাঙ্গ, বলি হোম অর্চ্চনাঙ্গ, দক্ষিণান্তে কর্ম্ম সমার্পণ। দশমীতে কুতূহলে, প্রতিমা অর্পিবে জলে, দেবীরে করিয়া বিসর্জ্জন॥ এই নিয়মেতে পূজা, করিবে হে দশভুজা, শিব শক্তি সুপ্রসন্না হবে। উপায় তোমার তায়, সৃষ্টি করিবার থায়, কহিয়া দিবেন প্রজা রবে॥ অনন্ত অচিন্ত্য কায়, এতেক বলিয়া তাঁয়, শূন্য হৈতে

দিলেন পদ্ধতি। উপায় ব্রহ্মারে কয়্যে, হরি অন্তর্ধান হয়্যে, অহি উরে করিলা বসতি ।। পদ্ধতি পাইয়া ধাতা, পূজিতে জগত মাতা, নিষ্ঠা হৈল নিতান্ত তাঁহার। নিমন্ত্রিয়ে দেবগণে, আনিলেন নিকেতনে, করিতে অর্চ্চনা অভয়ার ।। বিধিমত দ্রব্য যত, আয়োজন কৈল তত, গৃহে কৈল মঙ্গলাচরণ। ধ্যান দেখি মহেশ্বরী, মৃন্ময়ী প্রতিমা করি, কৈল রত্ন বেদিতে স্থাপন ।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে, কাত্যায়নী যারে সহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী ।।

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দেবীর বাসন্তী পূজা।

বিল্বাধিবাস সপ্তমী পূজা। আবর্ত্তন।

পয়ার। চৈত্রে সৌর মধুমাস চান্দ্রে মীনরাশি। বসন্ত সময়োদিত ঋতু অংশে শশি ।। গোধূলী সময় কন্যা লগ্নে কুতূহলে। অধিবাস আমন্ত্রিতে বৈসে বিল্বতলে ।। ভক্তিভাবে আপনি পূজক পদ্মাসন। তন্ত্রের ধারক হইলেন ত্রিলোচন ।। নারায়ণ সদৃশ্য রহিলা সেই স্থানে। হেম ঘট বিধি আরপিল বিধি জ্ঞানে ।। ধ্যান করি পূজিলা দেবীর শ্রীচরণ। সঙ্কল্পে পূজাঙ্গ কৈলা গন্ধাদি বাসন ।। দুই মন্ত্রে নিমন্ত্রণ করি মহামায়। আচারেতে নিমন্ত্রণ কৈল মহামায় ।। বান্ধিল পত্রিকা নব পট্ট ডোর দিয়া। বেষ্টন করিল লতাপরাজিত দিয়া ।। পরিধান করাইল বিচিত্র বসন। বিচিত্র পিড়িতে লয়ে করিল স্থাপন ।। দেবীর দক্ষিণ দিকে গণেশের ঘট। নব পত্রিকার স্থান তাহার নিকট ।। মঙ্গলাচরণ করে যত দেবগণ। প্রজাপতি পুলকে পূর্ণিত অনুক্ষণ ।। বেদ উচ্চারণ আর দেবী গুণ গায়। গীত বাদ্য মহোৎসবে সে রজনী যায় ।। পর দিন দিনমণি না হতে উদয়। স্নান করি বিধি ভব আইল উভয় ।। সপ্তমী নক্ষত্র মূলা এমীন লগণে। বরণ করিলা বিধি পূজি ত্রিলোচনে ।। বৃতিহন বিরূপাক্ষ ব্রহ্মার পূজায়। পরে পত্রিকারে স্নান করাইতে যায় ।। করাইলা মন্ত্রে স্নান পদ্ধতি প্রমাণ। পরে অষ্ট কলস সহস্র ধারে স্নান ।। মাসভক্ত বলি দিয়ে পিশী বিম্ব করে। আরতি করিয়া পত্রি রাখে পীঠোপরে ।। পূজক আচার্য্য দেবী অগ্রে কুশাসনে। নারায়ণ রহিলেন সদৃশ্য কারণে ।। আর দেবগণ দ্রব্য করে আয়োজন। অর্চ্চনার অনুক্রম করে পদ্মাসন ।। স্থাপিল সুবর্ণ ঘট পরিপূর্ণ জল। আচ্ছাদে পল্লব পক্ক সহিত শ্রীফল ।। দধি দুর্ব্বাখত মাখাইল তার গায়। জলশুদ্ধি তীর্থ আবাহন কৈল তায় ।। সঙ্কল্প করিয়া পরে কামোল্লেখ করি। করিল আসন শুদ্ধি পার্ব্বতী সঙরি ।। ধ্যান পড়ি আপনার শিরে দিয়ে ফুল। মানসে পূজিল দেবী সকলের মূল ।। মন্ত্রে আবাহন কৈল ঘটে চণ্ডীকার। করিল মাতৃকান্যাস অঙ্গন্যাস আর ।। পীঠাদি করাঙ্গ ন্যাস আর ভূত শুদ্ধি। প্রণায়াম ব্রহ্মবীজ পাঠ ঋচ ঋদ্ধি ।। নারায়ণ সহ মন্ত্রে দিলেক অর্ঘিষ্ঠা।

করিল চক্ষুর দান জীবন প্রতিষ্ঠা।। ঘটের নিকটে বিধি রাখিয়া দর্পণ। দেবী প্রতি মূর্ত্তি তাতে করে দরশন।। মন্ত্রেতে করায় স্নান বিধি বেদাচারে। আরম্ভিল দেবী পূজা ষোড়শোপচারে।। আসনাদি বন্দনান্ত করি আরাধনা। পরে কৈল সেই রূপ সগণ অর্চ্চনা।। আদেশিলা নৃসিংহ দাসেরে নরাঙ্কিতে। কবিরত্ন বিরচিল চণ্ডিকার প্রীতে।।

কাত্যায়ণীর স্তব।

রাগিণী পরজ খাম্বাজ। তাল খয়রা।

ধূয়া। নিস্তার তারিণী। ভব ভয় বারিণী কলুষ হারিণী
কাল কলেবর কারিণী।।

লঘু ত্রিপদী। বিধিমতে ধাতা, পূজে বিশ্বমাতা, ধূপ দীপ উপহারে। পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, বিনয় করিয়া, স্তব করে চণ্ডীকারে।। জয় জয় তারা, ত্রিভুবন সারা, চণ্ডিকা চণ্ড দায়িকে। ত্রিলোক তারিণী, মোহন কারিণী, বিফল ফল দায়িকে।। গদিনী চক্রিনী, শূলিনী শঙ্খিনী, খড়্গিনী শক্তি ধারিণী। সর্ব্বস্ব ব্যাপিনী, সৃজন রূপিণী, স্থিতি প্রলয় কারিণী।। সর্ব্বশ্রয়া দিপ্তী, শক্তি মুক্তি ভুক্তি, ব্যাপ্তি প্রাপ্তিতে অনিমে। অক্ষরাধিষ্ঠাত্রি, হলবর্ণ ধাত্রি, স্রাবিত্রী তুমি গো ভিমে।। মাত্রামাত্র রূপা, উচ্চার্য্য স্বরূপা, অনুচার্য্য তুমি মাতা। ধর্ম্মাধর্ম্ম মর্ম্ম, পুণ্যাপুণ্য কর্ম্ম, শুভাশুভ ফলদাতা।। তুমি বসুন্ধরা, অহিরূপে ধরা, হীরা হয়ে গো ধারিণী। জল স্থলাকাশ, তোমাতে প্রকাশ, তুমি ব্রহ্মাণ্ড আরিণী।। শাস্ত্রা শাস্ত্র বেদ, তন্ত্র মন্ত্র ভেদ, চ্ছেদাচ্ছেদ ছন্দরূপা। শ্রোতা বক্তা তুমি, কি বর্ণিব আমি, ত্বমেকা বস্তু অনুপা।। হরিহর তব, গর্ভ সমুদ্ভব, মম শরীর গ্রহণ। কহিতে নিপুণ, নাহি তব গুণ, বিগুণ মম বচন।। যদি ছন্দ পাত, দোষে অবঘাত, মহিমা কহিতে হয়। আমি শুনির্ব্বোধ, না করিহ ক্রোধ, জ্ঞান মা তাদৃশ নয়।। পূজা অঙ্গ হানি, হইলে চক্রপাণি, অপরাধ নাহি লও। বালকের দোষে, মাতা নাহি রোষে, অতেব সন্তোষ হও।। তোমার মহত্ত্ব, সদর্থার্থ তত্ত্ব, কে জানিতে বল পারে। না ধর আকার, তথাপি সাকার, হয়ে নিস্তার সবারে।। চক্ষু নাহি ধর, সৃষ্টি দৃষ্টি কর, বক্তু হীন কথা কও। নিজ লোমকূপে, বুদ্ধি সাক্ষি রূপে, সর্ব্ব ঘটে ঘটে রও।। হস্ত পদ নাই, ক্রম সর্ব্ব ঠাঁই, সর্ব্ব কর্ম্ম কর তারা। কি রূপে তোমার, মুল্য হওয়া ভার, ভেবে জীব হয় সারা।। আমি অতি দীন, হইয়াছি ক্ষীণ, কর কৃপাবলোকন। সৃষ্টির উপায়, কহ মা আমায়, পূজা করিতে সৃজন।। পড়িয়া বিপাকে, ডাকি মা তোমাকে, দয়া কর দীনহীনে। কে করে নিস্তার, বল তারা আর, তনয়ে জননী বিনে।। জনম আমার, উদরে তোমার, সৃষ্টি করিতে কহিলে। সে কথা স্মৃষ্টি বৃথা কৈনু সৃষ্টি, মিথ্যা পূজা না থাকিলে।। এই রূপে স্তব, সরোজ সম্ভব, করি দেবী চণ্ডিকায়। শিবেরে কহিল, পূজা তো

হইল, আর কিবা ভুতরায় ॥ শ্রীনৃসিংহ দাসে, গীত অভিলাষে, কহিলেন কাত্যায়ণী। সঙ্গীত কলায়, দ্বিজ কবি গায়, কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

বলির নির্ণয়।

পয়ার। শুনিয়া সে কথা শিব ঈষৎ হাসিল। ইন্দু সহ যেন শতদল প্রকাশিল ॥ পুজার কিছুই নাই পুজা কর সাঙ্গ। বলিদান বিনা পুজা ভঙ্গ প্রধানাঙ্গ ॥ অশ্বমেধ যজ্ঞ দুর্গোৎসব অনুকল্প। মনে নাই করিয়াছ প্রথমে সংকল্প ॥ পুজা হোম বলিদান ব্রাহ্মণ ভোজন। এই চারি অঙ্গ দুর্গোৎসবে নিরূপণ ॥ একাঙ্গ হইল পুজা তিন অঙ্গ রয়। পদ্ধতিতে প্রমাণ লিখন সমুদয় ॥ বলিদান করিতে হইবে প্রজাপতি। উৎপতি নাহিক জীব কি হবে সম্প্রতি ॥ না হইল পুজা এ কর্ম্ম মলিন। হতযজ্ঞ পাপ জন্মে ক্রিয়া ফলহীন ॥ লক্ষ বলি দিবে পদ্ধতিতে লেখা আছে। তাহা দিলে ফল প্রাপ্তি চণ্ডিকার কাছে ॥ লক্ষ থাকু সম্প্রতি পাইলে চতুষ্টয়। অঙ্গের শোধন পুজা ফল প্রাপ্তি হয় ॥ শঙ্করের বচন শুনিয়া প্রজাপতি। কহিতে লাগিল তবে সকাতর অতি ॥ পূজা অঙ্গ হীন হৈল কি উপায় করি। কোথা বা পাইব বলি পুজিতে শঙ্করী ॥ জীব সৃষ্টি হয় নাই কি করি বিধান। বৃথা হৈল পুজা অঙ্গহীন বলিদান ॥ ভাবিয়া অস্থির ধাতা চক্ষে বহে জল। অধৈর্য্য হইল অতি জীবন বিকল ॥ একা বলিদান বিনা পুজা হৈল পণ্ড। অনুপায় প্রজা সৃজনেতে হৈনু ভণ্ড। নৃসিংহে শঙ্কটে তারা হও গো সদয়। চণ্ডীকার প্রীতে দ্বিজ কবিরত্ন গায় ॥

বলি নিমিত্তক ব্রহ্মার বিলাপ।

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল আড়া।

এখন বল ত্রিপুরারি কি উপায় করি। কোথা পাইব বলি
পুজিতে শঙ্করী ॥ ধুয়া ॥

পয়ার। মনস্তাপ যথোচিত অনুচিত সব। ব্যাঘাত ঘটিল ঘোর বিপরীত ভব ॥ শঙ্করী কি ঠেকাইলে শঙ্কটে আমায়। ভগ্ন যজ্ঞ পাতক কি ঘটাইলা দায় ॥ চিন্তায় চঞ্চল চিত্ত করিলেন স্থির। বলি বিনা পুজা সিদ্ধ না হবে দেবীর ॥ বিজ্ঞ বিধি বিবেচনা করিলেন সার। পুজা না হইলে প্রাণে কিবা কার্য্যে আর ॥ কাত্যায়ণী বৈমুখ হইল যেই জনে। তাহার শরীর বৃথা জীবনে মরণে ॥ শঙ্করে সম্বোধি কন শুন পশুপতি। নিজ মুণ্ড বলি দিয়ে তুষিব পার্ব্বতী ॥ এ জন্মে আমার সৃষ্টি না হৈল পত্তন। জন্মান্তরে কর্ম্মফলে করিব সৃজন ॥ এক্ষণেতো পুজা সিদ্ধ করিব আপনি। যা হবার হবে পরে জানেন জননী ॥ শুনিয়া মহেশ কন এ কেমনে হয়। চারি দিনে পুজাতো এক দিনে নয়। কেমনে হইবে সিদ্ধ পুজা এ তোমার। মিথ্যা প্রাণদণ্ড করিবে আপনার ॥ ব্রহ্মা কন এক দিন দিই বলিদান। হইতে সম্পূর্ণ হবে কর্ম্ম সমাধান ॥

শক্তি অনুসার মত পুর্ন ফল হয়। কার্পণ্যতা কৈলে তাতে ফল প্রাপ্তি নয়॥ আর বলি নাহি মোর দেখ বিশ্বনাথ। এক বলিদানে কর্ম্মে না হবে ব্যাঘাত॥ শুনে শিব কন বটে শাস্ত্রের প্রমাণ। কিন্তু তুমি প্রথম পুজায় দিলে প্রাণ॥ পুজা সিদ্ধ এক দিন অনায়াসে হবে। কিন্তু তিন পুজা আর অবশিষ্ট রবে॥ চারি পুজায় কাম পুর্ণ দুর্গোৎসব নাম। বল বিধি তাহাতেতো না পুরিবে কাম॥ সর্ব্বার্থে অনর্থ পুজা অঙ্গহানি হয়। সুসিদ্ধ হইয়া ফল না ঘটে উভয়॥ বিধাতা কহেন শুন দেব পঞ্চানন। এত বলিদানে চারি পুজা সমাপন॥ জীবন পর্য্যন্ত সংখ্যা হইল যখন। ফলের ব্যাঘাত যেন না হবে তখন॥ ম্রা হকু তা হকু শুদ্ধ অশুদ্ধ বিধান। আমার কর্ত্তব্য নিজ মুণ্ড বলিদান॥ নিতান্ত বুঝিয়া নিষ্ঠা নীলকণ্ঠ কন। তবে কর মহাশয় খড়্গ আরাধন॥ সিন্দূর লেপিয়া বীজ করিল লিখন। ধ্যান পড়ি অর্চ্চিলেন কমল নন্দন॥ ধূপ দীপ গন্ধাদি নৈবেদ্য নিবেদিয়ে। বলির অর্চ্চনা করে পার্ব্বতী ভাবিয়ে॥ আপনার শিরে ফুল গন্ধাদি লেপন। মন্ত্র পড়ি খড়্গে কৈল গ্রীবায় স্পর্শন॥ রাখিল খর্পর অগ্রে কদলির দলে। ফলযুক্ত শঙ্কর করিলা কুতূহলে॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্নে কালী কৈবল্য দায়িনী॥

ব্রহ্মার স্বমুণ্ড বলিদান।

রাগ মঙ্গল। তাল ছোট চৌতাল।

ললিত ছন্দঃ। কৃপাণ করতলে, ধরিয়া কুতূহলে, বিধাতা কহিছে শঙ্করে। শুনহে ত্রিপুরারি, লইয়ে এসো বারি, দেহ আমার কলেবরে॥ যত দেবতা মেলি, ডাকিতো দুর্গা বলি, সঘনে করতালি দিয়ে। আমারে বেড়ে রও, অন্তর নাহি হও, নাচিয়ে ডাক মা বলিয়ে॥ মহেশে বিধি বলে, কৃপাণ দিল গলে, কাটিয়া ফেলে নিজ শির। মস্তক ভুমে ঠেকে, মা বলি উঠে ডেকে, খর্পরে পড়িল রুধির॥ কবন্ধ খর্পনেয়, রুধির মাকে দেয়, সমাংস করি নিজ কায়। প্রদীপ জ্বালি মাতে, তুলিয়া নিল হাতে, আরতি করে অভয়ায়॥ মস্তক দিয়া মায়, বিধিরোপরে কায়, দেবতা দেয় জয়ধ্বনি। প্রেমেতে পুলাকত, শঙ্কর আনন্দিত, নাচিছে কাঁপায়ে ধরণী॥ অর্চ্চনা কৈল ধাতা, মনেতে জানি মাতা, সদয় হইলা তখন। করিয়া শুভদৃষ্টি, মস্তক করি সৃষ্টি, স্কন্ধে করিলা নিজ জন॥ বিধাতা পায় প্রাণ, হইল দিব্যজ্ঞান, দেবীরে তোষে বহু স্তবে। দেখিছে তবে ধাতা, আপন নিজ মাতা, পড়ে দেবীর পদপল্লবে॥ হোমাদি করি পরে, পুলক কলেবরে, পঠিল চণ্ডিকা মাহাত্ম্য। যুড়িয়া যুগলপাণি, হইয়া দীরজানি, প্রার্থনা করে নিজ স্বার্থ॥ করিল নৃত্য গীত, হইয়ে আনন্দিত, পুলক চিত্ত হিত মন। অন্ন সুপরিমিত, পায়স দধি ঘৃত, ব্যঞ্জন পঞ্চাশ গণন॥ চর্ব্ব্য চোষ্য আদি, পিষ্টক ফলাদি, লড্ডুক অনেক প্রকার। শর্করা সুবাসিত, গন্ধ কর্পূ

রান্ধিত, পক্কান্ন ফল মূল আর ॥ করিয়া পরস্তুত, বিধাতা ভক্তিযুত, নিবেদিল চণ্ডিকায়। করায়ে আচমন, তাম্বুল নিবেদন, বিবিধ দ্রব্য যুক্ত তায় ॥ আরতি করি মায়, আহ্লাদে নাচে গায়, সপ্তমী পূজা হইল সায়। নৃসিংহ দাসে দয়া, কর গো গিরিজায়া, কবিরত্নে রস গায় ॥

বাসন্তী পূজা ও সন্ধিপূজা ও নবমী পূজা। আবর্ত্তন।

পয়ার। পর দিন অষ্টমীতে আরাধনা করে। পূর্ব্বমত সংকল্প অঙ্গাদিন্যাস পরে ॥ নানা পুষ্প ধূপ দীপ ষোড়শোপচার। পুষ্পাঞ্জলি স্তব পাঠ প্রার্থনা পূজার ॥ পূজা সাঙ্গ সময়েতে করিয়া বিধান। পূর্ব্বমত নিজমুণ্ড দিল বলিদান ॥ নিবেদিল রুধির স্বপ্রদীপে আরতি। কাটা স্কন্ধ পড়িয়া লোটায় বসুমতী ॥ কাটামুণ্ড দেবীপদে গড়াগড়ি যায়। দেবীর কৃপায় আর এক মুণ্ড পায় ॥ দুই মুণ্ড ভূমে দুইমুণ্ড স্কন্ধে তার। দেবগণে দেখিয়া ভাবিল চমৎকার ॥ সজীব হইয়া বিধি উঠে ততক্ষণে। ছিন্ন দুই মুণ্ড দেখে দেবীর চরণে ॥ পরে হোম চণ্ডীপাঠ করিলেন সায়। অন্ন ব্যঞ্জনাদি নিবেদিল অভয়ায় ॥ বিধি ভব পূজার সুগায় ভাবি তবে। অষ্টমী নবমী সন্ধি মহারাত্রে হবে ॥ সে সময় পূজা করি বলিদান দিলে। চণ্ডীর প্রভাবে বাঞ্ছাতীত ফল মিলে ॥ অসাধ্য সুসাধ্য হয় জানিবে নিশ্চয়। বেদের লিখন কদাচিত মিথ্যা নয় ॥ শুনিয়া সানন্দ বিধি সদানন্দে কয়। সন্ধি পূজা করাইবে বুঝিয়া সময় ॥ শঙ্কর পদ্ধতি দেখি প্রথমে পূজার। উদ্যোগ করিলা সব যে রূপ তাহার ॥ সময় নির্দ্ধার্য্য জানি পূজায় বসিল। মহাষ্টমী ন্যায় চণ্ডী অর্চ্চ না করিল ॥ অষ্টমী নবমী সন্ধি সময় হইল। পূজা করি বিধি মুণ্ড বলিদান দিল ॥ পুনর্ব্বার সেই রূপ পাইল মস্তক। স্তবংকরে চণ্ডিকারে বিধাতা ত্র্যম্বক ॥ হোম স্তুতিপাঠ অন্ন আদি নিবেদন। নৃত্য গীতে রজনী হইল সমাপন ॥ প্রাত স্নান করিয়া আইল দুই জনে। পূজিতে পার্ব্বতী পদ বসিলা আসনে ॥ নবমী উল্লেখেতে সংকল্প আদি করি। স্থির মনে বিধাতা পূজিল মহেশ্বরী ॥ পূর্ব্বমত খড়্গ আনি পূজি বিধি জ্ঞানে। করে অসি নিল মুণ্ড দিতে বলিদানে ॥ একান্ত করিয়া মন দেবীর চরণে। নিতান্ত ভাবিয়া মাকে হৃদি পদ্মাসনে ॥ তদগত চিত্তার্পিত অন্যমত নয়। ভাব বুঝি বিশ্বেশ্বরী দয়ান্বিতা হয় ॥ বারে২ নিজ মুণ্ড দিল বলিদান। আর্দ্র মন অম্বিকার কম্পিল পরাণ ॥ পুত্রে করে মায়ের উদ্দেশে তনুপাৎ। কৃপান্বিতা কাত্যায়নী হইলা সাক্ষাৎ ॥ প্রতিমা হইতে দেবী হইলা বাহির। কি কর বলিয়া হস্ত ধরিলা বিধির ॥ আর না কাটিহ মুণ্ড সিদ্ধ হৈল পূজা। আসিয়াছি আমি এই দেবী দশভুজা ॥ আমার কারণে কষ্ট কৈলে যথোচিত। তাহাতে আমার হইয়াছে মনঃপীত ॥ এত বলি খড়্গ ফেলি দিলা বিধাতার। প্রিয়বাক্যে আশ্বাসে বিশ্বাস দিলা তার ॥ দেবীরে দেখিয়া বিধি হরষিত কায়

পুলকে পূর্ণিত স্তব করে অভয়ায় ॥ শ্রীনৃসিংহ দাসের শঙ্কটে সহায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দেবীর স্তব।

রাগিণী বাহার। তাল তিওট।

তারা ত্রিভুবন জন মোহিনী। ত্রিপুরেশ যায়া গুণ কেজানে তব মহামায়া ॥ গুণধাত্রী গুণাত্মিকা, গুনিশাগুন সাধিকা, জীবা জীবে অধিষ্ঠাত্রী সর্ব্বত্র ব্যাপিনী। ত্রিপুরে ত্রিলোচনী ত্রিগুণা রজ্জু রূপিনী, আব্রহ্ম কটাহে লূতা তন্তু রূপে আচ্ছাদিনী ॥ ধূয়া ॥

পয়ার। দয়া কর দয়াময়ি দনুজ দলনী। দেবী দশভুজা দুর্গা দুষ্টের দমনী॥ ত্রিপুরা ত্রিগুণা তারা তারিতে তারিণী। ত্রাণকর্ত্রী ত্রিলোচনী দুর্গমে শরণী ॥ দুঃখ হরা দুর্গতিনাশিনী নারায়ণী। নিত্যং শান্তাশান্তি ব্রহ্ম পরাঙ্গনী ॥ পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি পাপহরা। পার কর পাপিষ্ঠেরে সর্ব্ব শান্তি করা ॥ বর্ণিতে কি জানি আমি তুমি বর্ণাধীশা। তুমি কাল দণ্ড পল দিবা সন্ধ্যা নিশা ॥ নিরাকারা সাকারা মা ত্রিগুণ ধারিণী। তুমি বিদ্যা বেদ মাতা ত্রিলোক তারিণী ॥ তুমি মা পাতাল স্বর্গ তুমিগো ধরণী। তুমি নিদ্রা যোগমায়া ব্রহ্ম সনাতনী ॥ তুমি ধন ধন্য রূপা বুদ্ধি ক্ষুধা তুষ্টি। সর্ব্বশক্তি কান্তি ভ্রান্তি ক্ষান্তি সদা পুষ্টি॥ রক্ষা কর রক্ষিনী রঙ্গিনী রুদ্র জায়া। অন্নপূর্ণা অর্পণা অম্বিকা মহামায়া ॥ ঠেকিয়াছি ঘোর দায় মৃগাঙ্ক বদনি। হের মা নয়ন কোনে কুরঙ্গ নয়নী ॥ জন্ম দিয়ে বঞ্চনা করোনা আর তারা। অনুপায়ে অকৃতি বালক হয় সারা ॥ পদান্তে নখর প্রান্তে স্থান দেমা মোরে। নিমগ্ন হয়েছি মাতা চিন্তার্ণব ঘোরে ॥ সর্ব্বদা চঞ্চল চিত্ত স্থির নহে প্রাণ। স্থির বুদ্ধি দিয়ে বুদ্ধিরূপা পরিত্রাণ ॥ সৃষ্টি করিবার জন্যে হৈয়াছি কাতর। সৃষ্টির উপায় করে্য রাখ মা কিঙ্কর ॥ একান্ত ভাবেতে বলি করগো নিস্তার। হয় সৃষ্টি নৈলে সৃষ্টি ছাড়া দেহ ভার ॥ তোমার করুণা দৃষ্টি বিনে মহামায়। কোন মতে প্রজা রক্ষা করা নাহি যায় ॥ বিস্তর যন্ত্রণা পায়ে পুজিনু তোমায়। মস্তক স্বহস্তে কাটি বলি দিনু পায় ॥ আর না সহিতে পারি ক্লেশ যথোচিত। দয়াম্বিতা হও দুর্গা দেখিয়া দুঃখিত ॥ বলিতে বলিতে বিধি ভাসে অশ্রু জলে। অধৈর্য্য হইয়া পরে চণ্ডী পদতলে ॥ তুষ্টা হয়ে তুষ্টিরূপা তোলে কর ধরি। অঞ্চলে মুছান মুখ আপনি শঙ্করী ॥ চিন্তা নাই চিন্ত কিবা সধির রোদন ॥ অতঃপর প্রজা সৃষ্টি হইবে এখন ॥ দয়াময়ী সদয়া হইলে কৃপানিতে। কবিরত্ন গায় গীত চণ্ডিকার প্রীতে ॥

অথ দেবীর বর দান।

বসন্ত রাগেন রূপক তালেন গীয়তে।

ত্রিপদী। করুণা করুণাময়ী, নিস্তারিণী জগৎত্রয়ী, বিধাতারে কহিলা তখন। এক মনে আরাধিলে, নিজ মুণ্ডে বলি দিলে, পরিতুষ্ট হৈল মোর মন ॥ এত বলি বিশ্বমাতা, লইয়ে তিন কাটা মাতা, বিধাতার স্কন্ধে নিয়োজিলা। পূর্ব্ব সহ হৈল চারি, স্তব করে অক্ষধারি, দেবী চতুর্ম্মুখ নাম দিলা ॥ সবে শুন এ কৌতুক, বিধি হৈল চতুর্ম্মুখ, এ অবধি ঘুষিল সকলে। পুনর্ব্বার পিতামহে, বর লহ দেবী কহে, বিধি কৃতাঞ্জলি হয়ে বলে ॥ অন্য বরে কায নাই, এক বর দেহ চাই, সৃষ্টি যেন আমা হৈতে হয়। প্রজা সৃষ্টি নাই করে,আছি তাহে সকাতরে, তব বরে প্রজা যেন রয় ॥ শুনিয়া তথাস্তু বলি, ঈষৎ হাসিয়া কালী, কহিলেন জগত মাতায়। সৃষ্টি করিবে যখন,মোরে স্মরিহ তখন, কয়ে দিব উপায় তোমায় ॥ চারি মুখে করে স্তব, চণ্ডীরে পঙ্কজোদ্ভব, করে নতি লোটাইয়ে ক্ষিতি। করে আঁখি ছল ছল, বুকে মুখে পড়ে জল,শান্ত করে শঙ্কর প্রকৃতি ॥ প্রবোধিয়া জগদ্ধাতা, তিরোধান হৈল মাতা, প্রতিমায় করিলা প্রবেশ। জয়ধ্বনি দেয় সবে, প্রজাপতি উঠে তবে, করিলা সকল কর্ম্ম শেষ ॥ দক্ষিণান্ত চণ্ডীপাঠ, মহোৎসব গীত নাট, যামিনী করিল জাগরণ। দশমীতে বিজয়ায়, অন্ত দ্বারে শ্রবণায়, দেবীরে করিল বিসর্জ্জন ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সংগীতের অভিলাষে, কাত্যায়ণী যারে সহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন, গায় গীত কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্টি আরম্ভ।

ধূয়া। কি আজি ধাতার আনন্দ অপার। হইল উপায় সার সৃষ্টি রাখিবার ॥

পয়ার। পর দিন একাদশী নন্দা বুধবার। ধনিষ্ঠা নক্ষত্র সিদ্ধিযোগ চমৎকার ॥ সৃষ্টি করিবারে বিধি উদ্যোগ করিলা। যোগমায়া প্রকৃতিরে মানসে স্মরিলা ॥ জানিলা জননী ব্রহ্মা করিছে স্মরণ। ততক্ষণে আসিয়ে দিলেন দরশন ॥ পার্ব্বতিকে দেখে প্রজাপতি হৃষ্টমতি। ধূলায় লোটায়ে তাঁরে করিলা প্রণতি ॥ পার্ব্বতী বলেন বিধি করহে শ্রবণ। উপায় করিয়া দিই সৃষ্টির কারণ ॥ কহিতে বলিতে যোগ কৈলা মহেশ্বরী। স্বমূর্ত্তি সম্বরি হইলা মানবি সুন্দরী ॥ নবীন যৌবন কিবা ষোড়শিয়া কন্যা। হাবভাবে পরিপূর্ণা মোহন লাবণ্যা ॥ শরৎ পার্ব্বণচন্দ্র জিনিয়া বদন। কুন্তল কাদম্ব পুঞ্জ অঞ্জন গঞ্জন ॥ কবরী তাহাতে ভারি শোভে মল্লি মালে। মধুলোভে ভ্রমে মগ্ন মধুব্রত জালে ॥ অলকা ঝলকা দেয় তিলকের শোভা। কাঞ্চন জিনিয়া কান্তি জনমন লোভা ॥ ভ্রুভঙ্গ কামধনু নয়ন খঞ্জন। নাশা তিল প্রসূন মুকুতা হর-

স্তন ॥ ওষ্ঠাধর বিম্বুর দশন মুক্তাপাতি। মার্জ্জিত সিন্দূরেতে উজ্জ্বল তার ভাতি ॥ মৃণাল জিনিয়া ভুজ রক্ত করতল। উচ্চস্তনী ক্ষীণ মধ্যে নাভি শতদল ॥ নিতম্ব উন্নত কিবা ত্রিবলি নির্ম্মাণ। রতি গৃহ জঘনের উঠিতে শোপান॥ জিনিয়া কদলী তরু উরুযুগ শোভা। গমন সুধীর গজ রাজহংস ক্ষোভা ॥ চরণ যুগল স্থল দল বিকসিত। নখর সুধাংশু খণ্ড নখরে লিলিত ॥ সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান হাবভাবে ভরা। সর্ব্ব ভূষান্বিতা ভ্রূ কটাক্ষে মনোহরা ॥ দেখিয়া রূপের ছটা চঞ্চল বিধাতা। আদেশীলা সৃষ্টি হেতু দেবী বিশ্বমাতা ॥ এই রূপে কর আগে প্রকৃতি সৃজন। পরে কর প্রজোৎপত্তি হইবে মোহন ॥ ইহা বলি বিশ্বেশ্বরী হৈলা তিরোধান। ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবারে করিলা বিধান ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে করিয়া কল্যাণ। শ্রীনন্দকুমার গায় চণ্ডিকার গান ॥

অথ প্রজা সৃষ্টি।

ভৈরব রাগ। তাল ছেপ্‌কা।

ধূয়া। জপরে কালী নাম যদি এড়াবে শমন।

লঘু ত্রিপদী। আনন্দিত মন, বিধাতা তখন, কন্যা করিলা উৎপত্তি। অকৃতি উত্তমা, অতি নিরুপমা, নাম শতরূপা সতী ॥ নবীন যৌবনী, ভুবনমোহিনী, দেবীর সদৃশ রূপ। হাব ভাব ভরা, সূক্ষ্মবস্ত্র পরা, মোহময়ী মায়াকূপ ॥ বিধাতার মন, প্রায় উচাটন, তারে করি নিরীক্ষণ। পুলকে পূরিল, সৃজন করিল, এক পুরুষ রতন ॥ স্বায়ম্ভুব মনু, বিধি মন জনু, তনু অতি মনোহর। জিনিয়া কাঞ্চন, কাঞ্চির লাঞ্ছন, বদন রজনী কর ॥ জনম লইয়া, নয়ন মিলিয়া, দেখে শতরূপা সতী। পরম সুন্দরী, রূপের লহরী, মনুর চঞ্চল মতি ॥ বুঝিয়া মনন, চতুর আনন, বিভা দিল দুই জনে। মনু শতরূপে, মগ্ন কামকূপে, মত্ত হইলা রমণে ॥ ছোটে কাম বাণ, রতি সমাধান, করিল পুলকে অতি। তাহে গর্ভবতী, হইল যুবতী, কালে প্রসবিল সতী ॥ দুই পুত্র হয়, সর্ব্ব গুণময়, প্রিয় ব্রতোত্তান পাদ। দেখিয়া ব্রহ্মার, আনন্দ অপার, পূর্ণ মন সাধিসাধ ॥ আকুতি প্রসূতি, আর দেবহুতি, তিন কন্যা হৈল আর। রূপের আধান, লাবণ্য বাখান, তুলনা নাহি তাহার ॥ বিধাতার পাশে, রহিল প্রকাশে, মগ্ন বিধাতা চিন্তায়। শ্রীনৃসিংহ দাস, করিলা আভাস, কবিরত্নে রস গায় ॥

ব্রহ্মার পুত্রাদির উৎপত্তি।

পয়ার। বিধাতার মানসে জন্মিল পুত্র দশ। পুলক পুলহ ক্রতু বোঢ়ু অঙ্গিরস ॥ পঞ্চশিখ প্রেচেতা মরিচি ভৃগু অতি। এই দশ জনমিল অগ্রে প্রজাপতি ॥ কর্দ্দম নারদ রুচি হংসি দক্ষ আর। অত্রি সহ পুত্রগণে দিল সৃষ্টি ভার ॥ তার মধ্যে নারদ না করিল স্বীকার। হইল পরম যোগী অতি শুদ্ধাচার ॥ ভগবত শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের শিরোমণি। আত্মারাম কর্ম্ম কার্য্য আপনা আপনি ॥ এর

মধ্যে তিন জনে দেখি রূপবান। স্বায়ম্ভুব মনু তিন কন্যা কৈল দান ।। রুচিকে আকুতি দিলা দক্ষেরে প্রসূতি। সযৌতুক কর্দ্দমে সঁপিলা দেবহুতি ।। মরিচী ব্রহ্মংশে কশ্যপের জন্ম হয়। ভৃগু হৈতে জনমিলা শুক্র মহাশয় ।। অঙ্গিরার পুত্র দেবগুরু বৃহস্পতি। অত্রি নেত্রমলে জনমিলা নিশাপতি ।। বিশ্বশ্রবা জনমিল পুত্র পুলস্ত্যের। তার পুত্র ধনেশ্বর হইল কুবের ।। দেবহুতি গর্ভে হৈল কপিল জনম। সাক্ষাৎ অচ্যুত বিষ্ণু তপস্বী পরম ।। দক্ষের ঔরসে প্রসূতির গর্ভজাতা। ষাঠি কন্যা রূপে গুণে ত্রিভুবন খ্যাতা।। তাহে দক্ষ প্রজাপতি সচেষ্টিত মনে। পাত্র বিচারিয়া বিভা দিল কন্যাগণে ।। কশ্যপের ত্রয়োদশ কন্যা সমর্পিল। একাদশ রুদ্রে একাদশ কন্যা দিল ।। ধর্ম্মরাজে আটচন্দ্রে সপ্তম বিংশতি। শঙ্করে কনিষ্ঠা কন্যা নাম তার সতী ।। কশ্যপ হইতে প্রজা হৈল বহুতর। সুরাসুর বিহঙ্গ পতঙ্গ নাগ নর ।। ক্রমে এই রূপ সৃষ্টি অনেক হইল। তার পুত্র পৌত্রাদিতে জগৎ পূরিল ।। বিধাতা আনন্দ২ যুক্ত হৈল অতিশয়। ক্রমে২ যত প্রজা পৃথিবীতে হয় ।। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বর্ণ আর। মনু মুনি জীব জন্তু সাগর বিস্তার ।। আনন্দিত সৃষ্টি দেখি নিশ্চিত বিধাতা। এক মনে নিত্য পূজা করে বিশ্বমাতা ।। দুই খণ্ড সমাপ্ত হইল এত দূরে। শুনিলে আপদ খণ্ডে মনোবাঞ্ছা পূরে ।। অনুগ্রহ শঙ্করীর হয় তার প্রতি। ইহকালে পরকালে রাখেন পার্ব্বতী ।। ধনধান্য পুত্র পৌত্র ক্রমে বৃদ্ধি হয়। নিরাপদে সম্পদে সর্ব্বদা সুখে রয় ।। গায়েন বায়েন পালি চণ্ডীর কৃপায়। পরম আনন্দে থাকি মার গুণ গায় ।। নায়কেরে কল্যাণ করুণ কাত্যায়ণী। ধন পুত্র বৃদ্ধি করিবেন নারায়ণী।। শ্রীনৃসিংহ দাসেরে শঙ্কটে সহায়িনী। গায় কবিরত্নে কালী কৈবল্য দায়িনী ।।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

তৃতীয় খণ্ডারম্ভঃ।

রাবণোপাখ্যান।

ত্রিপদী। ভাগুরি বিপ্রেরে কন, মার্কণ্ডেয় তপোধন, পরে শুন অপূর্ব্ব কথন। করিয়া দেবীর পূজা, চৈত্র মাসে দশভুজা, ত্রিভুবন জিনিল রাবণ ॥ বিশ্ব-শ্রবা মুনিবর, তাঁর পুত্র ধনেশ্বর, লঙ্কাপুরে করিলেন বাস। সদা যাগ যজ্ঞ করে, থাকয়ে সম্পদ ভরে, কোন জন নাহি তার ত্রাশ ॥ শুন রঙ্গ অতঃপর, মাল্যবান নিশাচর, ব্রহ্মার তনয় রক্ষপতি। নিকষা তনয়া তার, পত্নী সে বিশ্বশ্রবার, কাম ভাবে বরিয়াছে সতী ॥ কালেতে গর্ব্ভিনী হইল, তিন পুত্র প্রসবিল, এক কন্যা হৈল পর সখা। কুম্ভকর্ণ বিভীষণ, জ্যেষ্ঠ তনয় রাবণ, তনয়ার নাম সূর্পণখা ॥ জনমিয়া তিন জন, তপস্যায় দিল মন, বিধাতা দিলেন দরশন। তিন জনে দিলা বর, বিভীষণেরে অমর, কুম্ভকর্ণের নিদ্রা সমর্পণ ॥ রাবণ চাহিল বর, মোরে করহ অমর, বিধাতা নারিলা দিতে বর। প্রকারান্তে বর কৈল, বিশেষ অমর হৈল, মৃত্যু হেতু দিলা মৃত্যুশর ॥ নর বানরের কর, যখন পড়িবে শর, তখন তোমার রে মরণ। শুনিয়া রাক্ষস কয়, ভাল সেতো খাদ্য হয়, তাহাতে না মরিবে রাবণ ॥ বিধাতা প্রস্থান করে, রাবণ আইল ঘরে, বাসস্থান করে অন্বে-ষণ। দেখে সমুদ্র উপরে, লঙ্কাপুরি মনোহরে, তাহে তার হইল মনন ॥ বৈশ্র-বস চলে তথা, কুবের বসিয়া যথা, প্রণাম করিয়া তারে কয়। নিবাস করিব আমি, লঙ্কা ছাড়ি দেহ তুমি, কবি কহে করিয়া বিনয় ॥

রাবণের কুবের স্থানে লঙ্কা যাচ্ঞা।

রাগ মল্লার। তাল পোস্তা।

মজরে২ মন শ্যামাপদ নীলকমলে। ত্যজ মায়া ভজ কালী
দিন গেলরে বিকলে ॥
ত্যজ মিছে অভিলাষ, মধুপীয় পুরী আশ, বিষয় কুটজ
পাশ, হলাহল রজছলে ॥ ধুয়া ॥

পয়ার। মূঢ় বাক্য শুনিয়া কুবের রুষ্ট হয়। কে তুমি হে কিবা নাম কাহার তনয় ॥ কুবের বলিয়ে মোরে নাহি ভয় জ্ঞান। যক্ষেশ ধনেশ বিশ্বশ্রবার সন্তান ॥ অনোচিত বাক্য কেন কহিলে আমারে। আপনার বাস্তু বল কেবা দেয় কারে ॥ কোন দায় তোমারে ছাড়িয়া দিব পুর। পাপিষ্ঠ দুর্নীত নিশা-চর দূর দূর ॥ বিস্তর ভৎ সন করে কুবের তখন। শুদ্ধ মম গুণ শুনি ক্রুষিল রাবণ ॥ কেন গালি দেহ মোরে বল অকারণ। যাচিঞা করিনু বাসে এ লঙ্কা ভবন ॥ ইচ্ছায়তো দিতে এতো জোর কথা নয়। এক অপরাধে এত গালি

মহাশয় ।। যদ্যপি লঙ্কায় মোর নাহি ছিল কাষ। লইতে হইল আর না করিব ব্যাজ ।। তোমারে নাশিব আজি করিয়া সংগ্রাম। এই স্বর্ণ লঙ্কায় করিব নিজ ধাম ।। শুনিয়া কুবের অতি ক্রোধিত হইল। রাবণের সহ যুদ্ধ করিতে আইল ।। রাবণ ধনুক ধরি দিলেক টঙ্কার। দুই সিংহে সিংহনাদ ছাড়িছে হুঙ্কার ।। বিপরীত শব্দে স্তব্ধ ত্রিভুবনে শঙ্কা। পদভরে সকম্পিতা টলং লঙ্কা ।। দুই বীরে বাণ মারে ডাকে মার মার। বাণেং ছিন্ন তনু হৈল দোঁহাকার ।। মহাবীর কুবের দুর্জ্জয় বলবাণ। রাবণের উপর হানিছে খরবাণ ।। নিবারণ করে বাণ নিকষা কুমার। ব্যর্থ শর বৈশ্রবণ কোপিল অপার ।। ধনু অস্ত্র ফেলি পুনঃ বাহু যুদ্ধ করে। মুষ্টিক মারিল রাবণের কক্ষোপরে ।। অচৈতন্য হইয়া পড়িল নিশাচর। রুধির বমন করে কাঁপে থর থর ।। সম্বিত পাইয়া পরে যুঝে পুনরায়। বেড়াপাক বাণেতে কুবের বান্ধে তায় ।। এড়াইতে নারে আর ভাবিল হুতাশ। নড়িতে চড়িতে বন্ধ হয় গলে ফাঁস ।। হস্তপদ অবশ নিশ্বাস নাহি সরে। সকাতরে রাবণ কুবের স্তব করে ।। তুমি শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ ভাই নাহি অন্য জ্ঞান। গর্ভভেদ কিন্তু এক পিতার সন্তান ।। আমি তব ছোট ভাই পুত্র তুল্য হই। বড় ভাই পিতার সমান করি কই ।। আমারে মারিলে হবে অখ্যাত তোমার। অনুগ্রহ করে রাখ জীবন আমার ।। অল্প বুদ্ধি আমার বিশেষ নাহি বুঝি। অন্যায় তোমার সঙ্গে সংগ্রামেতে যুঝি ।। অকৃতি অজ্ঞান আমি বুদ্ধি সাধারণ। তুমি জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি অতি বিচক্ষণ ।। কনিষ্ঠ ভ্রাতার যদি অপরাধ হয়। জ্যেষ্ঠ যেই তাহারে ক্রোধিত কভু নয় ।। স্তব শুনি কুবেরের দয়া উপজিল। কাতর দেখিয়া শেষে বন্ধ ঘুচাইল ।। শ্রীনৃসিংহ দাসেরে শঙ্কটে সহায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ।।

রাবণের কুবের জয়। আবর্ত্তন।

ত্রিপদী। করি কুবেরে বিনয়, কাতরে রাবণ কয়, ছোট ভাই আমি হে তোমার। তুমি দাদা মহাশয়, দেহ কিঞ্চিৎ অভয়, অনুপায় সকলি আমার ।। বাসনা কিঞ্চিৎ আছে, শিক্ষিব তোমার কাছে, বাণ যুদ্ধে তুমি মহাবীর। সমরের ফেরফার, বুঝিতে না পারি আর, বুদ্ধি মোর সর্ব্বদা অস্থির ।। কুবের পুরিলা সায়, কাতর দেখিয়া তায়, দয়া করি যুদ্ধ শিক্ষাইল। সমর সন্ধান যত, কহিলা বিবিধ মত, কত মত বাণ তারে দিল ।। নিকষা কুমার পরে, কুবেরে বিনয় করে, মেগে লয় বেড়াপাক বাণ। দয়ান্বিত হয়ে অতি, রাবণের যক্ষপতি, বেড়াপাক করিলা প্রদান ।। বাণটী পাইয়া করে, আপন বিক্রম করে, যুদ্ধ করি কুবেরে বান্ধিল। রাক্ষসের দেখ কর্ম্ম, অনায়াসে নাশিল ধর্ম্ম, গুরুমারা বিদ্যা প্রকাশিল ।। বুকেতে পাথর দিয়া, রাখে কারাগারে নিয়া, দেখে পলাইল যক্ষগণ। অন্যায়ে করিল মন্দ, কুবের হইয়া বন্ধ, রাবণেরে কহিছে তখন ।। ক্ষমা

কর ছাড় ভাই, লঙ্কাপুরী দিয়া যাই, যুদ্ধে মোর নাহি প্রয়োজন। রাবন কহিছে দেখে, জয়পত্র দিলে লিখে, তবে হবে বন্ধন মোচন॥ ধনপতি স্বীকারিল, তখন লিখিয়া দিল, বন্ধনে মোচন কৈল শেষ। কুবের হয়ে নৈরাশ, তেয়াগিয়ে লঙ্কাবাস, চলিয়া গেলেন উত্তর দেশ॥ নিকষা তনয় পরে, লঙ্কাপুরে বাস করে, লয়ে যত রাক্ষসেরগণ। বিশাই দ্বারে নির্ম্মাণ, করে যত বাসস্থান, গৃহ দ্বার বন উপবন॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে, কাত্যায়নী যাঁরে সহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী॥

রাবণের বিবাহ।

রাগিণী মূলতান। তাল পোস্তা।

ধূয়া। কত রঙ্গ জান রঙ্গময়ী রঙ্গে থাক রণ কর। তোমার
কখন কি হয় ভাবেন উদয় সে ভাব ভাবিয়া না পায় হর॥
ত্রিলোক তারিণী, মোহন কারিণী, মোহ রূপে মোহ এ
চরাচর। সচর অচর, খেচর ভূচর, ভূধর তনয়া ভূধর ধর॥

পয়ার। কুবেরে করিয়া জয় রাক্ষস রাবণ। পুষ্পক বিমান আর লয় রত্ন ধন॥ বিজয় করিতে গেল দানব নগর। জিনিল অসুর কুল করিয়া সমর॥ অসুর ঈশ্বর ময়দানব আছিল। রাবণে বিনয় করি কর আনি দিল॥ মন্দোদরী নামে কন্যা পরম সুন্দরী। ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ গর্ব্বি বিদ্যাধরী॥ রূপে গুণে প্রশংসিতা লাবণ্যে ললনা। ত্রিভুবনে তার সমা না হয় তুলনা॥ সেই কন্যা দনুজেন্দ্র রাবণে অর্পিল। যৌতুক স্বরূপ বাণ শক্তিশেল দিল॥ আনন্দে রাজার সীমা পরিসীমা নাই। পুলকেতে পুলকিত রাবণ জামাই॥ দিনেক তথায় থাকি রাক্ষস রাবণ। আপন আবাসে আসিবারে কৈল মন॥ মন্দোদরী সঙ্গে দিল রাবণের প্রতি। নানাবিধ রত্ন অভরণ হীরা মতি॥ বহু গাবি বহু দোলা তুরঙ্গ বারণ। দাস দাসী দিল কত সেবার কারণ॥ পরম আনন্দে রাজা হইল বিদায়। দৈত্যকুলে শোকজলে নদী বয়ে যায়॥ মঙ্গল বাজনা কত বাজিতে লাগিল। শুভক্ষণেতে রাবণ রথ আরোহিল॥ শূন্যমার্গে দিয়া যায় রাজা লঙ্কেশ্বর। দৈবযোগে দেখে বালী দুর্জ্জয় বানর॥ পরম সুন্দরী কন্যা রথের ভিতরে। দ্বিযায় তিমির নাশে দিক দীপ্ত করে। কার কন্যা কেবা লয় করে নিদর্শন। দেখিল যে মন্দোদরী সঙ্গেতে রাবণ॥ অমনি কুপিল বীর ইন্দ্রের কুমার। জন্মিল ঈর্ষা মনে ছাড়ে হুহুঙ্কার॥ পূর্ব্ব কথা স্মরিয়া কহিছে বীরবর। রাখ রথ দুরাচার পরপত্নী হর॥ দানব দুহিতা এই মন্দোদরী সতী। আমারি যুবতী হয় জান দুষ্টমতি॥ মন্দোদরী লব আজি জোরে করি নাশ। হরিতে আমার নারী নাহি হয় ত্রাস॥ শুনিয়া রাবণ বলে এ কথা কেমন। ক

কন্যা তুই বিভা না শুনি কখন ।। ময় দানবের কন্যা জানত প্রমাণ। বেদ বিধি-মতে মোরে করিল প্রদান ।। তুমি হৈলে কপি পশু সে দানব পতি। তার কন্যা তব পত্নী অসম্ভব অতি ।। বালী কহে এ কথা না কর অপ্রমাণ। মন্দোদরী গর্ভে হৈল আমার সন্তান ।। অবিবাহিতা সময়ে মোর সঙ্গে রতি। তাহে পুত্র হইল অঙ্গদ মহামতি ।। জিজ্ঞাস এ সুন্দরীকে হয় কিবা নয়। তোমার এ বিভা কভু সিদ্ধ নাহি হয় ।। শ্রীনৃসিংহ দাসে দয়া কর গো অভয়া। শ্রীনন্দকুমার কবি রত্নে রাখ দয়া ।।

তারা বিভাগ।

ত্রিপদী। বালির বচন শুনি, রাবণ বিষাদ গণি, মন্দোদরী প্রতি তবে কয়। কহ শুনি বিবরণ, বালী বলে এ কেমন, সত্য কহ হয় কিবা নয় ।। মন্দোদরী বলে হয়, এ কথা অন্যথা নয়, বালি সহ পূর্ব্ব বিবরণ। রাবণ চিন্তিত হয়, অধো-মুখ হয়ে রয়, লজ্জা পায়্যা না তোলে বদন ।। বালি কহে দম্ভ করি, মোরে দেহ মন্দোদরী, মম নারী আসুক আলয় ।। রাজা কয় কুবচনে, দৈত্যকন্যা কপি সনে, বিবাহ কখন সিদ্ধ নয় ।। পিতৃদত্তা কন্যা হয়, বেদে এই সার কয়, তোরে কন্যা দিব কোন দায়। শুনি এহেন উত্তর, কোপে বালি বীরবর, বলে এত নাহি সহে গায় ।। হরিল রমণী মোর, পুনঃ কেন এত জোর, আজি তোর নিতান্ত মরণ। লাঙ্গুল আঘাতে তুর্ণ, মস্তক করিব চূর্ণ, দেখিবি আমার আস্ফালন ।। মহাক্রোধে কপিরাজ, তিলেক না করে ব্যাজ, ধরিল কন্যার ডানি পায়। টেনে লয় বীরবর, দেখে তবে লঙ্কেশ্বর, বাম পদ ধরিল উম্বায় ।। মন্দোদরীতে প্রয়াস, দুজনার নিতে আশ, টানাটানি করে পরস্পর। দোঁহার সমান আড়ি, কেহ নাহি দেয় ছাড়ি, ধরাধরি দ্বিতীয় প্রহর ।। মন্দোদরী হয় হানি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি, পরিত্রাহি ডাক ছাড়ি কয়। প্রাণ যায় মরি মরি, কি আপন মোরে ধরি, এক জন ছাড় মহাশয় ।। বিবাদ না কর আর, আমি হব দুজনার, হিচকা টানে কেন মোরে মার। দণ্ডেক মধ্যেতে প্রাণ, হইবে হে সমাধান, ওষ্ঠাগত জীবন আমার ।। নাহি শুনে কোন জনে, দ্বন্দ্ব করে ক্রোধমনে, দুই জন মহা বলবান। সম বলে দিল টান, মন্দোদরী ছাড়ে প্রাণ, দেহ চিরে হৈল দুইখান ।। দুই ভাগ দুই জন, লয়ে ভাবে মনে মন, এক্ষণে উপায় কিবা হয়। হৈল পরম প্রসঙ্গে, দেবগণ দেখি রঙ্গে, আইলেন হইয়া সদয় ।। অমরগণে দেখিয়ে, বদনে বসন দিয়ে, হেসে বলে কিবা লিপি যোগ। এমন সুন্দরী কন্যা, রূপে গুণে মহী ধন্যা, বানর রাক্ষসে হৈল ভোগ ।। পরস্পর বলে সবে, এমন না দেখি কবে, রসিকার রসিক মিলন। সুবৃত্তি রসিক হয়, দোঁহে উন কেহ নয়, জাতি ভাল বটে দুই জন ।। বিধাতা চিন্তিয়া মনে, তুষিবারে দুই জনে, দুই মূর্ত্তি হৈল মূর্ত্তিমান। অর্দ্ধ অঙ্গে মন্দোদরী, অর্দ্ধেক তারাসুন্দরী, দুই জনে করিল প্রদান ।।

দেবগণ তিরোধান, রাখি ভুজবার মান, রাবণ উত্তরিল লঙ্কায়। তারাসুন্দরী সহিত, কিষ্কিন্ধ্যায় উপনীত, বালিরাজা কর্ব্বরত্ব গায়॥

রাবণের তপস্যা।

রাগিণী মুলতান। তাল খয়রা।

ধূয়া। নিতান্ত ভ্রান্ত মন, অশান্ত না ভাব গৌরী কান্তেরে।
ওরে দুরান্ত কৃতান্ত শিওরে একান্ত ডাকিবে কারে প্রাণা-
ন্তেরে। অসময়ে কি করিবে, দুই দিক হারাইবে, কারে
ডাকিতে নারিবে, পড়িবে ঘোর ধ্বান্তেরে॥

পঁয়ার। ভাগুরি কহেন মুনি কর্ণ রসায়ন। এ বড় অদ্ভুত কথা না শুনি কখন॥ বাল্মীকি মতের নাহি হয় এ প্রমাণ। কোন মতে কহিলে এ কহ মতিমান॥ মার্কণ্ডেয় কহেন শুনহ সযতনে। ধরিয়াছে প্রমাণ বাশিষ্ঠ রামায়ণে॥ অঙ্গদের রায়বারে বচন যেমন। রামদূত হয়ে গেল যথা দশানন॥ হিত উপদেশ বহু দেয় লঙ্কেশ্বরে। মায়ায় রাবণ শত শত মুর্ত্তি ধরে॥ ইন্দ্রজিত সমুর্ত্তিতে আছিল তথায়। ইঙ্গিতে অঙ্গদ বহু ভৎর্সেছিল তায়॥ মন্দোদরী সম্পর্কে করিল পরিহাস। তাহে হৈল অঙ্গদের পাপের প্রকাশ॥ সেই পাপে ব্যাধ হৈল কর্ম্ম অনুসারে। দ্বাপর যুগের শেষে কৃষ্ণ অবতারে॥ পুরাণে লিখেছে ব্যাস করিয়া প্রকাশ। সেই পাপে রাজ সেবা ফলের বিনাশ॥ শুনি শান্ত হইল ভাগুরি তপোধন। মার্কণ্ডেয় বলে পুনঃ করহ শ্রবণ॥ কিছু দিবসের পরে নিকসা তনয়। করিতে বিজয় দিক্ অভিলাষ হয়॥ প্রথমে করিল যুদ্ধ দেবরাজ সনে। পরাজয় হইয়া ফিরিয়া আইল রণে॥ একান্ত ভাবেতে রাবণের চিন্তা হয়। ভাবে দৈব বিনা কিছু কার্য্য সিদ্ধ নয়॥ আশুতোষ বিনা আরাধিব কারে আর। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে দয়া দৃষ্টে তাঁর॥ এত বলি তপস্যায় চলিল রাবণ। প্রথমেতে হিমালয়ে দিল দরশন॥ একমনে যোগাসনে করি ভরাভর। চিন্তা করে হৃদিপদ্মে দেবতা শঙ্কর॥ নিত্য নব বিল্বদল সহিত চন্দনে। ধ্যান করে সমর্পয়ে শিবের চরণে॥ নানা উপহার আর মালা ফুল ফল। ভক্তিভাবে ভব ভাবে নহে চিতচল॥ গাল বাদ্য কক্ষ বাদ্য ঘন নৃত্য করে। জয় শিব জয় শিব ডাকে উচ্চৈঃস্বরে। সমাধিতে বসিয়া ভাবিছে মহেশ্বরে। নয়ন মুদিয়া হৃদিপদ্মাসনোপরে॥ ত্রিলোচন জটাধার দেব পঞ্চাননে। ললাটে অনল শশীখণ্ড প্রজ্বলনে॥ বিভুতি ভুজঙ্গ অঙ্গে অতি সুশোভন। দীপিচর্ম্ম অস্থি শৃঙ্গ ডমরু ধারণ॥ ধ্যান করে এক মনে না পায় দর্শন। চিন্তিত হইয়া চিন্তা করিছে রাবণ॥ বলে কেবা আশুতোষ বলে দয়াময়। অতি দুরারাধ্য বাধ্য নহে মৃত্যুঞ্জয়॥ দেখা না পাইয়া শিব হইল কাতর। কঠোর তপেতে মন দিল অতঃপর॥ ফল মূল ভোজনে করিল শিবধ্যান। তাহে না পাইয়া হর

করে জলপান ॥ তাহাতেও শঙ্করের করুণা রহিল। পরেতে কেবল বায়ু ভক্ষণে রহিল ॥ এই রূপে সহস্র বৎসর গত হয়। তবু তারাপতির তাহাতে কৃপা নয় ॥ চিন্তাকুল রক্ষপতি পশুপতি বিনে। অতি কষ্টে জপ আরম্ভিল দিনে দিনে ॥ শ্রীনৃসিংহ দাসেরে সঙ্কটে সহায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

রাবণ শিবকে নিজ মুণ্ড কাটিয়া অর্ঘ্য দেয়।

আবর্ত্তন।

ত্রিপদী। কষ্টে কাল গত হয়, শিবের সাক্ষাৎ নয়, সচিন্তিত হইল রাবণ। বহুমতে করে স্তব, মৃড় রুদ্র শিব ভব, চন্দ্রচূড় ভুবন পাবন ॥ ব্যোমকেশ দিগম্বর, মৃত্যুঞ্জয় স্মর হর, বিষধর ভস্ম বিভূষণ। মহাকাল মহেশ্বর, ত্রিপুর বিনাশকর, ত্রিদশের অরিষ্ট দূষণ ॥ আমি অতিশয় দীন, ভজন বিহীন ক্ষীণ, দেখে ঘৃণা করিয়াছ মনে। আপন মহিমা রাখ, নির্দ্দয় না হয়ে থাক, হের হর বারেক নয়নে ॥ আমি ও চরণাশ্রিত, ভক্তি ভাবাদি রহিত, নাম মাত্র করিয়াছি সার। আশুতোষ দয়াময়, সকল পুরাণে কয়, লইলে নাম শঙ্কটে নিস্তার ॥ পড়েছি শঙ্কটে ঘোর, উষায় নাহিক মোর, উচ্চৈঃস্বরে ডাকি তব নাম। আপনি কয়েছ বেদ, পুনঃ খণ্ড করি ভেদ, দীনহীন জনে হয় বাম ॥ এই রূপে স্তুতি কৈল, তবু দয়া নাহি হৈল, শেষে পূজা আরম্ভ করিল। শঙ্করে করিয়া ধ্যান, পূজা করে মতিমান, মুণ্ড কাটি অর্ঘ্যদান দিল ॥ পড়িল তাহার কায়, ধরণীতলে লোটায়, কাটা মুণ্ড ডাকে শিবনাম ॥ কৈলাসে থাকিয়া হর, জানি কৈল মতান্তর, আসি দেখা দিল গুণধাম। কাটাস্কন্ধ কোলে করি, কান্দেন করুণা করি, বিলাপ করিয়া বহুতর। রাবণ ভক্তের সার, ত্রিভুবন হেন আর, নাহি মিলিবেক প্রিয়ঙ্কর ॥ রোদন সম্বরি পরে, মুণ্ড স্কন্ধে যোড় করে, রাবণের দিলা প্রাণদান। উঠিয়া নিকষা সুত, দেখে শিব অবধূত, প্রণাম করিল মতিমান ॥ আশীর্ব্বাদ কৈল ভব, মস্তক ছেদন তব, অদ্যাবধি না হবে মরণ। বর শুনে পুলকিত, হয় রাবণের চিত্ত, বর চাহে জিনিতে ভুবন ॥ শ্রীযুক্ত নৃসিংহ দাসে, সংগীতের অভিলাষে, কাত্যায়নী যারে সহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন গায় গীত কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

রাবণ প্রতি শিবের দেবী পূজার আদেশ।

রাগিণী ঝিঁঝিঁট। তাল মধ্যমানের ঠেকা।

কর তারিণী চরণ আরাধনা। যদি আছে শমন বিজয়ের
বাসনা ॥ ত্রিলোক তারিণী তারা, পরাৎপরা গতি সারা,
বিফলে ফলদা ফলে ফলিবে কামনা। ভজ সেই বিশ্বমাতা,
পদত্রয়ে অজধাতা, কৃপাকরা কৃপায় যে অসাধ্য সাধনা ॥ শমন ॥

পয়ার। রাবণের বাক্য শুনি কহেন শঙ্কর। আমি না পারিব দিতে এ বিষম বর॥ কত জনে বিজয় করিবে কতবার। এর মধ্যে মধ্যে আছে ভক্ত কত আর॥ ত্রৈলোক্য জিনিয়া যদি রাজা হৈতে চাও। ত্রৈলোক্য জননী তারা তাঁহারে ধেয়াও॥ আরাধনা কর আগে দেবীর চরণ। প্রসন্না হইলে হবে মানস পূরণ॥ আরাধনা করিয়া যাহারে ভগবান। প্রকৃতি সম্ভোগে পাইলা বিরাট সন্তান॥ ব্রহ্মা আরাধনা করি হৈল প্রজাপতি। চতুর্ম্মুখ নাম যারে দিলেন পার্ব্বতী॥ তুমি পূজা কর দেবী দীন দয়াময়ী। পাইবে সম্পদ হবে ত্রিভুবন জয়ী॥ এত বলি অনুক্রম কহিয়া বিস্তার। পদ্ধতি দিলেন তারে ব্রহ্মার পূজার॥ রাবণ প্রণাম করে লোটায়ে ধূলায়। উপদেশ কহিয়া গেলেন ভূতরায়॥ আইল লঙ্কায় রাজা ভাবিতে২। মানস হইল ভগবতী আরাধিতে॥ আয়োজন করে দ্রব্য পদ্ধতি প্রমাণ। দশভূজা মূর্ত্তি কৈল প্রতিমা নির্ম্মাণ॥ মহিষ মর্দ্দিনী রূপ অতি চমৎকার। লক্ষ্মী সরস্বতী গুহ গণপতি আর॥ বসন্ত সময় অতি রসাল সকল। সুপ্রসন্ন দিক দশ বনস্থল জল॥ ষষ্ঠীতে রাবণ রাজা পূজে ভদ্রকালী। ধূপ দীপ গন্ধপুষ্প আর নরবলি॥ সপ্তমীতে পূজে পুনঃ নিকষা সন্তান। মৈষ মেষ ছাগ নর দিয়ে বলিদান॥ গীত বাদ্য মহোৎসব করে রক্ষগণ। আনন্দে সপ্তমী নিশি কৈল জাগরণ॥ এই রূপ প্রথম অর্চ্চনা হৈল সায়। অষ্টমীতে আরাধনা করে পুনরায়॥ বেদবিধিমতে পূজা করে অনুরাগে। নানা জাতি বলি দিল চণ্ডিকার আগে॥ বিধির বিধানে দিবা হৈল সমাপণ। সন্ধিযোগে পুনর্ব্বার পূজিল রাবণ॥ ছাগল মহিষ মেষ আদি বলি দিল। পুষ্পাঞ্জলি স্তব পাঠ আরতি করিল॥ নৃত্য গীতে পুলকিত আনন্দিত মন। যামিনী করিল সাঙ্গ করি জাগরণ॥ পুনর্ব্বার নবমীর পূজা আরম্ভিল। কবিরত্ন গায় শ্রীনৃসিংহ আদেশিল॥

রাবণের নবমী উৎসাহ।

লঘু-ত্রিপদী। পুলক অন্তরে, চণ্ডী পূজা করে, ধূপ দীপ উপহারে। ভূষণ বসন, আসন অসন, দ্রব্য অনেক প্রকারে॥ দেয় বলিদান, পদ্ধতি প্রমাণ, ছাগল মহিষ মেষ। নানা বনচর, জলচর নর, ভুজঙ্গ বিহঙ্গ শেষ॥ রুধিরে পূরিত, খর্পরে শোণিত, করে আবরণে পাণ। খর্পরেতে আর, দিবে কতবার, শেষে রক্ত নদীদান॥ আপনি রাবণ, নাচিছে তখন, ঘন ডাকে দুর্গা বলে। নাহি রহে জ্ঞান, উন্মত্ত সমান, ভাসে আনন্দাশ্রুজলে॥ মহা মহোৎসব, করে রক্ষ সব, মা মা বলে ঘন ডাকে। আনন্দে মগন, হয় বিস্মরণ, আপনারা আপনাকে॥ বাজিছে বাজনা, না হয় গণনা, বীণা বেণী করতাল। মাদল মৃদঙ্গ, মুরলী মোচঙ্গ, সপ্তস্বরা সুরজাল॥ সারিন্দা সেতার, সুধার আধার, পাখোয়াজ পিনাক পড়া। সানী সারেঙ্গী, বাবি বারোয়াল, ঢোল তাসা রাম-

কড়া ॥ জয়ঢাক ঢোল, শব্দ উতরোল, জগঝম্প ঘোর বাজে। মার গুণগায়, অতি উচ্চরায়, আনন্দ রাক্ষস মাঝে ॥ কাম অভিলাষী, কত জন আসি, ধুনা পোড়ে অতি সুখে। গীত বাদ্য নাট, করে চণ্ডীপাঠ, ব্রাহ্মণেরা সকৌতুকে ॥ ধুনায় আঁধার, চণ্ডিকা আগার, পুলকিত সবে হয়। ভক্তিভাবে অতি, রাক্ষসের পতি, দেবী ভাবে ভাবময় ॥ শ্রীনৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের আসে, কহে দেবী নরাঙ্কিতে। তাহে পুরি শায়, কবিরত্ন গায়, দেবী কাত্যায়ণী প্রীতে ॥

রাবণ কর্ত্তৃক দশমহাবিদ্যার স্তব।

আদ্যা কালীর স্তব।

রাগিণী সুরট। তাল খয়রা।

নমামি জয় কালিকে। করালিকে কাল রাত্রিকে ॥ কত
নৃকর কিঙ্কিনী নৃশির মালিকে। অশুভ নাশিনী শ্যামা,
বগলা বরদা বামা, অশেষ গুণধামা, শশি কপালিকে।
প্রভূতের ভয়হরা, মহেশ শব উপরা, ঘোরাসি শিরধরা,
গিরীশ বালিকে ॥

পয়ার। ভক্তিভাবে লঙ্কাপতি আর্দ্র চিত হয়। গল বস্ত্রে কৃতাঞ্জলি দাণ্ডাইয়ে রয় ॥ দেবীর সাক্ষাৎ নহে অনুকম্পা হীন। তাহে দুঃখী হৈল অতি ভূপতি মলিনও। দুনয়নে বহে ধারা ভাসে কলেবরে। গদ্গদ স্বরে আদ্যা কালী স্তব করে ॥ কংকাল মালিনী কালী করালাস্যা তারা। করালি হারিণী কান্তি কীর্ত্তিবাস দারা ॥ কুল কুণ্ডলিনী কুল্লাকুরু কুল্লাসতী। কুরঙ্গ নয়নী কৃষ্ণাকুন্দ পুষ্পদূতী ॥ করাভর ধরা হরা কিঙ্কিনী কালিকে। কপাল মালিনী ফেরু কুকুর পালিকে ॥ কারণা কারণ কালী কারণ কারিকে। কাল পাদাব পতিতা কাল নিবারিকে ॥ কাদম্বিনী কান্তি কেশে কুন্তল ধারিকে। কপোল কুন্তলা কুন্দ কুসুম হারিকে ॥ কাল পরকালে কালী কালরূপ করা। আদি বিদ্যা আদ্যা অঙ্গী অনন্ত অপসরা ॥ কামিনী কুলালি কোপবতী করালিনী। কৌশাস্ত কর্ত্রিকা কালরাত্রি কপালিনী ॥ কৌশিকা কৌমারী কীর্ত্তি কুষ্মাণ্ডী কুশলা। কৌবেরী কুটীলা কৃষা কামাক্ষ্যা কমলা ॥ কালপ্রিয়া কালপূজা কাল বিড়ম্বিনী। কাল বক্ষস্থল স্থিতা কাম নিতম্বিনী ॥ কালী কল্পলতা কালি কলুষ হারিণী। কপালার্ঘ্য প্রিয়াকর মালা বিধারিণী ॥ কুঙ্কুমাঙ্গী কামধাত্রী কাম রাজেশ্বরী। কাদম্বিনী করুণাক্ষী কলা কাদম্বরী ॥ কাতরে করুণা কর হের মা কালিকে। কুবৃত্তি কুমতি জনে মৃগাঙ্ক ভালিকে ॥ ঘৃণা না করিহ কালী দেখিয়া রাক্ষস। হীন জনে নিস্তারিলে ও নাম পৌরষ ॥ স্তব করে লঙ্কাতত্ত্ব দেবী পদতলে। ভাসে অশ্রুজলে দ্বিজ কবিরত্ন বলে ॥

রাবণের স্বমুণ্ড বলিদান।

আরম্ভন।

ত্রিপদী। স্তব করিল রাবণ, তদগত করি মন, তবু কৃপা না হলো দুর্গার। কান্দিয়ে অস্থির হয়, পুরোহিতে ডাকি কয়, মিথ্যা পূজা হইল অসার॥ দয়া না হইল তার, আমার জীবনে আর, প্রয়োজন নাহিক বিধান॥ দেবীর উদ্দেশে প্রাণ, করিব হে সমাধান, নিজ মুণ্ডে দিব বলিদান॥ চক্ষে অশ্রু ধারা গলে, খড়্গ লৈল করতলে, মানসে থাকিছে দুর্গানাম। কাটিল আপন শির, খর্পরে পড়ে রুধির, দেয় মাকে পুরাইতে কাম॥ নাহি মরে লঙ্কেশ্বর, আছয়ে শিবের বর, কাটা মুণ্ড উঠে যোড়া লাগে। পূজা ফলে অভয়ার, এক মুণ্ড বাড়ে আর, দুই মুণ্ড হৈল দেবী আগে॥ নাচিছে রাক্ষসগণ, প্রেমে পুলকিত মন, দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলি ডাকে॥ দুই মুখ পায়ে রায়, অতি পুলকিত কায়, স্তব করে দ্বিতীয় বিদ্যাকে॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সংগীতের অভিলাষে, কাত্যায়নী যারে সহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী॥

দ্বিতীয় বিদ্যা তারার স্তব।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

ধুয়া। তার গো তারিণী তারা কাতরে এবার মা।
আর কেহ নাহি ভবে ভরসা তোমার মা॥
ও রাঙ্গা যুগল পায়, নিতান্ত সঁপেছি কায়, করুণা
কটাক্ষ দিয়ে ভবে কর পার মা।
কাতর হয়েছি অতি, ত্রাণ কর ভগবতী, গতি মতি
রতি হীন শ্রীনন্দকুমার মা॥

পয়ার। নমস্তে তারিণী তারা ত্রিপুরাসুন্দরী। ত্রাণকর্ত্রী ত্রিলোচনী ত্রিলোক ঈশ্বরী॥ ত্রিলোচনী ত্বিষা তৃষ্ণা ত্রিগুণধারিণী। তপোময়ী ত্রিলোক পালিনী নিস্তারিণী॥ ত্রিশিখী ত্রৈলোক্য মাতা শুভদ্রা ত্রিলোকে। ত্রাণ কর তত্ত্বসারা পরাৎপরা শোকে॥ ত্রিজটাত্বং পরাতত্ত্ব ত্রিভুবন ত্রাতা। ত্রিপুরারি মনোহরা ত্রিলোচন মাতা॥ তপোদাত্রী তুষিরূপা তত্ত্ব পরায়ণী। তত্ত্বজ্ঞান প্রদায়িনী ত্রাহি নারায়ণী॥ ত্রিবলী ধারিণী স্তন ভারা নিতম্বিনী। ত্রিবিক্রমী ত্রিপুরঘ্না ত্রিবিত্রা স্তম্ভিনী॥ ত্রৈকালিক ফলদাত্রী ত্রিকাল স্বরূপা। তকারবরা লম্বোদরা তাপিনী অনুপা॥ পঞ্চক পালিনী পঞ্চ অর্দ্ধেন্দু শেখরা। ত্রিশূল ধারিণী তারা শব মঞ্চোপরা॥ দানব নাশিনী পূজ্যা দক্ষিণ আচারে। তোমার মহিমা তত্ত্ব কে জানিতে পারে॥ রক্ষা কর তারিণী মা উদ্ধার আপদে। গতি নাহি গতি হীনে স্থান দেহ পদে॥ রাক্ষস বলিয়া ঘৃণা না করিহ মনে। নিস্তার

আশ্রিত আমি ও রাঙ্গা চরণে ॥ কাতরে ডাকি মা যত নাহি শুন কাণে। মা হয়ে কেমনে বুক বান্ধিলে পাষাণে ॥ অকিঞ্চন প্রতি যদি করুণা না হবে। ত্রিভুবনে তারা নাম বল কেবা লবে ॥ বলে বলে নেত্রজলে ভাসিল রাবণ। নৃসিংহ আদেশে কবিরত্ন বিরচন ॥

রাবণের দ্বিমুণ্ড বলিদান।

করিয়া তাহাকে স্তব লঙ্কার রাবণ। ক্ষুণ্ণ মন না পেয়ে দেবীর দরশন ॥ আক্ষেপ বিলাপ করি পুরোহিতে কয়। কি করিব কি হইবে কালীর কৃপায় ॥ এ প্রাণ রাখিতে নারি দুঃখ উঠে মনে। সঁপিব এ ছার প্রাণ অম্বিকা চরণে ॥ এতেক বলিয়া পূজা করে মতিমান। দুই মুণ্ড কাটিয়া দিলেক বলিদান ॥ সম্মুখে পড়িল রক্ত দেবীর খর্পরে। স্কন্ধে মুণ্ড যোড়া লাগে শঙ্করের বরে ॥ আর এক মুণ্ড বাড়ে চণ্ডিকার প্রীতে। তিন মুখ পাইল রাজা আদ্র পুলকিতে ॥ বাহু তুলি কালী বলি নাচে ঘনেঘন। নানা শব্দে বাদ্য বাজে আনন্দিত মন ॥ রাবণ করিছে স্তব তৃতীয় বদনে। বিদ্যা মধ্যে তৃতীয়া ষোড়শীর চরণে ॥ শ্রীযুক্ত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

তৃতীয় বিদ্যা ষোড়শী স্তব।

রাগিণী ঝিঝিট। তাল খয়রা।

কর কৃপাবলোকন দীন হীনে ওমা রাজ রাজেশ্বরী। বিপাকে পড়িয়া ডাকি রাখ গো শঙ্করী ॥ সুখদা মোক্ষদা ভীমা, অনিমা মহিমা সীমা, অকৃতি অধমাধমে তোমা বিনে কে আর তারিবে শুভঙ্করী। ব্রহ্মাণ্ড কারণ জলে, বিধাতারে রাজা বলে তাহার ঈশ্বরী তুমি সর্ব্বশক্তি ময়িগো তেঁই তব নাম স্মরি ॥

পয়ার। ষোড়শী সুমুখী সর্ব্ব মঙ্গলা শিবানী। সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্বরূপা সাবিত্রী সর্ব্বাণী ॥ স্বর্গমুক্তি বিধায়িনী সোমার্দ্ধ হারিণী। সুরেশ্বরী সর্ব্বশত্রু বিনাশকারিণী ॥ সপ্তসতী সহস্রাক্ষী সুন্দরী শঙ্করী। সর্ব্ব বিদ্যাময়ী সুখপ্রদা শাকম্ভরী ॥ স্বর্ণরূপা শবোপরে সরোজ বাসিনী। পঞ্চপ্রেত মঞ্চোপরা শোক বিনাশিনী ॥ সুখ মোক্ষ প্রদায়িনী সুরসা স্বাদিনী। সহস্রাক্ষ প্রসূতিনী সহস্র নয়না। সহস্র শিরিস শিরে শলিল নয়না ॥ সুগন্ধী সুভগা সুধাম্মুখী সুলোচনী। শুভে সুবচনী সর্ব্ববন্ধ বিমোচনী ॥ সুচারু বদনীচারু চতুর্ভুজ ধরা ॥ বিধিভব বাসব মাধব শিরোপরা ॥ চতুরস্ত্র ধারিণী সুখণ্ড শশী ভালে। সুভূষা ভূষণ শতদল মল্লি মালে ॥ সুকেশী সুবেশী রক্তবস্ত্র পরিধানা। রাজ রাজেশ্বরী রঙ্গে রঙ্গনাথ প্রাণা ॥ রক্তাঙ্গী রক্তাক্ষী রক্ত ভূষণ ভূষণা। দাড়িম্বী কুসুম কান্তি সুরঙ্গ দশনা ॥ রামেশ্বরী রামরাজ্যে প্রদা রাজেশ্বরী। রুদ্ররূপা

রক্তদন্তা রাক্ষসী সুন্দরী ।। রাজরাজেশ্বরী তুমি ষোড়শী সুন্দরী। কর কৃপা দান কালী কাতরে শঙ্করী ।। না জানি ভজন স্তুতি নিজ গুণে তার। আর নাহি ভরসা অপারে পারাবার ।। স্তব করে রাজা অতি পুলকিত কায়। তথাপি দেবীর কৃপা না হইল তায় ।। পরে রাজা নিজ মুণ্ড দিল রাঙ্গা পায়। পূর্ব্বমত বাড়ে মাতা দেবীর কৃপায় ।। চারি মুখ পেয়ে রাজা পুলক অন্তরে। সবিনয়ে চতুর্থ বিদ্যায় স্তব করে ।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ।।

চতুর্থ বিদ্যা ভুবনেশ্বরী স্তব।

রাগিণী ঝিঝুটি। তাল মধ্যমান ঠেকা।

ধুয়া। ভুবনেশ্বরী কিঞ্চিৎ করুণা কর দান। মাময়ি বঞ্চিত পতিত অজ্ঞান ।। অন্তরা। দীন হীন অচেতন, গতি হীন অভাজন, অসারেতে সার ভ্রম, সারেতে অসার জ্ঞান। কে জানে তোমার গুণ, গুণের নাহিক গুণ, নিগু-ণের শত গুণ, গুণ সমাধান ।। সে জানে তোমার গুণ, যার কপালে আগুণ, সদা গায় গুণাগুণ, গুণে গুণ তান ।।

পয়ার। নমস্তে ভুবনেশ্বরী পাশাঙ্কুশ ধরা। ভ্রুকুটি ভীষণা ভীমা ভীতা ভয়ঙ্করা ।। ভগবতী ভোগবতী ভব ভয় হরা। ভিক্ষুকী ভারতী ভানুরূপা ভর-করা ।। ভবার্ণব নিবারিণী ভূতাত্ম ভাবিনী। ভূতাত্মা ভূভূজা ভবা ভবাব্ধি দ্রাবিনী ।। দানব নাশিনী মাতা ত্রিলোক তারিণী। কর কৃপা কৃপাময়ী ভুভৃত ধারিণী ।। আগম নিগমে কয় মহিমা তোমার। ভুবনে ভুবনেশ্বরী নামে মোক্ষ সার ।। ভয়ার্ত্ত হয়েছি ভয় ভাঙ্গ গো ভবানী। অকৃতজ্ঞ অকৃতি অধমে গো শিবানী ।। বিশীর্ণ হয়েছি মাতা নাহি সহে ক্লেশ। জাতিতে রাক্ষস নাহি জানি ভক্তিলেশ ।। ঘৃণা যদি কর তবে কে রাখিবে আর। সর্ব্বত্র ব্যাপিনী তুমি তনয় তোমার ।। অনাচার দুরাচার সকল মা তুমি। ত্রিভুবনেশ্বরী ব্যক্ত স্বর্গ মর্ত্য ভূমি ।। নিস্তার নিস্তারকর্ত্রী নিবেদিয়ে কই। তারিতে উচিত মা ভুবন ছাড়া নই ।। এই রূপ স্তব করে দাণ্ডায়ে সাক্ষাৎ। তবু দেবী অদর্শন ভাবে লঙ্কানাথ ।। আক্ষেপ করিয়া রাজা সম্মুখে দেবীর। ভৈরবীর উদ্দেশে কাটিয়া পড়ে শির ।। পূর্ব্বমত যোড়া লাগে বাধে এক শির। সেই মুখে স্তব করে বিদ্যা ভৈরবীর ।। পঞ্চানন পায়ে অতি আনন্দ আবেশে। বিরচিল কবিরত্ন নৃসিংহ আদেশে ।।

ভৈরবীর স্তব।

রাগিণী কানেড়া। তাল আড়া।

ধুয়া। ভবে ভরসা তোমার। ভৈরবী ভব ভাবিনী গতি

সর্বাকার ॥ অন্তরা। কে বুঝে তোমার মায়া, সংসারে
রাখিয়া ছায়া, মিছে ভ্রমে ভ্রমাইছ করি ফের ফার ॥
এবার বুঝেছি সার, কেন বহি আর ভার, বার বার এই-
বার, যে ভুলালে নহে ভার ॥

লঘু-ত্রিপদী। ভৈরবী ভ্রামরী, ভীমা ভয়ঙ্করী, ভুষণ্ডী ভুভৃতা বাণী। ভোগ মোক্ষ প্রদা, স্বর্গাপবর্গদা, ভয়চ্ছেদা ভবরাণী ॥ ভূতাত্মা মোহিণী,ভারতী সোহিনী, ভূত ভাবন ভবানী ॥ ভূতাধ্যক্ষভিয়া, ভক্তোদ্দাম দিয়া, ভুত ভীষণ বারিণী ॥ ভূষণ ভুষণা, ভাস্কর দূষণা, ভস্ম কেশ বিধারিণী। দ্বিশৃঙ্কে গলিত, শোণিত বলগিত, ভবার্ণব নিবারিণী ॥ ভীতার্ত্ত পালিনী, ভুবক্ত হালিনী,ভূরদা ভবগেহিনী। ভাগিরথী মাতা, ভয়াভয় দাতা, ভুবনে ভক্ত দেহিনী ॥ ভয়ানক বেশ, বিভীষণ কেশ, প্রভিন্ন রক্ত শরীর। ভীরু চারি করে, গভীর খর্পরে, পুরিত দৈত্য রুধির ॥ বিহীন বসন, শোণিত অসন, শবোপরে ভরাভর। নর শির দাম, উরে অনুপাম, সেবিত ভৈরব চর ॥ ভব ভয় হরা, তুমি বিশ্বোদরা, ভৈরবী ভুবন মাতা। বেদাগমে সার, মহিমা তোমার, তুমি চতুর্ব্বর্গ দাতা ॥ স্মরণে ও নাম, লভ্য মোক্ষধাম, সংসারে সংসার তুমি। আদ্যাশক্তি হও, ভব হৃদে রও, ছলে প্রকাশ এ ভুমি ॥ শুনিয়াছি সার, স্মরণে তোমার, বিপদে উদ্ধার হয়। জানিলাম তবে, তোমারে মা যবে, ভকত বৎসলা কয় ॥ লইনু শরণ, দেহ ও চরণ, ঘৃণা নাহি কর দীনে। মহিমা তোমার, রাখ এইবার, কে তারে জননী বিনে ॥ স্তব করে রায়, ভাবি অভয়ায়, তবু নহে দরশন। কাটি পঞ্চানন, ফেলিল তখন, ভাবি ভবানী রাবণ ॥ শিবের আজ্ঞায়, যোড়া লাগে কায়, এক মুণ্ড বাড়ে আর। ছয় মুখ পায়, এ ষষ্ঠ বিদ্যায়, স্তব করে আর-বার ॥ শ্রীনৃসিংহ দাসে, গীত অভিলাষে, দেবী কহে নরাঙ্কিতে। সভাসদ তার, শ্রীনন্দকুমার, রচিলা অভয়া প্রীতে ॥

ছিন্নমস্তা স্তব।

ধুয়া। দয়া কর ছিন্ন মস্তা কাতরে এবার।

পয়ার। ছত্রেশ্বরী ছিদ্রধরা সৃষ্টি সংহারিণী। ছিন্নমস্তা ছায়া ছিন্ন মুণ্ড বিধারিণী ॥ সুর্করক্তা শ্রান্তি শ্রেষ্ঠা শ্রুতি অগোচরা। ছেদ ছিন্না শ্রিয়া যাত্রা ছলাছল করা ॥ ছলাবতী ছলধরা শ্রেদ্ধা সৃষ্টিহরা। শ্রীফলী শ্রীনিকেতনী সৃষ্টি সৃষ্টিকরা ॥ রক্তবর্ণ শবোপরা দ্বিসখী সঙ্গিনী। রতি কাম বিপরীত আপনি রঙ্গিনী ॥ রাখিলা দেবতাগণে করি পরিত্রাণ। ক্ষুধা শান্তি কৈলে নিজ রক্ত করি পান ॥ সাধিলে দেবের কার্য্য অসুর বিনাশ। অদ্ভুত আকার ধ্যানে হইলে প্রকাশ ॥ কে বুঝিতে পারে মাতা চরিত্র তোমার। কখন কেমন ভাব লীলা চমৎকার ॥ কহিতে তোমার গুণ কার সাধ্য পারে। হইল তোমার মুর্ত্তি পর

উপকারে।। তব ইচ্ছা নিরাঙ্কুশা, জানে শক্তি কার। আমি কি না জানে চারি পাঁচ মুখ যার।। অনুগত আশ্রিত মা আমি ও চরণে। উপেক্ষা না কর রক্ষা কর অকিঞ্চনে।। আর নাহি ভরসা তারিণী তোমা বই। প্রণত হয়েছি তব পাদপদ্মে অই।। এই রূপে স্তব করে ভাসে অশ্রুজলে। তথাপি সাক্ষাৎ দেবী না হইলা ছলে।। তবে রাজা নিজ মুণ্ড কাটে অসি ঘায়। এক মুণ্ড বাড়ে পুনঃ দেবীর ইচ্ছায়।। সাত মুণ্ড হৈল অতি পুলকিত কায়। স্তব করে সকাতরে সপ্তম বিদ্যায়।। নয়নে গলিত বারি বহে চৌদ্দবার। নৃসিংহ আদেশে ভণে শ্রীনন্দকুমার।।

ধূমাবতী স্তব।

রাগিণী মালকোষ। তাল আড়া।

ধূয়া। কর কৃপাবলোকন ধূমাবতী। চরণে সঁপিনু প্রাণ
আর নাহি গতি।।

পয়ার। জয় জয় ধূমাবতী ধূম্রাক্ষী ধুষণা। ধরিত্রী ধারিণী ধূমা ধুস্তূর ভূষণা।। ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রদা ধাতা ধাত্রী ধনহরা। ধনেশী ধূম্রকেশিনী ধন ধান্য করা।। ধূম্রবর্ণ ধরা ধরা ধুস্তূর ধারিণী। ধনুর্দ্ধর মনোরমা ধূম্রাক্ষহারিণী।। ধিয়া ধ্যানা গম্যা ধাতানন্ত বিধারণা। ধরা ধরা ধরা ধর ধরা সাধারণা।। ধুধুরণ প্রিয়ধরা ধরেশ মোহিনী। ধামসী বাদ্যনটিনী ধূর্জ্জটি শোহিনী।। ধারারূপা আধারা ধীষণা বৃদ্ধা রূপে। বিধবা বিশ্বাসে বিশ্ব পাড মোহকূপে।। কাকধ্বজ রথারূঢ়া শূর্প করতলে। বিনাশিতে দেবারিষ্ট অসুরের ছলে।। তব মায়া বুঝা ভার কখন কেমন। শঙ্কর বুঝিতে নারে অন্যে কি এমন।। নিজ গুণে অনুগ্রহ কর ধূমাবতী। ডাকি মা কাতরে আমি অকিঞ্চন অতি।। পড়েছি বিষম পাকে রাখ মহামায়া। ঘৃণা না করিহ মনে দেহ পদছায়া।। স্তব করে লঙ্কাপতি কাতর হৃদয়। তথাপি তাহাতে দেবী সাক্ষাৎ না হয়।। পুনর্ব্বার সাত মাথা কাটে অনুরাগে। শঙ্করের বরে মাথা উঠে যোড়া লাগে।। চণ্ডীর স্তবের ফলে বাড়ে এক মুখ। অষ্টানন হৈল রাজা পরম কৌতুক।। অষ্টম বিদ্যাকে স্তব করিছে রাবণ। কবিরত্ন ভণে ভাবি অম্বিকা চরণ।।

অথাষ্ট বিদ্যা বগলা স্তব।

রাগিণী পুরবী। তাল খয়রা।

ধূয়া। হে বগলে বল কি হবে উপায়। চাহনা নয়ন কোণে
ঠেকিয়াছি দায়।।

পয়ার। নমস্তে বগলা বল বুদ্ধি বিধায়িনী। বসুধা বৈষ্ণবী বিষ্ণু ভক্তি প্রদায়িনী।। বিষদ্ বীজা বিশালাক্ষী বৈরাটি শারদা। বসুন্ধরা বসুমতী বারুণী

বরদা।। বিশ্বরূপা বিশ্বময়ী ব্রহ্মাণ্ড উদরী। ব্রাহ্মণেশী ব্যোমকেশী ব্রাহ্মণী বদরী।। বিশ্বেশ্বরী বিশ্বমাতা বিদ্যা বিনোদিনী। বাগ্‌দেবতা বীণা পাণী সুবাক আদিনী।। বাগীশ্বরী বুদ্ধি রূপা বিন্দু ইন্দু চূড়া। ব্রাহ্মণী ব্রহ্মচারিণী ব্রাহ্মী বৃষারূঢ়া।। বিষ্ণুরূপা বপুঃ শান্তি বষট কারাত্মিকা। বজ্রহস্তা বটুকেশী মূষল ধারিকা।। বিমলা বহুরূপিণী বালার্ক দর্শনা। বর্ণময়ী স্বতাত্মিকা সুবর্ণ বরণী।। বিরূপী দানব হরা বগলা সুন্দরী। মূষল আঘাতে ঘাত জিহ্বা করি ধরি।। কে জানে তোমার মর্ম্ম তুমি কোন বস্তু। তোমা ছাড়া ত্রিভুবনে নকিঞ্চিৎ অস্তু।। দয়াময়ী দয়া কর দেখি দীন হীন। ভরসা নাহিক ভবে হইয়াছি ক্ষীণ।। মা বিনে তনয়ে আর কে করিবে কৃপা। করুণা নয়নে হের রাখ মোর ত্রিপা।। এই রূপে স্তব করে কাতরে রাবণ। তথাপি দেবীর দয়া না হৈল তখন।। খড়্গাঘাতে মস্তক কাটিল আপনার। শিব বরে যোড়া লাগে বাড়ে এক আর।। হইল নবম মুখ ফলে অর্চ্চনার। স্তব করে পুলোকিতে নবম বিদ্যার।। শ্রীনৃসিংহ দাসে দয়া কর গো অভয়া। কবিরত্নে দিও স্থান অচল তনয়া।।

নবম বিদ্যা মাতঙ্গী স্তব।

রাগিণী গড়সারঙ্গ। তাল চৌতাল।

হে মাতঙ্গী মর্ত্ত মাতঙ্গ গমনা। অনুগত প্রণতেরে বিতর করুণা।।

ত্রিপদী। মাতঙ্গী মহেশাসনা, মরালবর গমনা, মহামায়া মলয় বাসিনী। মহাদেবী মহেশ্বরী, মহানিদ্রা মন্দোদরী মেধা মধুকৈটভ নাশিনী।। মালাধারী মহেশ্বরী, মহারাত্রী মহোদরী, মাতামনো বির্ত্তানু সারিণী। মহানিদ্রা মহাবলা, মহেশী মায়া মঙ্গলা, মহামারি নিস্তার কারিণী।। মোহরাত্রি মুক্তকেশী, মোহিনী মোহন বেশী, মহাযনশোক বিনাশিনী। মহী মানস্থা মানিনী, মদোম্মর্ত্তা মন্দাকিনী, মুকুটেশী মৎস্য মাংসাশিনী।। মহা মরকত ময়ী, স্মরণে শঙ্কট জয়ী, নমামি মাতঙ্গী মহামায়া। মামতি পতিত হীন, গতি মতি হীন দীন, দেহ মা আমারে পদছায়া।। কে জানে তোমার গুণ, তাহে আমি অনিপুণ, কর মা করুণা অকিঞ্চনে। কর কৃপাবলোকন, ভরসা তব চরণ, আছি আমি ও নাম স্মরণে।। কান্দিয়া অস্থির রায়, স্তব কৈল চণ্ডিকায়, তবু না হইল দরশন। লঙ্কেশ্বর মতিমান, দেবী পদ করি ধ্যান, নয় মাথা করিল ছেদন।। শঙ্করের বরে তায়, স্কন্ধে মুণ্ড যোড়া যায়, পূজা কালে বাড়ে এক শির। রাজা দশানন পায়, তোষে দশম বিদ্যায়, নেত্র লোহে ভাসিল শরীর।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সংগীতের অভিলাষে, কাত্যায়ণী বরে সহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী।।

অষ্ট দশমহাবিদ্যার শেষ কমলাত্মিকা স্তব।

রাগ মল্লার। তাল খয়রা।

হে কমলে কুরু করুণামায়মী অধম জনে। নিতান্ত অনুগত প্রণত এ তব চরণে ॥

পয়ার। কমলা কিশোরী জয় কিরিট নাশিনী। কমলাত্মা কামরূপা কৈলাস বাসিনী॥ করুণাক্ষী কৃপারূপা কৃষ্ণকান্তি ময়ী। তোমার কৃপায় হয় ত্রিভুবন জয়ী॥ কল্যাণী কামিনী কৌবেরী কুলানী। কমলাক্ষী কমলজা কেদারী কলনী॥ কমলাক্ষ প্রপূজিতা কমল আসনা। কমল বদনা ফুল্ল কমল ভূষণা॥ কমলা আকর কলা কমল যন্ত্রিনী। কমলাভরণ ভূষা কমল তন্ত্রিনী॥ কমল পত্র আসনা কমল মালিনী। কমলাংঘ্রী কমনীয়া কান্তি, কমলিনী॥ কমল কৌতুকী স্বর্ণ কমল বরণা। কর কমনীয়া ভুজ মৃণাল ধারণা॥ কুলারাধ্যা কল্পলতা কল্যাণ কারিণী। কর্ণিকা রূপিনী কষ্ট দারিদ্র হারিণী॥ দয়াকর দয়াময়ী দেখিয়ে কাতর। শ্রীরূপে ব্যাপিতা মা জগত চরাচর॥ তব কৃপা যারে হয় সেই ধন্য অতি। তার পূজা সর্ব্ব ঠাঞি মান্য মহামতি॥ তোমা হৈতে সৃষ্টি স্থিতি তুমি সে কারণ। তুমি না থাকিলে সে সংসার অকারণ॥ আপদ সম্পদ তুমি মান অপমান। তোমা হৈতে যায় প্রাণ তোমা হৈতে প্রাণ॥ তব জন্য দেবাসুরে প্রত্যহ কন্দল। সকলি তোমাতে তারা তুমি সে সকল॥ কৃপাকর কৃপাময়ী কিঞ্চিৎ এ দীনে। আর কে করুণা করে কমলাত্মা বিনে॥ সাশ্রুনেত্রে স্তব করে হইয়া অধর। বিংশতি লোচন লোহে ভাসে কলেবর॥ তথাপি দেবীর কৃপা কিছু না হইল। কাতরে রাবণ রাজা কান্দিতে লাগিল॥ দশ মহাবিদ্যারে ভুষিনু দশবার। তথাপি নহিল কৃপা দেবী অম্বিকার॥ মস্তক কাটিয়া বলি করিনু প্রমাণ। অতঃপর দিব পুত্র কাটি বলিদান॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী॥

দেবীর উদ্দেশে রাবণের পুত্র বলিদান।

আবর্ত্তন।

পয়ার। পুত্র বলিদান দিতে হইল মনন। মেঘনাদ পুত্রে আনে রাজা দশানন॥ প্রমাণে প্রমাণ মতে করিল প্রদান। খর্পরে রুধির নিবেদিল মতিমান॥ আরতি করিল মাকে সপ্রদীপে শিরে। ভাসিল রাবণ রাজা নয়নের নীরে॥ নিবেদিল নানাদ্রব্য করিতে অশন। পুনঃ২ মিনতি করিছে দশানন॥ নানামত বাদ্য বাজে উৎসব অপার। পাখাজ পিনাক পড়া সারিন্দা সেতার, জয়ঢাক জয়ঢোল মৃদঙ্গ মান্দিরা। শানাই ডমখ ডম্ফ ভেমচা অধীরা॥ জগঝম্পাতাসা কাঁশীবাঁজী সরনাল। বীণা বেণী মাদল মোচঙ্গ করতাল॥ তুরী ভেরী তানপুরা তবল সুবাক। কম্ভ শঙ্খ বাজে শিঙ্গা কাঁসা যোড়া শাঁক॥

ধুনায় ধুনায় ঘর হৈল অন্ধকার। স্তব করে দশানন দেবী অভয়ার॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি প্রদায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী॥

অথ দেবী স্তব।

জয় দুর্গে জয় দুর্গে ত্রাহি দুর্গে ত্রাহি দুর্গে।

মালতী ছন্দ। কাত্যায়নী কৃতান্ত দলনী কাল কামিনী। কালাকালে তুমি কালী কালভয় বারিণী॥ নিত্যা নিত্যা নিরাকারা নিরাধারা কপালী। নৃকর ভূষণা নরশির মালা করালী॥ গিরিশ নন্দিনী গো গিরীশ মন হারিণী। শঙ্করী সর্ব্বাণী শিবা শিব সহচারিণী॥ শক্তি মুক্তি প্রদায়িনী আশুতোষ অমলা। বারাহী বৈষ্ণবী বিরূপাক্ষ প্রিয়া বগলা॥ তার সিংহী নারায়ণী নিস্তারিণী কালিকে। শঙ্করাঙ্গ বিনাশিনী গিরিবর বালিকে॥ জগদম্বা জগতের জনমন হারিণী। বিদ্যা বাক্য বুদ্ধিরূপা ত্রিভুবন তারিণী॥ মহাবিদ্যা মহেশ্বরী মহাদেব মোহিনী। শাকম্ভরী সারাৎসারা সর্ব্বশিব মোহিনী॥ বরদা ব্রহ্মাণী বিষ্ণু মায়া বিশ্বকারিণী। বিশ্বেশ্বরী বিধি বিষ্ণু বিশ্বনাথ ধারিণী॥ উমা ধূমা অম্বিকা অর্পণা আদ্যা জননী। জনমুখ কৃতে কৃত্যা শরদিন্দু আননী কারণা কারণ মাতা তুমি সর্ব্ব ব্যাপিনী। তুমি দিবা তুমি সন্ধ্যা তুমি রাত্রি রূপিণী॥ কৃষ্ণের সহায় হয়ে বিষয় প্রদায়িনী। লইলে কৃষ্ণের পূজা গোলক সহায়িনী॥ মহা বিরাটের জন্ম তার হেতু ভাবিনী। বিধি বন্দনীয়া সৃষ্টি করা শিব দায়িনী॥ শিব করা বিধাতা পুজিয়া তব চরণে। করিল সংসার সৃষ্টি তব কৃপাবলোকনে॥ চিন্তা দূর করিয়া তারিলা বিধাতায় গো। সেই রূপ কৃপাদৃষ্টি কর মা আমায় গো॥ আমি দীন হীন পুঁজা করি তব পায় মা। হের গো নয়ন কোণে নহে বড় দায় মা॥ নিতান্ত চরণাশ্রিত অতি দীন হীন গো। ভাবিয়া অসার সদা হইয়াছি ক্ষীণ গো॥ আমি অকিঞ্চন মাতা আর কেহ নাই গো। তুমি যদি রাখ তারা তবে ত্রাণ পাই গো॥ ক্লেশে২ তনু শেষ আর নাহি শয় মা। দেখা দিয়া রাখ কালী কবিরত্ন কয় মা॥

রাবণের দিক্‌বিজয় বর প্রাপ্ত।

আবর্ত্তন।

ত্রিপদী। স্তবে তুষ্টা হয়ে তারা, ত্রিগুণা ভুবন সারা, পরাৎপরা সদয়া হইলা। রাবণেরে দিতে বর, ধরিলেন কলেবর, ধ্যান অনুসারে দেখা দিলা॥ রাবণে আশ্বাস করি, কহিছেন মহেশ্বরী, আর দুঃখ না ভাব কিঞ্চিৎ। হইবে পরম সিদ্ধি, পাইবে পরম ঋদ্ধি, বর লও যে হয় বাঞ্ছিত॥ প্রণমিয়া দশানন, কাত্যায়নী প্রতি কন, সদয়া হইলা যদি মায়। কর কৃপাবলোকন, আমি অতি অকিঞ্চন, হও কালী কাম্য বরদায়॥ শুনগো করুণাময়ি, যেন ত্রিভুবন জয়ী, হই আমি দেহ হেন বর। অমর অসুর নর, আদি আর চরাচর, সবে হবে

আমার কিঙ্কর ॥ ত্রিপুরে অসাধ্য সাধ্য, সবে হবে মোর বাধ্য, মহারাজেশ্বর হব আমি। সর্ব্বজন পরাজয়, মোর কাছে যেন হয়, হই যেন ত্রিভুবন স্বামী ॥ সঙ্কটে পড়িলে আমি, স্মরিলে আসিবে তুমি, স্বীকার করিয়া বর দেহ ॥ ভকত বৎসলা হও, দীনের জননী কও, এবার জানিব মোরে স্নেহ ॥ শঙ্করী তখন কন, মোরে স্মরিবা যখন, আসিয়া দিব যে দরশন। দিক্‌বিজয়ের বর, শুন বলি অতঃপর, তাহার সকল বিবরণ ॥ সংগ্রাম করিয়া জয়, নাহি হবে সমুদয়; বহুল ছলে কৌশলে জিনিবে। সবে হবে অনুগত, তোমার পদারনত, মম বরে আজ্ঞায় আনিবে ॥ এই বর করি দান, মেঘনাদে দিতে প্রাণ, স্বহস্তে লইল স্কন্ধ শির। একত্র করিয়া তারা, মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র দ্বারা, জীব সঞ্চারিল দিয়া নীর ॥ রাবণে কহিলা তবে, এই পুত্র হৈতে হবে, ইন্দ্রজয় শুনহ বচন। কিছু না করিহ খেদ, মমার্থে করিলা চ্ছেদ, মেঘনাদ আমার নন্দন। রাবণ তখন কয়, করি অতি সবিনয়, শুন গো জননী নিবেদন। এক মুখ ছিল আগে, দুই হস্ত দুই ভাগে, শোভে তাহে বিধির ঘটন ॥ পূজার ফলে তোমার, নয় মুখ বাড়ে আর, পূর্ব্ব সহ হৈলে দশাননে। দুই ভুজে শোভা তায়, নাহি হয় মহামায়, কর আজ্ঞা হইবে কেমনে ॥ শুনি রাবণের বাণী, হৈমবতী হররাণী, হাসিয়া কহেন লঙ্কেশ্বরে। হইবে বিংশতি হাত, অদ্যাবধি লঙ্কানাথ, মহাবলী হবে মোর বরে ॥ এই বর দিয়া তায়, তিরোধান মহামায়, উত্তরিলা শঙ্কর সদনে। শ্রীনৃসিংহ আদেশিল, কবিরত্ন বিরচিল, সঁপি মন শঙ্করী চরণে ॥

রাবণের দিগ্বিজয়।

ত্রিপদী। পরে রাজা স্বর্গে যায়, জিনিতে অমর রায়, রণস্থলে করে ঘণ্টা-নাদ। শুনিয়া অমরগণ, হয় চমকিত মন, দেবরাজ গণিল প্রমাদ ॥ ঐরাবতে করি ভর, যুদ্ধে আইল সুরেশ্বর, লয়ে সঙ্গে দেব সেনাপতি। বাজিল বিষম রণ, দেব-রাজ দশানন, ঘোরতর আড়ম্বর অতি ॥ বাণে বাণে অন্ধকার, দৃষ্টি নাহি চলে আর, দেব সেনা বলবান হয়। সহিতে না পারে রণ, ভঙ্গ সংগ্রামে রাবণ, দৈবে যুদ্ধে হয় পরাজয়। সেখানে বৈমুখ হয়ে, উত্তরিলা যমালয়ে, যম সঙ্গে করিল সমর। রাবণ হারিল রণে, পলাব ভাবিছে মনে, কোপেতে বান্ধিল দণ্ডধর। ফেলে রাখে কারাগারে, যম রাবণ রাজারে, কিছু দিন পরে দশানন। দশনেতে তৃণ ধরি, কৃতান্তেরে স্তুতি করি, কারাগারে হইল মোচন ॥ চলিল পাতালে ক্রুর, ভূতলে বলির পুর, উপনীত হইল রাবণ। বলি সঙ্গে করি রণ, পরাজয় দশানন, বলি তারে করিল বন্ধন ॥ হৃদয়ে পাষাণ দিয়া, রাখে কারাগারে নিয়া, কিছু দিন রহিল তথায়। বলি নাহি দেয় খেতে, না পারে পলায় যেতে, চেড়ির উচ্ছিষ্ট শেষে খায় ॥ শেষে কত মত করি, বলির চরণে ধরি, বিনয় করিল লঙ্কা-পতি। দেখে দয়া হৈল তার, কৈল বন্ধনে উদ্ধার, রাবণ পলায় শীঘ্রগতি ॥

শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে, কাত্যায়নী যারে সহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী॥

রাবণের দিক্ ভ্রমণ।

রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যমানের ঠেকা।

এই বার দয়াকর গিরি নন্দিনী। হৈমবতী হররাণী সুর
বন্দিনী॥ অজয়া বিজয়া তারা, শঙ্করী শঙ্কর দ্বারা, সিংহ
বাহিনী রণ রঙ্গিনী। সভয়া ভয় দায়িনী, রক্ষা মুক্তি বিধা-
য়িনী, নিবীড়াঙ্গনী নিবীড় নিতম্বিনী॥

পয়ার। ধনুর্ব্বাণ হাতে রাজা করিছে ভ্রমণ। উপনীত কার্ত্তবীর্য্য রাজার সদন॥ সহস্র বাহুতে রাজা মহাবল ধরে। সহস্র রমণী লয়ে জলক্রীড়া করে॥ সরোবর পরিমল রমণীয় স্থান। চারি দিকে শোভা করে পুষ্পের উদ্যান॥ নানা পুষ্প বিকসিতগন্ধ মন লোভে। নানাবর্ণে নানা পক্ষ বৃক্ষোপরে শোভে॥ শুক সারি কোকিল কোকিল সুখে গায়। ময়ূর ময়ূরী যায়া নাচিয়া বেড়ায়॥ জলাশয়ে কুমুদ কহ্লার কোকনদ। বিকসিত কমলে গাইছে ষটপদ॥ বসন্ত সময় তাহে বেহারের স্থান। বিহরিতে অর্জ্জুন হইয়া হতজ্ঞান॥ হেনকালে রাবণ ডাকিয়া তারে কয়। যুদ্ধ দাও বারেক আমারে মহাশয়॥ কামে মত্ত কার্ত্ত্যবীর্য্য না শুনেবচন। পুনর্ব্বার ডাকিয়া কহিছে দশানন॥ শুনিতে না পায় যত ডাকি বারে২। যুদ্ধ দাও জলকেলি ত্যজিয়া আমারে॥ তখন অর্জ্জুন তাহা করিল শ্রবণ। দেখে সরোবর তীরে দাঁড়ায়ে রাবণ॥ ভ্রুকটাক্ষ করি রাজা কহিল তাহারে। তুমি কি যুদ্ধের কথা কহিছ আম্যরে॥ শুনিয়া রাবণ বলে উত্তর বচন। রাজা বলে দণ্ডেক বিলম্বে দিব রণ॥ জলক্রীয়া করিতেছি নহে এ সময়। দশানন বলে মোর বিলম্ব না সয়॥ যদি যুদ্ধ দিবে তবে দেহ এ সময়। নতুবা চলিনু আর কার্য্যে মহাশয়॥ আমি ফিরে যাই দেখ নাহি তার দায়। কিন্তু তোমাদের এ ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম যায়॥ ক্ষত্রিয় আছয়ে এই ধর্ম্ম নিরূপণ। সময়া সময় কি চাহিলে দিবে রণ॥ এই রূপ রাবণ কহিছে বার বার। বিরক্ত হইল রাজা বচনে তাহার॥ সম্ভোগের কালে ভাল সুখ আলাপন। সে সময় অন্ত বাক্য না হয় শোভন॥ উষ্মায় পুর্ণিত হয়ে উঠে নরপতি। ধরিল রাবণে রাজা বলবান অতি॥ লীলায় অর্জ্জুন বীর অতি কুতুহলে। অবহেলে চাপিয়া রাখিল কক্ষতলে॥ শক্তিহীন দশানন নাহি পারে বলে। কার্ত্ত্যবীর্য্য অর্জ্জুন নামিল পুনঃ জলে॥ জলক্রীড়া সাঙ্গ করি উঠিল রাজন। পরম সুখেতে গেল আপন ভবন॥ বস্ত্র পরিধান করি কৃষ্ণপূজা করে। অন্নাদি ভোজন রাজা কৈল তার পরে॥ মনেতে নাহি যে আছে কক্ষেতে রাবণ। শয়নের কালে তার হইল স্মরণ॥ তখন রাবণে রাজা বন্ধন করিয়া। ঘোড়াশালে রাখে বুকে শীল

চাপাইয়া॥ নৃসিংহ দাসেরে কালী মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী॥

রাবণ মহামায়ার স্মরণ করে।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া।

কোথা আছগো করুণাময়ী দেখা দেও আমায়। নিবীড়
বন্ধনে পড়ে মরি প্রাণ যায়॥ কেআছে মা তোমা বিনে,
নিস্তার করিতে দীনে, আমি যে শরণাগত তব রাঙ্গা পায়॥

পয়ার। বন্ধ হয়ে ঘোড়াশালে ভাবিছে রাবণ। ঘোড়ার মূতেতে অঙ্গ ভাসে অনুক্ষণ॥ ঘোড়ার চরণাঘাতে দেহ ক্ষুণ্ণ হয়। সর্ব্বদা বিবেক মন দুঃখি অতি হয়॥ সম্বরিতে নারে ক্লেশ করিছে রোদন। শঙ্করীর বরমনে হইল স্মরণ॥ শঙ্কটে স্মরিলে আসিবেন মোর কাছে। এরপর আর কি শঙ্কট মোর আছে॥ এত বলি দেবীপদ করে রাজ্য ধ্যান। কর কালী কাতরে কিঙ্করে পরিত্রাণ॥ নিগূঢ় বন্ধনে মরি অশ্বের শালায়। নিস্তার নিস্তার কর্ত্রী ভ্রুভঙ্গ লীলায়॥ এই রূপ স্তব করে করিল স্মরণ। জানিয়া প্রসন্নময়ী দিলা দরশন॥ দেখিলা বন্ধনে রাজা ডাকে পরিত্রাই। উঠে যে প্রণাম করি হেন শক্তি নাই॥ নিবীড় বন্ধনে আছে বুকে চাপা শীল। নড়িবার সামর্থ নাহিক এক তিল॥ দেখিয়াকাতরা হয়ে পার্ব্বতী তখন। পাতর ফেলায়ে মুক্ত করিলা বন্ধন॥ দেবীর পরশে বল পায় দশানন। উঠিয়া দেবীর পদ করিল বন্দন॥ আপনার দুঃখ যত কহে লঙ্কাপতি। পুনঃ২ পার্ব্বতীকে করিছে প্রণতি॥ পার্ব্বতী কহেন কেন স্মরিলে আমারে। কেবা অশ্বশালে বাছা বান্ধিল তোমারে॥ রাবণ কহিছে মাতা বর দিলে তুমি। ত্রিভুবন অবহেলে জয়ী হব আমি॥ তব বাক্য মিথ্যা হৈল শুন দয়াময়ী। কোন রূপে হইতে না পারিলাম জয়ী॥ ইন্দ্রের সহিত স্বর্গে করিলাম রণ। পরাজয় কৈল মোরে সহস্র লোচন॥ প্রাণ লয়ে আইলাম আপন ভবন। পুনর্ব্বার গিয়াছিনু জিনিতে শমন॥ তার কাছে যুদ্ধে হারি পাই অপমান। পাতালে বলির পুরে করিনু প্রস্থান॥ বলির সহিত যুদ্ধ অনেক হইল। শেষে বলি বান্ধে মোরে কারাগারে দিল॥ পরে রাজা দয়া করি কৈল পরিত্রাণ। ধর্ম্মে ধর্ম্মে সেবার বাঁচিল মোর প্রাণ॥ এবার আমার দশা দেখ মা সাক্ষাতে। বন্দি হৈনু কার্ত্ত্যবীর্য্য অর্জ্জুনের হাতে॥ ঘোড়াশালে রাখিয়াছে দুঃখ যথোচিত। ঘটিল বিপদ তারা কি করি বিহিত॥ শুনিয়া শঙ্কর জায়া ঈষৎ সহাসে। তাঁহে পরিপূর্ণ শশী অমল প্রকাশে॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী॥

রাবণকে চণ্ডী দিগ্বিজয়ের উপদেশ দেন। আবর্ত্তন।

ত্রিপদী। দশাননে দেবী কয়, শুন নিকষা তনয়, জিনিতে নারিলে যে যে

জনে। জয় কর সে সকলে, অসময় যুদ্ধ হলে, বল করি না পারিবে রণে ।। আমি বলিয়াছি যাহা, কভু না লড়িবে তাহা, অবশ্য করিবে তুমি জয়। হারিয়াছ যার ঠাঁঞি, মহাবাল সে সবাই, শুন বলি ছলের সময় ।। কার্ত্তবীর্য্য মহাবীর, তার যুদ্ধে কেহ স্থির, হইতে না পারে ত্রিভুবনে। কৃষ্ণ ভক্ত অতিশয়, রাজা অতি পুণ্যময়, ইষ্ট প্রতি নিষ্ঠা অতি মনে ।। আহ্নিকে বসিয়ে রায়, কার পানে নাহি চায়, আহ্নিক ভঙ্গেতে বড ভয়। পূজায় বসিবে যবে, সমর চাহিবে তবে, জয়ী হবে নাহিক সংশয় ।। বলিরাজা মহামতি, শ্রীহরির ভক্ত অতি, ব্রাহ্মণে ধরণী করে দান। তদবধি সুতলেতে, না আইসে ভুতলেতে, দর্প্প হরণে ভয় জ্ঞান ।। তুমি ধরণীতে থাকি, তাহারে কহিবে ডাকি, যুদ্ধ দাও মোরে মহাশয়। সে ধরায় না আসিবে, জয়পত্র লিখে দিবে, কহিলাম জানিবে নিশ্চয় ।। দেবগণে পরাজয়, করিবে হে যে সময়, যজ্ঞ আরম্ভিবে পিতামহ। ইন্দ্রচন্দ্র হুতাশন, দিবাকর সমিরণ, যম আদি ত্রিদশের সহ ।। যে সময়ে হরষিতে, যজ্ঞ পূর্ণ না হইতে, যুদ্ধ চাহিবে হে দেবগণে। যজ্ঞব্রত ভঙ্গ ভয়ে, বিধাতা শঙ্কিত হয়ে, জয়পত্র দিবে ততক্ষণে ।। আপনার মনোনীত, লিখি নিবে সমোচিত, তবে রাজা হইবে নির্ব্বাশ। অপর যতেক আছে, সকল তোমার কাছে, থাকিবে হইয়ে তব দাস ।। উপদেশ কয়্যে তায়, চণ্ডিকার ধামে যায়, আহ্লাদিত হইল রাবণ। পর দিন দশানন, বুঝি আহ্নিকের ক্ষণ, অর্জ্জুনের স্থানে মাগে রণ ।। কহে তারে নরেশ্বর, কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর, কবি আগে পূজাহ্নিক সায়। শুনিয়া রাবণ কয়, বিলম্ব নাহিক সয়, অর্জ্জুন ঠেকিল ঘোরদায় ।। ভাবে মনে কি উৎপাত, ভাবে মনে অকস্মাৎ, আহ্নিকেতে করয়ে ব্যাঘাত। যুদ্ধ কৈলে এ সময়, ইষ্ট পূজা ভঙ্গ হয়, কিন্তু যোদ্ধা দাঁড়ায়ে সাক্ষাৎ ।। সে যাহকু তারে পারি, আহ্নিক ছাড়িতে নারি, সার হারা হইব অসারে। এত ভাবি মহারাজ, না করে তিলেক ব্যাজ, জয়পত্র লিখে দিল তারে ।। অর্জ্জুনেরে করি জয়, দশানন হৃষ্ট হয়, বলির নিকটে পুনঃ যায়। আদেশে নৃসিংহ দাসে, সংগীতের অভিলাসে, দ্বিজ কবিরত্ন রসগায়।

রাবণের ভুবন বিজয়।

রাগিণী আলাইয়া। তাল চৌতাল।

ধুয়া। দেহ রণ দেহ রণ মোরে বলি মহাশয়। আশা আছে আশ্বাসে বিলম্ব নাহি সয় ।।

পয়ার। পৃথিবীতে থাকিয়া বলিরে ডাকে ঘন। যুদ্ধ দাও যুদ্ধ দাও বলে দশানন। শুনিয়া থাকিয়া বলি আপনার ধাম। রাবণ যাচিঞা করে করিতে সংগ্রাম ।। রাবণের প্রতি তবে বলিরাজা কয়। আইস ভুতলে যুদ্ধ করিব নিশ্চয় ।। রাবণ কহিছে আগে কর অঙ্গীকার। সংগ্রাম করিবে তুমি সহিত

আমার ॥ সত্য কৈল বলি না বুঝিয়া মনভ্রমে। তখন রাবণ বলে আপন বিক্রমে ॥ সত্য কৈলে মোর সঙ্গে যুঝিবে হে তুমি। কিন্তু ধরা ছাড়িয়া যাইতে নারি আমি ॥ সত্যরক্ষা কর আসি যুঝ হে ধরায়। নৈলে জয়পত্র লিখে দেহস্ত আমায় ॥ এত যদি রাবণ কহিল করি ছল। ঠেকিল শঙ্কটে বলি হইল চঞ্চল॥ ভাবে হরি ঠেকালে কি ঘোরতর দায়। হইব দত্তাপহারি গেলে বসুধায় ॥ না গেলে না হয় যুদ্ধ অঙ্গীকার চুর। দুই সমতুল দায় বিষম ঠাকুর ॥ বরঞ্চ রাবণে জয়পত্র লিখে দিব। পৃথিবীতে কদাচিত যেতে না পারিব ॥ এত ভাবি বলি-রাজা কহে দশাননে। পরাজয় হৈনু আমি যুদ্ধে তব সনে ॥ হইলে পাতাল জয়ী কর আসি নাও। জয়পত্র লিখে দিই সুখী হয়ে যাও ॥ এত বলি বলি জয়পত্র তারে দিল। আনন্দিত হয়ে অতি রাবণ চলিল ॥ কিছু দিন দেব যজ্ঞ করে অন্বেষণ। দৈবে এক দিন যজ্ঞ করে পদ্মাসন ॥ লইয়া সকল দেবে সঙ্গে প্রজাপতি। যজ্ঞ করে নিরাপদে আনন্দিত অতি ॥ পূর্ণ নাহি হয় যজ্ঞ মধ্যের সময়। যুদ্ধবেশে দশানন উপস্থিত হয় ॥ দেখিয়া সকল দেব হয় চমকিত। যজ্ঞ-কালে আপদ হইল উপস্থিত ॥ রাবণ চাহিল যুদ্ধ দেহ দেবগণ। নৈলে জয়পত্র দেহ করিয়া লিখন ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

পয়ার। দেবগণ শশঙ্কিত হইল তখন। যজ্ঞ ভয় হয় যদি করি গিয়ে রণ ॥ সবিনয়ে দেবগণ কহিল ব্রহ্মায়। এক্ষণে বিধান প্রভু কি করি উপায় ॥ ব্রহ্মা বলে এই এখন যুক্তি হয় সার। যজ্ঞ হেতু পরাভব করহ স্বীকার ॥ বিধি কয় বিধি নয় করিবারে রণ। জয়পত্র লিখে দিয়ে তোষ দশানন ॥ ব্রহ্মার বচনে সবে স্বীকার করিল। পরাজয় হয়ে জয়পত্র লিখে দিল ॥ নিশাচর কহে আর লিখিতে হইবে। যে আজ্ঞা বলিব তাই তখনি করিবে ॥ নহিলে এ জয়পত্র কোন মূর্খে নেয়। দায়ে পড়ে দেবগণ তাই লিখে দেয় ॥ পত্র লয়ে দশানন সহাস্য বদন। পুলকিত হয়ে গৃহে করে আগমন॥ মদ গর্ব্বে গদ গদ প্রফুল্ল শরীরে। দেখে পথে বালী রাজা সমুদ্রের তীরে ॥ সায়ন্থে করয়েসন্ধ্যা ধার্ম্মিক বানর। সে সময়ে দশানন চাহিল সমর ॥ মহাবীর বালী রাজা ইন্দ্রের কুমার। কোপিল তখনি শুনে বচন তাহার ॥ কথা নাহি কহে সন্ধ্যা ভঙ্গ হবে বলে। লাঙ্গুল বাড়ায় ক্রমে অতি কুতুহলে ॥ তুচ্ছ পরিগ্রহ করে আপনার তেজে। উল্টা পাকে রাবণেরে বান্ধিলেক লেজে ॥ শ্রীনন্দকুমার গায় শুন মহামায়া। দাস শ্রীনৃসিংহ দাসে দেহ পদছায়া ॥

বালী কর্ত্তৃক রাবণ পরাজিত।

রাগিণী ইমন। তাল খয়রাপাত্তি।

ধুয়া। তারিণী এ কি ঠেকাইলে দায় মা। পড়িনু বিষম

পাকে এড়ান না যায় মা ।। হেদে গো পাষাণ মেয়ে, বা-
রেক না দেখ চেয়ে, কেমন পাষাণী বুক বান্ধিয়াছ তায় মা ।।

। পয়ার। উচ্চ লেজ করে বালী সত্তরি যোজন। আকাশ দীপের ন্যায় ঝুঝিল রাবণ ।। গলায় দিয়াছে ফাঁস না সরে নিশ্বাস। মনে মনে ছাড়ে রাজা জীবনের আশ ।। সপ্ত সমুদ্রেতে তারে করাইল স্নান। উদর পূরিয়া করাইল জলপান ।। চুবানিতে ঘড় ঘড় করিতেছে নাক। জল খেয়ে উদর ফুলিয়ে হৈল ঢাক ।। নির্জ্জীব হইয়া তৃণ দশনে ধরিল। দয়া করে কপিরাজ শেষে ছাড়ি দিল ।। পরে দশানন প্রকারান্তে করি জয়। নিরাপদে সুবর্ণ লঙ্কায়রাজা হয়।। প্রবল প্রতাপেরাজ্য করয়ে শাসন। আজ্ঞাবহ ত্রিসংসার আর দেবগণ ।। মালা-কার পুরন্দর বরুণ দুয়ারি। শিশু পাঠে বিধাতা সুধাংশু ছত্রধারী ।। বরুণ মার্জ্জনা গৃহ করয়ে লঙ্কায়। বৃহস্পতি বেদ পড়ে রাজার সভায় ।। যমের উপ-রেতে অধিক জাত ক্রোধ। চিন্তিল রাবণ রাজা দিতে তার শোধ ।। বিবেচনা করি তারে দিলেক শমনে। তুমি রহ অশ্বের যবস আহরণে ।। এই রূপ লোক বুঝে দিল মর্ম্ম ভার। আপনার কর্ম্মভোগ হৈল দেবতার।। ভাগুরি ব্রাহ্মণ মুনি-বরে জিজ্ঞাসিল। সমুদ্রের মাঝে লঙ্কা কি রূপ হইল ।। মার্কণ্ডেয় বলে গে অপূর্ব্ব ইতিহাস। শুনিলে অপূর্ব্ব কথা পাপ তাপ নাশ।। কশ্যপের ঔরসেতে বিনতা উদরে। জন্মেছিল পক্ষরাজ গরুড়াখ্যা ধরে ।। জন্মিয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি হইল তাহার। পিতার নিকটে গিয়া মাগিল আহার ।। কশ্যপ গরুড় প্রতি কহিল তখন। নিষাধের পাড়া তারে করিতে ভক্ষণ ।। হরিষ হইয়া পক্ষ সকল খাইল। তথাপি তাহার ক্ষুধা শান্তি নাহইল।। গজ কচ্ছপেরে খাইবারে কয় তবে। তাঁহাতে তোমার ক্ষুধানল শান্তি হবে ।। দ্বাদশযোজন ব্যাপে দুই কলে-বরে। দেখাইয়া দিলমুনি আছে সরোবরে।। জলপানেগিয়াছিল প্রমত্ত বারণ। কূর্ম্ম আসি ধরিয়াছে তাহার চরণ ।। দেখিয়া গরুড় অতি বিস্ময় হইল। বৃত্তান্ত ইহার তাঁরে জিজ্ঞাসা করিল ।। কশ্যপ গরুড়ে তবে কহে ইতিহাস। কবিরত্ন গায় গীত কালিকা বিলাস ।।

গজ কচ্ছপোপাখ্যান।

ত্রিপদী। পূর্ব্বে আছিল ব্রাহ্মণ, গজ কূর্ম্ম দুই জন, কান্য কুব্জে দুই সহো-দর। পৃথক দুজনে হয়, ছিল পৈতৃক বিষয়, বিভাগে কুন্দল পরস্পর ।। অতি বিপরীত দ্বন্দ্ব, করে ছন্দ অনুবন্ধ, উত্তরে উত্তরে মন্দ কয়। গালাগালি সম-পিল, মারামারি আরম্ভিল, কোন মতে সাম্য নাহি হয় ।। নাহি শুনে কার বোল, প্রতি দিন গণ্ডগোল, এইরূপে কিছু দিন যায়। শেষে দোঁহে পরস্পরে, কেহ না সহ্যতা করে, শাপাশাপি করে দু জনায়।। জ্যেষ্ঠ হৈল গজবর, কূর্ম্ম ছোট সহোদর, অটবি সলিলে কৈল ধাস। জলপানে আসে করী, কচ্ছপ

তাহারে ধরি, কুন্দল করয়ে বারোমাস ।। জন্মান্তর হৈল তবু, দ্বন্দ্ব নাহি ছাড়ে কভু, দেখা পাবামাত্র করে রণ। আজি হৈল তব ভেট, ভক্ষিয়ে ভরহ পেট, ঝকড়া মিটাক্ দুই জন ।। শুনে তুষ্ট খগবর, নখে কচ্ছপ কুঞ্জর, ধরি শূন্যে করয়ে প্রয়ান। কশ্যপ কহেন সূত্র, হিমালয় যাও পুত্র, খাও গিয়ে মনোহর স্থান ।। কশ্যপের আজ্ঞা পায়, উড়ে হিমালয়ে যায়, বটডালে বৈসে খগরাজ। দেখিল ষষ্ঠি হাজার, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের আকার, নীচে বালখিল্যের সমাজ ।। ভর দিয়া চাপে ডালে, ডাল ভাঙ্গে হেনকালে, খগপতি সভয় অন্তরে। একি হইল জঞ্জাল, ভূমে যদি পড়ে ডাল, চাপনে সকল ঋষি মরে ।। এতেক ভাবনা করে, ঠোঁটে বটশাখা ধরে, পরিমাণ দ্বাদশ যোজন। গগণে উঠিয়া যায়, কিছু দূরেতে ফেলায়, সুমেরুতে দিল দরশন ।। সুমেরুর শৃঙ্গোপর, বসিলেন খগেশ্বর, সুখে গজ কচ্ছপ আহার। ক্রমে তিন দিন যায়, বিশ্রাম নাহিক তায়, স্বর্গেতে পড়িছে রক্তধার ।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সংগীতের অভিলাষে, কাত্যায়নী যারে সহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী ।।

পবন গরুড়ে বিবাদ।

রাগিণী বিভাস। তাল তেওট।

এ কি অনাচার সব অমর নগরে। শোণিতে ভাসিল সবে
শব বিস্ময় অমরে ।।

পয়ার। রুধির দেখিয়া দেবগণে সবিস্ময়। ইন্দ্রের নিকটে গিয়া বিস্তারিয়া কয় ।। দেবালয়ে আজি কেন হইল অনীত। সুমেরু বাহিয়া স্বর্গে পড়য়ে শোণিত ।। অতি শুদ্ধাচার এই ধাম দেবতার। কেবা করে অনাচার থাকা হৈল ভার ।। শুনি দেবরাজ হৈল ক্রোধে হুতাশন। কেবা করে হেন কর্ম্ম কর অন্বেষণ ।। এত বলি দেবগণ পবনে পাঠায়। যে করে শোণিত বৃষ্টি অন্বেষিতে তায় ।। চলিল সর্ব্বগ বায়ু অতি বেগবান। সুমেরুর মধ্যে করে ভ্রমিয়া সন্ধান।। দেখিল শৃঙ্গেতে বসি কশ্যপ কুমার। গরুড় করিছে গজ কচ্ছপ আহার ।। কোন বাধা নাহি তার অতি সুখে আছে। জিজ্ঞাসেন সমিরণ গিয়ে তার কাছে।। একি অনাচার তুমি করিলে কুকাজ। স্বর্গেতে যে হিংসা ধর্ম্ম কর পক্ষরাজ ।। দেবতার থাকা ভার আপন আলয়। শোণিতে ভাসিল স্বর্গ অমরে বিস্ময়।। আর কি কোথায় তুমি স্থান নাহি পাও। এক্ষণে সুমেরু হৈতে স্থানান্তরে যাও ।। গরুড় বলেন ভাল পারা যাবে তায়। তোরবাক্যে যাব উঠে এমনি কি দায় ।। যেখানে পাইব সুখ সেইখানে যাই। পক্ষপতি গরুড় কাহারে না ডরাই ।। এই কথা কহে পক্ষ মৌনি হয়ে রয়। বাক্য ব্যয় করিলে কৌজনে গৌণ হয় ।। যত বলে পবন না শুনে মহাবীর। গরুড়ের ব্যবহারে

ঝষিল সমির ।। বলে বেটা কুকর্ম্ম করিয়া পুনঃ জোর। আমার নিকটে আজি মৃত্যু দেখি তোর ।। মহাকোপে পবন হইল হুতাশন। সম্বরহ বলি কহিছে তখন ।। বহে ঊনপঞ্চাশে পবন ঘোরঝড়। পাহাড়িয়া বৃক্ষ সব ভাঙ্গে মড়২।। মহাশব্দ পবনের হইল প্রলয়। তিলেক তাহাতে গরুড়ের নাহি ভয়।। পবনের প্যানে ফিরে বারেক না চায়। পরম সুখেতে বসি গজকূর্ম্ম খায় ।। পবন ক্রমেতে ঝড় দ্বিগুণ বাড়িল। বামপাখা গরুড় শৃঙ্গেতে আরোপিল।। নাহি নড়ে অঙ্গ মহাবলী খগেশ্বর। ভোজন হইল সাঙ্গ পূরিল উদর ।। পবনে কহিছে পক্ষ আর কিবা চাও। আমি যাই এই স্বর্গ নিয়ে ধুয়ে খাও ।। করিলে বিক্রম বীরপনা এ অপার। বারেক বীরত্ব ভাই দেখহ আমার ।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ।।

লঙ্কা নির্ম্মাণ।

লঘু-ত্রিপদী। উড়ে পক্ষ রাট, মারে পাকশাট, সুমেরু চূড়া ভাঙ্গিল। উড়িল আকাশে, পাখার বাতাসে, যাম্য সাগরে পড়িল ।। তাহে দ্বীপ হয়, স্বর্ণ সমুদয়, বিস্তার লক্ষ যোজন। শঙ্করের বাস, হেতু অভিলাষ, করিলেন দেবগণ ।। বিশ্বকর্ম্মা প্রতি, কহে প্রজাপতি, লঙ্কা করহ নির্ম্মাণ। অতি মনোহর, মোহন নগর, লহ লহ মোর প্রাণ ।। আজ্ঞামাত্র পায়, বিশ্বকর্ম্মা যায়, স্বর্ণদ্বীপে উপনীত। নগর বিস্তার, গ্রাম কত আর, রচে নিজ মনোনীত ।। হৈল জলকর, গড়ের সাগর, বেড়িয়া তোলে প্রাচীর। সত্তরি যোজন, উচ্চ নিরুপণ, গগণ পরশে শির ।। আর শত২, কৈল বিধিমত, অতিশয় চমৎকার। সোণার কপাট, হাটঘাট বাট, অতি পরিশর দ্বার ।। পরেশপাথর, দিয়া গাঁথে ঘর, ময়ূর পুচ্ছের চাল। রাজধানী স্থান, করিল নির্ম্মাণ, হাটকে হিরা মিশাল ।। রতনে মণ্ডিত, মহল খণ্ডিত, রঞ্জিত খতনে কিবা। হীরা পান্না চুনি, চন্দ্রকান্ত মণি, অনায়াশে যার নিভা ।। স্ফটিকের থাম, অতি অনুপাম, স্বর্ণকুম্ভ শোভা পায়। শ্বেত নীলপীত, ধ্বজায় শোভিত, গৃহ গবাক্ষ শোভায় ।। কিবা সে রচিত, মাণিকে খচিত, রুত চিত সিংহাসন। অতি মনোহর, মুক্তার ঝালর, মুনি পদ্ম বিরচন ।। নানামতে সাজে, ক্ষুদ্রঘণ্টা বাজে, চন্দ্রাতপ শোভে কত। অতি পরিশর, দিঘী সরোবর, স্থানে২ শত শত ।। মধ্যে ফোটে তার, কমল সোণার, শ্বেত রক্ত শতচ্ছদ। সুবর্ণের আর, কুমুদ কহ্লার, অনুপম কোকনদ ।। মধুলোভে তায়, বৈসে ভৃঙ্গ রায়, সঙ্গে লয়ে সীমন্তিনী। অতি সকৌতুকে, নাচিতেছে সুখে, খঞ্জন খঞ্জনী ।। ডাক কারণ্ডব, তরিছে তাণ্ডব, সারস খেলিছে জলে। ডাহুক ডাহুকী, পরম কৌতুকী, চক্রবাক কুতুহলে ।। চক্রবাক রঙ্গে, চক্রবাকী সঙ্গে, বকবকী জলে চরে। সরাল সরালী, মরাল মরালী, সরোবরে খেলা করে।। মৎস্য মনোহর, যত জলচর, হরষিতে নিরমিল। বন উপবন,

বনচরগণ, পক্ষ পিতঙ্গ করিল ।। ইত্যাদি অনেক,বর্ণিব কতেক, পুস্তক বাড়িয়ে যায়। শ্রীনৃসিংহেরে দয়া, কর গো অভয়া, শ্রীকবি রতনে গায় ।।

বাসন্তী পুজার প্রকরণ সমাপ্তঃ।

ধুয়া। আমার সদানন্দের বিহারের আনন্দ ময় ধাম।
করিল নির্ম্মাণ যার লঙ্কাপুরি নাম।।

পয়ার। শ্রবণার শেষপদে হইল রচন। এহেতু ত্রেতায় হনু দিবে হুতাশন।। দ্বাবদেশে দুই দুই বিল্ববৃক্ষ দিয়ে। স্বধামে বিশাই যায় নির্ম্মাণ করিয়ে।। দেবঃ গণে শঙ্করে দিলেন লঙ্কাপুর। কিছু দিন বাস কৈলা মহেশ ঠাকুর।। সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় পুরি দেখি বিশ্বনাথ। বিরক্ত হইল চিত্ত যোগেতে ব্যাঘাত।। মনেঃ ভাবেন শঙ্কর একি দায়। বিষয় সম্পদ মিথ্যা আমারে ঘটায়।। থাকিব নির্জ্জনে বনে যোগ অনুরাগে। এ সব ঐশ্বর্য্য মোরে ভাল নাহি লাগে।। শ্মশানে মাখিব ছাই ভাং সিদ্ধি খাব। বাজায়ে ডম্বুর শিঙ্গা রামগুণ গাব।। এত বলি বিষজ্ঞান বিষয়ে করিয়া। ত্যজিলেন লঙ্কা শিব সুমালিকে দিয়া।। মালি আর সুমালি রাক্ষস দুই জন। পরম শিবের ভক্ত হইল রাজন।। কালেতে কুবের তারে জিনে লঙ্কা লয়। সহ পরিবার যক্ষ করিল আলয়।। কুবেরে করিয়া জয় লইল রাবণ। বিস্তারিত কহিয়াছি করেছ শ্রবণ।। রাবণ বাসন্তী পূজা কবিল দেবীর। ত্রিভুবন বিজয়ী হইল মহাবীর।। ভাগুরীবে কহে মার্কণ্ডেয় তপোধন। সকলের মূল চণ্ডী পূজা সে কারণ।। প্রকাশ বাসন্তী পূজা রাবণ হইতে। ক্রমেঃ করে লোক যত পৃথিবীতে।। সর্ব্বশক্তি ময়ী দেবী দীন দয়াময়ী। যাহারে পূজিলে হয় সর্ব্বত্রেতে জয়ী।। তৃতীয় খণ্ডের কথা হৈল সমাপণ। দশভুজা বাসন্তী পূজার বিবরণ।। অতঃপর শারদীয়া লীলার বিস্তার। অদ্ভুত চণ্ডিকা লীলা শ্রবণে নিস্তার।। ইহকালে পরকালে সুফল দায়িনী। কাত্যায়নী ত্রিদেবের জন্ম বিধায়িনী।। সর্ব্বলক্ষ্মী ময়ী দেবী শিবে শান্তি করা। নারায়ণী নিস্তারিণী সর্ব্ব দুঃখ হরা।। সর্ব্বসুখ প্রদা শ্রীনৃসিংহে সহায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী।।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্তঃ।

বসন্তে প্রথমকাণ্ড সম্পূর্ণ।

চতুর্থ খণ্ডারম্ভঃ।

শারদীয়া পূজার বিবরণ।

পয়ার। মার্কণ্ডেয় মুনি কহে ভাগুরির প্রতি। শরতে লইলা পূজা যে রূপে পার্ব্বতী॥ মৈষ্যাসুর দুর্গা ইন্দ্র করিতে নিধন। অকালে পূজিল দেবী করিয়া বোধন॥ চৈত্র মাস কাম্যশুদ্ধ চণ্ডিকা জাগ্রৎ। নিদ্রিত কালিকা যেন অকাল শরৎ॥ শারদীয়া পূজা দ্বিজ করহ শ্রবণ। অকালে হইল বিধি তার বিবরণ শুনিয়া ভাগুড়ি বলে কথা চমৎকার। শ্রবণে মানস হৈল নির্ম্মল আমার॥ সন্দেহ হয়েছে শুন শুন তপোধন। ভঞ্জন করহ করি কৃপাবলোকন॥ পূর্ব্বেতে কহিলা চণ্ডিকার নিরূপণ। কাত্যায়ণী রূপে শঙ্করীর দরশন॥ হয় নাই ভগবতী অন্য কলেবর। তাহাতে আমার মনে সংশয় বিস্তর॥ বাসন্তীতে কাত্যায়নী রাবণ পূজিল। দশমুখে দশমহাবিদ্যারে তুষিল॥ অবতার নহে দেবী মূর্ত্তি নাহি জানে। কি রূপে তুষিল দেবী কোন অনুমানে॥ শুনি মার্কণ্ডেয় কহে শুনহে নির্ণয়। বেদ অনুসারে স্তব তাহে কি সংশয়॥ কল্পভেদে দেখেছি আমি কতবার। কতমতে ঈশ্বরীর লীলা অবতার॥ কতবার রূপ ভেদ হয়েছিল তাঁর। এখনি এমন কিনা হয়েছিল আর॥ প্রলয়ে সকল মূর্ত্তি অদর্শন হয়। সর্ব্ব বস্তু বিনাশকে বল বেদ রয়॥ সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপণ ধরা আছে তায়। বেদ পাইলে সকল বিস্তার জানা যায়॥ দেব দেবী অবতার বেদ অনুসার। রাবণ পায়েছে বেদ সন্ধ কি তাঁহার॥ দশ মহাবিদ্যা কি আছয়ে কত আর। শুনিয়া ভাগুরি বিপ্র কহে আরবার॥ চণ্ডিকার মূর্ত্তি আছে অংশ অবতার। বিস্তারিত কহ তবে তত্ত্ব তা সবার॥ কোন কর্ম্মে কোন মূর্ত্তি পূজা আদি স্তব। বিশেষ করিয়ে মোরে কহিবে সে সব॥ ভাগুরিকে তুষিয়ে মার্কণ্ড কয় তবে। এই প্রশ্নে সে সব বিশেষ ব্যক্ত হবে॥ রূপ ভেদ মূর্ত্তি ভেদ পূজা ভেদ তার। উপস্থিত মত্তে কয়্যো যে জিজ্ঞাস্য সার॥ সম্প্রতি শুনহে পূজা বিধির বিধান। শ্রীনৃসিংহ আদেশে শ্রীকবিরত্ন গান॥

মহিষাসুরের উপাখ্যান।

ত্রিপদী। মহিষাসুরের রণে, পরাজয় দেবগণে, হত বীর্য্যচ্যুত অধিকার। ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লৈয়ে, মৈষাসুর রাজা হয়ে, হরে ধন যত দেবতার॥ ভ্রষ্ট রাজ্য দেবতায়, হইয়ে ভিক্ষুক প্রায়, ধরণীতে করয়ে ভ্রমণ। সুদুঃখিত অতি ক্ষীণ, নাহি স্পন্দ দুস্তহীন, কাতরাত্মা মলিন বদন॥ দীন সম ক্ষীণ অতি, হইয়াছে সুরপতি, দেখে প্রজাপতি কয় তারে। হইবে সকল জয়, অরিষ্ট অনাশে ক্ষয়, পূজা তুমি কর অভয়ারে॥ ইন্দ্ররাজ কহে তবে, কেমনেতে পূজা হবে, বসন্তে নিয়ম আছে তার। এ যে শরত প্রকাশ, কৃষ্ণাষ্টমী কন্যা মাস, এ তত্ত্ব হইল

বড ভার ॥ সময়ে পূজিতে তায়, কহ যদি হে আমায়, বহু দিন বিলম্ব সে হয়। ছ মাসে ছ যুগ জ্ঞান, দৈত্য হৈল বলবান, ভ্রান্ত মন শান্ত তাহে নয় ॥ এক্ষণে উপায় যাহা, আমারে বলহ তাহা, ত্বরায় দানব হয় নাশ। বিধাতা কহেন সার, দেবী পূজা বিনা আর, উপায় কি আছয়ে নির্য্যাস ॥ ইন্দ্রজিতে দিয়ে মন, কহেন চতুরানন, শুন বলি বিধান তাহার। পূজ সেই মহেশ্বরী, অকালে বোধন করি, নিদ্রা ভঙ্গ কর অভয়ার ॥ বসন্তে পূজিয়া হরি, বিশেষ নির্ণয় করি, মহাবিরাটেতে পুত্র পান। আমি পূজে যে চরণ, হইনু চতুরানন, করিলাম সৃষ্টির বিধান ॥ আমার বচন ধর, নবম্যাদি কল্প কর, সঙ্কল্প উল্লেখ ভাদ্রপদ। পূজা বলি চণ্ডীপাঠ, মহোৎসব গীত নাট, কন্যা শুক্লা দশমী যাবৎ ॥ বিধি আমি দিনু বিধি, নাহি হইবে অবিধি, সিদ্ধি পূজা হবে শত্রু নাশ। চণ্ডী পূজা বসন্তের, তা হইতে শরতের, পূজা ফল অধিক প্রকাশ ॥ তার আরাধনা ফলে, ত্রিভুবনে জলেস্থলে, শঙ্কটে অনাশে মুক্তি হয়। কোন ছার মৈষাসুর, ইঙ্গিতে করিবে চুর, তৃণ তুল্য দুরাপদ নয় ॥ বাসন্তী শারদী সম, ভিন্ন নহে অনুক্রম, ভিন্ন মাত্র কল্পের কারণ। সময়ের হৈল ফের, তন্ত্র এক উভয়ের, অন্যমত নাহিক বচন ॥ এত বলি প্রজাপতি, দিলা বাসবে পদ্ধতি, দেখে ইন্দ্র কহিছে ব্রহ্মায়। এ পদ্ধতি অক্ষধারী, আমি না বুঝিতে পারি, শারদীয়া দেহত আমায়। ইন্দ্রের দেখিয়া ভ্রম, শরতের অনুক্রম, পদ্ধতির করিলা লিখন। আশ্বিন উল্লেখ করি, সংকল্পাদি তাহে ধরি, বিধাতা করিলা সমর্পণ ॥ পদ্ধতি করিয়া পাঠ, প্রেমানন্দে সুরবাট, সুরাচার্য্যে দিলেন পদ্ধতি। ক্ষণে করি নিরীক্ষণ, জানিলেন প্রকরণ, পূজার সকল বৃহস্পতি ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সংগীতের অভিলাষে, কাত্যায়নী যারে সহায়িনী। আদেশিল করি যত্ন, গায় গীত কাবরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

নবম্যাদি কল্প। আবর্ত্তন।

পয়ার। পদ্ধতি পাইয়া শক্র আনন্দিত হয়। কৃষ্ণাষ্টমী দিবসে সংযম করি রয় ॥ পর দিন প্রভাতে করিয়া প্রাতঃস্নান। শুচি হয়ে ধৌত বস্ত্র করি পরিধান ॥ বৃহস্পতি সঙ্গে রঙ্গে বসি কুশাসনে। দেবী আরাধনা ইন্দ্র করির একমনে ॥ যেমত বিধান আছে বিধির বচন। ঘটের স্থাপন পূজা সংকল্প রচন ॥ চণ্ডীর সংকল্প করি পূজা আরম্ভিল। দেবীর উদ্দেশে নানা বলিদান দিল ॥ বিল্বতলে সেই দিন করিল বোধন। চণ্ডীপাঠ করে তবে সহস্রলোচন ॥ আরতি করিল দেবী মানসেতে ঘটে। ভক্তিভাবে পড়ে স্তব চণ্ডীর নিকটে ॥ এই রূপে নবমী হইল সমাপন। প্রত্যাবধি পূজা করে দেবীর চরণ ॥ ক্রমেতে আসিয়া শুক্লাষষ্ঠী উপনীত। প্রতিমা নির্ম্মাণ হেতু মঘবা চিন্তিত ॥ বিশ্বকর্ম্মা প্রতি শচীনাথ আজ্ঞা দিল। পদ্ধতি প্রমাণ ধ্যানে প্রতিমা গঠিল ॥ প্রভুর

হেমাঙ্গী পূর্ণ শশাঙ্ক বদনা। বিকচ কমল দল দীর্ঘ ত্রিনয়না॥ জটাজূঠ মুকুট ললাটে সুধাকর। অলঙ্কারে শোভিতা ত্রিভঙ্গ কলেবর॥ রক্তবস্ত্র পরণে সস্ত্রিত দশকর। অধোস্থ বাহন সিংহ মহীষেতে ভর॥ দুই পাশে নায়িকা কমলা সরস্বতী। উর্দ্ধে শিব যাম্যে বামে গুহ গণপতি॥ অনুক্রম শুদ্ধ মূর্ত্তি করিল নির্ম্মাণ। হেনকালে শূন্যে দৈব বচন নিশান॥ বেদমতে এ ব্রতের দুই মূর্ত্তি বটে। কিন্তু ইন্দ্র তোমার পূজায় নাহি ঘটে॥ যে শত্রু বিনাশ জন্য পূজ ভগবতী। সেই শত্রু মর্দ্দিনী এ অসম্ভব অতি॥ পদ্ধতিতে ঐ মূর্ত্তি ঐ ধ্যানে পূজা। কিন্তু তুমি পূজিতে নারিবে দশভুজা॥ কল্পান্তর ঘটাইলে থাকিবে প্রমাণ। এক্ষণে তা সম্ভবে না মৈষ বর্ত্তমান॥ এ রূপে যদ্যপি পূজা কর অভ-স্যার। নানামতে সন্দেহ হইবে সবাকার॥ করহ শঙ্কর সহ শঙ্করী গঠন। শিব দুর্গা বৃষভ বাহনে আরোহণ॥ লক্ষ্মী সরস্বতী গণপতি ষড়ানন। সকল থাকিবে আর শুনহে বচন॥ কাত্যায়নী মন্ত্রেতে হইবে এই পূজা। সকল ঘটিবে তাই প্রতিমা দ্বিভুজা॥ দশভুজা নবম্যাদি কল্পেতে পূজিবে। মৈষাসুর বধের পরেতে প্রকাশিবে॥ করিবে কালেতে সবে দুই মূর্ত্তি পূজা। কেহ শিব দুর্গা কে পূজিবে দশভুজা॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী॥

ইন্দ্র শিব দুর্গা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ছেপকা।

ধূর্য়া। জপ রে কালী নাম শিব নাম যদি ভবে তরিবে।
যাবে ভয় পাবে জয়, রিপু ক্ষয় করিবে॥

পয়ার। শুনিয়া আকাশ বাণী ইন্দ্র কুতূহলে। তখনি সে দশভুজা মূর্ত্তি দিল জলে॥ শিব দুর্গা প্রতিমা করিল পুনর্ব্বার। বৃষাসনে হরগৌরী আজ্ঞা অনু-সার॥ জিনিয়া কুসুম কান্তি শিবের বরণ। সুধা রশ্মিখণ্ড ভালে পদ্মত্রিনয়ন॥ জটাজূটধারী হর স্ফুরৎ ব্যোমকেশ। ভস্ম ফণী পট্টি কত ভূষণ মহেশ॥ কাণে ধুতুরার ফুল আঁখি ঢুল ঢুল। করেতে ডম্বুর শিঙ্গা পিনাক ত্রিশূল॥ হর বাম অঙ্গ পার্শ্ববর্ত্তিনী পার্ব্বতী। জিনি তনু কাঞ্চন কাঞ্চীর রূপবতী॥ মৃগাঙ্ক বদনা কিবা কুরঙ্গ নয়না। অর্দ্ধ শশী বিভূষণা দাড়িমী দশনা॥ দ্বিভুজ মৃণাল জিনি বরাভয় করা। ক্ষীণ মধ্য পীনোস্তনী রক্তবস্ত্র পরা॥ মৃদু হাস্য অধরে ইক্ষণ শিবপানে। প্রকৃত হইল রূপ বিশাই নির্ম্মাণে॥ দেখে হরবিহ্ ইন্দ্র পুরস্কার করে। আনন্দিত হইয়া বিশাই গেল ঘরে॥ সায়হ্ন সময়ে শত্রু সুর গুরু সনে। বৈসে বিল্বতলায় করিতে আমন্ত্রণে॥ নবমীতে বোধন করেছে সুরপতি। বিনা বোধনেতে আমন্ত্রিল হৈমবতী॥ আচারেতে আরতি করিল অধিবাস। গীত বাদ্য মহোৎসব পরম উল্লাস॥ ব্যাল্লিশ বাজনা বাজে গগন

না হয়। ঢাক ঢোল মর্দ্দল মৃদঙ্গ রসময়।। নব বৃক্ষে পত্রিকা বান্ধিল অনুপাম। সামান্যেতে যাহার কদলী বধূ নাম।। রাখিয়া প্রতিমা পার্শ্বে করিল আয়তি। স্তুতি নতি মিনতি পূর্ব্বক সুরপতি।। অধিবাস প্রতিমায় করিয়া তখন। রজনী করিল সাঙ্গ সহস্রলোচন।। পর দিন সপ্তমীতে প্রাতঃস্নান করি। বেদ বিধি আচার করিল বিত্রঅরি।। স্রোতজলে পত্রিকারে করাইল স্নান। গৃহে স্নান করায় কলসে সাবধান।। মন্ত্র পুতে সহস্র ধারায় নায়াইল। আরতি করিয়া চিত্র পীঠেতে রাখিল।। তার পর বিধিমতে সংকল্প করিয়া। ঘটের স্থাপন করে শঙ্করী স্মরিয়া।। স্বস্তী বাছনাদি করে পূজা সংকল্পাঙ্গ। ক্রমে ক্রমে সুরপতি করিলেন সাঙ্গ।। আশন স্বাগত পাদ্য অর্ঘ্য আচমন। মধুপর্ক আচমন স্নানীয় জীবন।। বস্ত্র আভরণ গন্ধপুষ্প নিবেদন। ধূপ দীপ নৈবেদ্য শ্রীচরণ বন্দন।। বলিদান মৈষ মেষ ছাগল বিস্তর। আরতি সপ্রদীপেতে অর্পণ খর্পর।। ধূপ ধূনা অন্ধকার স্তব করে মায়। পাখা মোরছল শ্বেত চামর ঢুলায়। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী।।

ইন্দ্রের পূজা সাঙ্গ।

মঙ্গল রাগ। তাল রূপক।

ত্রিপদী। অষ্টমীতে পুরন্দর,পূজা করে তার পর, গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ দিয়ে। ষোড়শোপচার আর, বলি বিবিধ প্রকার, পড়ে চণ্ডী হোমাদি করিয়ে।। নৃত্য গীত মহোৎসব, করিল দেবতা সব, ব্রাহ্মণ ভোজন হয় পরে। সন্ধিযোগে পুনর্ব্বার, পূজা করে চণ্ডিকার, বলি দিয়া পশু পক্ষ নরে।। নবমীতে দেবরায়, পূজে চণ্ডিকার পায়, বিধি আছে যে রূপ প্রকার। বলিদান নির্মঞ্ছন, তত্ত্ব গুণানুকীর্ত্তন, হোম সাঙ্গ দক্ষিণা পূজার।। সর্ব্বজনে আনন্দিত, নাচে গায় সুললিত, রক্তারক্তি অবনীতরল। ঠেলাঠেলি ফেলাফেলি, যতেক দেবতা মেলি, সমারোহ অতি কোলাহল।। ঘন দেয় করতালি, ডাকে জয় জয় কালী, কম্ব বাজাইয়ে ধরে তাল। দুন্দুভি দোহরি বাজে, মহানন্দ মহী মাঝে, কেহ বাজাইছে ঘন গাল।। কেহ বা শোণিতে পড়ি, ভুমে যায় গড়াগড়ি, রক্ত পানে কেহ কোন জন। মৈষ মেষ তাড়াতাড়ি, কড়া নিয়ে কাড়াকাড়ি, উন্মত্ত হইল দেব গণ।। কেহ দুর্গা বলে ডাকে, নাচিয়া ফিরিছে পাকে, ঘোরতর করে দাপা দাপি। কেহ চণ্ডীকার প্রীতে, হরি বলে এক ভিতে, মুড়ি লোফালোফি আফা লাফি।। আনন্দিত কলেবর, পরিতুষ্ট সুরেশ্বর, কিন্তু মনে চিন্তা উপজিল তিন দিন গত হয়, মায়ের সাক্ষাৎ নয়, বুঝি পূজা পূর্ণ না হইল।। এত ভাবিয়া বাসব, সকাতরে করে স্তব, গল বস্ত্রে ভাসে অশ্রুজলে। নৃসিংহেরে করি দয়া পদান্তে রাখ অভয়া, শ্রীনন্দকুমার কবি বলে।।

কাত্যায়নী স্তব।

রাগিণী হাম্বির। তাল আড়া।

ধূয়া। এ মা দুর্গে শিবে ভবে তার গো মা। তোমা বিনে ত্রিসংসারে কে আছে আমার গো মা॥ পড়েছি অগাধ ঘোরে, পদতরী দে মা মোরে, তবে তরি ভবঘোরে, নহিলে অপার গো মা॥

লঘু-ত্রিপদী। সকাতরে স্তব, করিছে বাসব, বলে কোথা গো মা তারিণী। অকিঞ্চনে দয়া, কর গো অভয়া, শঙ্কে শঙ্কট হারিণী॥ দীন হীন জনে, করুণা নয়নে, হের হর মনোহরা। মামতি পতিত, ভজন বঞ্চিত, দুর্গে দুর্গা দুরকরা॥ কে জানে তোমারে, এতিন সংসারে, দুবারাধ্যা মহামায়া। তোমার কৃপায়, চতুর্ব্বর্গ পায়, যে লয় চরণ মায়া॥ তব পদ রজ, লয়ে কমলজ, সৃজন করিল জীব। রজে সত্ত্বগুণ, পালনে নিপুণ, সংহার করেন শিব॥ হরিনেত্রালয়া, যোগ-নিদ্রা জয়া, মধুকৈটভ হারিনী। সাবিত্রী বিপত্রী, বিশ্বেশী গায়ত্রী, স্থিতি সংহার কারিণী॥ তুমি জগদ্ধাত্রী, দিবা সন্ধ্যা রাত্রি, ত্বংদেবী জননী পরা। তুমি মা সৃজন, তুমি গো পালন, তুমি সর্ব্ব বিশ্বোদরা॥ মহাবিদ্যা মায়া, শিব শান্তি ছায়া, ঘোরাণী ঘোর বারিনী। মহা মোহরাত্রী, তুমি পাত্রা পাত্রী, গুণত্রয় বিভাবিনী॥ পরম প্রকৃতি, কর মা নিষ্কৃতি, আমি অকৃতি সন্তান। অতি মতি ছার, সাধনে তোমার, নহি তারা শক্তিমান॥ কৈটভের ভয়ে, কৃপান্বিতা হয়ে, এবার রাখ মা আমায়॥ স্মরিলে তোমায়, মোক্ষফল পায়, লিখিত আগম ভাষে। নহে পরাভব, সে পায় বিভব, তরে ভব অনায়াসে॥ শঙ্কটে নিস্তার, ভ্রুভঙ্গেতে তার, যে তোমার নাম লয়। বিপদ না থাকে, যে তোমারে ডাকে, তার রিপু ক্ষয় হয়॥ কহিয়াছে বেদ, নামে দুঃখচ্ছেদ, অতুল সম্পদ পায়। তন্ত্রে হেন বলে, দুর্গা নাম ফলে, হেলে শমন এড়ায়॥ তবে কেন ভেদ, হইল মা বেদ, ত্বরায় বলগো তুমি। ভকত বৎসলা, তুমি গো বগলা, এত কি বর্জ্জিত আমি॥ যত বারে বারে, ডাকি মা তোমারে, শুনিয়ে না শুন কাণে। শিবের বচনে, আছি দৃঢ় মনে, তুমি জান শিব জানে॥ চক্ষু ছল ছল, বহে অশ্রুজল, হৃদয়ে ভাবিয়া যায়। দীন দীন প্রায়, অতি শীর্ণকায়, স্তব করে সুররায়॥ জানিলা তারিণী, ত্রিতাপ হারিণী, প্রতিমায় উপনীত। শ্রীনৃসিংহে দয়া, কর গো অভয়া, কবিরত্ন গায় গীত॥

ইন্দ্রকে বর প্রদান। আবর্ত্তন।

পয়ার। স্তবে তুষ্টা পার্ব্বতী হইলা ততক্ষণ। প্রতিমা হইতে দেবী দিলা দরশন॥ ইন্দ্রেরে কহেন আর নাহি কর ভয়। আসিয়াছি, লহ বর যে ইচ্ছিত হয়॥ প্রণাম করিয়া দেব কহে যেন দীনে। কাতরে কে করে দয়া কাত্যায়নী

বিনে ॥ মহিষাসুরের হাতে হৈয়া পরাজয়। হতবীর্য্য দেবগণ ছাড়িল আলয় ॥ বর যদি দিবে তারা কাতর কিঙ্করে। পুনঃ রাজ্য পাই যেন অমর নগরে ॥ অসুর বিনাশ কর কল্যাণ কারিণী। ঠেকিয়াছি ঘোর দায় নিস্তার তারিণী ॥ পার্ব্বতী কহেন ত্রাশ না করিহ আর। পাবে স্বর্গে রাজ্য শক্র হইবে সংহার ॥ মহিষ অসুর নাশে শুন হে উপায়। চক্রির নিকটে যাও যত দেবতায় ॥ ভগবান হৈতে হবে ইহার কারণ। এত বলি চণ্ডিকা হইলা অদর্শন ॥ দেবরাজ হর্ষ হয়ে লয়ে দেবগণ। নৃত্য গীতে যামিনী করিল জাগরণ ॥ প্রভাতে উঠিয়া নিত্য ক্রিয়া করে সায়। মন্দাকিনী জলে স্নান করে ত্বরায় ॥ বৃহস্পতি সহ ইন্দ্র স্বধামে আইল। ভক্তিভাবে পূর্ব্বমত অর্চ্চনা করিল ॥ ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি বস্ত্র বলিদান। দধি চিপিটক দেয় যেমত বিধান ॥ স্তুতি পাঠ চণ্ডিকার মাহাত্ম্য প্রার্থন। পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে দেবী করে বিসর্জ্জন ॥ মহা মহোৎসবেতে প্রতিমা দিল জলে। ধূলি বিক্ষেপাদি করিলেন কুতূহলে ॥ স্নান করি আইল ঘরে বিজয়ী মিলন। সিদ্ধি হেতু শঙ্করীরে সিদ্ধি নিবেদন ॥ প্রসাদ পাইয়া সবে করিছে আহ্লাদ। এত যে বিবাদ তবু না ভাবে বিষাদ ॥ যদ্যপিহ নিরানন্দ হয় উপজয়। আচানক আনন্দ আপনি আসি হয় ॥ ভাব বুঝে ভাবে বলে ভব গুণধাম। অদ্যাবধি চণ্ডীর আনন্দময়ী নাম ॥ কবিরত্ন কহে কালী চরণ কমলে। নৃসিংহে আনন্দে রাখ কল্যাণ কুশলে ॥

পালা সমাপ্ত ॥

অথ মহিষাসুর বধোদ্যোগ।

মল্লার রাগেণ গীয়তে।

ত্রিপদী। পরদিন সুরেশ্বর, প্রেমানন্দে কলেবর, ব্রহ্মার নিকটে উপনীত। দেবী বর অনুসারে, বিস্তারিত কহে তাঁরে, বিনাশিতে মহিষ দুর্নিত ॥ চল সব দেবগণ, যথা আছে নারায়ণ, ক্ষীরোদেতে ভুজঙ্গে শয়ন। ত্রিদশের হিতকারী, দৈত্য যুদ্ধে চক্রধারী, করিবা শঙ্কট বিনাশন। চণ্ডী কয়েছেন স্থূল, হরি সর্ব্বাধার মূল, সর্ব্বঘটে স্থিতি আত্মা রূপে। বিশ্বপতি বিশ্বোদর, পরমাত্মা পরাৎপর, ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার লোমকূপে ॥ উপায় করিবা হরি, ধ্বংস হবে দেব অরি, ত্বরায় চল হে প্রজাপতি। শুনিয়া চতুরানন, অতি হরষিত মন, হরি ভাবে গদগদ মতি ॥ হংস পৃষ্ঠে করি ভর, চলে কমণ্ডলু কর, সঙ্গে লয়ে যতেক অমর। হরির নিকটে যায়, প্রেমে পুলকিত কায়, করি নিজ বাহনেতে ভর ॥ চলে দেব চন্দ্রচূড়, পঞ্চানন বৃষারূঢ়, ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ। হুতাশন দণ্ডধর, নৈঋতাদি দিবাকর, নাগরাজ অনিল অরুণ ॥ ইত্যাদি দেবতা সহ, উত্তরিলা পিতামহ, মহোদধি ক্ষীরোদের তীরে। বিধাতা বাসব ভব, ভক্তিভাবে করে স্তব, লোমাঞ্চিত ভাসে অশ্রুনীরে ॥ দামোদর জনার্দ্দন, দীনবন্ধু নারায়ণ, ত্রাণ কর ত্রিদশে

এবার। জয় জয় জগন্নাথ, মধুকৈটভ নিপাত, নমো নম জগত আধার ॥ যত দেব সকাতরে, বিধিমতে স্তব করে, পরিতুষ্ট হইলা হৃষীকেশ। জিজ্ঞাসেন বিবরণ, স্তব কর কি কারণ, বিস্তারিয়ে কহ তো বিশেষ ॥ বিনয়েতে পশুপতি, কহেন কেশব প্রতি, অমরে দুঃখিত অতিশয়। মৈষাস্থর বলবান, হরিল দেবের স্থান, বিনাশ করহ দয়াময় ॥ শুনে শঙ্করের বাণী, জানিলেন চক্রপাণি, সর্ব্ব অন্তর্যামী সে মাধব। আজ্ঞা হৈল চণ্ডীকার, অযোনিতে অবতার, হয়ে বিনাশিবেন দানব ॥ তবে ক্রোধে নারায়ণ, ভ্রুকুটি কুটিলানন, বক্তু হৈতে তেজ বাহিরায়। নৃসিংহ দাসের মত, সংগীত কলায় রত, শ্রীনন্দকুমার রস গায় ॥

কাত্যায়ণী সর্ব্ব দেবতার তেজোদ্ভবাহন।

আবর্ত্তন।

পয়ার। তাহা দেখি শঙ্কর হইলা কোপমতি। তাঁর সঙ্গে কোপবান হৈল প্রজাপতি ॥ মহাতেজ নির্গত হইল দুজনার। আর তেজ নির্গত ইন্দ্রাদি দেবতার ॥ একত্র মিলিত তেজ হৈল সবাকার। অগ্নিসম প্রজ্জ্বলিত পর্ব্বতআকার ॥ দেখিয়া অমরগণ হইল বিস্ময়। দশ দিক ব্যাপে অতি জ্বালাতন হয় ॥ কি তুলনা দিব তার ত্রিভুবনে নাই। সর্ব্ব দেবতার তেজ মিলে একঠাঁই ॥ তাহে এক নারী জন্মে তড়িৎ ঘটায়। ত্রিলোক ব্যাপিত যার রূপের ছটায় ॥ ভাগুরি কহিছে মুনি রহস্য তরঙ্গ। কোন দেবতার তেজ হৈল কোনঅঙ্গ ॥ জনমিল নারী বল কি নাম উহার। মুনি কহে দেবী কাত্যায়ণী অবতার ॥ মহীষ মর্দ্দিনী রূপে অর্চ্চনা যাঁহার। দেবতার তেজেতে জনম হৈল তাঁর ॥ দিগম্বরী ত্রিলোচনা সহস্রেক কর। আপাদ লম্বিত বেণী ভ্রমর নিকর ॥ শঙ্করের তেজে জন্মে দেবীর বদন। যমের তেজেতে হৈল চিকুর শোভন ॥ বিষ্ণু তেজে বাহু ব্রহ্ম তেজেতে চরণ। তদাঙ্গুলী অর্ক তেজে জন্মে ততক্ষণ ॥ বসু হৈতে করাঙ্গুলী হইল সকল। কুবেরের তেজে হৈল নাসিকামণ্ডল ॥ প্রজাপতি তেজে জন্মে দেবীর দশন। অগ্নি হৈতে অগ্নিসম জন্মে ত্রিনয়ন ॥ চন্দ্রের শীতল তেজে জন্মে কুচ চয়। ইন্দ্র হৈতে চণ্ডীকার মধ্যদেশ হয় ॥ বরুণের তেজে দেবী জঙ্ঘ জনমিল। উরুতি-নিতম্ব ভুব তেজেতে হইল ॥ ভ্রুযুগ সন্ধ্যার তেজ শ্রবণে শমীর। অন্য অঙ্গ দেব হৈতে অন্যান্য শরীর ॥ এই রূপ সমস্ত দেবের তেজ নিয়ে। দাণ্ডাইলা তেজময়ী তেজ প্রকাশিয়ে ॥ মহিষে মর্দ্দিত দেবতায় দেখি তায়। হইল সহাস্য মুখ মহা হর্ষ পায় ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

দেবগণ দেবীকে শস্ত্রাভরণ প্রদান করেন।

রাগিণী পরজ। তাল খয়রা।

ধুয়া। মন দেখরে তারা। তারারূপ নবীন হৈম জিনিয়া

বরণ তরুণ তরুণী কিরণ হীরা ॥ বামার নখর বিমল শশী, ঘোর তিমির নাশিনী অশি, দেখে লাজে মান গগণ শশী, উদয় না করে। বামার জঘন নিতম্ব উরু, জিনিয়া সুন্দর রামরম্ভা তরু, কামের কামান জিনিয়া ভুরু, ভঙ্গিতে ভবানী ভব মনো হরে ॥ ১ ॥

অলকা তিলকা শশী কপাল, চিকুরে চর্চ্চিত বকুল মাল, তাহে লুব্ধ ক্ষুব্ধ ভ্রমরা জাল, ঘনস্বন গুঞ্জরে। তিল কুসুম জিনিয়া নাসা, নিতম্বে শোভিত লোহিত বাসা, কোটি কোকিল জিনিয়া ভাষা, ভণে নন্দ রূপ ভাবি অন্তরে ॥ ২ ॥

পয়ার। অস্ত্র হীন চণ্ডিকারে দেখি দেবগণ। নিজ অস্ত্র হৈতে অস্ত্র করে সমর্পণ ॥ শূল হৈলে শূল শিব সৃষ্টি করিলেন। আর্দ্র চিত আশুতোষ দেবীকে দিলেন ॥ চক্র হৈতে চক্র করি হরি দিলা চক্র। বজ্র হৈতে বজ্র উৎপাটিয়া দিলা শক্র ॥ ঐরাবত গজঘণ্টা করে সমর্পণ। বরুণ দিলেন শঙ্খ শক্তি হুতাশন ॥ মরুৎ দিলেন তনু তূণ পূর্ণ বাণ। দণ্ড হৈতে দণ্ড যম করিলা প্রদান ॥ সমুদ্র দিলেন পাশ বান্ধিতে দুর্ম্মতি। অক্ষমালা কমণ্ডলু দেন প্রজাপতি ॥ লোমকূপে নিজ রশ্মি দিলা দিবাকর। কাল দিল অশীচর্ম্ম অতি ভয়ঙ্কর ॥ দিলেন অমর হার ক্ষীরোদ-সাগর। আর দিলা পরিধানে অজরা অম্বর ॥ চূড়ামণি রত্ন আর শ্রবণে কুণ্ডল। দিলা অর্দ্ধ সুধাকর কপালে নির্ম্মল ॥ সকল বাহুতে দিল রতন কেয়ূর। চরণে রঞ্জিত কৈল বিমল নূপুর ॥ গ্রীবা বদ্ধ অনুত্তম মাণিক অঙ্গুরী। সমস্ত অঙ্গুলে দেবী শুনহে ভাণ্ডরি ॥ বিশ্বকর্ম্মা টাঙ্গী দেয় নির্ম্মল ভীষণ। আর বহুরূপ অস্ত্র শস্ত্র প্রহরণ ॥ শিরসি উরসী অমলিন পদ্মহার। জলধি দিলেন মাকে এক পদ্ম আর ॥ হিমালয় দিল রত্ন কেশরী বাহন। অমূল্য সুরার পাণ পাত্র বৈশ্রবণ ॥ নাগরাজ অনন্ত পৃথিবী ধরে যেই। মণি বিভূষিত নাগ হার দেয় সেই ॥ এইরূপে সবে ভূষায়ুধ দেয় সব। সম্মান্বিতা হৈয়া দেবী কৈলা উচ্চরব ॥ মুহুর্মুহূ চণ্ডিকা করিলা অট্ট হাস। ঘোর শব্দে পরিপূর্ণ সকল আকাশ ॥ প্রতি শব্দ হৈলা মহা কাঁপিল সাগর। ক্ষুব্ধ সর্ব্বলোক চলে ধরা ধরাপর ॥ তাহাতে হরিষ হৈল যত দেবতায়। সিংহ বাহিনীর জয় এই মাত্র গায় ॥ ভক্তিতে যে নম্র আত্ম মূর্ত্তি মুনি সব। দেবীর অগ্রেতে আসি করিছেন স্তব ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

মহিষাসুরের সৈন্য সজ্জা।

আবর্ত্তন।

ত্রিপদী। লইয়ে অসুর দল, মৈষাসুর মহাবল, সভামধ্যে আছয়ে বসিয়ে।

বিক্রমে ভুবন কাঁপে, থাকে আপনার দাপে, অমরগণের রাজ্য নিয়ে ॥ চণ্ডীর হাসির শব্দ, শুনিয়া ত্রিলোক স্তব্ধ, ক্ষুব্ধ অমরারি সেনাগণ। ধরিয়া বিবিধ অস্ত্র, উঠে সবে হয়ে ত্রস্ত, দেখে মৈষ ক্রোধিত তখন ॥ সেই শব্দ অনুসার, চলে বীর ভীমাকার, সঙ্গে লয়ে চতুরঙ্গ দল। দেবীর নিকটে যায়, দেবীরে দেখিতে পায়, রূপে আলো ভুবন মণ্ডল ॥ অতি ভয়ানকা মূর্ত্তি, হেরে হরে বাক্‌স্ফূর্ত্তি, অবনত মহী পদভরে। পদে আক্রমণ ধরা, কিরীট লিখিতাম্বরা, ধনুঃশব্দে শেষ কাঁপে ডরে ॥ সহস্র ভুজেতে বাণ, ধরিয়াছে খরশান, শেল শূল মুদ্গর মুষল। প্রবর্ত্ত হইলা রণে, নাশিতে অসুরগণে, অস্ত্র শস্ত্র আবৃত সকল ॥ তা দেখি দানব দল, হৈল অতি সচঞ্চল, দেবী যুদ্ধে সকলে সাজিল। মহিষের সেনাপতি, চিকুরাক্ষ মহামতি, ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিল ॥ পদাতিক রথরথী, চক্ষুরক্ষৌহিনী তথি, বলবান চলিল সমর। চতুরঙ্গ বলান্বিত, যুদ্ধস্থল উপস্থিত, মহিষের সেনানী চামর ॥ উদগ্রাক্ষ মহাসুর, সংগ্রামেতে সুনিষ্ঠুর, ষড়যুত রথ সঙ্গে তার। মহা যোদ্ধা মহাবীর, যুদ্ধে কেহ নহে স্থির, যম পরাজয় যুদ্ধে যার ॥ চলে রণে মহাহনু, বজ্রসম যার তনু, অযুতাক্ষৌহিণী সেনা সঙ্গে। পঞ্চাশ নিযুত রথী, হৈয়া চলে মহামতি, রসিলোমা সেনাপতি রঙ্গে ॥ শতাবৃত সেনা সাজি, অসংখ্যীয় গজবাজী, পদাতিক কে করে গণনে। অশী চর্ম্মী কত শত, কোটি২ বৃত রথ, লইয়া বাস্কল যায় রণে ॥ বিড়ালাক্ষ করে গতি, পঞ্চাশ অযুত রথী, আর সেনা গণনা না হয়। অগ্রে কোটি যুতনাথ, ত্রিকোটি বাজি পশ্চাৎ, বেষ্টিত মহিষাসুর রয় ॥ দেখিয়া চণ্ডিকা তায়, অট্টহাসে পুনরায়, যুদ্ধে সেনা আইসে ধরি বাণ। শ্রীনৃসিংহ দাসে দয়া, কর গো গিরিশজায়া, শ্রীকবি রতনে রসগান ॥

সৈন্যযুদ্ধ।

রাগ সারঙ্গ ঝাঁপতাল।

ধুয়া। জয়২ জগদম্বে জগত তারিণী। দুর্ভাগ্য দুরদন্য দুর্গতি হারিণী ॥ দুঃখদা দানবহন্ত্রী দারিদ্রদায়িনী। ধরাধর সুতাধরা ভার বিনাশিনী ॥ অম্বিকা অপর্ণা উমা ঈষান গৃহিনী। কালী কান্তী কপালিনী কাল কাদম্বিনী ॥

পয়ার। একবারে যুদ্ধ আরম্ভিল সেনাগণ। অনিবারে করিতেছে বাণ বরিষণ ॥ মুষল তোমর ভিন্দিপাল শক্তি জাঠি। পট্টিশ পরশু খড়্গ শেল শূল [illegible]ট ॥ কেহ কোপে দেবীর উপরে মারে পাশ। একা খড়্গে চণ্ডী কৈলা [illegible] বিনাশ ॥ কাত্যায়ণী কোপিয়া করিলা বাণ বৃষ্টি। আচ্ছাদিল রবিকর [illegible] চলে দৃষ্টি ॥ লীলায় দৈত্যের বাণ করিয়া সংহার। আপন আয়ুধ অস্ত্র [illegible] অবতার ॥ অসুর শরীরে বাণ মারেন শঙ্করী। সুর ঋষিগণে স্তবে

তুষিছে ঈশ্বরী ॥ দিবা রাত্রি সমতুল হয় ঘোরযুদ্ধ। দেবীর বাহন সিংহ হয় মহাক্রুদ্ধ ॥ নখ দন্তাঘাতে সৈন্য করে বিনাশন। যেন দহে কানন জ্বলন্ত হুতাশন ॥ যুদ্ধমানা অম্বিকা ছাড়িছে ঘনশ্বাস। তাহাতে সহস্র হয় সগণ প্রকাশ ॥ সে সকল দেবী সেনা যুদ্ধ করে রণে। মারে কাটে কত খায় যোগিনীরগণে ॥ নানাবিধ রণবাদ্য বাজে রণস্থলে। পটহ মৃদঙ্গ শঙ্খ ঘণ্টা কুতূহলে ॥ দুন্দুভি মর্দ্দোল পড়া যোড়া শঙ্খ কাঁসী। রবাব ডম্বুর শিঙ্গা করতাল বাঁশী ॥ মহা মহোৎসব হৈল রণস্থলে কিবা। মহা বেগবতী হয়ে যুদ্ধ করে শিবা ॥ শক্তি শূল গদা খড়্গ করিয়া প্রহার। শত২ দৈত্য দেবী করয়ে সংহার ॥ দুর্জ্জয় ঘণ্টার শব্দে বিমোহিত হয়। হুতাশে হুড়ুরে পড়ে যায় যমালয় ॥ কারে চণ্ডী পাশে বদ্ধ করে অনায়াশে। তীক্ষ্ণ খড়্গে কাটিয়া পাঠায় যমপাশে ॥ কেহবা পড়িয়া উঠে করয়ে সমর। কেহ গদাঘাতে পড়ে ভূমের উপর ॥ কেহবা ভূষণ মূষলের ঘায় মরে। কার শূলে ভিন্ন বক্ষ জীর্ণ কলেবরে ॥ ক্রমে বাড়ে অতুল সংগ্রাম মহামার। অসুরের সেনা সব হইল সংহার ॥ কার হস্ত কাটে দেবী কার কাটে ধনু। কার গ্রীবা ছিন্ন কার বাণে জীর্ণ তনু ॥ কার শির কাটে কার হৃদয় বিদার। কার মধ্যদেশ ছেদে অস্ত্র হানে কার ॥ কোন বীর এক চক্ষে করে নিরীক্ষণ। এক হস্তে কোন জন করে আসি রণ ॥ কবন্ধী শিরসি যুদ্ধ করে ঘোরতর। সে সব বিনাশী দেবী করেন সমর ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

মহিষা সুরের সেনাপতি যুদ্ধ।

ত্রিপদী। ক্ষণেকেতে মহাসৈন্যে, বিনাশ হইল রণে, শোণিতের নদী বহে শ্রোতে। তুরঙ্গ মাতঙ্গ তায়,রথ রথী ভেসে যায়, অতিবেগে খরতর স্রোতে ॥ দেখি সব সেনা নাশ, চিক্ষুরাক্ষ অট্টহাস, করিয়া সমরে আগুয়ান। ক্রোধে কম্পমান তনু, করেতে ধরিয়ে ধনু, দেবীর উপরে মারে বাণ ॥ সুমেরুর শৃঙ্গে যেন, মেঘে জল বর্ষে হেন, সমাচ্ছন্ন হইল ভাস্কর। সেসব ছেদন করি, অবহেলে মহেশ্বরী, হানে শর দৈত্যের উপর ॥ হয় হস্তী রথ রথী, বিনাশিলা ভগবতী, চিক্ষুরাক্ষে ধনু কাটা যায়। সহিতে না পারে রণ, সকাতর সৈনাগণ, অস্ত্রে ক্ষত রক্ত পড়ে গায় ॥ হতাশ্ব সারথী রথ, ধনুর্ব্বাণ হৈল হত, খড়্গ চর্ম্ম ধরে মহাসুর। দেখি কোপে কেশরীরে, খড়্গ চোট মারে শিরে, বজ্র অঙ্গে ঠেকি হয় চূর ॥ তাহা দেখি কোপমতি, হইলেন হৈমবতী,অশিঘাতে হস্ত কাটে তার। কালরূপী মহাকায়,দৈববরে হস্ত পায়,আস্ফালন যুঝে পুনর্ব্বার ॥ ক্রোধে হৈয়া সমাকুল, দেবীরে মারিল শূল, তেজে যেন সূর্য্যের প্রকাশ। তা দেখি চণ্ডীর রাগ, নিজ শূল কৈলা ত্যাগ, শূল কাটি তারে কৈলা নাশ ॥ চক্ষুরাক্ষ

পড়ে রণে, পলায় দানবগণে, কোপেতে চামর আইল রণে। অতি রোষে মহাকায়, শক্তি মারে অভয়ায়,দম্ভ করি আপনার মনে॥ হুঙ্কার ছাড়িলা হরা, সভয়ে কাঁপিল ধরা, ভূমে শক্তি নিষ্প্রভতে পড়িল। ভগ্নশক্তি কোপমান, বেগে দৈত্য বলবান, দেবী প্রতি ত্রিশূল ছাড়িল॥ বাণেতে চণ্ডিকা তায়, কাটি পাড়ে বসুধায়, দেখিয়া দানব কোপে জলে। বারণ ফিরায় রাগে, দেবী চণ্ডিকার আগে, সিংহ আসি উঠে কুম্ভস্থলে॥ নখেতে বিদার করি, বিনাশ করিল করি, কোপে দৈত্য চণ্ডিকারে ধরে। বাহু যুদ্ধ করে অতি, কর প্রহারেতে সতী,শির হানি বধিলা চামরে॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সংগীতের অভিলাষে, কাত্যায়নী যারে সহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন, গায় গীত কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী॥

মহিষাসুরের যুদ্ধ।

রাগিণী বাগেশ্বরী। তাল তেলেনা।

ধূয়া। কেরে দশভুজা সমরেতে নাচিছে। শিব রতন মুকুট বিগলিত জটাজুট, অট্ট অট্ট অধরেতে হাসিছে। নবীন হেম বরণী, শরতচন্দ্র বদনী, কেশরী বাহিনী রণে, দিতী-সুত নাশিছে॥

পয়ার। উদগ্রাক্ষ আগুসরে করিতে সমর। গদাঘাতে চণ্ডীকা পাঠায় যমঘর॥ ভিন্দিপালে বাস্কল বিনাশ হয় রণে। দেখিয়া আনন্দ অতি যত দেবগণে॥ উগ্রবীর্য্য উগ্রআস্য মহা হনূ আর। ত্রিশূলেতে ত্রিলোচনী করিলা সংহার॥ বিড়ালাস্যে অসিতে করিলা বিনাশন। দুর্দ্ধর দুর্মুখ অন্য শরেতে নিধন॥ এইরূপ সৈন্য সব হইল বিনাশ। সঘনে চণ্ডীকা কৈল অট্ট অট্ট হাস॥ তাহা দেখি মহিষাসুরের কোপ মন। মহীষের রূপে আইল করিবারে রণ॥ বিক্রমে ব্যথিত ধরা ভ্রমে আশ পাশ। শঙ্কিত যোগিনীগণ চণ্ডীকার ত্রাস॥ কারে ওষ্ঠ প্রহারে কাহারে মারে খুর। কারে লাঙ্গুলের ছাট মারে মহাসুর॥ শৃঙ্গেতে বিদারি কারে করে ঘোরনাদ। চঞ্চল ভ্রমণে চণ্ডী গণিলা প্রমাদ॥ ঘনবহে নিশ্বাস বহিছে ঘোর ঝড়ে। অস্থির যোগিনীগণ ধরাতলে পড়ে॥ লম্ফ ঝম্ফে ধরা কম্প খুব ক্ষুণ্ন মহী। অস্থির কটাক্ষে কূর্ম্ম নতশির অহি॥ একেলা মথন করে সকলে ত্রাসিত। কেশরীরে মারিবারে যায় সুদূর্নীত॥ চণ্ডীকা রুষিলা তবে অনল সমান। তাহা দেখি মহীষ হইল বেগবান॥ শৃঙ্গেতে পর্ব্বত তুলি আনে মহাবীর। দেবী প্রতি ফেলে মারে ডাকিয়ে গম্ভীর॥ বেগ ভ্রমণেতে মহা হয় লণ্ডভণ্ড। শৃঙ্গেতে ঠেকিয়া মেঘে হয় খণ্ড খণ্ড॥ সাগরে মারিয়া লেজ করে আস্ফালন। সংকম্পে সমুদ্র উথলিল ততক্ষণ॥ তাহাতে প্লাবিত হৈল সমরের স্থলে। ভাসিল যোগিনীগণ সাগরের জলে॥ কভু দৈত্য

শূন্যে উঠে কখন ধরায়। খুরশব্দ জ্ঞান হয় বজ্রাঘাত প্রায়।। কার সঙ্গে কথা নাহি আপনার মনে। দেবীরে অস্থির দৈত্য করিলেক রণে ।। ব্যস্ত হয়ে চণ্ডী করে বধের উপায়। মধুর সংগীত দ্বিজ কবিরত্ন গায় ।।

মহিষাসুর বধোদ্যোগ।

আবর্ত্তন।

পয়ার। দেবীর নিকটে আসি মহীষ অসুর। সিংহের মস্তকে প্রহারিল যোড়া খুর।। কোপে কাত্যায়নী তবে পাইয়া আয়াস। বান্ধিলা মহীষে দিয়া বরুণের পাশ ।। ছাড়িয়া মহীষ রূপ সিংহ মূর্ত্তি হয়। যুদ্ধ করে ঘোরতর স্থির নাহি রয় ।। বাণেতে চণ্ডীকা কাটিলেন তার শির। খড়্গ-পাণি পুরুষ হইলা মহাবীর ।। ঘোরতর যুদ্ধ করে মহা বলবান। সম্মুখে কাহার সাধ্য হয় আগুয়ান ।। বাণেতে চণ্ডীকা খড়্গ চর্ম্ম কাটে তার। তাহা দেখি হৈল মত্ত গজের আকার ।। গর্জ্জনে ত্রাসিত দেবী সৈন্য সেই স্থানে। শুণ্ডেতে সিংহেরে ধরি মহাবেগে টানে।। চণ্ডীকা কোপিনী খড়্গে শুণ্ড কাটে তার। দৈত্য ভাবে হস্তি দেহ হইল অসার ।। শুণ্ড যদি গেল আর কিবা প্রয়োজন। বরাহ সহিত তুল্য হইল এখন ।। হস্তি রূপ ছাড়িয়া মহীষ হয় পুনঃ। মহাবীর আকাশ পাতাল যুড়ে তনু ।। অতি আস্ফালনে ক্ষোভ দেয় চণ্ডীকায়। চরাচর ত্রিলোক ভ্রুকুটিতে ডরায় ।। ঘোরতর করে রণ নাহি টুটে বল। অশক্তা শঙ্করী যুদ্ধে হইলা চঞ্চল ।। কালঘর্ম্ম ছোটে শ্রমে অস্থির পরাণ। প্রায় পরাজয় তারা না পুরে সন্ধান ।। মহীষ গর্জ্জন করে ডাকে উভরায়। ভাবেন চণ্ডীকা বধ করা নাহি যায় ।। তখন স্মরণ হৈল শঙ্করীর মনে। পূর্ব্বে দৈত্য বর নৈল আমার সদনে ।। দশভুজা মূর্ত্তি তুমি হইবে যখন। আমারে বিনাশ তাহা করিবে তখন ।। সহস্র ভুজেতে বধ্য নহে মহাসুর। দশভুজা রূপে করি দানবের চূর ।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ।।

মহীষাসুর বধ।

রাগিণী বাহার। তাল আড়া।

ধূয়া। মৃগরাজ বাহিনী সমরে বিহরে। বিবিধ আয়ুধ
করি অসুর সংহারে। অসিঘাতে অরি হরে, সমরে সমর-
করে, উগ্রবেশে হাসে নাশে পরকাশে শশধরে ।।

পয়ার। এত বলি দশভুজা হইলা শঙ্করী। সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ নানা অস্ত্র ধরি ।। তথাপি মহিষাসুরের সমরে না পারে। উম্মায় অম্বিকা পুনঃ কহিছেন তারে ।। গর্জ্জরে মূঢ় গর্জ্জরে তাবৎ। মধুপান নাহি হয় আমার যাবৎ ।। বিনাশ করিব তোরে সমরের স্থলে। এইরূপ গর্জ্জিবেক দেবতা সকলে ।। এতবলি চণ্ডিকা করিলা মধুপান। উন্মত্তা হইয়ে তারা ধরে ধনুর্ব্বাণ ।। মহা-

বেগবতী তারা কেশরীরে ভর। বামপদ আরোহিল মহিষ উপর॥ শূলেতে বিদীর্ণ কণ্ঠা অস্থির শরীর। তীক্ষ্ণ অশি ধারেতে কাটিয়া পাড়ে শির॥ শক্তি-পদে সংপীড়িত হয়ে ত্বরান্বিত। মনে২ চিন্তিল হইল বিপরীত॥ মহিষের কণ্ঠা হৈতে হইল বাহির। অশি চর্ম্ম করে ধরা অর্দ্ধেক শরীর॥ দেখিয়া তারিণী তারে পরম কৌতুকে। নাগপাশে বান্ধিয়া ত্রিশূল মারে বুকে॥ বামহস্তে দৈত্য কেশ করিলা ধারণ। একে আর সিংহনখে করে বিদারণ॥ দন্তেতে চাপিয়ে ধরে সব্যভুজ তার। বদ্ধ হৈল মৈষাসুর শক্তি নাহি আর॥ হেনকালে দেবগণ তোষে চণ্ডীকায়। মহিষ মর্দ্দিনী অদ্যাবধি মহামায়॥ এইরূপে তো-মারে পূজিবে সর্ব্বজন। এতবলি বাহু তুলি নাচে দেবগণ॥ তথাপি মহিষ নিজ বিক্রম না ছাড়ে। দেবী পদতলে পড়ে পড়ে লেজ নাড়ে॥ দেখি মহা অশি দেবী করিয়া আঘাত। মস্তক কাটিয়া দৈত্য হইল নিপাত॥ হাহাকার করে যত দৈত্য সেনাগণ। দেবগণে করিতেছে পুষ্প বরিষণ॥ মহানন্দে মগ্ন হয়ে শক্রাদি অমরে। একান্ত ভাবেতে চণ্ডিকার স্তব করে॥ গন্ধর্ব্বেতে নাচে গায় দুন্দুভি বাজায়। নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গায়॥

দেবতা সকলে দেবীকে স্তব করেন।

রাগিণী ঝিঁঝুটি। তাল মধ্যমানের ঠেকা।

ধুয়া। তারয় তারিণী ভজন বিহীনে। মা মতি বঞ্চিত
অতিশয় দীনে॥ আমি অতি মতিহারা, না জানি সাধন
ধারা, কে আর তারিবে তারা তারিণী বিনে॥

একাবলি ছন্দ। দেবী দয়াময়ী দীন জননী। দুর্গে দুর্গহরা দৈত্য দলনী॥ শঙ্কর মোহিনী দুঃখ হারিণী। ত্রিপুরা সুন্দরী ত্রাণ কারিণী॥ তোমার মহিমা কে জানে তারা। ত্রাহি২ ত্রাহি ভুবন সারা॥ শেষ নাহি পায় গুণের শেষ। তত্ত্ব নিরূপণে যোগী মহেশ॥ বিরিঞ্চি ভাবিয়ে নাহিক পায়। কি স্তব করিব আমি তোমায়॥ ইঙ্গিতে নাশিলে মহিষাসুর। রক্ষা কৈলে তারা অমর পুর॥ জগদাদ্য শক্তি তুমি তারিণী। ভব মনোহরা ভব বারিণী॥ অশুভ নাশিনী অ-ম্বিকা তুমি। তুমি গো পাতাল আকাশ ভূমি॥ ত্রিদশের ত্রাশ করিলে নাশ। জগতে মহিমা হৈল প্রকাশ॥ দশভুজা দেবী দারিদ্র হরা। মহিষমর্দ্দিনী মহেশ করা॥ তুমি লক্ষ্মীরূপে বৈভব দাত্রী। কুকৃতি সুকৃতি তুমি সে মাত্রী॥ কি স্তব করিব তোমারে বাড়া। তব তত্ত্ব বেদ আগম ছাড়া॥ বেদে কি জানিবে তোমার ভেদ। তুমি যা কর মা সে এক বেদ॥ আগমে কিজানে আগম বাদী। শ্মশানে ঘুরিছে না পায়ে আদি॥ তুচ্ছ দৈত্য তুমি সমরে মারি। তাহাতে না হয় মহিমা ভারি॥ শক্তিরূপা তুমি জগত মাঝ। তোমার এ নহে বিচিত্র কায॥ ইঙ্গিতে হরিতে পার মা বল। তবে যে যুঝিলে কপট ছল॥ মহিষ হইল তো-

মার ছাড়া। তুমি তো তাহাতে নহ না ছাড়া॥ কল্যাণী কমলে করুণাময়ী। স্মরিলে তোমারে শমন জয়ী॥ ভকত বৎসলা বগলা ভীমা। কিমাকারা তারা না হও সীমা॥ রূপ গুণে তব প্রমাণ নয়। নাম গুণে মাত্র জগত জয়॥ কাত্যায়নী কালী কপাল হারা। কৌশিকী কৌম্যারি বিমলা তারা॥ নিস্তার কারিণী নকুল জায়া। মহাবিদ্যা মোক্ষ দায়িনী মায়া॥ রক্ষ রক্ষ মাতা শূলেতে করি। রাখ গো অম্বিকা ধনুক ধরি॥ খড়্গ ধরি রাখ ঘণ্টা বাদিনী। ঘোর-ফেরে রাখ ঘোর নাদিনী॥ ইন্দ্রানী রক্ষ মা ইন্দ্রের দিকে। দক্ষিণ দিকেতে রাখ চণ্ডিকে॥ ভ্রামানী পশ্চিমে রাখ আমায়। উত্তরে ঈশ্বরী রাখ গো পায়॥ এইরূপে যত অমরগণে। আত্ম নিবেদিল মার চরণে॥ নৃসিংহেরে কালী রাখিয় পায়। শ্রীকবি রতনে সরস গায়॥

দেবীর দৈব বর প্রদান। আবর্ত্তন।

ত্রিপদী। স্তবে তুষ্টা ভগবতী, প্রণত অমর প্রতি, কহিতেছে প্রণয় বচন। বর লও সুবাঞ্ছিত, যাহা হয় মনোনীত, বরপ্রদা হইনু এখন॥ শুনিয়া দেবীর বাণী, সুখী হয়ে বজ্রপাণি, দেবীরে করেন নিবেদন। ত্রিদশে করিলে ত্রাণ, মারি দৈত্য বলবান, আর বর কি লব এমন॥ নিতান্ত যদ্যপি মাতা, হইবে গো বর দাতা, তবে বর মাগি তব পদে। এইরূপ দেবতার, বিপদেতে পুনর্ব্বার, স্মরিলে তারিবে সে আপদে॥ তুমি দয়াময়ী তারা, নারায়ণী নিরাকারা, তব কৃপা যার প্রতি হয়। দুর্গা বলে ডাকে যেই, সুসম্পদ পায় সেই, তার কাছে শত্রু পরাজয়॥ তথাস্তু বলিয়ে মায়া, তিরোধান হরজায়া, স্বধামেতে করিলা গমন। করি মহা মহোৎসব, যতেক দেবতা সব, পাইলেন আপন ভবন॥ মার্কণ্ডেয় মুনি বলে, ভাগুরিরে কুতুহলে, মৈষাসুর এরূপে বিনাশ। কাত্যায়নী দশভুজা, নবম্যাদি কল্পে পূজা, শরতেতে হইল প্রকাশ॥ শুনিয়া ভাগুরি কন, যা কহিলে তপোধন, অপূর্ব্ব এ চণ্ডিকার লীলা। খণ্ডিয়া দেবের ত্রাশ, অসুর করিয়া নাশ, বাসব অমরে রাজ্য দিলা॥ সকল জানিনু তার, এক প্রশ্ন আছে আর, সংশয় আমার মনে অতি। হেমন্ত কেশরী দিলে, পূর্ব্বে তুমি কয়েছিলে, তাহাতে চাপেন ভগবতী॥ কিবা পুণ্য ছিল তার, দেবী পৃষ্ঠে চড়ে যার, কোথা বা পাইল গিরিরাজ। বিশ্বম্ভরা বিশ্বোদরা, তারে যে বহন করা, সামান্য পশুর নহে কায॥ সন্দেহ আমার হয়, বিস্তারিয়ে মহাশয়, কহ দেখি ইহার কারণ। ভাগুরির বাক্য শুনি, কহে মার্কণ্ডেয় মুনি, শুন হে অপূর্ব্ব বিবরণ॥ সামান্য কেশরী নয়, দেবী অঙ্গে জন্ম হয়, হিমালয়ে তাহার বিনাশ। হরি দেহে দেবী রয়, সিংহ রাখে হিমালয়, পুনঃ দিল হইতে প্রকাশ॥ নতুবা কি সাধ্য হয়, শঙ্করীর ভার বয়, পদতলে কয়রে আশ্রয়। শ্রীনৃসিংহ দাসে বলে, কবিরত্ন কুতুহলে, সিংহ যে সামান্য পশু নয়॥

মহিষাসুরের জন্ম উপাখ্যান।

পয়ার। শুনিয়া ভাগুরিকয় মুনিরে তখন। ঘুচিল সন্দেহ এতে শুন তপোধন॥ আর এক প্রশ্ন আছে কহ পুনর্ব্বার। মহিষাসুরের জন্ম হৈল কি প্রকার॥ অসুর হইয়া পায় দেবীর চরণ। পূর্ব্ব জন্মে সাধনা কি করিল এমন॥ আর কহিয়াছে পূর্ব্বে চণ্ডিকার বর। বিনাশিতে সহস্র করেতে দশ কর॥ এই সব বিস্তারিয়ে কহ দেখি সার। শ্রবণ করিতে অতি মানস আমার॥ মার্কণ্ডেয় বলে শুন কারণ ইহার। মহিষ অসুর নহে অসুর আকার॥ দৈত্য ফেরে দৈত্য দেহে জন্মে ত্রিলোচন। যার সাধ্য যে পাইল চণ্ডির চরণ॥ বিস্তারিত শুন দ্বিজ মহিষ আখ্যান। মহিষ হইল জম্ভা সুরের সন্তান॥ দিতীর সন্তান জম্ভা দৈত্য মহাবল। ভুজ বলে রাজা হৈল শাসী ভূমণ্ডল॥ সকল দানবগণে হৈল অনুগত। ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই বর্ণিবারে কত॥ বয়েস অধিক হৈল না হয় সন্তান। হইল পরম দুঃখী দৈত্য বলবান॥ এইরূপে কিছু দিন গত হয়ে যায়। দৈবে শুন এক দিন রঙ্গ হৈল তায়॥ পুর মার্জ্জনেতে আছে নিয়োজন হাড়ি। ঊষাকালে প্রত্যহ মার্জ্জনা করে বাড়ি॥ না উঠিতে মহীপাল কার্য্য সারি যায়। দৈবে এক দিন রাজা দেখিলেন তায়॥ দেখিয়া রাজার মুখ হাড়ির নন্দন। দ্রুতগতি চলে গেল আপন ভবন॥ পাছু২ ভূপতি চলিল তার সঙ্গে। তাহার বাড়ির পাশে শৌচে বসে রঙ্গে॥ হাড়ি বলে হাড়িনীকে আয়রে ত্বরায়। শীঘ্র গঙ্গাজল স্পর্শ করাও আমায়॥ রাত্রি পোহাইল মাত্র মোরে দিতে দুঃখ। আঁটকুড়া রাজার দেখিনু আজি মুখ॥ কত পাপ হৈল আজি কি কহিব তোকে। গেরোফেরে পড়িলাম কিবা দৈব মোকে॥ অন্নজন্যে হইলাম কাল পরকালে। আঁটকুড়ার অন্ন খাই কি পাপ কপালে॥ পুত্র মোর কোলে দাও যাক্ দুঃখ তাপ। পুত্র আলিঙ্গন রজে বিমোচন পাপ॥ এইরূপ হাড়িনীকে কহিছে হড্ডিপ। শৌচে বসে শুনিতে পাইল দৈত্যাধিপ॥ আপনা আপনি ঘৃণা জনমিল মনে। পুত্র বিনে মহাপাপী বলে সর্ব্বজনে॥ কহিতে পরম লজ্জা দুঃখে যাই মরে। বিষ্ঠা মুক্ত করে হাড়ি সেও ঘৃণা করে॥ মোর পুরে ঝাঁটি দেয় মোর অন্ন খায়। তার বাক্যে লজ্জা হয় সহা নাহি যায়॥ পুত্রবিনে সব মিথ্যা সংসার অসার। পুত্র হেতু তপ করা উচিত আমার॥ অন্যপুত্রে আমার নাহিক প্রয়োজন। শঙ্করে লইব পুত্র নতুবা মরণ॥ এত ভাবি শৌচান্তে উঠিয়া জম্ভাসুর। হাড়িকে না কহে কিছু আইল নিজপুর॥ কারে কিছু না কহিয়া চলে তপস্যায়। নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গায়॥

জম্ভাসুরের শিবের তপস্যা।

ললিত ছন্দঃ। যাইয়ে হিমাচলে, অসুর কুতূহলে, করিল যোগাসনে ভর। মুদিয়ে দুনয়ন, যোগে রাখিয়া মন, একান্তে ভাবিছে শঙ্কর॥ মানসে পূজা

করে, হৃদি সরজোপরে, মানসে দিয়া ধূপ দীপ। জপিছে শিব নাম, মানসে পুত্র কাম, কঠোর অসুর অধিপ ।। নূতন বিল্বদল, সহিত গঙ্গাজল, মহেশে করে নিবেদন। তুলিয়া বনফুল, পূজা করে নকুল, প্রণব মূল উচ্চারণ ।। নাচিছে মহীপাল, বাজায়ে ঘন গাল, কক্ষ বাজায়ে ধরে তাল। করিছে পঞ্চতপ, শিবের মন্ত্র জপ, সহস্র বর্ষ হয় টাল ।। কঠোরে শীর্ণকায়, মাংস রহিত গায়, হইল অস্থিচর্ম্ম সার। কোঠরে ঢোকে আঁখি, চিকুরে যত পাখি, আশ্রয় করে আসি তার ।। সেহলা পড়ে গায়, গাছ হইল তায়, কণ্ঠা নমিত সরোবর। বরিষার কালে নীর, তাহাতে রহে স্থির, সুখেতে পীয়ে ব্যোমচর ।। স্পন্দন নাহি আর, নিমেষ হীন তার, মানসে মহেশে ধেয়ায়। নাহিক অন্য মন, ভাবিছে ত্রিলোচন, সঁপিয়ে মন শিব পায় ।। কৈলাসে ত্রিলোচন, হইলা উচাটন, জানিলা জম্ভা তপ করে। হইয়া বৃষারূঢ়, চলিলা চন্দ্রচূড়, আইলা হিম মহীধরে ।। দৈত্যের কাছে আসি, শঙ্কর মৃদুহাসি, ডাকেন করাতে চেতন। স্পন্দন নাহি তায়, শুনিতে নাহি পায়, শঙ্কর ভাবেন তখন ।। দেখিয়া শব সম, গাত্রে হয়েছে দ্রুম, আচ্ছন্ন দানব শরীর। করেতে তুলি তায়, ভাঙ্গিলা আশ্রয়, নিরাশ্রয় হয় পাখির ।। চেতন নাহি তবু, ভাবিয়ে ভব প্রভু, লইয়া শির গঙ্গাজল। গায়েতে মারে ছাট, আপনি ভূতরাট, চেতন পায় মহাবল ।। পরশিয়া শিবকর, পাইয়া সঙ্গা সর, হইল নব কলেবর। লোটায়ে মহীতলে, শিবের পদতলে, প্রণাম করে নৃপবর ।। তুলিয়ে করে ধরি, কহেন ত্রিপুরারি, যাচিঞা কর মোরে বর। শুনি দনুজপতি, পুলক হয়ে অতি, কহিছে শুন স্মরহর ।। অন্য কি বর আর, দিবে ভুবনাধার, করহ এক বর দান। সন্তান নাহি হয়, আমার দয়াময়, তুমি হইবে হে সন্তান ।। শুনিয়া হর কন, কহিলে এ কেমন, এ বর কি রূপেতে দিব। আমার জন্ম নাই, জানয়ে এ সবাই, কেমনে আমি জন্ম নিব ।। অন্য যা চাবে দিব, ইহাতো না পারিব, শুনিয়া কহে দৈত্যরাজ। এ বর বিনা হর, না চাহি অন্য বর, অন্য তনয়ে নাহি কায ।। দিতে পার তো দাও, নতুবা ফিরে যাও, বরেতে কিবা প্রয়োজন। কবিরত্নে কয়, জম্ভাতে মন নয়, ভুলিবে না হে ত্রিলোচন ।।

শিবের নিকট জম্ভাসুরের পুত্র বর প্রাপ্তি।

পয়ার। শঙ্কটে পড়িলা শিব যাইতে না পারে। বিষম সমস্যা হৈল বর দিতে নারে ।। পরম সেবক জম্ভা কষ্টেতে সাধিল। প্রণয় ভক্তিতে শিবে বাধিত করিল ।। শঙ্কর ভাবেন ভাল ঠেকিলাম দায়। অসুরাংশে কি রূপে বা জন্ম লওয়া যায় ।। ইহা বলি শঙ্কর চলিলা ধীরে ধীরে। সেবকের স্নেহে মোহ পুনঃ আইলা ফিরে ।। ভাবিয়া চিন্তিয়া ভব করিলেন সার। হইতে হইল দৈত্য জনম এবার ।। এড়াইতে নারি দিতে হৈল ঐ বর। কৃপা করি দানবেরে কন গঙ্গাধর ।।

তুষিলে আমার মন করিয়ে কঠোর। একারণ আজ্ঞাকারী হইলাম তোর॥ যে বর কখন কেহ তপে নাহি পায়। হেন বর আজি দিতে হইল তোমায়॥ কোন যুগে মোর জন্ম দেখে নাই কেহ। তুমি নব কীর্ত্তি কৈলে ধরাইলে দেহ॥ জম্ভা কহে ভকতবৎসল দয়াময়। আশুতোষ বিনে হেন কার সাধ্য হয়॥ শঙ্কর কহেন বর করিনু প্রদান। জন্মিব তারতে হয়ে তোমারসন্তান॥ কিন্তু এক নিরূপণ কহি শুন তায়। প্রথম শৃঙ্গার তুমি করিবে হে যায়॥ তাহার উদরে জন্ম হইবে আমার। ইহাতে সন্দেহ নাই কহিলাম সার॥ বর দিয়া শঙ্কর হইলা তিরোধান। জম্ভাসুর নিজগৃহে করয়ে প্রয়ান॥ দেবগণ চিন্তাযুক্ত হইল তখন। সর্ব্বনাশ কি করিলা কহ পঞ্চানন॥ দৈত্যকুলে জন্ম যদি লন ত্রিলোচন। তবে আর দৈত্যনাশ না হবে কখন॥ অমরের অমঙ্গল দেখি অতঃপর। ছন্ন হবে রাজ্যপদ ইন্দ্রের নগর॥ মন্ত্রণা করিয়া ইন্দ্র অমরের পতি। পাঠান ত্বরায় করি তুষ্টা সরস্বতী॥ জম্ভার শরীরে অধিষ্ঠান হও মাতা। হরিয়া সুবুদ্ধি হবে মন্দ বুদ্ধি দাতা॥ ইন্দ্রের প্রেরিতা দেবী করিলা প্রয়ান। অসুরের স্কন্ধে আসি হৈলা অধিষ্ঠান॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে ইত্যাদি।

জম্ভাসুরের স্বদেশ যাত্রা।

পয়ার। হরিলা সকল বুদ্ধি কুবুদ্ধি ঘটিল। নানা বন বেড়াইয়া দানব চলিল॥ এক দণ্ডে যাওয়া যায় সে পথ ছাড়িয়া। দূর বনে প্রবেশিল কৌতুক দেখিয়া॥ দেখিল অরণ্য মধ্যে মহীষ মহিষী। অনঙ্গে মোহিত হয়ে ভ্রমে চারিদিশী॥ মৈথুনে আবেশ হয়ে স্ত্রীর পাছে ধায়। কামাতুরা মহিষিনী মোহিয়া পলায়॥ পশুর শৃঙ্গার ধারা হুটাহুটি করে। তাহা দেখি জম্ভাসুর রুষিল অন্তরে॥ হত বুদ্ধি দৈত্যরাজ বোধ নাহি তার। উপস্থিত বিবেচনা একে হৈল আর॥ মহিষের প্রতি কহে এ কি অবিচার। মহিষীর প্রতি কেন কর বলাৎকার॥ রতি দানে আশঙ্কা হইয়ে যে পলায়। বলে ধরি শৃঙ্গার করিতে চাহ তায়॥ ইচ্ছায় রমণ যদি করে তোর সনে। তবে রতিযুদ্ধ কর আনন্দিত মনে॥ ইহা বলি নিষেধ করিল নীত জ্ঞানে। একে পশু তাহে মত্ত না শুনিল কাণে॥ মহিষিনী উপরের ঝাঁকিল পুনরায়। দেখিয়া দনুজপতি কোপে কহে তায়॥ নিষেধ করিনু তাহা না শুনিলি কাণে। তবু বলাৎকার কর মম বিদ্যমানে॥ আমি জম্ভা নাম ধরি দানব ঈশ্বর। অচিরাতে তোমারে পাঠাব যমঘর॥ এতবলি ক্রোধে গিয়ে মহিষেরে ধরে। শৃঙ্গ ধরি মহিষের সনে যুদ্ধ করে॥ আছাড়িয়া মারিল মহিষে বলবান। যমালয় পাইল সে ত্যজিয়ে পরাণ॥ মহিষ মরিল দেখি মহিষিনী ধায়। লোটায়ে পড়িল আসি ভূপতির পায়॥ কান্দিয়া অস্থির বলে শুন দৈত্যনাথ। বিনা দোষে প্রাণনাথ করিলে নিপাত॥ কামাতুরা হয়ে পতি সহিত এখন। উদ্যোগ করিতে ছিনু করিতে রমণ॥ শুনিয়া অসুর কহে কহিলে

কেমন। তবে কেন তুমি করেছিলে পলায়ন ॥ বলাৎকার তোমারে করিতে গেল সেই। বিনাশ করিনু তার দোষ পায়ে এই॥ মহিষিনী বলে সেতো বলাৎকার নয়। পশুর শৃঙ্গারে এইরূপ ধারা হয় ॥ এক্ষণে কামের বাণে প্রাণ মোর যায়। স্ত্রী হত্যা তোমারে লাগে করহ উপায় ॥ পতিরে বাঁচায়ে দেহ রাখহ জীবন। নতুবা আমার সনে করহ রমণ ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

জম্ভাসুরের মহিষিনীর সহিত শৃঙ্গার।

এখন কি হবে উপায়। বিধির বিপাকে পড়িলাম ঘোর দায় ॥

পয়ার। শুনিয়া অসুরনাথ চিন্তাকুল অতি। প্রথম শৃঙ্গারে পুত্র হবে পশু-পতি ॥ মহিষে শৃঙ্গার যদি করিব প্রথম। মহেশের হইবেক মহিষ জনম ॥ আমার সাহায্য কিছু না হলো ইহায়। যাহক প্রকৃতি হত্যা করা নাহি যায় ॥ এতবলি মহিষিনী সহ দৈত্যপতি। রাখিতে আপন ধর্ম্ম আরম্ভিল রতি ॥ কৈলাসে জানিলা হর আপনার মনে। জম্ভাসুর রতি করে মহিষের সনে ॥ পার্ব্বতীরে কন হর বিনয় করিয়ে। প্রমাদে পড়িনু জম্ভাসুরে বর দিয়ে ॥ প্রথম শৃঙ্গারেতে সন্তান হব তার। সে তো করে মহিষিনী সহিত শৃঙ্গার ॥ মহিষ যোনীতে হৈতে হৈল অবতংশ। কৈলাসে রহিল প্রতি অবয়ব অংশ ॥ শঙ্করী কহেন প্রভু চরিত্র কেমন। মূঢ় দৈত্য বর দিলে কিহেতু এমন ॥ দুঃখ পেতে হলো প্রভু কর্ম্মে আপনার। একে দৈত্য পশু যোনী তাহাতে আবার ॥ দেব হয়ে দৈত্য জন্মে কষ্ট পাবে তায়। ধিক্ বর দেওয়া ধিক্ থাকুক তোমায় ॥ দেবীর ভৎসনে ভব সলজ্জায় কন। যা হবার হইয়াছে চারা কি এখন ॥ তুমি মূল শক্তি দেবী সকলের গতি। ত্বরায় উদ্ধার মোরে কর হৈমবতী ॥ দৈত্য দেহে বুদ্ধি সুদ্ধি হরে সব লয়। বহু দিন যেন কষ্ট পাইতে না হয় ॥ দেবগণে পলাইবে পায়ে মোর ত্রাশ। তুমি বিনে আমার না হইবে বিনাশ ॥ দেবতার তেজে জন্ম করিবে গ্রহণ। সহজ সহস্র ভুজে দিবে দরশন ॥ দশভুজা রূপ পরে হয়ে কুতুহলে। মুক্ত করি আমারে রাখিবে পদতলে ॥ নিবেদন করিলাম হইয়ে কাতর। প্রসন্না হইয়া দুর্গা দেহ এই বর ॥ শঙ্করে কাতর দেখি কহিলেন তবে। ভয় কি এজন্যে ভব ভাল তা হইবে ॥ না বুঝিয়ে বর দিয়ে এই সে করিলে। আপনি পাইলে দুঃখ মোরে দুঃখ দিলে ॥ শঙ্করীরে প্রণমিয়া যান পঞ্চানন। হোতা সাঙ্গ দৈত্যরাজ করিল রমণ ॥ দেবের ঘুচিল সন্ধ নাহিক সংশয়। অসুরাংশে শঙ্করের পশু জন্ম হয় ॥ দৈত্য দেহ হৈলে ভয় হইতো সবার। পশু হৈলে পশুভাব ভয় নাহি আর ॥ জন্ম লইলেন শিব মহিষ উদরে। জম্ভাসুর উপনীত আপনার ঘরে ॥ আমাত্য লইয়ে রাজ্য করয়ে পালন। যত পূর্ব্বাপর সব হৈল বিস্মরণ ॥ ভাগুরি জিজ্ঞাসা করে কহ তপোধন। দশভুজা

হৈতে কেন কহ হে পঞ্চানন ।। অন্য রূপ কোন ক্ষতি নাহিক ইহার। অভিপ্রায় বিস্তারিয়ে কহ শুনি সার ।। মার্কণ্ডেয় বলে শুন তাহার কারণ। ব্রহ্মময়ী দশ-ভুজা বেদের বচন ।। দশভুজে দশ দিক রক্ষা মুক্তিদাতা। সর্ব্বশক্তি চিদানন্দ-ময়ী বিশ্বমাতা ।। এই হেতু শঙ্কর চাহিলা এই বর। মহিষমর্দ্দিনী পূজা শরৎ ভিতর ।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য -দায়িনী ।।

মহিষাসুরের জন্ম বিবরণ।

ত্রিপদী। পরে কিছু দিন ব্যাজে, মহিষিনী বনমাঝে, মহিষেরে হইল প্রসব। মহিষের গর্ভজাত, হইয়া ত্রিদশ মাথ, দিনে২ বাড়িছেন ভব ।। বাল্য-লীলা চমৎকার, শুনহে ভাগুড়ি তাঁর, ঊর্দ্ধে লক্ষ যোজন লাফায়। থাকিয়া উদয়াচলে, মৈষাসুর কুতুহলে, মহী লঙ্ঘে অস্তাচলে যায় ।। অস্তগিরি নত হয়, ভারতাদি নাহি শয়, উচু হয় উদয় পর্ব্বত। বালকের বীর দাপে, থর-হরি ধরা কাঁপে, বন ছাড়ে অন্য পশু যত ।। ক্রমেতে যৌবন পায়, পূর্ব্ব কথা ভুলে যায়, দেহ ধারণেতে মায়া পাশে। হইয়া অসুর বুদ্ধি, স্থূলে ভুল হৈল শুদ্ধি, পিতৃ তত্ত্ব মায়েরে জিজ্ঞাসে ।। কেবা মোর জন্মদাতা, বিশেষ কহ গো মাতা, দেখা কেন না পাই পিতার। মহিষিনী কহে তায়, তব পিতা দৈত্যরায়, শুন পূর্ব্ব বৃত্তান্ত তাহার ।। পূর্ব্বে এই বনে রঙ্গে, বিহরি মহিষ সঙ্গে, হুড়াহুড়ি করিয়া কাননে। দৈবে জম্ভাসুর যায়, এরঙ্গ দেখিতে পায়, মৈষ বল করে মোর সনে ।। কোপে দৈত্য মারে তায়, সকাতরা আমি যায়, রতি ভঙ্গে দুঃখ অতি-শয়। তা দেখে অসুরপতি, আমারে করিল রতি, তাহাতে তোমার জন্ম হয় ।। শুনিয়া মহিষ কয়, জম্ভা মোর পিতা হয়, দেখা করা উচিত আমার। বলিয়া প্রণমি মায়, দানব নগরে যায়, মৈষাসুর প্রকাণ্ড আকার ।। উপনীত দৈত্যপুর, দেখে বসে জম্ভাসুর, অতি উচ্চ মঞ্চের উপর। মহিষ উত্তরে গিয়া, দৈত্যগণে না দেখিয়া, বলে একি রঙ্গ দণ্ডধর ।। রাজা পূর্ব্ব ভুলিয়াছে, মহিষে দেখিয়া কাছে, ঘন ঘন বলে দূর২। পিতা কৈল অপমান, অভিমানে বলবান, অন্তরে [illegible] মৈষাসুর ।। আক্রোষ করিয়া তায়, পিতারে মারিতে যায়, লাফ দিয়ে মঞ্চে উঠে বীর। দুই স্কন্ধে দিয়া ক্ষুর, বিনাশিল জম্ভাসুর, পাতালেতে ডুবায়ে শরীর ।। ভূপতি হইল নাশ, দৈত্যগণে ভাবি ত্রাশ, বলে আমাদের কিবা হবে। রাজা বিনে দৈত্যকুল, নষ্ট হইবে সমূল, দেবগণে রাজ্য লুটে লবে ।। দৈত্যগণ কান্দে সবে- দেখিয়া মহিষ তবে, কামরূপী ধরে দিব্য কায়। অভয় করিয়া কয়, আমি জম্ভার তনয়, রাজা হয়ে পালিব প্রজায় ।। তুষিয়া দানব-গণে, রাজা হৈল সিংহাসনে, আত্মতত্ত্ব কহিল বিস্তার। পরে দেবে যুদ্ধে জয়, করিয়া দেবত্ব লয়, শেষে দেবী করিলা সংহার ।। ভাগুরিকে কুতুহলে,

মার্কণ্ডেয় মুনি বলে, এরূপে মহিষ জন্মে ছিল। নৃসিংহের অভিলাষে, নূতন সঙ্গীত আশে, শ্রীনন্দকুমার বিরচিল ॥

ইতি মহিষাসুরোপাখ্যান সমাপ্ত।
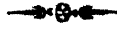
চতুর্থ খণ্ডান্তঃপাতি দুর্গাসুরোপাখ্যান।

ধূয়া। কহহ মহামুনি কথা চমৎকার। কর্ণ রসায়ণ তত্ত্ব লীলা অভয়ার ॥

পয়ার। মার্কণ্ডেয় মুনি বলে শুন হে ব্রাহ্মণ। গৌরী দেহে দেবী কৈলা অসুর নিধন ॥ শুম্ভ নিশুম্ভের বধে কৌশিকী হইলা। হুঙ্কারে ধূম্রলোচনে বিনাশ করিলা ॥ চণ্ডমুণ্ড বিনাশিলা চামুণ্ডা শরীরে। নানারূপ ধরি বধে কালকেয় বীরে ॥ অষ্ট শক্তি আর অষ্ট নায়িকা প্রকাশ। অসংখ্য যোগিনী করি রক্তবীজ নাশ ॥ পরে শুম্ভ নিশুম্ভেরে করিলা নিপাত। মহাকালী রূপে অশি করিয়া আঘাত ॥ দেবগণে রাজ্য পায়ে করিলেন স্তব। মাহাত্ম্যেতে বিস্তারিয়া করিয়াছি সব ॥ বিস্তার করিয়া ইহা কহিলে এখন। গ্রন্থ বেড়ে যায় নাহি হয় সমাপন ॥ সামান্য কথায় যদি গ্রন্থ হয় ভারি। মূল প্রশ্ন রস পুষ্টি করিতে না পারি ॥ তবে যদি কহ দ্বিজ মৈষাসুর নাশ। মাহাত্ম্যে শুনেছি কেন কহিলে প্রকাশ ॥ তাহার কারণ শুন ভাগুরি ব্রাহ্মণ। শারদীয়া পুজা,প্রশ্নে মহিষের রণ ॥ স্থুল প্রশ্ন এই এক ছাড়িল কেমনে। না কহিলে অঙ্গহানি গ্রন্থের বর্ণনে ॥ মাহাত্ম্যে বরাত দিলে নাহি মিলে রস। মূঢ় ভাব হয় গ্রন্থ শুনিতে কর্কশ ॥ শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধে কিবা প্রয়োজন। তাহে কিছু মাত্র নাহি মূল প্রকরণ ॥ অতেব সঙ্ক্ষেপে কহিলাম এ বিষয়। জিজ্ঞাসা করহ আর জিজ্ঞাস্য যা হয় ॥ ভাগুরি কহেন প্রভু কহ ইতিহাস। পূর্ব্বেতে যা কহিয়াছ দুর্গাসুর নাশ ॥ কি রূপে জন্মিল দৈত্য কাহার তনয়। কি রূপেতে করে ছিল দেবগণে জয় ॥ কোন মূর্ত্তি হয়ে দেবী বিনাশিলা তায়। পূর্ব্বাপর বিস্তারিয়া কহিবা আমায় ॥ দুর্গাসুর বিনাশের কালে মহামায়া। প্রকাশ করিয়া ছিলা নানারূপ কায়া ॥ সে সব বিশেষ রূপে কহ তপোধন। সর্ব্বদা মানস মোর করিতে শ্রবণ ॥ শুনি মার্কণ্ডেয় ঋষি বিস্তারিয়া কন। পরম রহস্যকথা শুন দিয়া মন ॥ শ্রীনৃসিংহ দাসেরে শঙ্কটে সহায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

দুর্গাসুরের জন্ম। আবর্ত্তন।

চৌপদী। জম্ভাসুর হৈল নাশ, ঘুচিল দেশের ত্রাশ, সুখে করে স্বর্গে বাস, আহ্লাদিত হইয়ে। গীত বাদ্য মহোৎসব, নিত্য নব সুখোদ্ভব, বিবিধ আনন্দ সব, করে সুখে মাতিয়ে ॥ দম্ভ হীন দৈত্যগণ, হইল মলিন মন, শুষ্ক সবার বদন,

রাজ্য ছাড়া হইল। দিতী দুঃখে শ্বাস ছাড়ে, অদিতীর সুখ বাড়ে, রাজ্য পুত্র পায় আড়ে, যুদ্ধে দৈত্য মরিল ॥ দিতী অতি অকাতরে, স্থির মনে তপ করে, দেবজয়ী পুত্র তরে, তপস্যায় পাইল। দুর্গানাম দিল তায়, মহাধীর মহাকায়, কদলী তরুর প্রায়, দিনেং বাড়িল ॥ দেহের কি কব মূল, ত্রিংশৎ যোজন স্থূল, দেখে যোগী যোগ ভুল, দেখিতে করালরে। গিরি গুহা পরিমাণ, পরিসর দুই কাণ, নয়ন কূপ সমান, দুর্দ্দশন কালরে ॥ নাশিকা দেউল প্রায়, বৃক্ষসম লোম গায়, বজ্রাঘাত বাক্য তায়, ধরা কাঁপে গমনে। সন্তানে দেখিয়া সতী, দিতী আনন্দিত অতি, বিনাশিতে সচীপতি, কহে পুষ্ট বচনে ॥ শুনিয়া কশ্যপ সুত, হয়ে অতি ক্রোধযুত, চলে মর্ত্ত অবধূত, মায়ে নতি করিয়ে। অসুরে অভয় করি, রাজ সিংহাসনোপরি, বৈসে রাজদণ্ড ধরি, মদগর্ব্ব হইয়ে ॥ দৈত্যগণে সুখী হয়, বলে আর কিবা ভয়, দেবগণে পরাজয়, অতঃপর করিব। রাজা হল দুর্গাসুর, দেবদর্প হবে চূর, লুটে লব স্বর্গপুর, কারে নাহি ডরিব ॥ এতেক আশ্বাসি মন, স্থির হৈল দৈত্যগণ, সেবে তারে অনুক্ষণ, অনুগত হইয়ে। কিছু দিন পরে তবে, দুর্গা কহে দৈত্য সবে, যুদ্ধ করিয়া বাসবে, আন গিয়া ধরিয়ে ॥ আজ্ঞা পায়ে দৈত্যগণে, সাজিলেক আস্ফালনে, চলে দেবসহ রণে, স্বর্গপানে ধাইল। চণ্ডীর চরণ আশে, সংগীতের অভিলাষে, আদেশে নৃসিংহ দাসে, কবিরত্ন গাইল ॥

দুর্গাসুর ইন্দ্রাদি দেবকে জয় করিতে সেনা
প্রেরণ করে।

ধূয়া। কি আজি রাজা চলিল রে জিনিতে অমরে। নাহি
করে, ডর নিজ মদ গর্ব্ব ভরে ॥

পয়ার। উপনীত দৈত্য সৈন্য অমর নগরে। স্বর্গে না দেখিতে পায় জনেক অমরে ॥ অনেক সন্ধান করি দানব সকল। ভাবে ভয়ে দেবগণ হইল চঞ্চল ॥ অন্বেষণ করে তত্ত্ব না পাইয়া কার। দুর্গাসুরে আসিয়া দিলেক সমাচার ॥ স্বর্গে নাহি দেবগণ গেছে কোন স্থান। অন্বেষণ করিয়া না পাইনু সন্ধান। শুনিয়ে ক্রোধিত হয়ে দুর্গাসুর কয়। পলাইল দেবগণ ছাড়িয়া আলয় ॥ সন্ধান করিয়ে কেহ আসিতে নারিলে। মিছামিছি এতক্ষণ ভ্রমণ করিলে ॥ তুচ্ছ কর্ম্ম তোমা সবা হৈতে নাহি হয়। কোনমুখে সমরে করিবে পরাজয় ॥ এতবলি কোপে কাঁপে দুর্গাসুর কায়। ধনুর্ব্বাণ লইয়ে আপনি বীর যায় ॥ পদ ভরে ধরা নড়ে করে টলমল। দমকে উথলে উঠে সাগরের জল ॥ লম্ফে লম্ফে চলে দৈত্য প্রবল প্রতাপে। দম্ভে চলে অচল সুমেরু গিরি কাঁপে ॥ উপনীত অমর নগরে মহাসুর। একে একে অন্বেষিল দেবতার পুর ॥ দেখে সব শূন্য গৃহ কেহ ঘরে নাই। মনে মনে চিন্তে বীর গেল কোন ঠাঁই ॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সন্ধান

করি ভ্রমে। কোন স্থানে তত্ত্ব নাহি পায় কোন ক্রমে॥ নানা বন উপবন করিছে ভ্রমণ। যজ্ঞধূম এক স্থানে হৈল দরশন॥ আঘ্রাণে জানিল দৈত্য দৈব যজ্ঞ হয়। দেবগণ আছে হেথা নাহিক সংশয়॥ এত ভাবি দ্রুতগতি করিল গমন। দেখিল করিছে যজ্ঞ যত দেবগণ॥ আস্ফালন করি গিয়া উপনীত হয়। দেখিয়া ব্রহ্মার মনে উপজিল ভয়॥ যজ্ঞ পরিত্যাগ করি করে পলায়ন। ঊর্দ্ধশ্বাসে উত্তরিল আপন ভবন॥ কুশাদি রচিত সপ্ত বিপ্র করে ছিল। বিসর্জ্জন না করিয়া ফেলিয়া চলিল॥ প্রাণ দিয়েছিল তারা হয়েছে চেতন। ব্রহ্মার পশ্চাতে সবে করিল গমন॥ ব্রহ্মার নিকটে গিয়া কহে সে সবায়। উৎপত্তি করিলে বল রহিব কোথায়॥ দেখিয়া বিস্ময় বিধি কহিলা তখন। পৃথিবীতে যজ্ঞভোজী হইবে ব্রাহ্মণ॥ সর্ব্বত্রে ভোজন করি ভ্রমি বেড়াইবে। ভোজন দক্ষিণা নিলে পতিত হইবে॥ ইহা বলি বিদায় করিলা সীতজনে। হেথা রঙ্গ শুনহে যতেক দেবগণে॥ দৈত্য ভয়ে আসিতে না পারে নিজালয়। অন্য দেহ ধরি সবে লুকাইয়া রয়॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে ইত্যাদি।

দেবতা সকলে ছদ্মবেশে অসুর ভয়ে লুক্কায়িত হন।

আবর্ত্তন।

ত্রিপদী। দুর্গাসুরে ভয় করি, ময়ূরের রূপ ধরি, দেবরাজ লুকাইয়া রয়। বরুণ সুকুতূহলে, হংস হয়ে রহে জলে, পবন হরিণ রূপ হয়॥ শূকরের কলেবর, ধরে যম দণ্ডধর, কাক হয় কুবের তখন। বাসুকী নকুল হয়ে, ইত্যাদি দেবতাচয়ে, নানা রূপে হয় সঙ্গোপন॥ দৈত্যরাজ দেবতায়, রাখিবারে নাহি পায়, যজ্ঞ দ্রব্য লণ্ডভণ্ড করে। পরে আপনার পুর, ফিরে দিয়ে মহাসুর, পালে প্রজা মহা গর্ব্ব ভরে॥ দেবগণে তারপর, ধরে নিজ কলেবর, বর দিলা ময়ূরে সুরেশ। তব রূপে হৈনু রক্ষে, মম বরে তব পক্ষে, হবে হরি মুকুটের বেশ॥ বরুণ হংসেরে কয়, করি তব রূপাশ্রয়, দুর্গাসুর ভয়ে ত্রাণ পাই। তোমারে দিলাম বর, অদ্যাপি মরাল বর, জলে তব মৃত্যু হবে নাই॥ পবন হরিণে কয়, মম বরেতে অভয়, হবে তুমি অতি শীঘ্রগামী। শীঘ্র শ্রোত্রী পরিমল, চারু চরণ চঞ্চল, নিশ্চয় এ বর দিনু আমি॥ শূকরে শমন কন, তব শরীর ধারণ, করি রক্ষা হইনু এখন। বর দিই করি স্নেহ, অজর হইল দেহ, ব্যাধিতে না মরিবে কখন॥ কাকেরে কুবের বলে, মোর বরে ভূমণ্ডলে, প্রায় হৈলে অখণ্ড সম্মান। আয়ু সংখ্যা নাহি হবে, পরম সুখেতে রবে, মৃত্যুর নহিবে পরিমাণ॥ অনন্ত নকুলে কয়, করি তোমারে আশ্রয়, আমার জীবন রক্ষা হয়। তোমারে দিলাম বর, এ অবধি অতঃপর, সর্প হৈতে নাহি তব ভয়। এইরূপ বর দিয়ে, সবে স্বমূর্ত্তি ধরিয়ে, নিজ ধামে করিলা গমন। ভাগুরি জিজ্ঞাসা করে, মার্কণ্ডেয় ঋষিবরে, কহ পূর্ব্ব প্রশ্ন তপোধন॥ কুশের রচিত বটু, সর্ব্ব অংশে হয়ে পটু, পরে

তারা করিল কেমন। বিস্তারিয়ে কহ মুনি, শেষে কি হইল শুনি, ভ্রমে ভূমে বিপ্র সাত জন॥ মার্কণ্ডেয় ঋষি বলে, সপ্ত বিপ্র কুতুহলে, যজ্ঞে যজ্ঞে ভ্রমে ধরাতলে। নৃসিংহে আশীষ করি, সেবা করি মহেশ্বরী শ্রীনন্দকুমার কবি বলে॥

সপ্তকুশ বিপ্রোপাখ্যান।

রাগিণী খট। তাল তিওট।

ধূয়া। দয়া কর হে ভুদেব আমারে। গতি নাহি দ্বিজ বিনে এ ভব সংসারে॥

পয়ার। যজ্ঞে যজ্ঞে ভোজন করয়ে সাত জন। ভোজন দক্ষিণা কভু না করে গ্রহণ॥ মহা তেজঃপুঞ্জ আভা দ্বিতীয় ভাস্কর। ব্রহ্মার পূজিত দ্বিজ কব কি বিস্তর॥ যে দেখে সে করে ভয় শঙ্কোচিত হয়। অন্যে কি কহিব যোগী মুনি ভাবে ভয়॥ অযোধ্যায় রাজা ছিল সূর্য্যের সন্তান। ধার্ম্মিক সুধীর ধর্ম্ম সাবর্ণি আখ্যান॥ ছাগ মেধ যজ্ঞ করে লয়ে দ্বিজগণ। মহা মহোৎসব নিত্য ব্রাহ্মণ ভোজন॥ অকাতরে করে দান দারিদ্র দুঃখিতে। প্রশংসা বিদিত ধর্ম্ম আখ্যা পৃথিবীতে॥ সেই যজ্ঞে উপনীত বিপ্র সাত জন। দেখিয়া আদর করি বসায় রাজন॥ পাদ্য অর্ঘ্য আচমন দিলা তা সবায়। পরে অন্যং অন্য বিপ্র আইল সভায়॥ দেখিয়া সন্তোষ রাজা ভোজন করায়। নানা উপহার দ্রব্য কতেক যোগায়॥ সুখেতে ভোজন করি উঠিল ব্রাহ্মণ। রত্নমুদ্রা দক্ষিণান্ত করিলা রাজন॥ সকলে হইয়া সুখী হইলা তখন। সপ্ত বিপ্র দক্ষিণা না করিলা গ্রহণ॥ বিস্ময় হইয়া রাজা বিপ্রগণে কয়। কিহেতু দক্ষিণা না লইলা মহাশয়॥ ব্রাহ্মণ খাইয়া যদি দক্ষিণা না লয়। মিথ্যা সে ভোজন তাতে ফল নাহি হয়॥ অনুগ্রহ করি যদি করিলে ভোজন। উচিত দক্ষিণা হয় করিতে গ্রহণ॥ শুনিয়া বিপ্রেরা কহে শুন মহারাজ। যজ্ঞভাগী মোরা দক্ষিণায় কিবা কায॥ অদক্ষিণা ভোজনে ব্রহ্মার আছে বাণী। দক্ষিণা লইলে রাজা হব তেজ হানি॥ চিন্তা না করিহ নৃপ ফল প্রাপ্তি হবে। সাত জন বিপ্র এই বর দিল তবে॥ পূর্ব্বাপর বিচারিয়া কহিল সকলে। পুরোহিত নরপতি এ বৃত্তান্ত বলে॥ শুনিয়া বশিষ্ঠ ঋষি তখনি রুষিল। স্বজাতীয় হিংসা তার মনে জনমিল॥ ভাবিল বশিষ্ঠ মুনি দক্ষিণা না দিল। আমাদেরে লঘুকরি স্বমান রাখিল॥ দানগ্রাহী হইয়াছি আমরা এক্ষণে তারা যে প্রভুত্ব করে সহিবে কেমনে॥ যে প্রকার হক্ তারে দক্ষিণা অর্পিব। নতুবা রাজার কাছে লাঘব হইব॥ মন্ত্রণা করিয়া মুনি ভূপতিরে কয়। দক্ষিণা না দিলে রাজা কর্ম্ম পণ্ড হয়॥ দক্ষিণা ত্বরায় দাও ওহে নরনাথ। নহিলে এ সমুদয় যজ্ঞের ব্যাঘাত॥ রাজা কয় নাহি লয় কে দিবেক তারে। মুনি কহে দেহ পার যে রূপ প্রকারে॥ শুনি ধর্ম্ম সার্ব্বর্ণি মন্ত্রণা সার করে। স্বর্ণ মুদ্রা দেয়

পান খিলির ভিতরে ॥ সেই খিলি লয়ে রাজা দেয় সাত জনে ।হস্তপাতি লয় মুখ শুদ্ধির কারণে ॥ শ্রীনৃসিংহ দাসেরে সঙ্কটে সহায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

ব্রাহ্মণ দিগের গয়ায় গমন।

পয়ার। না জানিয়া সাত দ্বিজ করিল গমন। সরযূর জলেতে করিল আচমন ॥ মুখ শুদ্ধি হেতু পানে খিলি খসাইল। স্বর্ণমুদ্রা সপ্তং খিলিতে পাইল ॥ বিস্ময় হইয়া সবে রহে মূর্চ্ছা প্রায়। অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল মাতায় ॥ সর্ব্বনাশ হৈল বলি ভাবে সাত জন। প্রকারেতে দক্ষিণান্ত করিল রাজন ॥ কি উপায় করিব এখন কোথা যাই। ঠেকিনু বিষমে দাঁড়াবার নাহি ঠাঞি ॥ সরযূর তীরে পড়ি করিছে রোদন। দৈববাণী সাত জনে হইল তখন ॥ এক্ষণে গয়ায় গিয়ে রহ সাত জন। ঘোষণা হইবে সব গয়ালি ব্রাহ্মণ ॥ অন্যত্রে না রবে মান এরূপ প্রকার। গয়াতে সমান রবে পূজ্য সবাকার ॥ বিষ্ণু পাদপদ্মে লোকে পিণ্ড দিতে যাবে। পিণ্ডদান করায়ে দক্ষিণা সবে পাবে ॥ তাহাতে পোষিবে দ্বারা পুত্র পরিবার। যাহ শীঘ্র গয়ায় কহিয়া দিনু সার ॥ শুনিয়া আকাশ বাণী সাত জনে যায়। গৃহদ্বার করি গিয়া রহিল গয়ায় ॥ শুনিয়া ভাগুরি বলে অপূর্ব্ব কথন। কি রূপে হইল গয়া কহ তপোধন ॥ কহে মার্কণ্ডেয় ইতিহাস সুমধুর। পর হিতে জন্মে ছিল পূর্ব্বে গয়াসুর ॥ নিজ স্বার্থ নাহি কিছু পর উপকারী। ভগীরথ হৈতে দ্বিজ কীর্ত্তি তার ভারি ॥ ভগীরথ বংশ উদ্ধারিতে গঙ্গা আনে। গয়া বিষ্ণু পদ ধরে লোক পরিত্রাণে ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে ইত্যাদি ॥

গয়োপাখ্যান।

ধূয়া। হরি চরণ সরসি রুহে মজরে মন।
পাইবে পরম সুখ এড়াবে শমন ॥
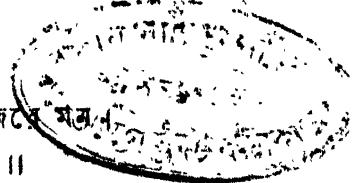
পয়ার। ত্রিপুর সন্তান গয়া প্রকাণ্ড আকার। দেহ বুঝ ভাবে এক তোষ শির যার ॥ প্রতাপে ইন্দ্রত্ব লয়ে রাজা হৈয়ে রয়। ভ্রষ্টরাজ্য দেবগণ হইল সভয় ॥ কাতরে অমর সবে বিষ্ণু আরাধিল। আশ্বাসিয়ে নারায়ণ দেবেরে কহিল ॥ চিন্তা নাই চিন্তা নাই চলিলাম রণে। পরাজয় করি দৈত্য আসিব এক্ষণে ॥ এতবলি যুদ্ধে হরি করিলা গমন। সংগ্রামের স্থলে শঙ্খ পূরিলা সঘন ॥ তাহা শুনি গয়াসুর আইল সমরে। কৃষ্ণের সহিত আসি বাহুযুদ্ধ করে ॥ ঘোরতর যুদ্ধ হয় নাহিক বিশ্রাম। অশক্ত হইলা হরি করিতে সংগ্রাম ॥ জগতমোহন রূপ ধরিলা ঠাকুর। মগ্ন হৈল অনুপম রূপে গয়াসুর ॥ অসুর স্বভাব গিয়ে দিব্য জ্ঞান পায়। স্তব করে নারায়ণে ধরে রাঙ্গাপায় ॥ নারায়ণ জনার্দ্দন নরকবারণ। পরম পুরুষ হরি দিনের তারণ ॥ হরি কন শুন ওহে ত্রিপুরনন্দন। তুষ্ট হইয়াছি

আমি দেখে তব রণ ।। বর লও বর দিব যে তব বাঞ্ছিত। শুনি কয় গয়াসুর ভাবে পুলকিত ।। যদি বর দিবে প্রভু অধম তারণ। অন্য বরে আমার নাহিক প্রয়োজন ।। কীর্ত্তি রাখ কীর্ত্তিনাথ দেব সুদর্শন। আমার মস্তকে কর চরণ অর্পণ ।। ভর করি মগ্ন কর ধরায় আমায়। পিণ্ডদানে জীব মুক্ত আমার মাতায় ।। জাতি ভেদ না থাকিবে নহে পাত্রাপাত্র। যথা নামে মুক্তি পাবে পিণ্ডদান মাত্র ।। তথাস্তু বলিয়া হরি পদ দিলা শিরে। বিনয় পুর্ব্বক গয়া কহিতেছে ফিরে ।। পিণ্ডদানে উদ্ধার না হবে যেই দিন। পুনর্ব্বার উঠে যুদ্ধ করিব সে দিন ।। আর পিণ্ডদান হবে যে দিন রহিত। সে দিন করিব যুদ্ধ তোমার সহিত।। তথাস্তু বলিয়া দৈত্যে প্রসংশে শ্রীপতি। ধন্য কীর্ত্তি গয়াসুর করিলে সংপ্রতি।। হয় নাই হইবে না হেন তীর্থ আর। তোমা হৈতে পাপী লোক হইবে উদ্ধার ।। এতবলি গয়াসুরে রাখি ধরাতলে। বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথ গেলা কুতুহলে ।। সে অবধি গয়া তীর্থ হইল প্রকাশ। শুন হে ভাগুরি এ অপূর্ব্ব ইতিহাস ।। শুনিয়া ভাগুরি বলে শুনি নাই কভু। পরম আশ্চর্য্য কথা কহিলে হে প্রভু ।। হইনু পরম সুখী করিয়ে শ্রবণ। মূল প্রশ্ন সম্প্রতি কহ না তপোধন ।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ।।

ইতি গয়োপাখ্যান সমাপ্ত।

দুর্গাসুরে দেবজয় করে।

লঘু-ত্রিপদী। মার্কণ্ডেয় কন, শুন তপোধন,অপূর্ব্ব চণ্ডিকা লীলা। করিলে শ্রবণ, এড়ায় শমন, যেরূপে দৈত্য নাশিলা ।। ভব পারাবারে, তরি তরি বারে, নির্ম্মাণ করিলা ব্যাস। কীর্ত্তি অভয়ার, করিলা বিস্তার, গ্রন্থে তত্ত্বের প্রকাশ ।। কিছু দিন পর, দুর্গা সুরেশ্বর, অমর জিনিতে যায়। লৈয়ে সেনাপতি, চলে মহামতি, দম্ভে ধরণী কাঁপায় ।। যতেক অসুর, গিয়ে স্বর্গপুর,যোধ ঘণ্টা বাজাইল। ছাড়ে হুহুঙ্কার, ডাকে মার মার, শুনে অমরে ধাইল। দেখি দৈত্যগণে, সবিস্ময় মনে, দেবতা ভাবিল ভয়। কম্পিত হইয়ে, ত্বরায় যাইয়ে, ইন্দ্রের নিকটে কয় ।। দৈত্য বলবান, ধরি ধনুর্ব্বাণ, যুদ্ধে এলো সুরপতি। দেখে কাঁপে কায়, প্রাণ উড়ে যায়, বুঝিবা লোটে বসতি ।। বারে২ কত, দৈত্য শত শত, বলে রাজ্য আসি লয়। পিঠে পিঠে রণ, নহে সম্বরণ, স্থির হইতে না দেয় ।। যে দেখি এবার, জয়ী হওয়া ভার, অপার সেনা ভিডন। মহাবল ধরে, কে হেন সমরে, সুস্থিরে করিবে রণ ।। অমরে কাতর, দেখি পুরন্দর,বিক্রম করিয়ে কয়। মুহূর্ত্তেকে ধ্বংস, হবে দৈত্যবংশ, কিঞ্চিৎ না কর ভয় ।। সাজ দেবগণে, যাব আজি রণে, হেলায় করিব নাশ। ত্যজ এবে ত্রাশ, না কর হুতাশ, সুখেতে কর হ বাস ।। ইন্দ্রের বচন, করিয়া শ্রবণ, অমরে সমরে যায়। মার মার ডাকে,

ফিরে ঘন পাকে, শুনিয়ে সবে ডরায় ॥ সুরাসুর সনে, হয়ে দরশনে, প্রলয় বাজিল রণ। দুই দলে বাণ, পূরিছে সন্ধান, যেন মেঘ বরিষণ ॥ দৈত্য মহাবলে, সংগ্রামের স্থলে, দেবগণে বাণ মারে। ভঙ্গ দেবতায়, সভয়ে পলায়, রণ সহিতে না পারে ॥ ভঙ্গ দেবতায়, সভয়ে পলায়, রণ সহিতে না পারে ॥ ভঙ্গ দেখি বল, কোপে আখণ্ডল, আপনি আইলা রোষে। পূরিয়া সন্ধান, বরিষয়ে বাণ, মারে অসুরে আক্রোশে ॥ ভয়ে দৈত্যগণ, করে পলায়ন, দুর্গাসুর রোষে তায়। সহস্র লোচন, সহ করে রণ, শ্রীনন্দকুমার গায় ॥

দুর্গাসুর দেবগণে নিরাকৃত করে।

রাগিণী কানলেগেঁড়া। তাল আড়া।

এইবার রাখ তারা গো আমায়। পড়েছি বিষম ফেরে
শমনের দায় ॥

পয়ার। ঘোরতর রণ দুর্গা দানব বাসব। কেহ নাহি হয় যুদ্ধে জয় পরাভব ॥ কত বাণ দেবরাজ দুর্গাসুরে মারে। বাণে দিতীসুত সকল সংহারে ॥ কোটি মর্ত্ত কেশরী সমান দুর্গাসুর। বজ্রসম কলেবর পরম নিষ্ঠুর ॥ নিঃশঙ্কে করয়ে রণ নাহি বল টুটে। বিক্রমে দেবের সেনা পলাইল ছুটে ॥ অশক্ত হইল ইন্দ্র না পুরে সন্ধান। সহস্র লোচন যুদ্ধ ছাড়িয়া পলান ॥ দেখিয়া হাসিয়া দুর্গা রঙ্গ করে তায়। ধর ধর বলি তার পাছু২ ধায় ॥ পড়েত উঠে না ইন্দ্র নাহি দেখে বাট। পলায় না পাছু ফিরে চায় সুররাট ॥ স্বর্গ ছাড়ি অবনীতে নামে দেবগণ। ভিক্ষুক সমান ভূমে করেন ভ্রমণ ॥ বলেতে লইল দৈত্য দেবতাধিকার। এক কল্প রাজ্য করে দিতীর কুমার ॥ নিষ্প্রভ নির্জ্জর নিরাকৃত রাজ্য হীন। মহিতে মানব মত ভ্রমেণ মলীন ॥ ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়িছে দেবগণ। শীর্ণ তনু হুতাশেতে শোষিত বদন ॥ কিছু দিন পরে ইন্দ্র, ভাবিলেন মনে। কেন দুঃখ পাই মোরা যত দেবগণে ॥ বর দিয়া ছিল দেবী মহিষ সংহারে। স্মরিলে তোমার রক্ষা করিব তোমারে ॥ তারপর শুম্ভ বধে করিনু স্মরণ। দৈত্য বিনাশিয়া দুর্গা করিল মোচন ॥ কাত্যায়নী সহায় আছেন মোসবায়। কি করিতে পারিবে দানব দেবতায় ॥ পরাৎপরা শিব করা শশিভৃদ্ হারিণী। এশঙ্কটে আসি রক্ষা করিবা তারিণী ॥ অর্চ্চিব অমরে দেবী যুগল চরণ। দশভুজা প্রতি মূর্ত্তি করিয়া রচন ॥ মহিষাসুরের বধে করে ছিনু পূজা। প্রতিমায় শিব দুর্গা শঙ্করী দ্বিভুজা ॥ দশভুজা মূর্ত্তি নাহি হইল সেবার। সে অবধি বড় খেদ রহিল আমার ॥ দশভুজা মূর্ত্তি পূজা করিব এবার। হইব অসুর জয়ী বরে অভয়ার ॥ ইহা বলি দেবসনে সহস্র লোচন। সেই নবম্যাদি কল্প করিল রচন ॥ দশভুজা রূপে করি প্রতিমা নির্ম্মাণ। করিল অর্চ্চনা পূর্ব্ব পদ্ধাত প্রমাণ ॥ ব্রাহ্মণ ভোজন নিত্য হোম বলিদান। গীত নাট চণ্ডিপাঠ যে রূপ

বিধান ॥ পূজা সাঙ্গে দক্ষিণান্ত করে সুরেশ্বর। ভক্তি ভাবে আর্দ্র লোমাঞ্চিত কলেবর ॥ গললগ্ন কৃতবাসে সুদিন বাসব। ভাবিয়া চক্ষের জলে করিছেন স্তব ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

ইন্দ্র কর্ত্তৃক অম্বিকার স্তব।

তোটক ছন্দ। নমো নম নারায়ণী বিষ্ণু করা। নিরাকারা পরাৎপরা বিশ্বোদরা ॥ নমো দেবী মহাদেবী রবি নিভে। প্রণত প্রতিপালিনী শান্তি শিবে ॥ নমো গৌরী রৌদ্রী রম্মাবাণী ধত্রী। নমো নিত্যা ত্বমেবতারা গায়ত্রী॥ তুমি জ্যোৎস্না তুমি সুধাংশু রূপিণী। সুখ দুঃখ রূপে জগত ব্যাপিনী ॥ প্রণতের কল্যাণ বৃদ্ধি কারিণী। তুমি সিদ্ধি রূপা ঋদ্ধিদা তারিণী ॥ নমো কীর্ত্তি-দেবী প্রতিষ্ঠা বিজয়া। তুমি সর্ব্বভূতে রহ বিষ্ণু মায়া ॥ চেতন রূপে ব্যাপিনী সর্ব্বভূতে। নমো নমো নারায়ণী হিমসুতে ॥ ১ ॥

তুমি বুদ্ধি ক্ষুধা ছায়া মায়ারূপে। নিপাতিতা নিখিল মা মোহকূপে ॥ ক্ষুধা শক্তি রূপা তুমি সর্ব্বভূতে। গতি দায়িনী গৌরী গিরীশ সুতে ॥ ২ ॥

পরমা প্রকৃতি জাতি ক্ষান্তি শান্তি। স্মৃতি বৃত্তি দয়া ভয় লজ্জা কান্তি ॥ নমো তুষ্টি রূপিণী ব্যাপিনী ভূতে। গতি দায়িনী গৌরী গিরীশ সুতে ॥ ৩ ॥

নমো নম ভ্রান্তি মাতরি রূপিণী। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী অখিল ব্যাপিনী ॥ তুমি ব্যাপ্তিরূপে আছ সর্ব্ব ভূতে ॥ গতি দায়িনী গৌরী গিরীশ সুতে ॥ ৪ ॥

চিতিরূপে পরায়ণী সর্ব্ব ঘটে। শিব বাহিনী শঙ্করী ঊর্দ্ধজটে ॥ গীতা-গান্ধারী গঙ্গা বেদ প্রসূতে। গতি দায়িনী গিরীশ সুতে ॥ ৫ ॥

তুমি বিশ্ব বিশ্বময়ী বিশ্বকরা। বিশ্ব পালিনী বিশ্বেশী বিশ্বহরা ॥ নমো নম দেব তেজে আবির্ভূতে। গতি দায়িনী গিরীশ সুতে ॥ ৬ ॥

দেবী দীনে হের করুণা নয়নে। দেবী দুঃখ হর অরিষ্ট নাশনে ॥ ত্রিলোক তারিণী ত্রিগুণ প্রসূতে। গতি দায়িনী গৌরী গিরীশসুতে ॥ ৭ ॥

মহিষাসুর রক্তবীজ ঘাতিনী। বর শুম্ভ নিশুম্ভাদি বিনাশিনী ॥ এবার নিস্তার খণ্ডযুতে। গতি দায়িনী গৌরী গিরীশ সুতে ॥ ৮ ॥

দুর্গা সুরার্দ্দিত ত্রাশিত অমরে। রক্ষা কর ডাকিতেছি সকাতরে ॥ কবিরত্ন বলে দেবতা নির্ধুতে। গতি দায়িনী গৌরী গিরীশসুতে ॥ ৯ ॥

দেবতার প্রতি দেবীর প্রত্যাদেশ।

রাগিণী পরজ। তাল আড়া।

ধুয়া। তারিণীপদ সার। ভজ মন আমার। তারা গতি
তিনপুরে পতিত জনার ॥

পয়ার। অসুরে মর্দ্দিত হৈয়ে যতেক অমরে। আজ্ঞা নিবেদয়ে চণ্ডিকার

স্তব করে ।। স্তব শুনি শঙ্করী হইলা পরিতোষ। শূন্য হৈতে জয়ঘণ্টা করিলা নির্ঘোষ ।। আশ্বাস করেন দেবী শুন দেবগণ। ভয় নাই নির্জ্জর সুস্থির কর মন ।। সকাতরে সভক্তিতে পূজিলে আমারে। হইল পরম প্রীতি চিন্তাকর কারে ।। তুচ্ছ অনু তুচ্ছ তব দৈত্য কোন ছার। চক্ষুর নিমিষে দুষ্ট হইবে সংহার ।। পূর্ব্বে বর দিয়াছিতো আমি দেবতায়। বিপদ করিব নাশ স্মরিলে আমায় ।। আর চিন্তা না করিহ দুঃখ অবসান। দুর্গাসুর বিনাশের শুনহ বিধান ।। দশভুজা রূপে আমি করিব বিনাশ। আর কত মূর্ত্তি তাহে হইবে প্রকাশ ।। তন্ত্রেতে সে সব মূর্ত্তি আছে নিরূপণ। বিশেষে বিশেষ রূপ-শিবের বচন ।। এক্ষণে সে ব্যক্ত নহে আছয়ে গোপনে। এই যুদ্ধে প্রকাশিব শুন দেব-গণে ।। সম্প্রতি তোমরা যুদ্ধে করহ গমন। পশ্চাতে সমরে আমি দিব দরশন ।। এত বলি চণ্ডিকা চলিলা নিজ ধাম। সাজিছে অমরগণে করিতে সংগ্রাম ।। ঐরাবতে সাজে দেব সহস্র লোচন। কিরীটী মুকুট শিরে কলগী তোরণ ।। নানা আভরণ অঙ্গে করে পরিধান। লইল কুলিশ ঘণ্টা ধনু তূণ বাণ ।। শেল শূল মুষল মুদ্গার শক্তি ঝাঁটি। ভূষণ্ডি তোমর ভিন্দিপাল গদা জাঠি ।। নানা অস্ত্র শস্ত্র সব কত লব নাম। অর্ব্বুদ অক্ষৌহিণী চলে করিতে সংগ্রাম ।। সেনাপতি প্রধান সাজিল সমিরণ। ঊনপঞ্চাশত বায়ু ঘোর দরশন ।। তার পর সাজে নবগ্রহ পরিবার। ত্রিভুবনে রক্ষা নাহি কোপ হৈলে যার ।। অন্যেতে কি কব আর গ্রহদেব লীলা। উদাসীন হ যাতে হরি কাটে শিলা ।। তার পর সাজে রণে দেব হুতাশন। ঊর্দ্ধ শিখ্য ঘোরতর ছাগে আরোহণ ।। সাজিল কুবের দেব প্রকাণ্ড আকার। মহাবীর এক বৃন্দ যক্ষ সঙ্গে যার ।। বাণ যুদ্ধে তার সম কেহ নাহি হয়। ত্রিভুবন যার কাছে রণে পরাজয় ।। বরুণ সাজিল রণে লয়ে নিজ দল। সেনাপতি অবধি সেনা নদ নদী জল ।। সাজিল তপন এক চক্ররথে ভর। প্রচণ্ড কিরণ সে দ্বাদশ কলেবর ।। অংশরূপে সুধা রশ্মি চলিলা সমরে। বিচিত্র বিমানে ভর ধনুর্ব্বাণ করে ।। সাজিল সমরে যম মহিষেতে ভর। জগ-তের অন্তকারী কালদণ্ড কর ।। প্রেতগণ সঙ্গে যার অদ্ভুত দর্শন। কোঠরে মগন গুঞ্জ সমান নয়ন ।। বিকট দশন নাসিকার মধ্যে ভাঙ্গা। ভয়ঙ্কর আন্দো-লিত জিহ্বা অতি রাঙ্গা ।। সূচাগ্রের ছিদ্র সম গলছিদ্র যার। অস্থিচর্ম্ম অবশিষ্ট বিকৃতি আকার ।। নির্ঘাত কর্কশ রবে ছাড়য়ে চিৎকার। শ্রবণেতে ত্রিভুবনে ত্রাস সবাকার ।। যক্ষ রক্ষ কীট পক্ষ সাজিল সমরে। অপ্সর কিন্নর বিদ্যাধর মহীধরে ।। হইল উৎসাহ ঘোরতর কলরব। চলিলা সংগ্রামে সৈন্য সহিত বাসব ।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ।।

দেবগণের সমর প্রবেশ।

পয়ার। যজ্ঞস্থলে দেবগণ দিল দরশন। করে ঘোর ঘণ্টা নাদ করি আস্ফালন।। শুনি দুর্গাসুর মহা ক্রোধিত হইল। কে যুদ্ধে আইল বলি দূতে জিজ্ঞাসিল।। দেখ দেখ ত্বরায় কে শত্রু উপস্থিত। গ্রহ মন্দ হৈল তার মৃত্যু উপস্থিত।। তক্ষকের লেজে বাড়ি মারিল আসিয়ে। অনলেতে হস্ত দিল তত্ত্ব না জানিয়ে।। এত বলি দূতে ডাকি ত্বরিতে পাঠায়। আজ্ঞা পাবামাত্র দূত দ্রুতগতি যায়।। রণস্থলে গিয়ে দেখে যত দেবগণে। মহাবলে যুদ্ধে আইল দেবসেনা সনে।। প্রচণ্ড বিক্রম সব বলে মহাবল। পদভরে পৃথিবী করিছে টলমল।। অনলের দুড়দুড়ি প্রেতে হুলাহুলি। পবনের শনশনী জলে কুলকুলি।। দুড়দুড়ি যক্ষের পর্ব্বতের দাপনি। আস্ফালন গ্রহচক্রে কোঁসফোঁস ফণী।। গন্ধর্ব্বের রড়ারড়ি কি কহিব আর। এইরূপ রণস্থলে দাপাদাপি তার।। দেখিয়া দানব দূত হইয়া সভয়। উপনীত দৈত্য রাজা নিকটেতে কয়।। প্রবল প্রতাপে ইন্দ্র দেবসেনা সনে। রাজ্যহেতু মহাশয় আসিয়াছে রণে।। যেরূপ বিক্রম সব দেখিনু এবার। সমরে করিতে জয় পারকি না পার।। দেখে ভয় হয় হয় নয় দেখসিয়ে। কাঁপাইছে রণভূম সংগ্রামে আসিয়ে।। দূত মুখে বার্ত্তা পেয়ে কহে দৈত্যেশ্বর। সাজ সাজ দৈত্যগণ করিতে সমর।। লজ্জা নাই ইন্দ্রের আবার আইল রণে। মোর লজ্জা হয় যুদ্ধ করিব কেমনে।। এবার ঘুচাব তার সংগ্রামের সাধ। কেন আর দৈত্য সনে নাহি করে বাদ।। এত বলি সিংহনাদ ছাড়ে বারবার। হুঙ্কারে ভুবন কাঁপে লোক চমৎকার।। রাজার পাইয়া আজ্ঞা সাজে সেনাগণ। আস্ফালনে শঙ্কা যমে অবনী কম্পন।। শ্রীনৃসিংহ দাসে দয়া কর কাত্যায়ণী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী।।

দানব সৈন্য সজ্জা। বীররস।

ত্রিপদী। প্রথমে সাজিল রণে, করালাস্য সৈন্যগণে, করাল প্রধান সেনাপতি। পঞ্চাশাক্ষৌহিনী দল, এক এক মহাবল, হয় হস্তী কত রথরথী। লোহিতাক্ষ চলে রণে, ত্রিশ অক্ষৌহিনী সনে, যার যুদ্ধে দেবে পরাজয়। প্রতাপে পৃথিবী কাঁপে, অগ্নি শীত যার দাপে, কাটিলে তাহার মৃত্যু নয়।। উর্দ্ধশিখ মহাবীর, বজ্র সমান শরীর, অযুত ব্যাঘ্রের বল ধরে। চতুর্লক্ষ করি আর, নব লক্ষ ঘোড়া তার, পদাতির সংখ্যা কেবা করে।। উর্দ্ধত সাজিয়া যায়, দণ্ডপাতি ডরে তায়, মহাকায় ধরি চর্ম্ম কাতি। সঙ্গে সেনা সাজে যত, বিস্তারিয়ে কব কত, বুঝ কোটি অক্ষৌহিনী হাতি।। সাজে যুদ্ধে আয়োজন, কলেবর নয়োজন, কূপ প্রায় নয়ন বিকট। ষষ্ঠী অক্ষৌহিনী সাতে, লৌহ গদা নিল হাতে, রণে স্থির কে তার নিকট।। যুদ্ধ শুনি সে কৌতুক, সজ্জা করে দ্বীপমুখ, অক্ষৌহিনী সেনা বড় যুত। মহাবলী হাহাকার, ইন্দ্র শঙ্কা করে যায়, দ্বীপমুখ

নিশুম্ভের সুত ॥ সাজিল অঘোরাসুর, যারে ডরে তিনপুর, ধূম্রবর্ণ ঘোর দরশন। যাহার সেনার দাপে, থরহরি ধরা কাঁপে, সৈন্য তার না হয় গণন ॥ ধূম্র নামে বীর সাজে, যারে ডরে নাগরাজে, কোটি মর্ত্ত গজবল যার। সঙ্গে সেনা কত আর, অপেক্ষা না করে তার, একারণে করে মহামার ॥ কিলক দৈত্যের চূড়া, কিলে যার গিরি গুঁড়া, সজ্জা করে করিতে সংগ্রাম। সেনা যার অগণিত, বলে মহা বলান্বিত, যুদ্ধ পাইলে না করে বিশ্রাম ॥ কূর্ম্ম পৃষ্ঠে সাজে আর, দুর্জ্জয় বিকটাকার, গায় যার বাণ নাহি ফুটে। সেনা সঙ্গে নাহি করে, একেলা যুঝে সমরে, চির দিনে বল নাহি টুটে ॥ সাজিল করিন্দ্র বীর, পর্ব্বতাকার শরীর, বিস্তারিত দ্বি যোজন কাণ। দুই কুম্ভ পরিমাণ, যেন অহার্য্য বিষাণ, দীর্ঘ শাল দন্ত দুই খান ॥ চলিল সমরে দম্ভে, ধমকে ধরণী কম্পে, করে কত পর্ব্বত উপাড়ে। ভাঙ্গে গৃহারাম কত, বৃক্ষ আদি শত শত, যখন২ লেজ নাড়ে॥ পরে সাজে নাগনাশ, সদা যার যুদ্ধ আশ, যুদ্ধ পাইলে ক্ষুধা তৃষ্ণা যায়। অগণন সেনা সঙ্গে, চলিল সমরে রঙ্গে, আরোহণ করিয়া ঘোড়ায় ॥ ব্রহ্মতাল চলে আর, কালাসুর সঙ্গে তার, আর দেবান্তক মহাবীর। বিভৎস চলিল রণে, সব ভুজ তার সনে, আর বৈপ্রচিত্ত দুঃশরীর ॥ শোকাসুর মহাকায়, কিকাল সঙ্গেতে যায়, কিরিট অসুর মহাবল। এই যে এক বিংশতি, দুর্গাসুর সেনাপতি, রথ রথী চতুরঙ্গ দল ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে, কাত্যায়নী যারে সহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

পুনশ্চ সেনাপতি সজ্জা।

পয়ার। পুনঃ এক ভাগ সৈন্য করিছে সাজন। হাতি ঘোড়া রথ রথী পদাতি ভিড়ন ॥ ঘন২ ঘন ঘোর ছাড়ে হুহুঙ্কার। শব্দে স্তব্ধ তিনপুর অসুর দুর্ব্বার ॥ উগ্রাসুর সাজিল করিয়া বীর দাপ। নয় কোটি সেনা সঙ্গে হাতে তূণ চাপ ॥ পদভরে ভারাক্রান্তা ভ্রমে বসুমতি। মার মার শব্দে ডাকে দানব দুর্ম্মতি ॥ সাজিল প্রচণ্ডাসুর মহাবল ধরে। ত্রিশ লক্ষ সেনা যার ধনুর্ব্বাণ করে ॥ পীঠে২ সাজে কণ্ডাসুর বলবান। যাহার বিক্রমেতে ত্রৈলোক্য কম্পমান ॥ পরে সাজে চতুর দানব আস্ফালনে। অযুত সহস্র ত্যজি যোগি যার রণে ॥ তার পর সাজিলেক চাটুক অসুর। যার দাপে থরহরি কাঁপে তিন পুর ॥ সাজে রণে মহাবীর চটক দনুজ। মহাবলী ধানুষ্কী দুর্দ্ধরের অনুজ ॥ চিত্রাসুর করাল কণ্টক লোম যার। ষাটি লক্ষ দৈত্য সেনা সঙ্গে চলে তার ॥ চণ্ডাসুর সুনিষ্ঠুর ভীষণ দশন। যুদ্ধ হেতু সজ্জা করে ঘোর দরশন ॥ পরে সাজে কালকৈয় দানব প্রধান। যাহার প্রতাপে দুর্গাসুর রাজ্য পান ॥ মহাকায় মহাদম্ভে করয়ে সমর যাহার প্রতাপে ভগ্ন বিক্রম অমর ॥ ভুজঙ্গের খর্ব্ব গর্ব্ব যেন পক্ষিরাজ। দে ব

দর্প দূর করা এ দৈত্যের কায॥ যখন সমরে যায় কালকেয় বীর। পলায় দেবতা গণ কম্প বাসুকীর॥ শ্রীনৃসিংহ দাসেরে শঙ্কটে সহায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী॥

পুনশ্চ সেনাপতি সজ্জা।

ধূয়া। দয়া কর গো দীন হীনে ধরণীধর তনয়া।

পয়ার। মন্ত দৈত্য দেব অরি দর্পে যুদ্ধ করে। বিপরীত শরীর আয়ুধ করে ধরে॥ অসিচর্ম্ম গদা টাঙ্গী শেল শূল আর। তূণ পরিপূর্ণ বাণ কার্ম্মুক কানার॥ গায়ে পরে সানা টোপ নানা আভরণ। অযুতাক্ষৌহিণী সেনা করী অগণন॥ ঘোটক অপরিমিত পদাতি বিস্তর। হুহুঙ্কার ছাড়ে ঘন শুনে দেবে ডর॥ শর্কর অসুর সব সেনাপতি সার। সাজিল সংগ্রামে অতি প্রকাণ্ড আকার॥ ভীষণ নামেতে দৈত্য বলধান অতি। যার কাছে লক্ষবার হারে শচীপতি॥ যার সঙ্গে চলে দৈত্য সাড়ে তিন কোটি। সবে সম বলবান যুদ্ধে নাহি ত্রুটি॥ একেলা সে শাসিত করিল ধরাতল। মদ গর্ব্বে ভ্রমে কোটি মহিষের বল॥ ভ্রমর না-মেতে সাজে মুণ্ডের সন্তান। মহা যোদ্ধা দৈত্য সেনাপতি বলবান॥ যাহার হুঙ্কার শব্দ বজ্রাঘাত প্রায়। শতবার তার কাছে হারে যমরায়॥ হেন মহাবীর্য্য সব সাজিল সমরে। আর কত সাজে তার কেবা সংখ্যা করে॥ সমতুল্য রণ-রঙ্গা বিপুল বিস্তর। কোন যুগে হয় নাই এমন সমর॥ যত যত সেনা সাজে কহনে না যায়। লম্ফে ঝম্ফে ধরা কম্পে অনন্ত ভরায়॥ পৃথিবীর ত্রিভাগেতে পুরিল দানব। এক ভাগে দেবগণ সহিত বাসব॥ গণন করিতে সেনা অঙ্ক মিলে নাই। এই দৈত্য আসিয়া মিলেছে এক ঠাঞি॥ কত চলে নিশান পতাকা সারি সারি। ভারে করি মধু লয়ে চলে কত ভারি॥ অবহেলে সমরে করিবে মধুপান। কত শত আশা যায় রাজার নিশান॥ কত উঠে ডঙ্কা বাজে যুদ্ধ সমাচার। কত দূত সংযোগী গণনা নাহি তার॥ এইরূপে সংগ্রাম করিতে চলে সাজে। কবিরত্ন কহে কত রণবাদ্য বাজে॥

রণবাদ্য নির্ঘোষ।

রাগিণী গৌরী। তাল খয়রা।

ধূয়া। আরে ঘোর জোর ডঙ্কা বাজিল।
শুনিয়া শব্দ, ভুবন স্তব্ধ, অমর কাঁপিল॥

লঘু-ত্রিপদী। বাদ্যকরগণ, সমর বাজন, বাজায় বিবিধ মত। ঢাক ঢোল কাঁসী, সুরসাল বাঁশী, করতাল শত শত॥ কড়া রামকড়া, খরতাল পড়া, কাহল মোর্দ্দল খোল। মরুজ মন্দিরা, দগড় অধীরা, জয়ঢাক জয়ঢোল॥ ধূ ধূ ধূ ধু ধুরি, বেণু বীণা তুরি, পিনাক সফরি কাড়া। ভোঁ ভো ভোরঙ্গ, রবাব মোচঙ্গ, দুন্দুভি দোহরি নাড়া॥ রণকালি শিঙ্গা, বীরকালি ডিঙ্গা, দমট মট ধামসা।

নাগার নাগার, সপ্তস্বরা আর, জগঝম্প কত তাল। ।। পাখা যত বোল, মৃদঙ্গ সুরোল, তানপুরা বীণা ভেরি। ডহরী মহরী, আনন্দ লহরী, সেতার বেতার ডেরী।। পণবেগা মুখা, পটহ বাহুকা, দক্ষ ডমরু রসাল। ডিণ্ডিমি ঝঝরা, ঝলুরী প্রখরা, মুখরা দামামা তাল ।। জয়ঘন্টা কত, শঙ্খ শত শত, রামশিঙ্গা ঘোরতর। বাদ্যের ধমকে, ধরণী চমকে, ত্রাশিত যত অমর।। হৈল কলরব, শব্দ অসম্ভব, দুর্গাসুর আনন্দিত। সারথির প্রতি, কহে মহামতি, রথ সাজাও ত্বরিত ।। আজ্ঞা মাত্র পায়, বিমান সাজায়, সংগ্রামের মত করি। রতনে নির্ম্মাণ, করে নানা স্থান, দিয়ে মুক্তার লহরী।। মণি চুণি কত, মণি মরকত, অপূর্ব্ব বনাতে ঢাকে। ষোলখানা চাকা, স্তম্ভ কত শাকা, ক্রীড়া গৃহ কত রাখে।। শ্বেত রক্ত নীল, পতাকা রচিল, চূড়ায় হেম কলস। মধ্যেতে আসন, কৈল বিরচন, দিয়া রত্ন একাদশ।। হিরা পান্না চুণি, নীলা মুক্তা মণি, রমুনার পোকরাজ। জড়িত হাটক, হইল আটক, মানিক প্রবাল কায।। চন্দ্রাতপে শোভা, অতি মনোলোভা, গজমুক্তার ঝালর। আর কত তায়, চিত্র করে যায়, ত্রৈলোক্যস্থ চরাচর ।। বন উপবন, উদ্যান রচন, নদ নদী জলচর। নানা অবতার, পশুপক্ষ আর, কত দীঘি সরোবর ।। বিচিত্র করিল, অনেক রচিল, অষ্ট অশ্ব নিয়োজিল। পুলকে অন্তরে, সারথী সত্বরে, রাজধানী উত্তরিল।। যথা দৈত্যরায়, বিমান যোগায়, দেখি দৈত্য সুখি হয়। আপনার সাজ, করি দৈত্যরাজ, অস্ত্র শস্ত্র সব লয় ।। নৃসিংহেরে দয়া, কর গো অভয়া, শ্রীনন্দকুমার কয়। একালে বিভব, অন্তে পরাভব, যেন যায় যম ভয় ।।

দুর্গাসুরের রণ সজ্জা।

পয়ার। আপনি সাজিল বীর করিতে সমর। লোহার সানায় আচ্ছাদিল কলেবর ।। শিরে টোপ মুকুট কলগী রাজ সই। কানে স্বর্ণ কুণ্ডল মুকুতা পলাখই ।। রক্ত-চন্দনের অর্দ্ধচন্দ্র ফোঁটা করে। গজমুক্তা গচ্ছাগলে অভরণ পরে।। ভুজে তাড় ভুজবন্ধ কেয়ূর কঙ্কণ। অঙ্গদ বলয়া অতি হয় সুশোভন ।। মানিক অঙ্গুরী সব অঙ্গুলেতে সাজে। কটিতে কিঙ্কিনী চন্দ্রহার সুবিরাজে।। কোমরে কোমরবন্ধ সোণার শিবালি। শত ফেরে পাছড়ায় বান্ধিল কাঁকালি ।। চরণে পাদুকা রথে চড়িবারে যায়। অযাত্রিক কত শত দেখিবারে পায় ।। অমঙ্গল হৈল অতি কি কহিব আর। দক্ষিণে কচ্ছপ অগ্রে গোধিকা অপার ।। বামদিগে কান্দে গাবি চক্ষে ঝরে জল। অহিকে আহার করে মণ্ডুক সকল ।। মৃগ নাচে বামে উর্দ্ধ পশারিয়া কাণ। নৃত্য করে ছাতারে বায়সে করে গান ।। ব্রাহ্মণে কুন্দন করে ব্রাহ্মণীর সনে। দোহাই রাজার দিয়ে কান্দিছে সঘনে।। পশ্চাতে অনল লাগে গৃহ দাহ করে। বিলাপ করিয়া কত কান্দে পরস্পরে ।। রাজার নিকটে আসি করিছে আর্দ্দাস। নিভাও ভূপতি নৈলে হয় সর্ব্বনাশ।। দক্ষিণে

ডাকিছে শিবা ভয়ানক রব। কুক্কুরের সনে দ্বন্দ্ব ছেঁড়া ছিঁড়ি শব ॥ শূন্য কুম্ভে শতং দেখিলেন আগে। পরিপূর্ণ কলস দেখিল ডানিভাগে ॥ গৃধিনী সুকুনী কালপেঁচা কত ডাকে। রথের ধ্বজায় উড়ে বৈসে ঝাঁকেং॥ কত খেঁদা কুঁজা খোঁড়া কানা ব্যাধিযুত। গন্নাকাটা পিনেসী কাপড় তুলা সুত ॥ ভিক্ষা করে আযুদড় চিকুরে যোগিনী। সৃর্কতে পানের পিক ধারা উলাঙ্গিনী ॥ বিষ-দংশে যুদ্ধ করে শূকর শৃঙ্গার। বিনা মেঘে রক্ত বৃষ্টি উল্কাপাৎ আর ॥ পশ্চাতে মূষলি পড়ে বাম দিগে হাঁচি। চঞ্চল তুরঙ্গ রথে ছিঁড়ে যায় কাছি ॥ এই সব অমঙ্গল হয় যাত্রাকালে ॥ কবিরত্ন বলে চলে কিছুই না মানে। উহার কি বোধ তাহে কালবশে টানে ॥

দুর্গাসুরের রাণীর বিলাপ।

করুণা রাগেন গীয়তে।

ত্রিপদী। রাজা যুদ্ধে যায় জানি, ব্যস্ত হয়ে পাটরাণী, মহল হইতে বারি হয়। সঙ্গে করিয়ে সঙ্গিনী, এলোকেশী সুরঙ্গিণী, পশ্চাতে ডাকিয়ে ভূপে কয়। রাখ রথ মহারাজ, সমরে নাহিক কায, অধিনীর শুনহ বচন। প্রাণ কান্দে উঠে মোর, আজি নিশি হৈতে ভোর, দেখিয়াছি অতি দুঃস্বপন ॥ তোমারে করিয়া নাশ, ঘুচায়েছে দেবে ত্রাশ, আমি হইয়াছি অনাথিনী। সে অবধি হৈল ভয়, প্রাণ নাহি স্থির হয়, ফিরে এসো আমি সুদুঃখিনী ॥ তুমি মোর প্রাণপতি, তোমা বিনে নাহি গতি, দুঃখভাগী করোনা আমায়। আমি রামং কুলবতী, নৃপবালা সুখী অতি, অসহ্য যাতনা এ তাহায় ॥ অভাগীর কেহ নাই, দাঁড়াবার নাহি ঠাঞি, আমি অতি সরলা অবলা। তুমি দ্রুমে দিলে ছায়া, তুমি নাথ আমি জায়া, তুমি দুঃখিনীর গাছতলা ॥ পতি বিনে নাহি আর, কি ভরসা অবলার, হেন বন্ধু আর কেহ নাহি। পতি স্ত্রীলোকের গুরু, জ্ঞান করি কল্পতরু, অতেব মঙ্গল তাই চাই ॥ স্বপ্নে গেল নিদ্রা ছুটে, প্রাণ মোর কেন্দে উঠে, না যাওং আজি রণে। তুমি পতি প্রাণধন, শুন আমার বচন, রাজ্যপদ দাও দেবগণে ॥ শুনিয়া রাণীর কথা, দুর্গাসুর কহে তথা, কহিছে রাণীর মুখ চেয়ে। চিন্তা না করিহ তুমি, যুদ্ধে জয়ী হব আমি, পলাবে অমরে ক্ষোভ পেয়ে ॥ গৃহে যাও গৃহে যাও, কিছু মাত্র না ডরাও, আমি নহি সামান্য অসুর। সমরে অমরগণে, পরাস্ত করিব রণে, আজি দেব দর্প হবে চূর ॥ শুনি পাটরাণী কয়, ক্ষমা দেহ মহাশয়, কায কি বল্লনা এ সমরে। প্রাণ বেঁচে থাকে যদি, কত পাবে রাজ্যাবধি, দাসীর বচনে আইল ঘরে ॥ বারেং করি রণ, হেরে করে পলায়ন, ইন্দ্রাদি যতেক দেবগণ। তথাপি আবার রণে, করিল যে আগমনে, ভাবে বুঝি থাকিবে কারণ ॥ সাধ্য নহে দেবতার, অনুবল আছে কার, না হৈলে এমন নাহি হয়। মহাবীর হবে বুঝি, সমরে অমর যুঝি, অসুরে করিবে পরাজয় ॥

করি হেন অনুমান, এজন্যে আমার প্রাণ, কান্দিতেছে দেখিয়া স্বপন। অতেব সংগ্রামে প্রভু, আজি না যাইও কভু, গেলে পরে হারাবে জীবন॥ কহিছে দানবেশ্বর, প্রিয়া নাহি কর ডর, ত্রিভুবনে কেবা হেন আছে। কার সাধ্য হেন হয়, মোরে করে পরাজয়, অপমান হবে মোর কাছে॥ বুঝাইল রাজরাণী, বিধিমতে হিত বাণী, নাহি শুনে দানব দুর্ণিত। পূর্ণকাল উপস্থিত, ত্বরা হৈল সবনীত, হিতেতে ভাবিল বিপরীত॥ রাণীর বচনে রোষে, কুরীত জন্মিল তোষে, তম গুণান্বিত হৈল অতি। শ্রীনৃসিংহ দাসে দয়া, কর গো গিরিশ জায়া, শ্রীনন্দকুমারের ভারতি॥

দুর্গাসুরের সংগ্রামে প্রবেশ।

পয়ার। রাণী যত বুঝাইল না শুনিল কাণে। অল্পায়ু হৈয়াছে কালে জটে ধরি টানে॥ রাণী বলে বুঝিলাম আয়ু হৈল সায়। একারণ হেন মতি ঘটিল তোমায়॥ চরণে ধরিয়া সতী বিনাইয়া কান্দে। আপনার কেশেতে রাজার পদ বান্ধে॥ বলে রক্ষা কর নাথ আমারে এবার। সর্ব্ব পরিতাপ ভাগী করিহ না আর॥ নিষেধ করিয়ে রাণী বিনাইয়া কয়। গমনে বিলম্ব রাজা রাগান্বিত হয়॥ ছাড়২ বলি রাজা বার বার কয়। নাহি ছাড়ে নৃপজায়া পায়ে পড়ে রয়॥ উষ্মায় পূর্ণিত হয়ে অসুরের নাথ। টান দিয়ে ফেলে দূবে করি পদাঘাত॥ ক্রন্দন করিছে রাণী বক্ষে বহে জল। ভাবিল নৈরাশ সব হইল বিফল। বুঝাইনু নানামতে কিছু না শুনিল। শেষে মোরে দণ্ড করি সমরে চলিল॥ আয়ু শেষ নিতান্ত মরণ অগ্রসর। মতিছন্ন হইয়াছে কুলক্ষণ তার॥ আমার কপালে বুঝি আছে কর্ম্মভোগ। এবার সংগ্রামেতে নিতান্ত মৃত্যুযোগ॥ এত ভাবি দুঃখে রাণী কান্দিতে২। প্রবেশিল অন্তঃপুরে সঙ্গিনী সহিতে॥ রথে আরোহণ করি দানব ঈশ্বর। উপনীত সৈন্য সহ হইল সমর॥ শঙ্খনাদ হৈল আর ধনুক টঙ্কার। বাজায় বিজয় ঘণ্টা ছাড়ে হুহুঙ্কার॥ ঘোরতর শব্দ হৈল ব্যাপিল গগণ। কম্প কম্পান্বিত ধরা ধরাধরগণ॥ সমুদ্র উথলে আর কাঁপে দেবতায়। দুর্গাসুর যুদ্ধে আইল সবে ভয় পায়॥ দেবগণে ঘনঘন হুহুঙ্কার ছাড়ে। ধনুঃশব্দে ঘণ্টাশঙ্খে শেষ শির নাড়ে॥ গোচলে গভীর শব্দে স্তব্ধ ত্রিভুবন। যেন বজ্রাঘাতে স্থির জলাশয় হন॥ অসুর অমরে মাত্র হৈল দরশন। উভয় সেনায় বাজে সমতুল রণ॥ গালাগালি প্রথমে বাক্যের বান্ধাবান্ধি। তার পর সংগ্রাম উদ্যোগ ছান্দাছান্দি॥ শ্রীনৃসিংহ দাস সঙ্গীতের অভিলাষী। বিরচিল কবিরত্ন ধুলুক নিবাসী॥

দেবাসুরের যুদ্ধারম্ভ।

বীররস।

দুর্নীত আলম্ব পে রণে ধায়, দেবতায়, ভয় পায়, দেখিয়ে। গণনায়, নাহি

তায়, পারা যায়, লিখিয়ে ॥ দেয় লম্ফ, ধরা কম্প, রণঝম্প,দগড়ে। করে দম্ভ, মেরুস্তম্ভ, পরিরম্ভ, রগড়ে ॥ ধামধুম, দামডুম, রণভূম, দমকে। দরদর, ঝরঝর, দৈত্যসর, চমকে ॥ হুড়হুড়ি, ডুড়ডুড়ি, মুড়মুড়ি, ধাইল। দেয় লাফ, ডুপদাপ, দেবে কাঁপ, লাগিল ॥ ধরি বাণ, খরশান, হানহান, ডাকিছে। খরতর, ধনুশর, পরস্পর, ঝাঁকিছে। শন শন, বরিষণ, প্রহরণ,সমরে। রণরঙ্গে, করভঙ্গে,দৈত্য সঙ্গে, অমরে ॥ ছুটহাট, চোটচাট, মালসাট, মারিছে। কেহ উনু, কেহ পুনু, ধনুধনু, তারিছে। খাঁড়া ঢাল, ধরি ভাল, তরয়াল,ঠুকিছে ॥ হুতাশন, করে রণ, দাহগণ, করিছে। ভয়ে ভীত, সশঙ্কিত, অপ্রমিত, মরিছে ॥ সমিরণ, করে রণ, সেনাগণ, লইয়ে। ভয়ঙ্কর, ভাঙ্গে ঘর, ঘোরতর, হইয়ে ॥ ঘোর ঝড়ে সেনা পড়ে, গিরিতড়ে উপাড়ে। সুরকরি, দাপ করি, কারে ধরি আছাড়ে ॥ ফের ফারে, ধারে ধারে ফিরিছে। চাপি পায়, করে সায়, দাঁতে কায় চিরিছে ॥ জলাবধি, নদ নদী, রণসদি শাসিল। কল কল, করে জল, রণস্থল, ভাসিল ॥ হুড় হুড়, দুড় দুড়, গুড় গুড়, ডাকিছে। সমারম্ভে, সবে স্তব্ধে, ঘোর শব্দে হাকিছে ॥ ডোবে সেনা, যে পাকেনা, উঠে ফেণা, সলিলে। কি তুফান, খরটান, বহে বাণ অনিলে ॥ কোন বীর, নহে স্থির, ঘেরে নীর, সমরে। এ সময়, মেঘে রয়, মহা পয়, তোমারে ॥ টুবটুবি, ডুবডুবি, চুবচুবি, দানবে। দ্বিজ নন্দ, ভণে ছন্দ, ঘুচে ধন্ধ, মানবে ॥

দেবসেনা পরাজয়।

পয়ার। ভাসিল সলিলে সেনা না পায় কিনারা। নাকানি চুবানি তালে তালে হৈল সারা ॥ অস্থির করিল ঊনপঞ্চাশ পবনে। ঘোরতর তরঙ্গে তরল তলসনে ॥ ডুবিল মাতঙ্গ শুণ্ড উভ করি তায়। তুরঙ্গ তুফানে মরি হাবুডুবু খায় ॥ গড়েতে গড়ায় উঠে জলে খাবি খায়। পিঠেয় দগড ডঙ্কা স্রোতে ভেসে যায় ॥ ব্যস্ত হৈল বীরগণ গেল ধনুফেলি। ঠেলাঠেলি সাঁতারে সৈন্যেতে গালাগালি ॥ তবকী তবক লয়ে করে থালাথালি। ঢাল বুকে দুর্ব্বারে সাঁতারে হাত ঢালি ॥ রথ রথী সারথি ভাসিল একসাট। ঘোড়ার সহিত ভাসে হাতে করি ছাট ॥ হাতি মরে জল খেয়ে মাহুত সাঁতারে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি কেবা দেখে কারে ॥ বাদ্যকর ভাসে স্রোতে যন্ত্র কান্ধে করি। ভেসে যায় শগড় শকটা কত ভারি ॥ হেনকালে মেঘগণ দিল দরশন। দুষ্কর পুষ্কর মেঘ করে বরিষণ ॥ স্তম্ভের সমান সেনামধ্যে করে বৃষ্টি। অন্ধকার হৈল ঘোর নাহি চলে দৃষ্টি ॥ গড় গড় পয়দ চিকুর কড় কড়। উল্কাপাত বজ্রাঘাত হয় চড় চড় ॥ প্রবল হইল শিল পড়ে ঝরঝর। তর তর গর গর বরিষয়ে শর ॥ অধোতে তরল জল নাহি তাহে স্থল। ঘোর ঝড় ঊর্দ্ধে বৃষ্টি দানব বিফল ॥ কেহ না এড়ায় তায় ওষ্ঠগত প্রাণ। সেনাগণ বলে কে করিবে পরিত্রাণ ॥ এইরূপ অস্থির

হইল বীরভাগ ॥ দেখে দুর্গাসুরের হইল বড় রাগ ॥ আমার সেনায় আজি দিল বহু ত্রাস। বাণ যুদ্ধে দেবতায় করিব বিনাশ ॥ এত বলি গুণ চাপাইল নিজ চাপে। ঘন ঘন হুহুঙ্কার করে বীরদাপে ॥ শব্দে স্তব্ধ তিন লোক কচ্ছপ কম্পিত। মেঘ ঝড় নদ নদী সাগর স্থগিত ॥ আকাশাস্ত্রে নিবারিল দুর্ব্বহ পবন। শোষকাস্ত্রে বৃষ্টিজল করিল শোষণ ॥ মহাবায়ু বাণে মেঘে ফেলিল অন্তরে। বারবাগ্নি বাণে দগ্ধ করিল সাগরে ॥ ভয় পেয়ে পলায়ন করে যত জন। শুষ্কা হৈল বসুমতী বাঁচে সেনাগণ ॥ বাণেবাণে দেবগণে বিন্ধে মহাবীর। সহিতে না পারে রণ দেবতা অস্থির ॥ পলাবার উদ্যোগ করিলা বজ্রপাণি। দেব বাক্যে দেবে কৈলা অভয় দায়িনী ॥ শ্রীনৃসিংহ দাসে কৃপা কর গো অভয়া। কবিরত্ন পুত্র শ্রীগোপালে রেখো দয়া ॥

সমরে চণ্ডিকার আগমন।

রাগিণী ললিত। তাল খয়রা।

ধুয়া। জ্ঞানানন্দ তরঙ্গিণী কত রঙ্গ জান তারা। কখন
যুবতী কখন জ্বরা কখন পুরুষ কখন কামিনী ॥

পয়ার। দেবগণে আশ্বাসিয়া আশুতোষ জায়া। বৃদ্ধা রূপে আপনি আইলা মহামায়া ॥ হইয়া অশীত পরা আশা বাড়ি করে। ঝুলিয়া পড়েছে ভুরু নয়ন কোটরে ॥ সোণ সম পাকা কেশ মস্তক উপরে। ললিত হৈয়াছে মাংস শীর্ণ কলেবরে ॥ ওষ্ঠাধর ভগ্নভাব মুখে নাহি দাঁত। কটি ভাঙ্গা অতি কোঁজা খোলে ঢোকে আঁত ॥ বাতাসে পড়িয়ে মরে গতি অতি ধীরে। দীনা ক্ষীণা কোটর বসনে কোটি গিরে ॥ ছলা করি ছলাবতী এইরূপ ধরি। ঈশান হইতে আইলা বুড়ি কক্ষে করি ॥ যেখানে দেবতাসুরে হয়ে ঘোর রণ। মায়া করি মহামায়া দিল দরশন ॥ অসুরের পানে দেবী কট মট চায়। রঙ্গ দেখি ভ্রুকুটিতে মহাত্রাশ পায় ॥ রণমধ্যে দাড়ায়ে হাসিলা মন্দতারা। বদনে দশন নাই মুড ওষ্ঠ সারা ॥ পথরোধ কৈলা দেবী যুদ্ধ নাহি হয়। কোপে দানবেরা দাক্ষায়ণী প্রতি কয় ॥ সব বুড়ী সমর ছাড়িয়ে দূরে যা। এখনি ত্যজিব প্রাণ খায়ে শর ঘা ॥ কোন কার্য্যে এখানে করিলি আগমন। রণস্থলে এখনি যে হারাবি জীবন ॥ একে তুমি অতি বুড় গতি শক্তিহীনা। জীর্ণা প্রায় শীর্ণা কায় অতিশয় ক্ষীণা ॥ চণ্ডিকা বলেন বাপু করি নিবেদন। ব্রাহ্মণের কন্যা আমি অতি অকিঞ্চন ॥ অন্ন নাহি মিলে খেতে সুদারিদ্র অতি। দুটি পুত্র মূর্খ ক্ষিপ্ত ভিক্ষুক স্বপতি ॥ জঠরে অনল জ্বলে জ্বলে গেল কান্তি। কিছু খাওয়াইয়া কর ক্ষুধানল শান্তি ॥ তবে রণ কর বাছা জয়যুক্ত হবে। শুনিয়ে অসুরগণ কহিতেছে তবে ॥ রণস্থলে কি খাওয়াব কিবা আছে বল। খাওয়াইব পেটভরে গৃহে মোর চল ॥ ব্রাহ্মণী বলেন আমি চলিতে না পারি। হাঁটিয়াছি বহু পথ

পদ হৈল ভারি ॥ এই খানে যদি কিছু উপায়ন নাই। ক্ষুধানল শান্তি করি পেট ভরে খাই॥ দৈত্যগণ বলয়ে হেথায় কিবা পাও। রণস্থল ছাড়ি বুড়ী নিজঘরে যাও ॥ দেবী কন দুর্ব্বলে বহিছে ঘন ঘাম। না পারি চলিতে ক্ষণে করিব বিশ্রাম ॥ দৈত্য সেনা ব্রাহ্মণীরে দাঁড়াইল বেড়ি। বলে উঠে যা মাগি কর্ম্মে হয় দেরি ॥ নাড়িতে না পারি বলে বসিলা ধরায়। করে হৈতে নড়ি কাঁখে চুপড়ি নামায় ॥ দৈত্যগণে ভর্ৎসে কয় নতচ্ছেরে বুড়ী। উঠ উঠ লগুড়নে কাঁখে কর ঝুড়ি ॥ হাত পা ছড়ায়ে দেখ এলায়ে পড়িল। সমর সমাজে এক রঙ্গ আরম্ভিল ॥ যত বপে তত দেবী কর্ণে না শ্রবণে। বসিয়া আছেন চণ্ডী আপনার মনে॥ রুষিল দানবগণ মহাবেগে ধায়। ঝুড়ি নড়ি ব্রাহ্মণীর টানিয়া ফেলায় ॥ তাহা দেখি চণ্ডী অল্প হাসিলা অধরে। শেষার্ক মাজেতে যেন পূর্ণ নিশাকরে ॥ তথাপি না উঠে দেবী ভাবিলা অন্তরে। দেখি২ এরপর আর বা কি করে ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় করিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

দেবী শ্মশানকালী মূর্ত্তিতে আবির্ভাব হন।

ত্রিপদী। আক্রোষে দানবগণ, বলে একি অলক্ষণ, বুড়ী হৈল সমরের কাল। না শুনে না দেখে দেটি, সবে থাকে বোঁচা বেটী, কুনিতে কি বিষম দজ্জাল ॥ ভিক্ষা নিতে এলো ছলে, শেষে নানা কথা বলে, এ রঙ্গ না সহে এসময়। আর জন বলে ভাই, বেটিরে দেখিতে পাই, বুড়ী এ সামান্য নাহি হয় ॥ বৃদ্ধা এ ক্ষণীত পরা, কটাক্ষেতে ভয়ঙ্করা, দেখে আচানক পাই ত্রাস। কেহ বলে মুখ দোষী, কেহ বলে এ রাক্ষসী, কামরূপী ডাইনি নির্ঘাস ॥ কেহ বলে তাহা নয়, দেবতা হবে নিশ্চয়, চক্ষেতে পলক নাহি পড়ে। বৃদ্ধারূপে পাঠকেতু, দৈত্য বধিবার হেতু, ছলে করে একথা না নড়ে ॥ কেহ বলে হবে তাই, এক্ষণে ইহারে ভাই, দূর কর ঢেকা ঢোকা দিয়া। কি জানি কি হয় পাছে, কোন ছাঁদে আসিয়াছে, প্রমাদ পাড়িবে দৈত্য নিয়া ॥ এত বলি দৈত্যগণে, ধরে গিয়া ততক্ষণে, হাত পায়ে দুই দুই বীরে। টানিয়া তুলিতে চায়, নড়ান নাহিক যায়, বিশ্বভার দেবীর শরীরে ॥ তুলিতে না পারি তায়, চেয়ে রহে ভেকোপ্রায়, পরস্পর হইল বিমর্শ। এ উহার পানে চায়, বলে একি হৈল দায়, উচিত কি হয় পরামর্শ ॥ শেষে দৈত্য তারে ছাড়ি, ধনু ধরে তাড়াতাড়ি, দেবীরে মারিতে পুরে বাণ। চণ্ডিকার হাস্যমুখ, ভাবিছেন কি কৌতুক, কিবা মুখ দানব অজ্ঞান ॥ অন্যে না জানে আমারে, এ দুঃখ কহিব কারে, আসুরিক স্বভাবের ধর্ম্ম। ক্ষণে জ্ঞান হতজ্ঞান; নাহি মান অপমান, মৃতমান সমান কি মর্ম্ম ॥ দানব মারিতে এসে, দেখি দয়াময়ী হেসে, হৈলা বিশ্বমোহিনী রূপসী। বৃদ্ধা রূপ ছাড়ি শ্যামা, রূপে হৈলা অনুপমা, হর মন হারিণী ষোড়শী ॥ দেখিয়া

দানবগণ, বলে এ নারী কেমন, বৃদ্ধা ঘুচে যৌবন প্রকাশ। ভয়ে চিত হৈলাচল, বিলম্বে কি করে বল, শীঘ্র এরে করহ বিনাশ॥ দৈত্যেরা মারিতে ধায়, দেখ দেবী হেসে তায়, যোগে ভয়ানকা রূপা ধরে। পদভরে ধরা ত্রস্ত, আকাশে ঠেকিল মস্ত, বরাভয় মুণ্ড অসি করে॥ ত্রিলোচনা মুক্তকেশী, অতি ভয়ঙ্কর বেশী, ভালে অর্দ্ধশশী বিভূষণা। শিশুকর্ণা বিবসনা, ঘোর বর্ণা শবাসনা, ঘোর দূতী চর্ব্বিত রসনা॥ নরশির হার পরে, বরাভর নরকরে, শিবা শত সহস্র পালিকা। উচ্চ পীনস্তন শিব, শিবদাস্ব শিব শিব, নিতম্বিনী শ্মশান কালিকা॥ কৈলা অট্ট২ হাস, ঘুচিল দেবের ত্রাশ, দৈত্যগণে সভয় হইল। সবে বলে একি২, সেই যে সুন্দরী দেখি, ভয়ানকা জগত যুড়িল॥ যে দেখি এ চমৎকার, আজি রক্ষা পাওয়া ভার, কামরূপী ক্ষণে ছাড়ে কায়া। ভণে শ্রীনন্দকুমার, ভেবে জানিবে কি তার, সংসার যাহার মায়াছায়া॥

দেবীর যুদ্ধারম্ভ।

পয়ার। দেবীরে দেখিয়া দেবগণে হর্ষ হয়। নৃত্য করে বাহু তুলি বলে কালীজয়॥ শব শিবোপরে শিবা করেন তাণ্ডব। দেখিয়া বিস্ময় ভয়ে যতেক দানব॥ অস্ত্র শস্ত্র লয়ে যুদ্ধে হয় আগুসার। হুঙ্কার টঙ্কার ধনু শঙ্খনাদ আর॥ বাজিল সমর বাদ্য সরবে টীকারা। সানাই ডমথ ডম্ফ দগড় নাকারা॥ দৈত্যগণে বলে কাল হইল কামিনী। জিনি বর্ণ জম্বু তম অঞ্জন যামিনী॥ ত্বরায় ইহারে নষ্ট করহ এখন। নতুবা হইবে সারা দেখি কুলক্ষণ॥ যে দেখি যুবতী যুদ্ধ করে আড়ম্বর। হাসি শুনে প্রাণ উড়ে বাসি বড় ডর॥ এতবলি সবে ধনুর্ব্বাণ ধরি ধায়। নানা অস্ত্র শস্ত্র মারে চণ্ডিকার গায়॥ গায়ে ঠেকি বাণ সব খণ্ড২ হয়। হুঙ্কারে অনেক সৈন্য হৈল ভস্মময়॥ অসিতে অনেক নাশি রাশি রাশি করে। একা এক অসি লয়ে কি হবে সমরে॥ অসঙ্খ্য দানব তাহে সংখ্যা করা দায়। নির্ব্বাহ না হয় আর্থ চণ্ডিকার তায়॥ আর বিশেষত নাহি এরূপে বাহন। চরণে করিব রণে কত সংক্রমণ॥ সবাহন আবরণ বহু বাহু করি। সমরে নাশিব দৈত্য অস্ত্র শস্ত্র ধরি॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী॥

দেবীর দশভুজা মূর্ত্তি ধারণ।

পয়ার। এত ভাবি ভবানী কালিকা রূপ ধরে। হৈল দশভুজা রূপ মৃগরাজপরে॥ জিনি তপ্ত কাঞ্চন কি উজ্জ্বল বরণা। বালা তপে মিশ্রিত রোচনা গোরচনা॥ কোটি ইন্দু বিন্দু হেন বদনের কাছে। সাক্ষি দেখ সকলঙ্কী মগ্ন হয়ে আছে॥ ভ্রমর নিকর কর পরশে চরণ। ভ্রূযুগ সুবক্র মার মার শরাশন॥ পরশে শ্রবণ মূলে হেন জ্ঞান হয়। খঞ্জন আহারে গতি কর্ণ বিলশয়॥ খঞ্জন নয়ন নাচে হরিষ অম্বুন। দেখি নাশা নততিব প্রফুল্ল প্রসূন॥

গজমতি আন্দোলিত নিশ্বাসে নাশায়। শোভা হইয়াছে তার গুঞ্জফল প্রায়॥ অধর কি কিশলয় তপন সারথি। বিম্বুর বন্ধুক কি সিন্দূর লাজে তথি॥ দর্শন কলিকা কুন্দ অরুণের রেখা। গাঁথা কি গাঁথলি করে নাহি তার লেখা॥ পীন পয়োধর গুরু দাড়িমী দমন। ক্ষীণ মাঝে লাজে হরা নন্দ পঞ্চানন॥ দশ করে করি করে ভুজঙ্গ লজ্জিত। অকন্ট মৃণাল পঞ্চদল বিকসিত॥ নিতম্বে নিন্দিত দ্বীপ করি কুম্ভধরা। নাভি অর্দ্ধস্ফুট পদ্ম হর মনোহরা॥ ত্রিবলী তরল কি তরঙ্গ সে জঘনে। রতি রতিপতি সহ ভাবি হেন মনে॥ উরু রামরম্ভা তরু গতি রাজহংস। পদতল শতদল অরুণাবতংস॥ দশ নখে দশ শশী আছে অবতার। দেবী রূপে মগ্নভাব দীপ্তি নাহি তার॥ পরিধান রক্তবাস অজরা সে হয়। পুর্ব্বমত নিলা শস্ত্র আভরণ চয়॥ ধনুর্ব্বাণ ঢাল বজ্র শক্তি খুরধার। আর কত শত তুণ পরিপূর্ণ তার॥ শঙ্খ ঘন্টা নাগপাশ ধরি বামকরে। শঙ্খনাদ করি অল্প হাসিলা অধরে॥ করিয়া ঘন্টার ধ্বনি ছাড়িলা হুঙ্কার। গর্জ্জিয়া গরবে দিলা ধনুকে টঙ্কার॥ এককালে ঘোর শব্দ হইল দুর্জ্জয়। ত্রিভুবনে চমৎকার কম্পান্বিত হয়॥ দেবে হয় পরিতোষ দানবের ত্রাস। দ্বিজ কবিরত্নে গায় চণ্ডিকা বিলাস॥

ত্রিপদী। পরাৎপরা পরায়ণী, ব্রহ্মবিদ্যা নারায়ণী, জয় বিজয়ারে প্রকাশিলা। গৌরবর্ণা নিরুপমা, দুই সখী নিজসমা, দুই পাশে আসি দাণ্ডাইলা॥ অসিচর্ম্ম ধরি হাতে, মুকুট ভূষিত মাথে, ক্ষীণমধ্যা লোহিত বসনা। রূপ অতি চমৎকার, অঙ্গে নানা অলঙ্কার, লোহিত ভূষাতে বিভূষণা॥ যোগিনী হইল পরে, তার সংখ্যা কেবা করে, ভয়ঙ্করা বেশ সবাকার। বিগলিত কেশপাশ, পরিধান রক্তবাস, সৃক্কেতে গলিত রক্তধার॥ অসি খর্প করতলে, রক্তপুষ্পমালা গলে, বেশ দেখে প্রাণ উড়ে যায়। আপনি অংশ রূপিণী, শঙ্করী হৈলা যোগিনী, নিজ ধাম দিলা তা সবায়॥ চণ্ডিকা গৌরী ব্রাহ্মণী, দুর্গা কৌমারী ইন্দ্রাণী, ভৈরবী চামুণ্ডা বিশ্বভূতী। নারসিংহী মহেশ্বরী, সর্ব্বমঙ্গলা শঙ্করী, কৌশিকী বারাহী শিবদূত॥ জয়ন্তী কালিকা চণ্ডা, ঘোর রূপা চণ্ডমুণ্ডা, মহাকালী কালী কপালিনী। স্বহাস্বধা ধাত্রী সীমা, অম্বিকা অপর্ণা ভীমা, ভদ্রকালী কপাল মালিনী॥ মহাদেবী শাকম্ভরী, শিবা শান্তা ক্ষেমঙ্করী, মেধা মনোন্মথিনী কালিকা। উগ্রচণ্ডা প্রিয়ঙ্করী, প্রচণ্ডা চণ্ডী ভ্রামরী, জয়া বিজয়া চণ্ড নায়িকা॥ মহামায়া কালরাত্রী, বল বিকরিণী ধাত্রী, চণ্ড উগ্রাবল প্রমথিনী। চণ্ডবতী স্কন্দ মাত্রী,শৈল পুত্রী বিশ্বধাত্রী রুদ্রাণী কূষ্মাণ্ডী নিস্তারিণী॥ মহানিদ্রা মহাতারা, মহা গৌরী হর দারা, চতুষষ্টি গণনে প্রধান। আর কত শত হয়, বেদে তার সংখ্যা নয়, কোটি শত কোটি পরিমাণ॥ সকল মাতৃকা আর, রণে হয় অগ্রসার, ডাকিনী শাকিনী কত ধায়। হাঁকিনী হাঁকিছে দাপে,

সভয়ে ত্রৈলোক্য কাঁপে, পরে হৈল অষ্ট নায়িকায়॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সংগীতের অভিলাষে, কাত্যায়ণী যারে সহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী॥

অষ্ট নায়িকা উৎপত্তি।

পয়ার। উগ্রচণ্ডা চতুর্ভুজা, হইলা উৎপত্তি। অসিচর্ম্ম খর্প মুণ্ডধরা ভীমা অতি॥ মুণ্ডমালা গলে পরিধান রক্তবাস। গলিত চিবুক জাল ঘোর অট্টহাস॥ এরূপ প্রচণ্ডা চণ্ড প্রচণ্ড নায়িকা। চণ্ডাচণ্ডবতী চণ্ড রূপাতি চণ্ডিকা॥ শুনিয়া ভাগুরি বলে শুন তপোধন। নায়িকার মূর্ত্তি কৈলে এ আর কেমন॥ উগ্রচণ্ডা দ্বিভুজা শুনেছি পূর্ব্বাপর। সকল নায়িকা মূর্ত্তি হৈল মতান্তর॥ বিস্ময় হইল মোর কহ তপোধন। সংশয় হইল যাহা করহ ছেদন। মার্কণ্ডেয় কহেন সংশয় কি ইহাতে। দ্বিভুজা আছেন বটে নব কালী যাতে॥ মহা অষ্ট নায়িকা সে রুদ্রচণ্ডা স্মৃতে। বিস্তারিয়া কহিব তা শুনিবে পশ্চাতে॥ এক্ষণে শুনহ অষ্ট শক্তির উৎপত্তি। মহা ভয়ঙ্করা সবাহনে অতি গতি॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে ইত্যাদি॥

অষ্ট শক্তি উৎপত্তি।

রাগিণী ইমন। তাল ঝাঁপতাল।

কালী কল্যাণী কালী কলুষ বারিণী। ভবানী ভবার্ণবে
ভক্তি দায়িনী॥

ব্রহ্মাণী। অষ্ট শক্তি আবির্ভাব হইল তখন। নানা প্রহরণ করে করিয়া ধারণ॥ প্রথমে ব্রহ্মাণী রাজহংস পৃষ্ঠে ভরা। জিনিয়া কনক কান্তি কৃষ্ণাজীন পরা॥ চতুরাস্যা জগদ্ধাত্রী যা সৃষ্টি কারিণী। পাশ অক্ষসূত্র কমণ্ডলু বিধারিণী॥ চতুর্ভুজা ব্রহ্মশক্তি রজগুণাবৃতে। চণ্ডীর অগ্রেতে আসি লাগিলা কহিতে॥ কি কারণে উৎপত্তি করিলা মহেশ্বরী। আজ্ঞা কৈলা অম্বিকা এক্ষণে তাই করি॥ দেবী কন দৈত্য নাশে উদ্ভব তোমার। হরে রণক্ষণের ও নিকটে আমার॥ ১॥

মাহেশ্বরী। ব্রহ্মাণীরে করি স্থির পুলকিত কায়। মাহেশ্বরী শক্তি দেবী করিলা ইচ্ছায়॥ মহেশের শক্তি ত্রিলোচনী বৃষারূঢ়া। কান্তি কুন্দ কুসুম সুচারু চন্দ্রচূড়া॥ ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধানা জটাজুট মাতে। শূল ঘণ্টা পিনাক কপাল চারি হাতে॥ অঘোরাণী পঞ্চাননী সৃষ্টি সংহারিণী। সেবক পালিনী শত্রু বিনাশ কারিণী॥ মহেশ্বরী রহিলেন চণ্ডিকার পাশ। গুহ শক্তি পুনরপি হইয়া প্রকাশ॥ ২॥

কৌমারী। উল্কাসম উজ্জ্বল বরণী সুকাতিনী। গুহ শক্তি গুহরূপা শত্রু বিঘাতিনী॥ ময়ূর বাহিনী দেবী পীতবস্ত্রা পরা॥ ভয়ঙ্করা দ্বিভুজা বরদা শক্তি

ধরা ॥ সিংহনাদ ছাড়ে দেবী শুনিতে বিকট। রণবেশে দাণ্ডাইলা চণ্ডীর নিকট ॥ ২ ॥

বৈষ্ণবী। পুনর্ব্বার বিষ্ণু শক্তি হইলা উদ্ভব। পক্ষরাজ পরে ভয় নাশিতে দানব ॥ তমতর তমাল কি অঞ্জন শঙ্কাশা। কিরিটিনী কুণ্ডলিনী স্নিগ্ধ পীত-বাসা ॥ বিষ্ণুরূপ বিগ্রহ বৈষ্ণবী চতুর্ভুজে। অস্ত্র শস্ত্র শোভে শঙ্খ চক্র পদা-ম্বুজে ॥ বহাদলা বৃতবন মালিনী প্রকৃতি। অনুত্তমা পরাশক্তি জগতের স্থিতি॥ পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ করিলা গভীর। রণ বেশে রহিলেন সম্মুখে চণ্ডীর ॥ ৪ ॥

বারহী। বরাহ রূপিনী শক্তি পুনঃ প্রকাশিলা। পৃথিবী উদ্ধারে হরি সহায় আছিলা ॥ মূষল খেটক করবাল একৃপাণ। কালছবি রূপে রবি হস্ত চারি খান॥ বারহী বরাহ তনু অবনী উদ্ধারে। পীতবস্ত্র পরিধানা হিরণ্যাক্ষ হারে ॥ ভয়ঙ্করে রহিলা নিকটে চণ্ডিকার। নারসিংহী দেবী হৈতে হৈলা অবতার ॥ ৫।

নারসিংহী। শুক্লবর্ণা অর্দ্ধ নর অর্দ্ধেক কেশরি। নরসিংহ শক্তি নারসিংহী ভয়ঙ্করী ॥ কণক কপিষাম্বরা নৃসিংহ রূপিণী। দৈত্য দর্পহরা তারা ত্রৈলোক্য-ব্যাপিনী ॥ শুভদা দানব হৃদি নখে বিদারিণী। হরিণী কশিপু হন্তা ত্রিলোক তারিণী ॥ মহাউগ্রা লোল জিহ্বা বিকট দশনা। বজ্রনখা নারসিংহী জটা বিভূষণা ॥ উগ্রবেশে শঙ্করীর দাণ্ডাইলা পাশে। পুনর্ব্বার ইন্দ্রশক্তি স্বরূপ প্রকাশে ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাণী ইন্দ্র সদৃশা-নীল কলেবরা। রক্তবস্ত্র পরিধানা গজরাজো পরা ॥ কুম্কুম বরণী পারিজাত মালা পরে। দ্বিভুজা কুলিশ বজ্র ঘণ্টা শোভে করে ॥ চণ্ডীর নিকটে আসি রহিলা ইন্দ্রাণী। পুনরপি শিবাসনে প্রকাশে শিবানী ॥ ৭ ॥

শিবা। শিবারূঢ়া চন্দ্রচূড়া বন্ধুকসঙ্কাশা। শিবা শত সঙ্গিনী কি স্নিগ্ধ নীল বাসা ॥ শুদ্ধবর্ণা জটা শিরে অতি ভয়ঙ্করা। ত্রিশূল করেতে নৃকপাল শিরধরা ॥ চতুর্ভুজা ভীরু ফেরু নাদিনী শঙ্করী। দেবীর সম্মুখে রহে যুদ্ধ বেশ ধরি ॥ শ্রীনৃসিংহ দাসেরে শঙ্কটে সহায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ॥৮॥

ভৈরবী ভৈরবাদি আবির্ভাব।

ত্রিপদী। প্রকাশে বটুক সব, ক্ষেত্রপালাষ্ট ভৈরব, ভৈরবীগণেরা দিগ-ম্বরী। নরাস্থি স্রগবী গলে, অসি খর্প করতলে, লোলজিহী অতি ভয়ঙ্করী ॥ বিগলিত কেশ পাশ, ঘন ঘোর অট্টহাস, সৃক্কেতে লগিত রক্তধার। ভৈরব সহিত থাকে, গভীর গর্জ্জনে ডাকে, নাচে গায় করে মারহ ॥ ত্রিপুরঘ্নী অগ্নি জিহী, ঘোর হাসে হিহীহিহী,একা পদ অনল বেতালী। কাল কামা ভীমা রঙ্গি, ভৈরবী অসিত অঙ্গি, নৃত্য করে দিয়া করতালী ॥ পিশাচ রাক্ষস কত্য মহা-রুদ্র, উনমত্ত, ভূত প্রেত জম্মে কত দানা ॥ নাচে কাল মহাকাল, গুহ্যক বেতাল

তাল, কার হাতে রুধিরের পানা ।। কেহ হাঁকে তাল২, কেহবা বাজায় গাল, জয় কালী২ বলে। অস্থিচর্ম্ম অবশার, মাংস গায় নাহি কার, নাচিয়ে২ সবে চলে ।। কার ভালে ভস্ম ফোঁটা, কার মাথে এক জটা, এক কর্ণা কেহ ভাঙ্গা নাক। উদর সমান কায়, কেহ চলে এক পায়, কেহ বাঁকা দেহে তিন থাক।। কার দাঁত আট পাটি, অতি শুভ্র পরিপাটি, অঙ্গ যেন কজ্জল সমান। করে সবে লাফালাফি, ঘোরতর দাপাদাপি, মূর্ত্তি দেখে ভয়ে উড়ে প্রাণ ।। চণ্ডী হৈলা হর্ষমতি, দেখি সব সেনাপতি, সমরে করেন মহামার। ধায় যোগিনী ডাকিনী, শক্তি নায়িকা হাঁকিনী, ভৈরবী ভৈরবগণ আর ।। দানা যায় লম্ফে২, পদ ভরে ধরা কম্পে, ঘন২ ছাড়িছে চিৎকার। ঘোর শব্দ ঝালাপালা, কর্ণেতে লাগয়ে তালা, শ্রবণেতে শঙ্কা সবাকার ।। দেখিয়া দানবগণে, অস্ত্র ধরি ধায় রণে, বরিষণ করে যত বাণ। যেন মেঘে করে বৃষ্টি, তেমন না চলে দৃষ্টি, ত্রিভুবন হয় কম্পমান ।। তা দেখি বটুক কোপে, লম্ফে২ বাণ লোফে, ভাঙ্গিয়া করিছে নিবারণ। ধাইল ভৈরবীগণ, করি খর্পর ধারণ, দ্বিজ কবিরত্নে বিরচন।।

দেবী সৈন্যের সংগ্রাম।

ললীত ছন্দঃ। ধরিয়া খাড়া ঢাল, ত্রিশূল নৃকপাল, ভৈরবীগণে করে রণ। ছাড়িছে হুহুঙ্কার, ডাকিছে মার২, ভৈরব বটুক ভীষণ ।। যোগিনী রণ করে, খর্পর অসি ধরে, অসুরে করিছে বিনাশ। মত্তা অবশ ধড়ে, অম্বর খসে পড়ে, বিগলা হয় কেশপাশ ।। ধরি কৃপাণ অসি, নাচে ব্রহ্মরাক্ষসি, পিশাচ প্রেত ভূত দানা। করিছে মার কাট, রুদ্র ভৈরব আট, নৃশিরে পিয়ে রক্ত পানা ।। করিছে ছুটাছুটি, সমরে ভুটাহুটি, দৈত্য নাশিছে চোট চাটে। একাল মহাকাল, নাচে বেতাল তাল, সংগ্রামে ফিরে মালসাটে ।। করিল মহাধুম, কাঁপিছে রণভূম, ভূতের সমরের রঙ্গ। ধরিয়া কোন বীরে, উভে উভেতে চিরে, নখে বিদারে কার অঙ্গ ।। এড়িছে তাল২, বাজায় ঘন গাল, ধরিয়া খাঁড়াঢাল গাজে। পদাতিক মাতঙ্গ, শতাঙ্গ সতুরঙ্গ, ফেলায় সমুদ্রের মাঝে ।। মারিয়ে শিরে নাথি, বিনাশে হয় হাতি, কামড়ে কার লয় প্রাণ। কাহার পদে ধরি, শূন্যে ঘূর্ণিত করি, আছাড়ে করে সমাধান ।। কেহ বা শত শত, চাপড়ে করে হত, কিলে শতাঙ্গ করে গুঁড়া। সমর কার দাপে, ফিরিছে এক চাপে, ধরিয়া তরু গিরি চূড়া ।। যুঝিছে ঘোরতর, সমরে ব্যোমচর, দানব মরে বহুতরে। বিস্ময় হয়ে মনে, ভাবেন অসুরগণে, আজি মরণ এ সমরে ।। ভাবে বুঝিনু মর্ম্ম, বুড়ির এই কর্ম্ম, মেয়ে সে সামান্যা না হয়। করিয়া ছল কল, আইল রণস্থল, হয়ে প্রাচীনা অতিশয় ।। কহিনু বহু মন্দ, পাইয়ে সেই ছন্দ, এতেক রঙ্গ আরম্ভিল। আছিল বুড়ী একা, হইল ভয়ানকা, পরে সে রূপ তেয়াগিল ।। হইল দশ কর, ধরিয়া নানা শর, গৌরাঙ্গী কেশরি বাহন। কোথা হইতে এসে, এতেক সেনা

শেষে, মিলিল কামিনী সনে।। সভয় হয় মনে, কি করে আজি রণে, দেখিয়ে জীবন শুকায়। নৃসিংহ দাসে দয়া, কর গো গিরিজায়া, শ্রীকবিরত্ন রস গায়।।

করাল শক্তি সংগ্রাম।

পয়ার। সেনা সব সকাতর দেখিয়া বিশাল। অগ্রসার হইল আসি সমরে করাল।। দুর্জ্জয় দানব দুর্গাসুর সেনাপতি। ধনুর্ব্বাণ লয়ে কৈল সমর আরতি।। মহাবীর দাপে চাপে চড়াইল চড়া। শব্দে সূর্য্য শতাঙ্গে তুরঙ্গ ছেঁড়ে দড়া।। আস্ফালনে আশুইশু পুরিলা সন্ধান। হুঙ্কারে ছুড়িয়া পড়ে হুতাশে পাষাণ।। ঘোরতর গর্জ্জন গর্জ্জনে বাণ ছাড়ে। মহাশব্দে মহাপুরে শেষ মহী নাড়ে।। আচ্ছন্ন ভাস্কর কর বাণ বরিষণে। অষ্টদিক অন্ধকার না দেখি নয়নে।। মেঘসম সমাচ্ছাদ হইল আকাশ। মধ্যেতে শরাগ্নি যেন তড়িত প্রকাশ।। বাণের নির্ঘাতশব্দ যেন বজ্রাঘাত। শরফলা সরে প্রায় দেখি উল্কাপাত।। বাণে খণ্ড২ দেবী আবরণগণ। ক্ষত অঙ্গ রুধির বাহিছে ঘনেঘন।। দেখিতে না পায় চক্ষু মুদিয়া বিসগ। যেন খগরাজ দেখে নতশীর রগ।। মৃত কল্প যোগিনী ডাকিনী স্পন্দ হীন। পিশাচ রাক্ষস প্রেত সকলে মলিন।। ব্রহ্ম দেখি পলায়ন করে যেন-ফেরু। তদ্রূপ ভৈরবে ভঙ্গ দৈত্য ভয়ে ভীরু।। মহাদাপে মহাসুর যুঝিছে করাল। সম্মুখে তাহার কেহ নাহি ধরে তাল।। ভঙ্গ চণ্ডিকার সেনা রণে স্থির নয়। দেখিয়া নায়িকাগণ ক্রোধান্বিতা হয়।। অসি খর্প চর্ম্ম কাতি ত্রিশূলাদি ধরি। সংগ্রামে সংগ্রাম করে হয়ে ভয়ঙ্করী।। উগ্রচণ্ডা অসিঘাতে করে খান-খান। খর্পর পূরিয়া দৈত্য রক্ত করে পান।। মুহূর্ত্তেকে বিনাশিল অযুত অযুত। প্রচণ্ডা প্রখরা রণে নাশে দিতীসুত।। চণ্ডোগ্রা সমরে মারে অসংখ্য অসুর। কিল লাথি প্রহারে মস্তক করে চূর।। মারে চণ্ড নায়িকা সমরে সেনাগণ। প্রহার করিয়া নিদারুণ প্রহরণ।। দৈত্য মাংস ভক্ষণ করিছে অনায়াশে। শঙ্কোচিত সেনাগণ সকম্পিত ত্রাশে।। প্রবেশি সমরে চণ্ডা চারি ভিতে ধায়। যোগিনী ডাকিনী মারে কাটে কত খায়।। চণ্ডবতী সংগ্রামে করয়ে মহামার। শেল শূল শক্তি তল করিছে প্রহার।। হুঙ্কার ছাড়িছে ঘন ভয়ঙ্কর রব। দন্ত করি দলিছেদানব সেনা সব।। চণ্ডরূপা চক্রশূল করিয়া ধারণ। প্রতাপে প্রহারে দৈত্য হৃদি বিদারন।। অসিচর্ম্ম ধরি চণ্ড নায়িকা ভীষণা। করে রণ ঘোরতরে সুরঙ্গ দর্শনা।। সুরাপানে উন্মত্তা ভ্রমিছে সমরে। টলটল টলটল তরতর ভরে।। অসিধরি রণকরি নাশিছে দানব। অট্টহাসে পুনঃ পুত খাইয়ে আসব।। প্রলয় করিল রণে দণ্ডেকের মাঝে। মার২ শব্দে দানব সব সাজে।। শোণিতে বহিছে নদী ত্রাশিত অসুরে। সুখে রক্ত পান করে শৃগাল কুক্কুরে।। এই রূপে যুদ্ধ করে নায়িকা সকল। টল২ পদভরে করে ধরাতল।। দেখিয়া করাল দৈত্য প্রহারিছে বাণ। ত্রিভুবন সশঙ্কিত হৈল কম্পমান।। সহিতে না পারে রণ

নায়িকা ব্যাকুলা। দেখি অষ্টশক্তি আসি হৈল সানুকুলা ।। শ্রীযুক্ত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ।।

অষ্ট শক্তির সংগ্রাম।

বীররস।

লঘু-ত্রিপদী। ব্রাহ্মণী সমরে, কমণ্ডলু করে, ছাট মারিছে দানবে। হয় বল হত, রণোৎসবে রত, ক্ষীণ সমাবেশ সবে ।। মহেশ্বরী রণে, বৃষ আরোহণে, ত্রিশূল করে প্রহার। বান্ধি নাগপাশে, দৈত্যসেনা নাশে, বহু হইল সংহার ।। বৈষ্ণবী গরুড়ে, হইয়া আরূঢ়ে, ধরি চক্র গদা করে। করি চক্রাঘাত, দানবশনিপাত, করয়ে পশি সমরে ।। কৌমারী সংগ্রামে, মহাধূম ধামে, ঘোর-বেশে করে রণ। শক্তি প্রহারিয়ে, দানব মারিয়ে, রুধির করে অশন ।। ইন্দ্রাণী কুঞ্জর, পৃষ্ঠে করি ভর, করেতে কুলিশ ধরি। ছাড়ে হুহুঙ্কার, করে মার মার, অসুর সংহার করি ।। বারাহী সমর, করে ঘোরতর, ওষ্ঠ দন্তাঘাতে মারে। নারসিংহী রণে, নাশে দৈত্যগণে,বজ্র নখর বিদারে ।। শিবা সঙ্গে করি,শিবানী শঙ্করী, গোমায়ু পৃষ্ঠেতে ভর। ঘন ঘণ্টা বাজে, শিবানী বিরাজে, রণ করে ঘোরতর ।। ধরি নানা বাণ, ভুষণ্ডী কৃপাণ, গদা টাঙ্গী শেল শূল। করে কলরব, অতি অসম্ভব, সমরেতে হুলস্থূল ।। রণে ধেয়ে যায়, রক্ত মাংস খায়, সরবে ভ্রমে পাণ্ডব। দেখি রণ শিবা, হাসিছেন কিবা, সঘনে করি তাণ্ডব ।। অযুত অযুত, মারে দিতীসুত, শোণিত করয়ে পাণ। যোগিনী ডাকিনী, হাকিনী সাকিনী, ঘন ডাকে হান হান ।। রুধিরের পানা, পান করে দানা, নাচে দিয়ে করতালি। বম বম গাল, বাজায় বেতাল, ডাকে কালী জয় কালী ।। সৈন্য হয় নাশ, দেখে ভাবে ত্রাস, করাল করয়ে রণ। করি আস্ফালন, বাণ বরিষণ, করে ঘোর দরশন ।। শক্তিগণ সনে, যুদ্ধ করে রণে, ছাড়ে নাদ বিপর্য্যয়। দেবী সেনাগণ নাহি সহে রণ, শক্তিগণে পরাজয় ।। বরিষয়ে বাণ, দৈত্য বলবাণ, করে ভীষণ সংগ্রাম। নৃসিংহ আদেশে, দ্বিজ কবি ভাষে, শ্রীনন্দকুমার নাম ।।

দশ মহাবিদ্যা প্রকাশে প্রথমত কালী মূর্ত্তি প্রকাশ।

রাগিণী সুরট। তাল জৎ।

ধুয়া। ঘোর সমরে, কে নাচেরে, আনন্দে উন্মত্তা বামা। মারে কাটে —
কত খায় তবু রণে না দেয় ক্ষমা ।। যোগিনী ডাকিনী কালী, ঘন দেয়
করতালি, ভৈরবে গাল ববম ববম, ভবানী ভৈরবী শ্যামা ।।

পয়ার। পরাজয় হইয়ে পলায় দেবীগণ। চণ্ডির নিকটে গিয়া লইল শরণ। রক্ষা নাহি তারিণী গো সংগ্রাম এবার ।। করাল অসুর করে সমর দুর্ব্বার। তাহার সম্মুখে যুদ্ধ কার সাধ্য করে। পরাজয় হইলাম আমরা সমরে ।। শুনিয়া শক্তির মুখে দানবের শক্তি। থর থর কাঁপে কায়া কোপে শিব শক্তি ।।

লোহিত বরণ ঘন ঘোরে ত্রিলোচন। উর্দ্ধনেত্রে ধক্ ধক্ জ্বলে হুতাশন॥ ভ্রুকুটি করিয়া ভীমা হাসে খল খল। আদ্র তনু বদনে বহিছে শ্রমজল॥ নয়নের মৃগ মদ মিশ্রিত হইল। এক বিন্দু ঘর্ম্ম তার ধরায় পড়িল॥ দুর্জ্জয় অসুর কুল করিতে বিনাশ। কার বৃহ মূর্ত্তি তাহে স্বরূপ প্রকাশ॥ প্রভেদ প্রভেদ রূপ ধরেন তখন। সকলে স্বয়ং পূর্ণা অংশ কেহ নন॥ আপনি হইলা কালী করাল বদনা। ঘনশ্যামা মুক্তকেশী বিকট দশনা॥ আন্দোলিত রসনা সভয়া ভয়ঙ্করী। চতুর্ভুজা শিশু কর্ণা বামা দিগম্বরী॥ নর মুণ্ডমালা গলে গলিত রুধির॥ নরকর কাঞ্চি করে ভূষণ কটির॥ ত্রিনয়ন চন্দ্র সূর্য্য অনল সমান। অসি খর্প ধরা বরা ত্রিশূল কৃপাণ॥ ঘন ঘন হাসে বামা বিস্তারি বদন। হুহুঙ্কার করে কোপে করি আস্ফালন॥ সমরে চলিলা কালী দেবী হৈমবতী। সঙ্গেতে যোগিনী শক্তি অতি কোপমতি॥ কাপিকা করাল রূপা রুধির ভক্ষিণী। অট্ট অট্ট হাসে সঙ্গে ডাকিনী রক্ষিণী॥ মারে কাটে চোটে চাটে নাচে কালী রণে। চঞ্চল হইল ধরা চরণ চালনে॥ লক্ষ লক্ষ বাজী ধরে আকর্ষিয়া হাতে। যূথে যূথে চাপিয়া ধরিছে যূথনাথে॥ বিস্তারিয়া অবহেলে নিঃক্ষেপ বদনে। ভক্ষণ করেন কালী চর্ব্বিয়া দশনে॥ ঘন ঘন হুহুঙ্কার করে ভয়ানক। ত্রাসিত ত্রৈলোক্য নেত্রে নিকলে পাবক॥ খট্টাঙ্গ প্রহারে কারে কাহারে কৃপাণ। ব্যস্ত হৈল দৈত্য সেনা ত্যজিছে পরাণ॥ করাল আসিয়া যুদ্ধে হৈল আগুসার। কালিকার অঙ্গে করে আয়ুধ প্রহার॥ অসিতে নাশিছে কালী করালের শর। খণ্ড খণ্ড হয়ে বাণ পড়ে অতঃপর॥ মহাকোপে মহাসুর করিছে সন্ধান। সম্বরিতে সে বার নারিলা কালী বাণ॥ ব্যস্ত হয়ে ফিরে দেবী সরেতে ক্ষতাঙ্গী। চঞ্চলাক্ষী কহে কবি চঞ্চল অপাঙ্গী॥

করাল বধ।

ত্রিপদী। অস্থির হইয়া রণে, কালিকা চিন্তিয়া মনে, অসিচর্ম্ম করিলা ধারণ। বিনাশিয়া দানবেরে, সমর সমাজে ফেরে, গ্রাস করে তুরঙ্গ রাবণ॥ ধরি হাজারে হাজার, দানবে করে আহার, মহামার করে ঘোরতর। সম্মুখে যাহারে পায়, ততক্ষণে গ্রাসে তায়, টলমল করিছে সমর॥ শোণিত খর্পরে ভরি, সঙ্গে যত সহচরী, কালীর অধরে ধরে আনি। আপনারা খায় কত, রক্ত মাংস অবিরত, উনমত্তা নাচিয়ে কৃপাণী॥ করাল হানিছে বাণ, চোখ চোখ খরসান, ঢালে উড়ে লয় মহামায়া। আর কত শত বাণ, খাইয়ে করে নির্ব্বাণ, আকাশ পাতাল যুড়ে কায়া॥ মহাকালী কোপবতি, ভয়ে নত বসুমতী, বেগে ধায় করাল সম্মুখে। কৃপাণের চোট চাটে, রথের তুরঙ্গ কাটে, সারথির সহিত কৌতুকে॥ রথ ভাঙ্গে পদাঘাতে, দৈত্য নামে বসুধাতে, ধনুর্ব্বাণ করিয়া ধারণ॥ দেখে দেবী করি দাপ, হাতের কাটিলা চাপ, ছিন্নধন্বা বিরথ তখন।

অসার ভাবিয়া মনে, অসি চর্ম্ম ধরি রণে, করে রণ ঘন ঢাল সাটে। তাহে ক্রোপ কালিকার, দৈত্য করে পুনর্ব্বার, নিজ খড়্গে অসিচর্ম্ম কাটে ॥ করাল কুপিল তায়, গদা ধরি পুনরায়, চণ্ডিকারে করিতে নিধন। দেখিতে দেখিতে কালী, ক্রোধে নৃকপাল মালী, খড়্গে গদা করিলা ছেদন ॥ নিরস্ত্র হইয়া পরে, আসি বাহু যুদ্ধ করে, মহাসুর প্রবল প্রচণ্ড। মহাক্রোধে মহেশ্বরী, তীক্ষ্ণধার অসি ধরি, মাথা কাটি করে দুই খণ্ড ॥ সসৈন্যে করাল পড়ে, দৈত্য পলাইল রড়ে; নৃত্য করে সমরে কালিকা। করালের মুণ্ড করে, রক্ত ধারা ঝর ঝরে, কত শত জাম্বুকী পালিকা ॥ রুধির শোভিত গায়, মেঘে সৌদামিনী প্রায়, নৃত্য করে রণরঙ্গ ভরে। পদভরে কম্পে মহী, ভার নাহি সহে অহী, অট্ট২ হাসিছে অধরে ॥ যোগিনী ডাকিনী সবে, নাচে মহা মহোৎসবে, ঘন ঘন ছাড়ে হুহুঙ্কার। গাল বাদ্য করতালি, ডাকে জয়২ কালী, বিরচিল শ্রীনন্দকুমার ॥

কাত্যায়নী নিকটে কালিকা যুদ্ধ জয় সংবাদ দেন।

রাগিণী সুরট। তাল জৎ।

ধুয়া। কেরে বামা মুক্তকেশী নাচে রণ রঙ্গ ভরে। একি সজ্জা নাহি লজ্জা দিগম্বরা অসি করে ॥ দিতী শত কত কত, অসিঘাতে করি হত, শিবাযুক্ত দৈত্য রক্ত হরিষে অশন করে ॥

পয়ার। নাচে গায় মহানন্দে নাশিয়া অসুর। বাজায় পিনাক শিঙ্গা রবাব ডম্বুর ॥ শৃগাল কুক্কুর নাচে রক্ত করি পান। রণপ্রিয়া রঙ্গিণী ডাকিছে হান হান ॥ নাচিতে২ কালী করিলা গমন। অম্বিকা নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥ আলোল রসনা ভয়ঙ্করী ঘোর বেশ। সৃক্কে গলে রক্তধারা বিগলিত কেশ ॥ দেবীরে কহেন আদ্যাধরে লগ্নহাস। দুর্জ্জয় দানব যুদ্ধে হইল বিনাশ ॥ বহু কষ্ট পাইয়াছি তাহার সমরে। হের দেখ দৈত্যমুণ্ড মোর বাম করে ॥ দেখিয়া চণ্ডিকা বলে করালেরে বধি। করালিনী তব নাম হৈল অদ্যাবধি ॥ মহাবিদ্যা মধ্যে তুমি প্রথমে গণনা। কালী করালিনী ঘোষা অগ্রেতে অর্চ্চনা ॥ পরস্পর দুই জনে কৈলা আলিঙ্গন। দেবগণে অর্দ্ধশশী করিলা অর্পণ ॥ সম্মান করিয়া দেবী দিলা ধন্যবাদ। সম্মানিতা হয়ে কালী পরম আহ্লাদ ॥ মগ্না হয়ে নৃত্যকরে হাসে খল২। ভার নাহি সহে ধরা যায় রসাতল ॥ ঝলকে২ উঠে সাগরের জল। দেখিয়া শঙ্কিত হৈল অমর সকল ॥ সৃষ্টি নাশ হৈল আজি কি করি এখন ॥ কাত্যায়নী আগে কহে যত দেবগণ। রক্ষা কর শঙ্করী গো শঙ্কটে এবার। সহিতে না পারে ধরা কালিকার ভার ॥ অসুর বিনাশ করি রাখিলা মা সৃষ্টি। এবার রাখগো তারা করি কৃপাদৃষ্টি ॥ দেবগণে কাতর দেখিয়া দেবী কন।

ইহার উপায় মাত্র দেব পঞ্চানন।। তিনি আপনার হৃদে ধরি কালিকায়। বিপ-রীত রতে রত হৈলে রক্ষা পায়।। শুনি দেবগণ সহ চলিলা বাসব। শিবের নি-কটে গিয়া করিছেন স্তব।। শ্রীনৃসিংহ দাসে ইত্যাদি।

শিব শয়নোপরি কালিকা বিহার।

পয়ার। সকাতরে দেবগণ কহে পঞ্চাননে। রক্ষা কর বিশ্বনাথ কৃপাব-লোকনে।। কালিকার নৃত্য রঙ্গে ধরাতল যায়। হৃদে ধরি বিপরীতে শান্ত কর তায়।। এইরূপ নিবেদিয়ে করিল বিনয়। আশুতোষ পশুপতি স্তবে তুষ্ট হয়।। দেবতা সহিত উপনীত পঞ্চানন। যথা রণস্থলে কালী করেন নটন।। নব মেঘ পুঞ্জ আভা আলু থালু কেশ। দেখিয়া শিবের মনে অনঙ্গ আবেশ।। সম্মুখে পড়িলা শিব করিয়া শয়ন। নাচিতে২ কালী কৈলা আরোহণ।। উনমত্তা নাহি জ্ঞান লজ্জা সজ্ঞাগতা। শিবোপরি হৈলা বিপরীত রতে রতা।। শঙ্কর বাহিনী কালী কাল নিবারণা। স্থির হৈল বসুমতী কালীর শান্তনা।। এ অবধি শিবা-রূঢ়া হইলা শঙ্করী। সুস্থ হৈল দেবগণ কালী স্তব করি।। দূত গিয়ে দুর্গাসুরে কহিল তখন। করাল পড়িল রণে শুনহে রাজন।। শুনি দৈত্যেশ্বর কোপে হুতা-শন প্রায়। সেনাপতি ঊর্দ্ধ শিখে সমরে পাঠায়।। চলে মহাবীর নিজ সেনা সঙ্গে করি। মার মার শব্দেতে বিবিধ অস্ত্র ধরি।। রথরথী অগণন বিস্তর পদাতি অসিচর্ম্মি ধানুষ্কি অসংখ্য ঘোড়া হাতি।। সমরে প্রবেশি আসি ছাড়ে হুহু-ঙ্কার। ত্রিভুবন কম্পমান শঙ্কা দেবতার।। ত্রাস্ত হয়ে চলে কালী সেনাগণ সঙ্গে। উপনীত হৈলা গিয়া সংগ্রামেতে রঙ্গে।। ঘোরতর হুহুঙ্কার মালশাট মারে। শব্দে নভ পরিপূর্ণ ধনুক টঙ্কারে।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধা-য়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী।।

দেবীর তারামূর্ত্তি প্রকাশ।

রাগিণী কল্যাণী। তাল আড়া।

ধুয়া। তারা গো ভরসা চরণ তব ভব পারাবারে। তোমা
বিনে ত্রিসংসারে আর কে তারে।। দেখিয়া ভবের রঙ্গ,
থর২ কাঁপে অঙ্গ, কুসঙ্গী হইয়াছে সঙ্গ, তরঙ্গ পাথারে।
হাতে দণ্ড কেরুয়াল, ছয় দণ্ডী হলো কাল, কর্ণধার কি
করিবে ডুবালে আমারে।।

পয়ার। যোগিনী ডাকিনীগণ নাচিছে সমরে। হাকিনী শাকিনী শক্তি নায়িকা খেচরে।। ভৈরব বেতাল তাল কাল মহাকাল। ভুত প্রেত পিশাচ নাচিছে ভাল ভাল।। দৈত্য সেনা বিনাশিছে সংগ্রামের মাঝে। মহাকোপে ঊর্দ্ধশিখ সমরেতে সাজে।। মার২ শব্দ করি ধরে ধনুখান। বরিষয়ে বাণ ত্রিভু-বন কম্পবান।। রবিকর আচ্ছাদিত নাহি চলে দৃষ্টি। একাক্রমে এক ঘায়

কৈল বাণ বৃষ্টি ॥ কালিকা সমর করে ধরি খাঁড়া ঢাল। অসিতে কাটিয়া অস্ত্র যুদ্ধে করে টাল ॥ অপর অসুর নাশি রক্ত করে পাণ। কত হাতি ঘোড়া খায় নাহি পরিমাণ ॥ তাহা দেখি কোপে উর্দ্ধশিখ মহাবীর। বরিষণ করে বাণ গরজে গভীর ॥ বাণেং ক্ষত অঙ্গ হৈল কালিকার। সর্ব্ব অঙ্গ ভিজিয়া বহিছে রক্তধার ॥ নিবারিতে নারি শর ব্যস্ত অতি কালী। টিটকারে দৈত্য নাচে দিয়ে করতালি ॥ বধ্য নয় উর্দ্ধশিখ ভাবিয়া তখন। ভঙ্গ দিয়া চলে রণে দেবী সেনাগণ ॥ কাত্যায়ণী আগে গিয়া করে নিবেদন। এবার সংগ্রাম জয় হৈল দুর্ঘটন ॥ যুদ্ধে স্থির হৈতে নারি সম্মুখে তাহার। বিহিত যা হন কর কর্ত্তব্য ইহার৭। আমার নাহিক সাধ্য সংগ্রামেতে আর। শুনে মহাক্রোধ মন হৈল চণ্ডিকার ॥ আক্রোশে আবেশে রোষে ছাড়েন হুঙ্কার। শব্দে স্তব্ধ তিন লোক কম্পে পারাবার ॥ উর্দ্ধশিখা এক জটা ছিঁড়িয়া ফেলিলা। কায়া ভেদে তারারূপ ধারণ করিলা ॥ নীলবর্ণা লোল জিহ্বা দশন বিকটে। ভুজঙ্গ ভূষণ বদ্ধ উর্দ্ধ এক জটে ॥ ত্রিনয়না লম্বোদরা ব্যাঘ্রছাল পরা। খড়্গ কাতি নীলপদ্ম মুণ্ড খর্পধরা ॥ চারি হাতে শোভা করে এই চারি শালে। পাঁচখানি অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত কপালে ॥ মহা উগ্রবেশে তারা দিয়া দরশন। চলিলেন সেনা সঙ্গে করিবারে রণ ॥ শ্রীনন্দকুমার ভণে মধুরস গান। কর কাত্যায়ণী তারা নৃসিংহে কল্যাণ ॥

উর্দ্ধশিখ বধ।

পয়ার। আস্ফালনে মহাতারা চলিলা সমরে। সঙ্গে চলে দেবী সেনা নানা অস্ত্র ধরে ॥ মহাদাপে কম্পে ধরা করে টলমল। সংগ্রামে শঙ্করী সেনা হইল প্রবল ॥ দৈত্যগণ নাশে সব করি আস্ফালন। খর্পর পূরিয়া রক্ত খায় দানাগণ ॥ ছুটপাট চোটচাট চড়ে চটচটি। গুমগাম নাতি কীল মারে পটপটি ॥ প্রলয় হইল দৈত্য সেনা হৈল নাশ। দেখিয়া অসুর সেনাপতি ভাবে ত্রাস ॥ তথাপি সাহসে ভর করিয়া আইল। ধনুর্ব্বাণ ধরি বীর যুদ্ধ আরম্ভিল ॥ মহাকোপে মহাবীর মারে প্রহরণ। খড়্গেতে সকল তারা করে নিবারণ ॥ যত বাণ মারে সব করেন বিনাশ। কৌতুকে তারার মুখে অট্টং হাস ॥ খড়্গ চোটে কাটে রথ তুরঙ্গ সারথি। বিরথী হইয়া বীর নামে বসুমতী ॥ ভূমে থাকি মারে বাণ ঘোর দরশন। খড়্গ চোটে বাম হস্ত করিলা ছেদন ॥ ধনু সহ বাম হস্ত ভূমেতে পড়িল। ডানি হাতে ধরি খাড়া মারিতে চলিল ॥ দেখে তারা ডানি হস্ত কাটিলেন তার। পদাঘাত করিবারে যায় পুনর্ব্বার ॥ পুনঃ তারা কাটিয়া পাড়িলা দুইপায়। ব্যাদান করিয়া মুখ গিলিবারে যায়। কাতিতে কাটিয়া তারে করি দুই খান। খর্পর পূরিয়া তারা রক্ত করে পাণ ॥ নাচে রণোৎসবে সবে দিয়া জয়২। মধুর মঙ্গল গাঁথা কবিরত্ন কয় ॥

ঊর্দ্ধতাসুরের যুদ্ধ।

ত্রিপদী। ঊর্দ্ধশিখ হৈল নাশ, খণ্ডিল দেবের ত্রাশ, নাচে তারা উনমত্তা হয়ে। বিগলিত জটাজুট, গর্জ্জে ভুজঙ্গ মুকুট, শ্রম শান্তি সব উরে রয়ে॥ যোগিনী ডাকিনী সবে, নাচে গায় মহোৎসবে, ভূত প্রেত রক্তমাংস খায়। নায়িকা শক্তি রঙ্গিণী, সব বয়স সঙ্গিনী, সবে সুধা অধরে যোগায়॥ মহানন্দে দেবগণ, করে পুষ্প বরিষণ, বিদ্যাধরি নাচে সুললিত। অপ্সরা গন্ধর্ব্বগণ,করে দুন্দুভি ঘোষণ, কিন্নরে মধুর গায় গীত। এই রূপে রণজয়, করে পুলকিত হয়, পুনঃ ভূমে ছাড়ে ঘোরনাদ। ঊর্দ্ধশিখ পড়ে রণে, দূত মুখে ততক্ষণে, দুর্গাসুর পাইল সংবাদ॥ কোপে কাঁপে কলেবর, স্থির নহে থরং, ঊর্দ্ধতেরে সমরে পাঠায়। দৈত্যেশ্বরে আজ্ঞা পায়, দম্ভে ধরণী কাঁপায়, রণ মুখি হৈয়া বীর ধায়॥ দুর্জ্জয় অসুর সঙ্গে, সমরে প্রবেশি রঙ্গে, মহামার কৈল উপস্থিত। সন সন ছাড়ে শরে,গদা ঠনং করে, টঙ্কার হুঙ্কার বিপরীত॥ শুনে দেবী সেনা-গণ, ধায় করিবারে রণ, নানা অস্ত্র করিয়া ধারণ। ছাড়ে ঘন হুহুঙ্কার, হান হান মারং, কাটং গভীর গর্জ্জন॥ ভূত প্রেত নিশাচর, রুদ্র ভৈরব খেচর, মহাকাল করবাল করে। বেতাল বটুক যত, অস্ত্র ধরি নানা মত, সিংহনাদ ছাড়িছে সমরে॥ যোগিনী ডাকিনীগণে, নায়িকা শক্তির সনে, কালী তারা আসি রণ করে। বিশ বিশ জনে ধরি, বদনে নিক্ষেপ করি, অবহেলে পুরিছে উদরে॥ মুহূর্ত্তেকে বিনাশিল, রক্তে রণ ভাসাইল, দেখিয়া ঊর্দ্ধত এলো রণে। ধনুকে টঙ্কার দিয়া, নানা শর বরষিয়া, আচ্ছাদিল রবির কিরণে॥ ঘোরতর করে রণ, হাঁক ডাক আস্ফালন, ক্রমে আট দিন গত হয়। যুদ্ধ হয় ঘোরতর, সম্বরণ নহে শর, দেবী সৈন্য হৈল পরাজয়॥ কাত্যায়নী আগে তারা, কহেন সংগ্রাম ধারা, ঊর্দ্ধশিখে যে রূপ নাশিলা। শুনে দেবী হৈমবতী, আনন্দিত হয়ে অতি, পুনঃ রণ বার্ত্তা জিজ্ঞাসিলা॥ এবার কে আইল রণে, যুদ্ধ করে কার সনে, শুনে তারা কহিতে লাগিলা। নৃসিংহে আশীষ করি, সেবা করি মহেশ্বরী, শ্রীনন্দকুমার বিরচিলা॥

ঊর্দ্ধতাসুর বধে দেবীর রাজরাজেশ্বরী
মূর্ত্তি প্রকাশ।

ধুয়া। ত্রাহি তারিণী প্রণতজনে। বিহীন ভজন মরি বিচেতনে॥

পয়ার। তারা কন তারিণী গো সমরে এবার। ঊর্দ্ধত অসুর রণে করে মহামার॥ প্রকাণ্ড আকার তার অতি ভয়ঙ্কর। মহাবেগে যুদ্ধ করে ঘোর আড়ম্বর॥ সম্মুখে তাহার স্থির হইতে না পারি। স্বগণ সহিতে পলায়ন কৈনু হারি॥ শুনিয়া শঙ্করী হৈলা ক্রোধে হুতাশন। হুঙ্কার ছাড়িলা ঘন নিশ্বাস বচন॥ ক্রোধে রূপ ধারণ করিলা ভয়ঙ্করী। রক্তবর্ণা ত্রিনয়না রাজরাজেশ্বরী॥

ভালে সুধাকর কলা শোভে নিরাঙ্কুশ। চারি করে ধরে ধনুর্ব্বাণ পাশাঙ্কুশ।। রক্তবস্ত্র পরিধানা নানা অভরণ। চতুর্দ্দিগে বেষ্টিত যোগিনী প্রেতগণ।। উর্দ্ধত২ বড় ঘোর দরশন। তারে বিনাশিতে রণে করিলা গমন।। সঙ্গে চলে যত সেনা আস্ফালন করি। সংগ্রাম করেন গিয়া রাজরাজেশ্বরী।। মহাকোপে অসুর সমরে করে রণ। বিনাশ হইল যুদ্ধে বহু সেনাগণ।। রক্তে নদী বহে তথা অতি খর স্রোতে। ভাসিল মাতঙ্গ বাজি শতাঙ্গ সর্শোতে।। রক্তারক্তি হৈল অঙ্গ ভৈরবাদি সব। প্রেমানন্দে দেবী সেনা করিছে তাণ্ডব।। দেখিয়া উর্দ্ধত কোপে করিছে সমর। চাপে চড়াইয়া চড়া হানে চোখশর।। বিন্ধিছে যতেক শঙ্করীর সেনাগণে। অস্থির হইলা দেবী অসুরের রণে।। মারে বাণ অবিরত অসুরের গায়। আচ্ছন্ন হইল রবি দৈত্যভয় পায়।। বাণে২ ক্ষত অঙ্গ উর্দ্ধত অসুর। দলিতাঙ্গ দরদর দলিত প্রচুর।। নিবারিতে নারে বাণ দানব কাতর। বল টুটে আইল জর্জ্জর কলেবর।। মহাবিদ্যা বিষমা যুঝিছে এক-শাটে। সতুরঙ্গ শতাঙ্গ সারথি শরে কাটে।। উর্দ্ধতের অসিচর্ম্ম গদা তূণ ধনু। কাটিয়া নিরস্ত্র করি বিন্ধিছেন তনু।। ভাবিয়ে অসার দৈত্য মাতঙ্গ ধরিল। রাজরাজেশ্বরী প্রতি নিঃক্ষেপ করিল।। তাহাকে কাটিলা দেবী প্রখর সন্ধানে। নিষ্ঠুর অসুরে চূর কৈলা বজ্রবাণে। উর্দ্ধত পড়িল রণে নাচয়ে কৃপাণী।। দানাগণে করে তার ধড় টানাটানি।। প্রফুল্ল চণ্ডিকা সৈন্য করে জয় জয়। ত্রিদশের গেল ত্রাশ হইল নির্ভয়।। রণজয়ী বাদ্যবাজে সমরে তখন। দ্বিজ কবিরত্ন গায় নূতন কীর্ত্তন।।

অত্রমধ্যে রাজরাজেশ্বরীর বিবাহ।

পয়ার। তাণ্ডবে তরল তল যায় ধরাতল। কালবুঝি কামদেব হইলপ্রবল।। আশক্ত মদনে মন মহাবিদ্যা নাচে। উপনীত উর্ব্বীধর তনয়ার কাছে।। রণ-জয় বার্ত্তা দিয়া নৃত্য আরম্ভিল। মহাসুখী মহামায়া হাসিতে লাগিল।। কাম-রঙ্গ কাত্যায়ণী দেখিয়ে তাহার। উদ্বাহ উদ্যোগ তবে হৈল অভয়ার।। কিবা লীলা চমৎকার বুঝা হয় ভার। কায়া ভেদে ভিন্ন ক্রিয়া কর্ম্মে আপনার।। পরম শিবেরে দেবী করিলা স্মরণ। স্মৃতমাত্র শঙ্কর দিলেন দরশন।। রত্ন সিংহাসনে শিব করিলা শয়ন। নাভিস্থলে শতদল হইল তখন।। সকল দেবতাগণ আইল তথায়। নাভিপদ্মে রাজ রাজেশ্বরীরের বসায়।। অনভূত অসম্ভব বিবাহ বিহীত। পতি পরে প্রকৃতি রহিত বিপরীত।। গোপণ তন্ত্রের কথা কল্পিত আগমে। শূন্যে সিংহাশন রহে লোকজন রমে।। অসম্ভব ভাবিভব হৈলা দ্বিধা-রূপ। নিয়ম করিলা দেবগণেতে তদ্রূপ।। হরিহর হিরণ্য গর্ভ্ভ্যার চিত্র হয়। চারি জনে শঙ্করীর সিংহাসন ধর।। বিধানে বাসব বিধি বিষ্ণু বিশ্বনাথে। সিংহাসন ধরিয়া রহিলা সবে মাতে।। বিধিমতে বিবাহ হইল শিব সনে। মঙ্গলাচরণ করি

নাচে দেবগণে ॥ এই অবধি চতুর্ব্বাহা রাজ রাজেশ্বরী। বিখ্যাত হইল ক্ষিতি শুনহে ভাগুরি ॥ ভাগুরি কহেন অতি অপূর্ব্ব আখ্যান। সুস্থ হৈনু তব মুখে শুনিয়া বাখ্যান ॥ পরে কি হইল কহ বিস্তারিত করি। কোন মূর্ত্তি প্রকাশিলা সমরে শঙ্করী ॥ মার্কণ্ডেয় বলেন উর্দ্ধত হৈল চূর। দূত মুখে সংবাদ পাইল দুর্গাসুর ॥ মহাকোপে দুর্গ হৈল অনলের প্রায়। আয়োদন নামে দৈত্যে সং-গ্রামে পাঠায় ॥ দ্বিজ কবিরত্নে গায় ভাবিয়া অভয়া। কর গো করুণাময়ী নৃসিংহেরে দয়া ॥

আয়োদনাসুরের যুদ্ধ।

বীররস।

ত্রিপদী। মহাসুর আয়োদন, ধায় করিবারে রণ, নানা প্রহরণ করে ধরি। শতাঙ্গ মাতঙ্গ কত, তুরঙ্গ বিড়ঙ্গ যত, শত শত সেনা সঙ্গে করি ॥ লম্ফে লম্ফে চলে যায়, শঙ্কা নাহি করে কায়, মহাকায় গরজে গভীর। ভীষণ রীষণ করে, শমন যাহারে ডরে, পদভরে কম্প বাসুকির ॥ সঘনে টঙ্কার শব্দ, চতুর্দ্দশ পুর স্তব্ধ, শঙ্খধ্বনি পূরিল আকাশ। প্রবেশিয়া রণস্থলে, ফিরে অতি কুতূহলে, দেখিয়ে ত্রিদশ ভাবে ত্রাস ॥ শব্দ শুনি ভয়ঙ্কর, ধায় চণ্ডিকার চর, নানা অস্ত্র করিয়া ধারন। দম্ভে দমে বসুমতী, সঘনে কম্পিত অতি, মহোদধি অস্থির জীবন ॥ অসংখ্য যোগিনীগণ, ডাকিনী ব্যোমচারণ, বটুক ভৈরব মহাকাল। শুক্তি নায়িকা, হাকিনী, ভূত পিশাচ সাঁকিনী, রাক্ষস বেতাল ব্রহ্মতাল"॥ করেতে খট্টাঙ্গ ঢাল, কার গলে মুণ্ডমাল, কেহ নৃকপাল করে ধরি। আদ্যা মহাবিদ্যা তিন, অবয়ব ভিন ভিন, কালী তারা রাজরাজেশ্বরী ॥ ধরিয়া বিবিধ বাণ, ডাকিছেন হান হান, বিনাশ করিছে দৈত্যগণে। শোণিত পূরি খর্পরে, চণ্ডি-কার সহচরে, রক্ত খায় মহানন্দে রণে ॥ সৈন্য হৈল বিনাশন, দেখি কোপে আয়োদন, রণে আসি পূরিছে সন্ধান। আকর্ণ পূরিয়া টান, হানে লক্ষ লক্ষ বাণ, ত্রিভুবন হয় কম্পমান ॥ শরেতে আচ্ছন্ন কৈল, দেবীরা কাতরা হৈল, সম্বরণ করিতে না পারে। রণে ভঙ্গ দিয়া যায়, দৈত্যগণে পাছু ধায়, ধর ধর বলি ধরিবারে ॥ ব্যস্ত হৈয়া চণ্ডিকায়, বার্ত্তা দিল নায়িকায়, অপমান হইলাম রণে। আয়োদন মহাবীর, কেহ যুদ্ধে নহে স্থির, শ্রীনন্দকুমার কবি ভণে ॥

আয়োদনাসুর বধে দেবীর ভুবনেশ্বরী

মূর্ত্তি প্রকাশ।

পয়ার। শুনে কোপবতী কাত্যায়ণী কোপ করে। আঘূর্ণিত রক্তচক্ষু প্র-স্ফীত অধরে ॥ অঙ্গ কাঁপে থর থর নাহি হয় স্থির। নেত্র হৈতে ধকং অনল বাহির ॥ কোপে কাত্যায়নী কাঁপে স্থির নহে মতি। হইলা ভুবনেশ্বরী মহেশ প্রকৃতি ॥ রক্তবর্ণা ত্রিনয়না জটাজুট মাতে। পাশাঙ্কুশ বরাভয় শোভে চারি

হাতে। অর্দ্ধ সুধা রশ্মি ভালে শীতস্বরা ধরা। সর্ব্ব অঙ্গে মণিময় আভরণ পরা ঘোর বেশী ত্রিলোকেশী হয়ে অবতার। শত্রুনাশ করা এক ছাড়িলা হুঙ্কার।। মহাভয়ে ত্রিলোক হইল সকম্পিত। চলিলা সমরে দেবী অতি পুলকিত।। মহা-বেগে রণে গিয়া করি অট্টহাস। ভয়ঙ্কর বেশে করে দানবে বিনাশ।। কত কাটে সংখ্যা নাহি আথালি পাতালি। উদর পূরিয়া রক্ত পাণ করে কালী।। দলিছে দানব সেনা নাহি জানি শেষ। পদ্ম ভাঙ্গে করি করি সলিলে প্রবেশ।। রক্তে নদী বহে ঠাট শোণিত সাঁতারে। দেখে আয়োদন আইল যুদ্ধ করি-বারে।। তুমুল সংগ্রাম করে আয়োদন বীর। শরেতে ভুবনেশ্বরী হইলা অ-স্থির।। ঘোরনাদ ছাড়ে বাণ করে বরিষণ। জর্জ্জর হইয়া ভঙ্গ দেয় দেবীগণ।। ভুবনেশ্বরীর প্রতি যত বাণ মারে। অঙ্কুশ প্রহারে দেবী সকল নিবারে।। পাশেতে বান্ধিয়া দেবী অঙ্কুশের ঘায়। বিনাশিয়া দৈত্যে যমালয়েতে পাঠায়।। আয়োদন মহাসুর ঘোর রণ করে। বিন্ধিছে দেবীর অঙ্গ নানাবিধ শরে।। তাহে মহাবিদ্যা হৈলা কোপমতি অতি। অঙ্কুশ ধরিয়া ধায় নড়ে বসু-মতি।। পদাঘাতে রথরথী করি করে চূর। হুতাশে ত্যজিল প্রাণ অনেক অসুর।। বেগবতী বেগে গিয়া আয়োদন বীরে। পদাঘাতে পাড়িয়া অঙ্কুশ মারে শিরে।। বুকে পদ দিয়া তার কৈলা আক্রমণ। ত্যজিল জীবন সেনাপতি আয়োদন।। দেবগণে পুষ্পবৃষ্টি করিছে কৌতুকে। দেবীগণে নৃত্য করে মহা-নন্দ সুখে।। যুদ্ধে জয় করি দেবী ছাড়ে সিংহনাদ। পলায় অসুরগণ গণিয়া প্রমাদ।। দূতমুখে শুনি দুর্গাসুর কোপে অতি। দ্বীপমুখে সংগ্রামে পাঠায় শীঘ্রগতি।। শ্রীনৃসিংহ দাসেরে শঙ্কটে সহায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী।।

দ্বীপমুখাসুরের যুদ্ধ তত্রমধ্যে ভৈরবী মূর্ত্তি প্রকাশ।

আবর্ত্তন।

পয়ার। দৈত্যাধিপতির আজ্ঞা পায়্যা দ্বীপমুখ। সৈন্য সহ সংগ্রামেতে হইল উৎসুক।। প্রবেশি সমরে আসি করে মহামার। সহিতে না পারে রণ সেনা চণ্ডিকার।। অম্বিকা নিকটে গিয়া দিলা দরশন। কহিলা যে রূপ নাশ হৈল আয়োদন।। এবার সংগ্রাম দেবী হয় অসম্ভব। দ্বীপমুখ যুদ্ধে মোরা হৈনু পরাভব।। দুর্জ্জয় অসুর সেনাপতি বলবান। ত্রিভুবন তাহার সমরে কম্পবান।। শুনি কাত্যায়ণী ক্রোধে করে গরং। কর পদ হৃদয় কাঁপিছে থরং।। আস্ফা-লন করে দেবী ত্রিলোকের ত্রাশ। মহাক্রোধে হৈলা রূপ ভৈরবী প্রকাশ।। রক্ত-বর্ণা চতুর্ভুজা মুণ্ডমালা গলে। বরাভয় পুস্তি অক্ষ মাল্য করতলে।। ত্রিলো-চনা মুক্তকেশী ভালে সুধাকর। নানা আভরণেতে ভূষিত কলেবর।। দিগম্বরী ভয়ঙ্করী সৃক্কে রক্তগলে। ঘোরাট্ট হাসিতে শঙ্কা পাইল সকলে।। চলিলা সামন্ত

সঙ্গে ভৈরবী সমরে। সংগ্রাম আরম্ভ করে অতি ভয়ঙ্করে ॥ সেনাগণে মারে কাটে ছাড়ে হুহুঙ্কার। মুহূর্ত্তেকে বহু দৈত্য হইল সংহার ॥ দেখি দ্বীপমুখ যুদ্ধ করে ঘোরতর। বিরচিল শ্রীনন্দকুমার কবিবর ॥

দ্বীপমুখ বধ।

রাগিণী মালকোষ। তাল আড়া।

ভাল নাচে রণে কেরে। ভৈরবী ভৈরব করা।

লঘু ত্রিপদী। ধরি ধনুর্ব্বাণ, পূরিয়া সন্ধান, দ্বীপমুখ করে রণ। চোখ২ শর, দেবীর উপর, করিতেছে বরিষণ ॥ আচ্ছাদিত ভানু, বাণেতে কৃষাণু, ধিকি ধিকি ধিকি জ্বলে। মারে এক গুণে, বাড়ে শতগুণে, গর্জ্জে আকাশ মণ্ডলে ॥ দানবের দাপে, ধরাধর কাঁপে, কেহ রণে স্থির নয়। যোগিনী ডাকিনী,নায়িকা শাকিনী, শক্তিগণে পরাজয় ॥ বিদ্যা চারি জনে, যুঝে আসি রণে, পরাভব হয় প্রায়। ভৈরবী দেখিয়া, ক্রোধেতে ভরিয়া, নাশিতে আইল তায় ॥ আয়ুদর কেশে, উনমত্তা বেশে, আথালি পাথালি মারে। সম্মুখেতে যায়, দেখিবারে পায়, ধরিয়া খাইছে তারে ॥ ধরিয়া ত্রিশূল, নাশে দৈত্যকুল, আকুল সকল সেনা। পলাইতে চায়, দেবী ধরে তায়, কেহ এড়াতে পারে না ॥ ধরি দ্বীপমুখে, ভৈরবী কৌতুকে, মুষ্টিকে করিলা চূর। ভঙ্গ দিয়া সব, পলায় দানব, বার্ত্তা পায় দুর্গাসুর ॥ অঘোর দানবে, পাঠাইলা তবে, বিনাশিতে দেবীগণে। দানব দুর্জ্জয়, সঙ্গে সেনাচয়, হাতি ঘোড়া অগণনে ॥ ধরি খাঁড়া ঢাল, সমরের কাল, অঘোর করে সমর। হৈল ব্যতিব্যস্ত, সবে হয় ত্রাস্ত, সমরে ভাবিছে ডর ॥ পরাজয় রণে, হয় দেবীগণে, না পারে সহিতে রণ। পড়িয়া শঙ্কটে, শঙ্করী নিকটে, সকলে আসিয়া কন ॥ বিস্তারিয়া সব, অঘোর দানব, যে রূপে সমর করে। শুনিয়া পার্ব্বতী, হৈলা কোপমতি, অল্প হাসিলা অধরে ॥ শ্রীনৃসিংহ দাসে, গীত অভিলাষে, নরাঙ্কিতে দেবী কন। অভিমতে সেই, গীত গাথা এই, কবিরত্ন বিরচন ॥

অঘোর বধে ছিন্নমস্তা মূর্ত্তি প্রকাশ।

আবর্ত্তন।

পয়ার। কোপে কাঁপে কলেবর নাহি হয় স্থির। কায়ব্যূহ হৈল এক প্রকৃতি শরীর ॥ কোকনদ বরণী মুণ্ডাস্থি মালা গলে। দিগম্বরী দুই ভুজা খড়্গ করতলে ॥ ত্রিনয়না শিরে জটা শশী কপালিনী। ঘোর উগ্রা মূর্ত্তি নাগযজ্ঞোপবিতিনী ॥ দুই সখী আছে সঙ্গে ডাকিনী যোগিনী। সৃক্কে বহে রক্তধারা নৃমস্ত ভক্ষিণী ॥ অঘোর বিনাশে ছিন্নমস্তা আখ্যা তাঁর। আকাশ পাতাল হৈল কলেবর যাঁর ॥ দৈত্য যুদ্ধে মহাদেবী করিলা প্রস্থান। অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখে উড়ে প্রাণ ॥ সঙ্গে শক্তি ভৈরব করিছে ঘোর রব। ত্রাসিত হইল শুনে যতেক

দানব ॥ সমরে প্রবেশি দেবী করে ঘোর রণ। অসি ধরে মারে অসুরের সেনাগণ। দশ বিশ জনে ধরি চিবায় দশনে। খর্পর পূরিয়া রক্ত করিছে অশনে ॥ ঘোরতর করে রণ না করে বিশ্রাম। পলায় দানব সেনা না সহে সংগ্রাম ॥ তাহা দেখি অঘোর করিছে ঘোর রণ। ব্যতিব্যস্ত শরে শরে যত দেবীগণ ॥ ক্রোধে কাঁপে মহাদেবী আপনা পাসরে। তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে দানবেরে নাশ করে ॥ দেবীর দাপটে ধরা কাঁপে থরহরি। রক্ত বহে স্রোতে যেন ভাদ্রপদে দরী ॥ উগ্রবেশে ভ্রমিছেন শোণিত ভক্ষিণী। সঙ্গে অসিহস্তা দুই ডাকিনী রঙ্গিণী ॥ কোপে দেবী ধরিলেন অঘোরের কেশে। টানিয়া লইলা সমরের এক দেশে ॥ খরশান খড়্গে কাটি কৈলা দুইখান। সহচরী সনে তার রক্ত কৈলা পান ॥ জয় জয় দিয়া নাচে যত দেবীগণ। নির্জ্জর করিছে সুখে রক্ত বরিষণ ॥ নাচে মহাবিদ্যা রণে পুলকিত কায়। মারে কাটে ধরে খায় সমুখে যা পায় ॥ হাতি ঘোড়া রথ রথী দানব সমরে। পাইল আহার করে নাহি আত্মপরে ॥ সজীব অজীব তার নাহি বিবেচনা। উদর পূরিয়া ভ্রমে তাণ্ডবে মগনা ॥ সর্ব্ব অঙ্গে রক্তধারা ভয়ঙ্কর বেশী। আকাশে ঠেকিল মাথা বিগলিত কেশী ॥ অপর অসুর সব পলাইল ডরে। মহাবিদ্যা সখীসনে নাচিছে সমরে ॥ মহাবিদ্যা ঠাকুরাণী আপনি যেমন। দুই সখী সমিভারে মিলেছে তেমন ॥ খেতে দড় নিজে যেন সঙ্গিনীরা তাই। হয় হস্তী রথ রথী মুখে দিলে নাই ॥ ভয়ে কেহ নাহি রহে নিকটে তাঁহার। কি জানি ধরিয়া কারে করয়ে আহার ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

ছিন্নমস্তার স্বরুধির পান।

কুরু করুণাময়ী প্রণত জনে। অনুগত আশ্রিত তব চরণে ॥

পয়ার। ক্ষুধানল শান্তি মহাবিদ্যার না হয়। তাহা দেখি দেবতাগণের হৈল ভয় ॥ সর্ব্বনাশ হৈল আজি নাহিক নিস্তার। এত বলি দেবগণ ভাবিছে অসার ॥ কি রূপে শান্তনা হবে না দেখি উপায়। অনুপায় ভাবি সবে কহে বিধাতায় ॥ বিধি কহিলেন বিধি এই এক সার। কামোদ্রেক করাইয়া দেয় অভয়ার ॥ কন্দর্পের শরাঘাতে ক্ষুধা পাশরিবে। আশক্ত মদনে হয়ে সঙ্গম ইচ্ছিবে ॥ পারা যাবে তখন তাহার চিন্তা নাই। রতিধীর সপক্ষেত মহেশ গোসাঞি ॥ ইহা বলি কামদেব দিলা পাঠাইয়া। আইলা মদন পুষ্প ধনুক লইয়া ॥ আকর্ণ পূরিয়া প্রহারিল পঞ্চবাণ। দেবীর নিকটে বাণ না করে প্রয়ান ॥ বাহুড়িয়া আইল পুনঃ মদনের কর। ব্যর্থ শর মীনকেতু হইল ফাঁপর ॥ বিচার করিল মনে কি করি এখন। শরাঘাতে শঙ্করীর মুগ্ধ নহে মন ॥ অতঃপর সাক্ষাতেতে করিব জম্ভন। দেখিব মোহিত দেবী না হয় কেমন ॥ এত বলি

রতিসহ মদন আপনি। অলশাক্ত হয়ে তবে নামিলা অবনী ॥ মহাবিদ্যা আগে আসি রতি রতিপতি। মোহ হেতু আরম্ভিলা বিপরীত রতি ॥ ঊর্দ্ধে রতি অধো কাম হইল মিলন। দেখি মহাবিদ্যা দেবী হাসিলা তখন ॥ মনেং ভাবিলেন কাম ব্যবহার। কাম মোহে ক্ষুধা শান্তি করিবে আমার ॥ কামের কি সাধ্য বলে করিবে আমায়। গুমান করিয়া গুঁড়া দেখাব উহায় ॥ হায়রে মদন তোর বুদ্ধি সাধারণ। আমাকেত পাও নাই সামান্যা এমন ॥ এতবলি হৈমবতী ত্বরায় তখন। রতি কামোপরি আসি কৈলা আরোহণ ॥ দুই পাশে দুই সখি খরেতে দাঁড়ায়। ক্ষুধিত হইয়া দেবী কাছে খেতে চায় ॥ দেখিয়া অমরগণ চিন্তাকুল সব। আরকে রাখিবে কাম হৈল পরাভব ॥ বিধাতা সহিত তবে দেবতা বাসব। মহাবিদ্যা কাছে আসি করিছেন স্তব ॥ রক্ষা কর সৃষ্টি মাতা ত্রিশক্তি অনুপা। সাম্যকর নিজ ক্ষুধা তুমি ক্ষুধারূপা ॥ স্তবে তুষ্টা হয়্যা দেবী করিলা অভয়। চিন্তা নাই সুস্থ হও ক্ষুধা শান্তি হয় ॥ এতবলি নিজ মুণ্ড করিয়া ছেদন। আপনার বাম করে করিলা ধারণ ॥ কণ্ঠ হৈতে তিন ধারা ছিন্নমস্তা খায় ॥ দুই ধারা দুই সখি সুখে করে পাণ। নিজ রক্তে ক্ষুধানল করিয়া নির্ব্বাণ ॥ সুস্থ হৈল দেবগণ সুখে নাচে গায়। পার্ব্বতী পাইয়া বার্ত্তা সুখি হৈলা তায় ॥ আপন নিকটে রাখে ছিন্নমস্তা কায়। নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গায় ॥

ধুমাসুরের যুদ্ধ। আবর্ত্তন।

ত্রিপদী। ভাগুরি মার্কণ্ডে কন, কহ শুনি তপোধন, বিস্ময় হয়েছে মোর জ্ঞান। ছিন্নমস্তা উপাখ্যান, রতিকামে আরোহণ, কোন তন্ত্রে ইহার প্রমাণ ॥ তত্ত্ব শুনেছি অনেক, তুমি কহিলেত এক, মতামতে মত ভেদ হয় ॥ শুনি মার্কণ্ডেয় কন, শুন ভাগুরি ব্রাহ্মণ, ইহাতে না করিহ সংশয় ॥ কত লীলা অবতার, হয়ে ছিল চণ্ডিকার, কেবা সংখ্যা করিবারে পারে। বিদ্যোৎপত্তি এইবার, হয়ে ছিল এ প্রকার, আছে কল্প আগম বিস্তারে ॥ শুনিয়া ভাগুরি কয়, পুনঃ কহ মহাশয়, কোন মূর্ত্তি হইলা প্রকাশ। কি রূপে হইল রণ, শুনি তার বিবরণ, কোন দৈত্য হইল বিনাশ ॥ কহিছেন ঋষিবর, অঘোর পড়িলে পর, দুর্গাসুর পাইল সংবাদ। ছিন্নমস্তা ব্যবহার, শুনে ভয় হৈল তার, মনেং ভাবিছে প্রমাদ ॥ ব্যস্ত হয়ে দৈত্যপাত, সংগ্রামেতে শীঘ্রগতি, ধূমাসুরে করিলা প্রেরণ। লৈয়ে নিজ দলবল, প্রবেশিয়া রণস্থল, হুহুঙ্কার ছাড়িলা ভীষণ ॥ শুনি শঙ্করীরগণ, আইলে করিবারে রণ, বিক্রমে ব্যথিত বসুমতী। মহামার করে আর, দৈত্য করিয়া সংহার, গর্জ্জে শক্তি সেনা কোপবতী ॥ বিনাশি দানব সব, নাচে বটুক ভৈরব, ভূত প্রেতে রক্ত করে পাণ। অসংখ্যা হইল নাশ, দৈত্যগণে ভাবে ত্রাশ, পলাইতে করে অনুমান ॥ ধূমাসুর মহাবীর, দেখিয়া সেনা অস্থির, সমরে

হইল আগুয়ান। আস্ফালনেতে গর্জ্জিয়া, ধনুকে টঙ্কার দিয়া, প্রহার করিছে খরবাণ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাস, যুগল উদ্যানে বাস, তাঁর অনুমতি অনুসারে। চণ্ডিকার প্রীতে গীত, নব কাব্য বিরচিত, কবিরত্ন শ্রীনন্দকুমারে॥

ধূম্রাসুর বধে দেবীর ধূমাবতী মূর্ত্তি প্রকাশ।

পয়ার। ধূম্রাসুর ধূমধামে করে মহারণ। সহিতে না পারে ভঙ্গ দিল দেবীগণ॥ শঙ্করীর সম্মুখে সকলে গিয়া কয়। ধূম্রাসুর যুদ্ধে মোসবার পরাজয়॥ রক্ষা কর রঙ্গিণী নতুবা সৃষ্টি যায়। শুনি কোপে কাত্যায়ণী হুতাশন প্রায়॥ ধূমারূপে কাত্যায়ণী হইলা প্রকাশ। অতি বৃদ্ধা বিধবা পকতা কেশ পাশ॥ কৃষ কলেবর অতি ক্ষুধায় কাতর। ধূম্রাবর্ণা বাতাশে দুলিছে পয়োধর॥ কাব্যধ্বজ রথেতে করিয়া আরোহণ। ভগ্নকটি বিস্তারিত মলিন বদন॥ বামহাতে কুলা ডানি হাত কম্পমান। কাত্যায়নী নিকটে হইল বিদ্যমান॥ চলিলা সমরে ধূমা না লয় সঙ্গিনী। উপনীত সমরে হইল একাকিনী॥ দেখিয়া দানব সেনা নিকটে আইল। বুড়িরে দেখিয়া রঙ্গ করিতে লাগিল॥ বলে মাগি কি করিতে আইলে এখানে। সংগ্রামের স্থল এ যে মরিবি পরাণে॥ কেহ বলে বুড়ী গো, কোথায় তোর ঘর। কে আছে তোমার আর কহতো সত্বর॥ কি নাম তোমার বুড়ী কোন জাতী হও। প্রাচীনা একেলা ভ্রম কি কারণে কও॥ কেহ বলে বুড়ির কি চিকুর মাতায়। তৈল হীন রুক্ষ্ম শুভ্র শোণ লজ্জা পায়॥ কেহ বলে হাস দেখি আমাদের কাছে। গণে দেখি তোমার দশন কটি আছে॥ কেহ চুল ধরে টানে কেহ ধরে করে। কেহ কুলাখানি ধরে কেহবা অম্বরে॥ কেহ ব্যঙ্গ করি কর নাড়া দিয়া হাত॥ কোঙ্গা বুড়ী কোমরে কি ধরিয়াছে বাত॥ এরূপ বুড়ির সঙ্গে রঙ্গ করে সবে। ইতি মধ্যে কোন দৈত্য কহিতেছে তবে॥ অকারণ প্রাচীনারে না করিহ ব্যঙ্গ। এক বার বুড়ী হৈতে হৈল কোন রঙ্গ॥ কোন বেশে কেবা এসে চেনা নাহি যায়। মর্ম্মামর্ম্ম ছলকল কত অভিপ্রায়॥ অন্য জন নাহি শুনে তবু রঙ্গ করে। দেখে দেবী কটমট চাহে কোপভরে॥ দানবের জন্মে ত্রাশ বলে সবে মর্ম্ম। এত যে হইল ভাবে বুঝি এর কর্ম্ম॥ ধূম্রাসুর বলে আসি মায়া বুঝা দায়। এখনি বিনাশ বুড়ী যেন না পলায়॥ সৈন্য সহ ধূম্রাসুর ধরিবারে যায়॥ দেখে ধূমাবতী হাসিলেন ইশারায়॥ ক্রোধ হৈল অতিশয় নাহি হন শান্ত। হুহুঙ্কার ছাড়ে শুনে ডরায় কৃতান্ত॥ কোপ দৃষ্টে চাহিলেন নেত্র অপলকে। অনল নির্গত হৈল ঝলকে২॥ব্যাপিল অম্বর উর্দ্ধবুধ তেজময়। সসৈন্যেতে ধূম্রাসুর ভষ্মরাশি হয়॥ নাচে দেব দেবীগণ পুলকিত অতি। রণজয় সংবাদ পাইল হৈমবতী॥ হর্ষ হৈলা পার্ব্বতী প্রশংসা কৈল তায়। নূতন মঙ্গল গাথা কবিরত্ন গায়॥

লোহিতাক্ষের যুদ্ধ। অত্রমধ্যে বগলামুখী প্রকাশ।

বীররস।

ত্রিপদী। ধূম্রাসুর হৈল নাশ, দানবে পাইল ত্রাশ, দূত গিয়া দুর্গাসুরে কয়। শুনিয়া দানবপতি, ক্রোধান্বিত হয়ে অতি, কাঁপে কলেবর স্থির নয় ।। লোহিতাক্ষ সেনাপতি, তারে ডাকি শীঘ্রগতি, পাঠাইল যুদ্ধ করিবারে। ভূপতির আজ্ঞা পায়, একাকী সমরে ধায়, সঙ্গে সেনা না লয় কাহারে ।। ধরি গদা দুই হাতে, যুদ্ধে দেবীগণ সাতে, মহাদাপে কাঁপে ত্রিভুবন। গভীর গর্জ্জনে ডাকে, ফিরে রণে ঘনপাকে, দেখে ত্রাশ পায় দেবীগণ ।। পরাজয় হয়ে রণে, পলায় যোগীনীগণে, কাত্যায়ণী কাছে উপনীত। রণের বৃতান্ত কয়, হইলাম পরাজয়, লোহিতাক্ষ অসুর দুর্নিত।। অসুরের বজ্রকায়, অস্ত্র শস্ত্র আদি তায়, কিছু মাত্র ভেদ নাহি হয়। সেনা সঙ্গে নাহি তার, একা করে মহামার, সকলে হইল পরাজয় ।। শুনে কোপে মহামায়া, থর২ কাঁপে কায়া, লোহিত বরণ ত্রিলোচন। গর্জ্জি উঠে অবিরাম, বক্ষ্যবয়ে পড়ে ঘাম, দেবী হৈলা বগলা তখন ।। পীতবর্ণা মনোহরা, পীতবর্ণ বস্ত্রপরা, পীতবর্ণ ভূষা অভরণ। চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন, সমতুল্য ত্রিনয়ন, ভালে শশীখণ্ড সুশোভন ।। বিরল চিকুর কাতে, দ্বিভুজা মূষল হাতে, দাণ্ডাইল আগে অম্বিকার। গভীর ভীষণ রবে, সমরে চলিলা তবে, করিবারে দানবে প্রহার ।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সংগীতের অভিলাষে, কাত্যায়নী যারে সহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী ।।

লোহিতাক্ষ বিনাশ।

আবর্ত্তন।

পয়ার। যোগিনী ডাকিনী সঙ্গে করি সকৌতুকী। উত্তরিলা রণস্থলে সাবগলা মুখী ।। লোহিতাক্ষ যথা তথা করিলা গমন। দুর্জ্জয় মূষল করে করিয়া ধারণ ।। যোগিনী ডাকিনীগণ ডাকে মারমার। নানাবিধ বাণ সব করিছে প্রহার ।। মহাবীর দৈত্য দেহ হেন আদ্র চূড়া গায় ঠেকে বাণ সব হয়ে যায় গুঁড়া ।। নাহি মানে বীরবাণ গ্রাহ্য নাহি করে। সংগ্রামে পর্ব্বত বৃক্ষ উপাড়িয়া ধরে ।। দেখে দেবী সেনাগণ পাইলেন ত্রাশ। পশ্চাৎ হইল সব ভাবিয়া হুতাশ ।। একা দেবী বগলা সমরে যুঝে ভূর্ণ। মূষলের ঘায় গিরি গাছ করে চূর্ণ ।। তাহা দেখি লোহিতাক্ষ ক্রোধে জ্ঞান হত। শিলা বৃক্ষ বরিষণ করে অবিরত ।। মূষলের বগলামুখী বিনাশিলা সব। মহাকোপে প্রস্ফুরীত অধর দানব ।। অন্য যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া তখন। বাহু যুদ্ধ করে আসি ঘোর দরশন ।। চাপড় মুষ্টিক মারে বগলার গায়। চড় কিল খেয়ে দেবী ধরিলেন তায় ।।

চোয়াল চিরিয়া জিহ্বা বাহির করিলা। নিজ বাম হাতে মুঠা করিয়া ধরিলা।। অশক্ত হইয়া দৈত্য চেতন হারায়। দশভূজা নিকটে বগলা লৈয়া যায়।। চারিদিকে ঘেরে যায় যোগিনী ডাকিনী। ভৈরবী নায়িকা শক্তি শাঁখিনী হাঁকিনী।। জিহ্বা ধরি দাণ্ডাইলা চণ্ডিকার আগে। দৈত্য শিরে মুষল মারিল মহাবেগে।। এক ঘায় চূর্ণ হৈয়ে ছাড়িল জীবন। সেইরূপে নৃত্য করে বগলা তখন।। দেবগণে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। নাচে গায় প্রেমানন্দে মগন হইল।। পরিতুষ্ট দেবতা বগলা প্রতি কন। তোমা হৈতে মম কার্য্য হইল সাধন।। তুমি মহাবিদ্যা ধ্যান হইবে প্রকাশ। যে রূপেতে লোহিতাক্ষ করিলে বিনাশ।। শুনিয়া বগলামুখী সুখি হৈলা অতি। শঙ্করী নিকটে বাস করিলা সম্প্রতি।। দেবী সেনাগণ পুনঃ গিয়া রণস্থলে। করে ঘোর কলেবর অতি কোলাহলে।। শ্রীনৃসিংহ দাসের প্রয়াশ কালী পায়।। কবিরত্ন কহে কালী না ভুলিয় তায়।।

কালিকাসুরের যুদ্ধে মাতঙ্গী বিদ্যা প্রকাশ।

ধুয়া। হে মাতঙ্গী কৃপাকর কাতরে।
না জানি ভজন স্তুতি মূঢ়মতি পামরে।।

পয়ার। লোহিতাক্ষ সমরেতে হইল বিনাশ। পলায় দানবগণ ভাবিয়া তরাশ।। দূতমুখে দুর্গাসুরে পায়্যে সমাচার। বিচার করিয়া মনে ভাবে চমৎকার।। সমর করিতে আমি পাঠাই যে বীরে। গতমাত্রে ছাড়ে প্রাণ না আইসে ফিরে।। এইরূপ কতক্ষণ ভাবিয়া অন্তরে। কীলক অসুর তবে পাঠায় সমরে।। সৈন্যসহ চলে বীর মহা বলবান। যার দাপে যতেক দেবতা কম্পবান। প্রকাণ্ড আকার বলী দুর্জ্জয় অসুর। যার কিলে কতশত গিরি হয় চুর।। আস্ফালনে আসি রণে করে মহামার। হুঙ্কার ছাড়িয়া দেয় ধনুকে টঙ্কার।। বাণ বরিষণ করে ঘোরতর তরে। সমাচ্ছন্ন গগণ ঢাকিলা রবি করে।। দেবী সেনাগণ আসি করয়ে সংগ্রাম। অষ্ট দিন গত হৈল নাহিক বিশ্রাম।। পরেতে কীলক বীর হৈয়ে কোপবান। প্রহার করিছে বাণ পুরিয়া সন্ধান।। অনালশ্য অবিরত করে বরিষণ। অশক্ত হইল শর করিতে বারণ।। জর্জ্জর হইল অতি দেবী সেনা সর্ব। চণ্ডিরে সংবাদ দিলা হৈয়া পরাভব।। রক্ষা কর তারিণী প্রমাদ এইবার। কীলক অসুর আইল সমরে দুর্ব্বার।। সংগ্রামেতে নাহি পারি হারিনু সকলে। দায় হৈল রণস্থল তার শরানলে।। এই কথা যেই মাত্র কহে অভয়ারে। শ্রুতমাত্র কোপে দেবী অনল আকারে।। ভ্রুকুটি কুটীলাননা রক্তিমা নয়ন। নিকলে পাবক কসা দহে ত্রিভুবন।। হইয়া রূপশী মূর্ত্তি চণ্ডিকে চার্ব্বঙ্গী। পদ্মাসনা শ্যামা রক্ত বসনা মাতঙ্গী।। চতুর্ভুজ খড়্গ চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ ধরা। ত্রিলোচনী মুক্তকেশী মৃগাঙ্ক শেখরা। জন্মিল মাতঙ্গী মর্ত্ত মাতঙ্গিনী প্রায়। চলিলা সমরে দেবী

পুলকিত কায় ।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈল্য দায়িনী ।।

কালিকাসুর বধ।

আবর্ত্তন।

পয়ার। মহাকোপে মাতঙ্গী প্রবেশ করে রণ। সঙ্গেতে করিছে যুদ্ধ যত দেবীগণ ।। ঘোরতর হুহুঙ্কারে পূর্ণিত আকাশ। অগণন সেনাগণ করিছে বিনাশ ।। মহামার করিয়া ডাকিছে হান হাম। যোগিনী ডাকিনীগণে রক্ত করে পান ।। শোণিত বহিছে স্রোতে সেনাগণ ভাসে। মহানন্দে রক্ত পান করিছে পিচাশে ।। রথরথী ঘোড়া হাতি ভাসে সাধারণা। শৃগাল কুকুর সুখে করিছে পারণা ।। শকুনী গৃধিনী কাক উড়িয়ে বেড়ায়। চুমকেং রক্ত দানাগণ খায় ।। দৈত্যগণ শঙ্কা মন নাহি সহে রণ। উদ্যোগ করিল করিবারে পলায়ণ ।। দেখিয়া কাতর সেনা কীলক তখন। আপনি সংগ্রাম করে করি আস্ফালন ।। ধনুকেতে দিয়া গুণ চড়াইল বাণ। প্রহারে মাতঙ্গ প্রতি করিয়া সন্ধান ।। চাক্তে উড়ে লয় দেবীরণ ধীরা অতি। চণ্ডালাক্ষি চপলা চতুরা বেগবতী ।। অসিতে অনেক নাশি কৈলা রাশিং। নাচে রণরঙ্গিনী অধরে অট্ট হাসি। হত বাণ দানব করিছে বরিষণ। অসিতে কাটিয়া দেবী করে নিবারণ ।। পদাঘাতে কীলকের ভাঙ্গিলা শতাঙ্গে। খড়্গেতে তুরঙ্গ কাটে দেখান অপাঙ্গে ।। পাশেতে বান্ধিয়া কীলকেরে ধরে আনে। মস্তক কাটিলা তার প্রখর কৃপাণে ।। খর্পরে শোণিত পান করিলা মাতঙ্গী। নাচিতে লাগিলা রণে পুলকিত অঙ্গী ।। নিস্প্রভ হইয়ে রণে কীলক পড়িল। দূত মুখে দুর্গাসুর সংবাদ পাইল ।। ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত যেন হুতাশন প্রায়। কূর্ম্ম পৃষ্ঠাসুরে আনি তখনি পাঠায় ।। সৈন্যসহ মহাসুর সেজে এলো রণে। ঘোরতর যুদ্ধ কৈল দেবীগণ সনে ।। বাণেং আচ্ছাদিত হইল আকাশ। ভঙ্গ দিল দেবীগণ পাইয়া হুতাশ ।। দেবীর নিকটে গিয়ে কহিছে সংবাদ। কূর্ম্মপৃষ্ঠ আজি মোর ঘটিল প্রমাদ ।। অপরাদ্ধি হৈনু সবে সামর্থ রহিত। যা হয় উচিত কর তাহার বিহিত ।। কৃপা কর কাত্যায়নী শ্রীনৃসিংহ দাসে। কবিরত্নে দিও স্থান নখচন্দ্র পাশে ।।

কূর্ম্ম পৃষ্ঠ বধে মহালক্ষ্মী মূর্ত্তি প্রকাশ।

মল্লার রাগ।

ত্রিপদী। যোগিনী মুখে বারতা, পাইয়ে জগত মাতা, ক্রোধেতে হইলা রক্তআক্ষী। কার ব্যূহে অবতার, হইলেন চমৎকার, শেষ মহাবিদ্যা মহালক্ষ্মী ।। সুবর্ণ জিনিয়া তনু, আশন সরসীজনু, জগতের আনন্দ কারিণী। চারি চক্র কর হয়, শোভা করে বরাভয়, স্নিগ্ধ নীল বসন ধারিণী ।। সুহাস্য পুলক কায়, মহালক্ষ্মী রণে যায়, সঙ্গে চলে সেনার ভীড়ন। উপনীত রণস্থলে, সবে হৈল

কুতূহলে, দৈত্যসহ বেধে গেল রণ ।। সংগ্রাম প্রবল হয়, দৈত্য ঊনু বলি নয়, প্রতাপেতে করয়ে সংগ্রাম। হৈল ঘোর হুলস্থুল,ক্রমে বাড়ে সমতুল, বিপুলতা নাহিক বিশ্রাম ।। কূর্ম্ম পৃষ্ঠ সেনাপতি, ক্রোধান্বিত হয়ে অতি, প্রহার করিছে চোখ শর। শরে ক্ষত হৈল অঙ্গ, দেবীগণে দেয় ভঙ্গ, জ্বালাতন হৈল কলেবর ।। মহালক্ষ্মী দেখে তায়, কোপে কম্পান্বিত কায়, ঘোরতর হুঙ্কার ছাড়িল। দৈত্য সেনা ছিল যত, সকলের বল হত, স্পন্দহীন স্তম্ভিত হইল।। অস্ত্র শস্ত্র হাতে ধরা, কোন মতে ত্যাগ করা, সেই ভার হইল সবায়। সবে হৈল নিস্পন্দন, দেখিয়া যোগিনীগণ, অবহেলে করিছে সংহার ।। ক্রমে নষ্ট সমুদয়, সুদ্ধ কূর্ম্ম পৃষ্ঠ রয়, দেখে লক্ষ্মী করে নিরীক্ষণ। গরলের সহোদরা, নেত্র দৃষ্টে বিষভরা, ঢলে দৈত্য ত্যজিল জীবন ।। রণভূমি হৈল জয়, নীচে দেবী সমুদয়, দেবে করে পুষ্প বরিষণ। নৃত্য করে বিদ্যাধরী, গীত গাইছে কিন্নরী, দ্বিজ কবিরত্ন বিরচন ।।

মহালক্ষ্মীর অভিষেক।

ধূয়া। আজি কি আনন্দ অমরে। রণোৎসবে মহোৎসব,
পুলকিতান্তর সব, করি করে সুধা ঘট লক্ষ্মীরে সেচন করে ।।

পয়ার। রণশ্রমে শ্রান্ত মহা লক্ষ্মীর শরীর। নির্গত হতেছে মন্দ মন্দ শ্রমনীর ।। তাহে কিবা শোভা হৈল না হয় বর্ণনা। বিকশিত পদ্মে যেন মকরন্দ কণা।। ভ্রমে ভৃঙ্গ ভ্রমি উড়ে করিয়া ঝঙ্কার। কাদম্বিনী নিন্দিছে স্খলিতা কেশ ভার ।। বিধাতা বাসবে কেন দেখ হে বাসব। রণস্থলে আমাশক্তি রাজলক্ষ্মী তব।। চ্যুতরাজ্য পাবে মহা লক্ষ্মীর কৃপায়। অমৃত কলসে অভিষিক্ত কর তায়।। আর কি এমন দিন পাবে পুরন্দর। পুরাইয়া বাসনা সার্থক জন্ম কর ।। শুনে ইন্দ্র তৎপর হইলা ততক্ষণ। শ্বেতাঙ্গ মাতঙ্গ চারি করিলা প্রেরণ ।। করি করে সুধাকুম্ভ ধরি অনায়াশে। আসি মহালক্ষ্মীর দাঁড়ায় চারি পাশে ।। দেবীর উপরে সুধা করে বরিষণ। আনন্দে ললীত গায় নাচে দেবগণ ।। এই রূপে অম্বিকা নিকটে উপনীত। দেখে কাত্যায়নী অতিশয় পুলকিত ।। মহালক্ষ্মী প্রতি কন অনাদির আদ্যা। তুমি মহা বিদ্যার হইলা শেষ বিদ্যা ।। কালী আদি মহালক্ষ্মী অন্তে এই দশ। হইলে পরমাশক্তি ষটকর্ম্মে সরস।। দশবিধ রূপে দশ বিদ্যা অবতার। এই রূপে অর্চ্চনা হইবে সবাকার ।। স্বয়ং প্রকাশ সব অন্যমত নাই। এক বস্তু কায়ব্যূহ বহে এক ঠাঁঞি ।। সকলি প্রকাশ রূপ ভেদের বিলাস। এক চন্দ্র জলবিম্বে অনেক প্রকাশ।। কবিরত্ন কহে দশ রূপ বিধায়িনী। দশ দিকে নৃসিংহেরে হবে সহায়িনী ।।

করীন্দ্রাসুরের যুদ্ধে দেবীর জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি প্রকাশ।

ধূয়া। মৃগ রাজোপরে কে বিহরে রমণী। বালক সদৃশ

তনু মৃগাঙ্ক বদনী ॥ নাগযজ্ঞ উপবীত, চারি কর সুশো-
ভিত, চাপে সুচক্রাদি ধৃত, লোহিত বসনী ॥

পয়ার। ভাগুরি কহেন মুনি কহ পুনর্ব্বার। কোন মূর্ত্তি পার্ব্বতী করিলা অবতার ॥ কোন বীর যুদ্ধে আইল সংগ্রাম করিতে। শুনিতে বাসনা অতি কহ বিস্তারিতে ॥ মার্কণ্ডেয় কহেন ভাগুরি দ্বিজ প্রতি। বিনাশ হইলে যুদ্ধ দশ সেনাপতি ॥ বার্ত্তা পায়ে দুর্গাসুর রুষিল অন্তরে। করীন্দ্র অসুরে শীঘ্র পাঠায় সমরে ॥ চলিল করীন্দ্র অতি অদ্ভুত আকার। পঞ্চাশত যোজন ব্যাপ্তিত দেহ যার ॥ সমরের স্থলে আসি ছাড়িল চিৎকার। বজ্রাঘাত তুচ্ছ করি নিনাদ তাহার ॥ পদভরে ধরা নড়ে করে আস্ফালন। শুণ্ডে জড়াইয়া সেনা করে আকর্ষণ ॥ করে সাগরের জল করিয়া শোষণ। সমর সমাজে আসি করে বরিষণ ॥ প্লাবিত শলিল পৃথ্বী ভাসে সেনাগণ। স্থির না হইতে পারে নাহি হয় রণ ॥ ব্যস্ত হয়ে ভঙ্গ দিল দেবী সেনা যত। অম্বিকা নিকটে যায় শ্বাস ঊর্দ্ধগত ॥ রণের বৃত্তান্ত সব বিস্তারিয়ে কয়। করীন্দ্র সমরে হইলাম পরাজয় ॥— শুনিয়া শঙ্করী অল্প হাসিলা তখন। করির কারণ মনে করিয়া স্মরণ ॥ আপনি হইলা দ্বিধা দেবী কাত্যায়নী। প্রকাশিলা মূর্ত্তি জগদ্ধাত্রী পরায়ণী ॥ প্রতপ্ত কাঞ্চন আভা প্রভাপদে রবি। মলিন নখরে শশী দেখে রূপ ছবি ॥ হরি মাজা করি ভুজা গুরু নিতম্বিনী। বদন অমল শশী কেশ কাদম্বিনী ॥ ত্রিলোচনা অৰ্দ্ধ শশী ললাট ঝলকে। শিন্দূরে অরুণ উড়ু অলকা ঝলকে ॥ আজানু লম্বিত পবিশর চারি কর। তাহে শোভা হয় শঙ্খ চক্র ধনুশর ॥ পৃষ্ঠে তূণ পূর্ণ বাণ আছয়ে বাঁধনি। সর্ব্ব আভরণা যজ্ঞ উপবীত ফণি ॥ রক্তবস্ত্র পরিধানা নাভি স্থূল পাত্রী। শঙ্করী সম্মুখে দাণ্ডাইলা জগদ্ধাত্রী ॥ দেখি কাত্যায়নী অতি পুলকিত মন। সিংহ হৈতে এক সিংহ করিলা সৃজন ॥ সেই সিংহ আরোহণে করিলা প্রদান। পদ্মাশন দিলা এক রাখিয়া সম্মান ॥ পান পাত্র দিলা মধু করিতে আসন। সিংহ পৃষ্ঠে জগদ্ধাত্রী কৈলা আরোহণ ॥ করীন্দ্র সংগ্রামে দেবী করিলা গমন। সমর সমাজে গিয়ে দিলা দরশন ॥ সঙ্গে চলে সেনাগণ ছাড়িয়া হুঙ্কার। নৃসিংহ আদেশে গায় শ্রীনন্দকুমার ॥

করীন্দ্র মর্দ্দন।

ত্রিপদী। করি অরি ভর করি, সমরেতে মহেশ্বরী, করে রণ ধরি ধনুশর। সঙ্গে বিদ্যা শক্তিগণ, ব্রহ্ম রাক্ষস চারণ, যোগিনী ডাকিনী ব্যোমচর ॥ তাল বেতাল ভৈরব, করাল বটুক সব, ভূত প্রেত দানা অগণন। কোলাহল অসম্ভব, হুহুঙ্কার ঘোর রব, ধরিয়া বিবিধ প্রহরণ ॥ করীন্দ্র হুঙ্কার ছাড়ে, শটশাট শুণ্ড নাড়ে, আছাড়ে ধরিয়া জনে২। ভ্রমে রণে ফিরি২, দন্তে উপাড়িয়া গিরি, সমরে করিছে বরিষণে ॥ সচঞ্চল অবিশ্রাম, গৃহ গিরীশ আরাম, মড় মড়

ভাঙ্গে অঙ্গ ঠেলে। বড়২ বৃক্ষ টানে, শুঁড়ে জড়াইয়া আনে, জগদ্ধাত্রী উপরেতে ফেলে ॥ মহা দম্ভে করিবর, যুদ্ধ করে ঘোরতর, তিলে শঙ্কা নাহিক শরীরে। স্বগণে না সহে যুদ্ধ, দেখি দেবী হয় ক্রুদ্ধ, বিনাশিতে কনকে শরীরে। বেগে মৃগরাজ ধায়, করেতে ধরিতে তায়, কামরূপী অসুর দুর্নিত। ছাড়িয়া কুঞ্জর তনু, হইল মানব পুনু, অসিচর্ম্ম ধরিল ত্বরিত ॥ দেবী কৈলা শরজাল, কাটিলেন খাড়া ঢাল, দেখে দৈত্য ভাবিয়া নৈরাশ। ছাড়িয়া মানবাকার, সিংহ রূপে পুনর্ব্বার, সংগ্রামেতে হইল প্রকাশ ॥ জগদ্ধাত্রী ভাবি মনে, বজ্রবাণে পঞ্চাননে, চূর্ণ করি ভূমেতে ফেলিল। তবে সিংহ দেহ ছাড়ি, করি হৈল তাড়াতাড়ি, শুণ্ডে গিরি সমরে চলিল ॥ তাহা দেখি কোপ করি, দেবীর বাহন হরি, ধরে গিয়া কুম্ভেতে তাহার। শুণ্ড বিচায় দশনে, বজ্রনখ প্রহারণে, করি কুম্ভ করিল বিদার ॥ করীন্দ্র মোহন হয়, দেবীরে করি বিনয়, স্বস্থানেতে করিল গমন। ত্রিদশের গেল ত্রাশ, পাইল সবে মহোল্লাস, নাচিছে চণ্ডীর সেনাগণ ॥ সেই রূপে জগদ্ধাত্রী, যথা গুহগণ মাত্রী, উপনীত হইয়া তখন। রণের বৃত্তান্ত যাহা, কন বিস্তারিত তাহা, দেখাইলা রাবণ রাবণ ॥ কাত্যায়নী ওষ্ঠা হন, জগদ্ধাত্রী প্রতি কন, মৎসমা হইয়া বরাঙ্গনা। মম পতি পতি তব, অনাদি পরম ভব, ত্রিজগতে হইবে অর্চ্চনা ॥ এতবলি প্রসংশিয়া, আপন কাছে রাখিয়া, পুরস্কার কৈলা আভরণ। নৃসিংহে আদেশে পায়, দ্বিজ কবিরত্নে গায়, চণ্ডী লীলা নূতন কীর্ত্তন ॥

করীন্দ্রা সুরোপাখ্যান। ভাগুরি প্রশ্নে
মার্কণ্ডেয় বাক্য।

ত্রিপদী। ভাগুরি কহেন তবে, জিজ্ঞাস্য কহিতে হবে, অসুর কুঞ্জর হৈল কেন। কি রূপেতে জন্ম হৈল, দেবীর নিকটে মৈল, মোক্ষরূপ কি করিল হেন ॥ ভাগুরির প্রশ্ন শুনি, কহে মার্কণ্ডেয় মুনি, শুন হে অপূর্ব্ব ইতিহাস। অসুর ঔরস খ্যাত, করিণীর গর্ভজাত, করি রূপে অসুর প্রকাশ ॥ বৃহৎ নন্দিকেশ্বরে, প্রমাণ গিয়াছে ধরে, করিতে ও আছয়ে দেবত্ব। শুনহে আনন্দ মনে, করি হইল যে মনে, বিশেষে পাইবে সব তত্ত্ব ॥ পুত্র সগর রাজার, আছিল ষষ্ঠী হাজার, কপিল শাপেতে ভস্ম হয়। তাহার মোচন হেতু, ভগীরথ পুণ্য কেতু, তপস্যা করিল গুণময় ॥ গঙ্গার হইল গতি, বেগ ধরে পশুপতি, হিমালয়ে পড়ে গঙ্গা নীর। অতি উচ্চ গিরিদ্বার, পথ নাহি পান তার, কোন মতে হইতে বাহির ॥ মহারাজা ভগীরথ, সেবা করি ঐরাবত, গিরি গুহা কাটিতে কহিল। রূপ শুনিয়া গঙ্গার, কামোদ্রেক হইল তার, গঙ্গা সনে রমণ ইচ্ছিল ॥ রাজা কহিল গঙ্গায়, গঙ্গা তাহে দিলা সায়, যদি বেগ ধরিবারে পারে। তবে আলিঙ্গন আমি, দিব হে কহগে তুমি, চিন্তা কিছু না ভাবিহ তারে ॥ কহে গিয়া ভগীরথ,

শুনে সুখি ঐরাবত, উপনীত সঙ্গে ভূপতির। দন্তে কাটিয়া পর্ব্বত, তখনি করিল পথ, বেগেতে পড়িছে গঙ্গানীর ॥ তুচ্ছ করি মতি ছার, এ কর্ম্ম কি সাধ্য তার, তালেতল তরঙ্গে ভাসিল। স্তব করিয়ে গঙ্গায়, তবে করি রক্ষা পায়, দেবরাজ নিকটে চলিল ॥ ভগীরথ গঙ্গা নিয়ে, পিতৃলোক উদ্ধারিয়ে, রাজ্যে আসি পুনঃ রাজা হয়। শুন রঙ্গ অতঃপর, ঐরাবতে পুরন্দর, কোপে অভিশাপ দিয়ে কয়। অসুর স্বভাব তোর, গঙ্গা যে জননী মোর, বিধি ভব ধ্যানেতে না পায়। জলরূপা গঙ্গা যেই, পরাৎপরা শক্তি সেই, বিহার করিতে চাইলি তায় ॥ করিলি বিষম পাপ, জন্মিল মনের তাপ, যাহ শীঘ্র অবনী উপরে অখণ্ড এ শাপ মোর, জনম হইবে তোর, অসুরাংশে হস্তিনী উদরে ॥ শুনি নির্ঘাত উত্তর, কেন্দে কহে কবিবর, শাপ দিলে কি হবে আমার। কত দিন পরে পুনু, পাইব আপন তনু, নিকটেতে আসিব তোমার ॥ ইন্দ্র কহে মহামায়া, হবে জগদ্ধাত্রী যায়া, তাহার বাহনা পঞ্চানন। নখর প্রহারে তার, তবে কুম্ভ হবেদার, মুক্ত হবে শাপেতে বারণ ॥ এইরূপে হৈল শাপ, পায় করী মনস্তাপ, হেথায় ষট্‌পুর দৈত্যপতি। স্নান করে নদী জলে, উর্ব্বশীরে দেখি ছলে, কামবাণে খসে পড়ে রতি। স্রোতজলে ভেসে যায়, দৈত্য না দেখিল তায়, দৈবে রঙ্গ শুন হে তাহার। দৈবে এক মাতঙ্গিনী, হয়ে অতি পিপাশিনী, উপনীত হৈল নদীধার ॥ রজস্বলা ছিল তায়, জলে শরীর ডুবায়, রতি সহ জল কৈল পান ॥ ঐরাবত ঐ ছলে, জন্ম লৈল কুতূহলে, দেবরাজ বচন প্রমাণ ॥ কিয়ৎ বাসর যায়, প্রসব হইল তায়, প্রকাণ্ড মাতঙ্গ বলবান। পূর্ব্ব তত্ত্ব হৈপ ভুল, দৈত্য ভাব জন্মে স্থূল, কুনীত কুস্বভাব কুজ্ঞান ॥ মহাসুর যুথপতি, দুর্গাসুরে সেনাপতি, হইয়া জিনিল দৈত্যগণে। শুন হে ভাগুরি এই করীন্দ্র অসুর সেই, মুক্তি জগদ্ধাত্রী দরশনে ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সংগীতের অভিলাষে, কাত্যায়নী যারে সহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন, গায় গীত কবিরত্ন নাম কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

দুর্গাসুরের সেনাপতির সংগ্রাম।

পয়ার। করীন্দ্র হইল নাশ নাচে দেবীগণ। দেবগণ করিছে কুসুম বরিষণ ॥ চণ্ডিকার মনে সুখ বাড়িল প্রচুর। দূত মুখে সম্বাদ পাইল দুর্গাসুর ॥ বিষাদে বিশীর্ণ মনে প্রমাদ গণিল। ক্রোধান্বিত হয়ে সেনাগণেরে ডাকিল ॥ কহিতে লাগিল কি আশ্চর্য্য এবার। যে যায় সমরে প্রত্যাগতি নাহি তার ॥ তোমারা সংগ্রাম কর গিয়ে এই বার। সৈন্যসহ দেবীগণে করহ সংহার ॥ ত্বরায় চলহে সবে বিলম্ব না শয়। দেখিব বিপদে ত্রাণ হয় কি না হয় ॥ আজ্ঞা পায়ে চলে রণে যত সেনা সব। উগ্রাসুর তার সঙ্গে প্রচণ্ড দানব ॥ কুণ্ডাসুর চতুর চাটুক বলবান। চটক দানব ক্রুদ্ধে হৈল আগুয়ান ॥ চিত্রাসুর চণ্ড কালকেতু

মহাবীর। এই নয় জন যুদ্ধে হইল বাহির ॥ পরে আর নয় জন চলিল সমরে। প্রকাণ্ড আকার সব মহাবল ধরে ॥ ব্রহ্মতাল কালাসুর দেবান্তক আর। সব ভুজো বেপ্রচিত্ত শোকাসুর তার ॥ কীলাল দনুজ বীর অতি ভয়ঙ্কর। কিরিটী সহিত নয় চলিল সমর ॥ মস্তাসুর শর্ক্কর অসুর ভীম নাম। ভ্রমর সহিত চারি চলিল সংগ্রাম ॥ একবারে চলিল বাইস সেনাপতি। পদভরে গিরি নড়ে কাঁপে বসুমতি ॥ ত্রিভুবনে শঙ্কা লাগে ত্রাশিত অমর। কি জানি কি হয় আজি প্রলয় সমর ॥ আস্ফালন করে সবে ছাড়ে হুহুঙ্কার। একবারে কার্ম্মুকেতে দিলেক টঙ্কার ॥ ঘোর ঘণ্টানাদ করে শঙ্খের নির্ঘোষ। কেহ মালসাট মারে করিয়া আক্রোশ ॥ বিপরীত শব্দ হৈল চমকে ভুবন। শুনিয়া চঞ্চল হৈল যত দেবীগণ ॥ ধাইল সমরে সবে করিবারে রণ। নানা অস্ত্র শস্ত্র সব করিয়া ধারণ ॥ গরবে গভীর শব্দ করিরা হুঙ্কার। সংগ্রামে আইল যত সেনা চণ্ডিকার ॥ দেখিয়া অসুর গণ হৈল কোপবান। দেবী সেনা গণে বিন্ধে পুরিয়া সন্ধান ॥ কবিরত্ন গায় ভব ভাবিয়া অভয়া। কর কাত্যায়নী শ্রীনৃসিংহ দাসে দয়া ॥

দেবীর নবকালী মূর্ত্তি প্রকাশ।

ধুয়া। কালীরে করুণা করগো করালে। হৈমবতী শিবে মাতুর্বগলে ॥

পয়ার। মার্কণ্ডেয় কয় শুন ভাগুরি ব্রাহ্মণ। তোমার পূর্ব্বের প্রশ্ন বিস্তার এখন ॥ করেছিলে উগ্রচণ্ডা আদি শক্তিগণ। দ্বিভুজাদি বহুভুজা চতুর্ভুজানন। সে সব নায়িকা শুদ্ধ জেন চারি হাত। এবে শুন নবকালী রুদ্র চণ্ডিসাত ॥ ভাগুরি কহেন কহ অপূর্ব্ব আখ্যান। শুনিয়া মানস শুদ্ধি সুস্থ হকু প্রাণ ॥ মার্কণ্ডেয় বলে ঋষি করহ শ্রবণ। দেব সেনা সঙ্গে যুঝে দৈত্য সেনাগণ ॥ মহা বলবান দৈত্য বেগবন্ত হয়। চণ্ডিকার সেনা সব হৈলা পরাজয় ॥ ভয়ার্ত্ত হইয়া সবে পলায়ন করে। সংবাদ কহিল গিয়া অম্বিকা গোচরে ॥ শুনিয়া পার্ব্বতী কোপে হুঙ্কার ছাড়িলা। তৎক্ষণাৎ কার ব্যূহে প্রকাশ হইলা ॥

উগ্রচণ্ডা। রক্তবর্ণ দ্বিভুজা খর্পর অসিকর। বিগলিত কেশী ভালে অর্দ্ধ শশধর ॥ ত্রিনয়না রক্তবর্ণা রক্ত মাল্যপরা। বিচিত্রাভরণ ভূষা লম্বিত অম্বরা ॥ জনমিয়া যুদ্ধ বেশ কৈল অনুষ্ঠান। তার পর প্রচণ্ডা হইলা মূর্ত্তিমান ॥ ১৭।

প্রচণ্ডা কালী। প্রচণ্ডা প্রচণ্ডারূপা কুমকুম বরণী। দ্বিভুজা ভয়দা চর্ম্ম কৃপাণ ধারিণী ॥ ত্রিলোচনা অর্দ্ধ শশী কপাল উপর। মুক্তকেশী ভূভূষণা ভূষা কলেবর ॥ পীতবস্ত্রা পরা পারিজাত মালা গলে। পার্ব্বতী নিকটে দাণ্ডাইলা কুতুহলে ॥ পরে কাত্যায়ণীমাতা সুসিদ্ধ পালিকা। ইচ্ছায় করিলা সৃষ্টি চণ্ডো গো কালিকা ॥

চণ্ডোগো কালিকা। কৃষ্ণবর্ণা দ্বিভুজা ত্রিশূল করতলে। কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরা কৃষ্ণমাল্য গলে॥ ললীত কুন্তল ত্রিলোচন ভয়ঙ্কর। শশী মৌলী আরোহণ মহিষ উপর॥ চণ্ডোগো রহিলা তবে অম্বিকার পাশ। পরে চণ্ড নায়িকা হইলেন প্রকাশ॥

চণ্ডনায়িকা কালী। নীলবর্ণা দুই ভুজা ভয়ঙ্কর বেশী। তীক্ষ্ণাসি মুদ্গর ধরা বিগলিত কেশী॥ নীলবস্ত্র পরিধান সুধা রশ্মি ভালে। রক্ত ত্রিলোচন গলে শোভে অস্থি মালে॥ রণ বেশে রহিলা নিকটে চণ্ডিকার। পরে দেবী চণ্ডাকালী কৈলা অবতার॥

চণ্ডাকালী। শুক্লবর্ণা দুই ভুজা ধনুর্ব্বাণ করে। ত্রিলোচনা জটাজুট মস্তক উপরে॥ অর্দ্ধ শশী বিভূষণা গলে মুক্তা মালে। শুক্লবর্ণ আভরণ ভূষিত বিশালে॥ শুক্লবস্ত্র পরণে শোভিত কটি দেশ। শুক্লবর্ণ কুসুমে অঙ্গের হয় বেশ॥ রহে চণ্ডাকালিকা যথায় হৈমবতী। চণ্ডবতী কালী তবে হইল উৎপত্তি॥

চণ্ডবতী। ধূম্রবর্ণা চণ্ডবতী অষ্টাদশ ভুজে। নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধরি করাম্বুজে॥ গলে পদ্মমালা দেবী খগেন্দ্র বাহিনী। রক্তবস্ত্র পরিধান শশী কপালিনী॥ ত্রিনেত্রা ত্রিবেণী শিরে উগ্র বেশ অতি। অম্বিকা নিকটে দাণ্ডাইল চণ্ডবতী॥ আহ্লাদিতা জগদম্বা অনাদ্যা অনুপা। পুনরপি উৎপতি করিলা চণ্ডরূপা॥

চণ্ডরূপা। পীতবর্ণা ত্রিলোচনা সুধাংশু শেখরা। চতুর্ভুজা শঙ্খ চক্র গদাম্ভোজ ধরা॥ আপাদ লাম্বত কেশী কাদম্বিনী ঘটে। পীত মাল্য গলে পীতবস্ত্র কটিতটে॥ স্বর্ণ অভরণেতে ভূষিত কলে বরা। সমুৎপন্না চণ্ডরূপা অতি ভয়ঙ্করা॥ রহিলেন চণ্ডরূপা যথায় অম্বিকা। প্ররে প্রকাশিলা অতি চণ্ডিকা কালিকা॥

অতি চণ্ডিকা। পাণ্ডুবর্ণা শশীকলা ললাটে শোভন। ব্যোমকেশী জটাজুট রক্ত ত্রিলোচন॥ সর্ব্ব অঙ্গে শোভা করে রত্ন অলঙ্কার। দশভুজে নানাবিধ আয়ুধ বিস্তার॥ কটিতটে কনক কপীষা করম্বিত। গলে শোভে মুণ্ডমালা আপাদ লম্বিত॥ অতি উগ্র মূর্ত্তি দেখি সবে ত্রাশ পায়। অম্বিকা নিকটে অতি চণ্ডিকা দাঁড়ায়॥ দেখি কত্যায়নী অতি হরিষ হইলা। রুদ্রচণ্ডী কালিকারে প্রকাশ করিলা॥

রুদ্রচণ্ডী। অগ্নিরূপ সম দেবী শরীরের আভা। নিস্মরণ হয় তেজ কোটি সূর্য্য প্রভা॥ কাঞ্চনে রচিত রত্ন অভরণ গায়। দীর্ঘ এক জটাকেশ মুকুট মাথায়॥ ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্র কপাল ভূষণ। রক্তবস্ত্র পরিধানা সিংহ আরোহণ॥ অষ্টদশভুজা নানা অস্ত্র প্রহরণ। খেটক দর্পণ ধ্বজ ডম্বুর ধারণ॥ ত্রিশূল

কুলিশ খড়্গ পক্ষ যুক্তশর। এই নয় অস্ত্রেতে শোভিত ডানিকর॥ শঙ্খ ঘণ্টা ধন পাশ চর্ম্ম গদা সাতে। পানপাত্র কৃপাণ সুকাতি বাম হাতে॥ মহা ভয়ঙ্কর বেশে সহাস্য বদনে। দাণ্ডাইলা রণবেশে অম্বিকা সদনে॥ চণ্ডিকার লীলা কিবা অতি চমৎকার। আপনি আপন রূপে প্রয়োজক ভার॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী॥

দেবীর নবদুর্গা মূর্ত্তি প্রকাশ।

ত্রিপদী। নবকাকী চণ্ডিকারে, জিজ্ঞাসে কি করিবারে, উৎপত্তি করিলে কি করিব। অম্বিকা সবারে কন, দানব সহিত রণ, করিতে সমরে পাঠাইব॥ শুনিয়া সকলে সখী, রহে হয়ে রণমুখী, চণ্ডী অতি হরিষ হইলা। রূপ ভেদে মহেশ্বরী, নবদুর্গা রূপধরি, প্রথমত ব্রাহ্মণী বর্ণিলা॥

ব্রাহ্মণী দুর্গা।

ত্রিপদী। বর মরাল বাহনা, ব্রাহ্মণী চতুরাননা, লোহিত বরণা সুভুষণা। নানা অভরণ পরা, অক্ষ স্বত্র আদিকরা, ইন্দু কুন্দু বসন পরনা॥

অথ কালিকা। ভয়ঙ্করা উগ্রবেশী, জলদ বরণ কেশী, ভয়ানকা আলোল রসনা। ঘোর তিমির বরণী, শশী মৌলী ত্রিনয়নী, ভয়দাকি বিকট দশনা॥ শস্ত্রধরা চারি কর, মুণ্ডাশি অভয় কর, দিগাম্বরী কপাল মালিনী। শিব শিশু কর্ণপুরে, স্তব করিতেছে সুরে, আবির্ভাব হৈলা কপালিনী॥

অথ জয়দুর্গা। কাল কাদম্বিনী ঘটা, জিনিয়া বরণ ছটা, ত্রিলোচনা মৃগাঙ্ক শেখরা। শিরে শোভে জাটাজুট,মণি নির্ম্মিত মুকুট, সর্ব্ব অঙ্গে অভরণ পরা॥ গলে মালা পারিজাত, সুশোভিত চারি হাত, শঙ্খ চক্র কৃপাণ ত্রিশূলে পরিধান পীতাম্বর, কেশশরীর স্কন্ধেভর, কটাক্ষে ভয়দা শত্রু কুলে॥

অথ শিবাদুর্গা। ঘোর বেশী ত্রিলোকেশী, রক্তবর্ণা এলোকেশী, ত্রিলোচনা গোমায় বরণা। নানা অভরাণান্বিতা, ভূষণেতে সুভূষিতা, স্নিগ্ধ নীল বসন পরণা॥

অথ রক্তদন্তিকা দুর্গা। স্নিগ্ধ নীল অঙ্গ আভা, মরকত জিনি প্রভা, চিকুর ষট্পদ সম শোভে। বেষ্টিত বকুল মাল, কিবা সে সেজেছে ভাল, ষট্পদ ভ্রামিছে মধুলোভে॥ প্রশন্ন বদন তায়, ত্রিলোচন সাজে যায়, হিম রশ্মি ললাট হিল্লোলে। দাড়িম্ব কুসুম সম, কিবা রক্তদন্তোপম, অধর লোহিত তার কোলে॥ মনিময় হারগলে, অসিখর্ব্ব করতলে, রক্তবস্ত্র পরিধান করা। রূপ অতি ভয়ঙ্কর, দেখিয়ে নাগয়ে ডর, পদ ভরে ভারাক্রান্তা ধরা॥

অথ শোহকা দুর্গা। গৌরবর্ণা সুরূপসী, সুকুন্তলা ভালে শশী, ত্রিনয়নী সহাস্য বদনা। চতুর্ভুজা অসিধরা, লোহিত বসন পরা, দ্বিভুজ শূলাসি বিধারণা॥ মালতির মালাগলে, আন্দোলিত পদতলে, শোক হরা হইলা প্রকাশ।

বিপক্ষে ডুবায় শোকে, নিস্তার প্রণত লোকে, রোগ শোক করিয়া বিনাশ ॥

অথ কার্ত্তিকী দুর্গা। সুবর্ণ বরণ জিনি, শঙ্কোচিত সৌদামিনী, শিখি পৃষ্ঠে করি আরোহণ। ললীত দ্বিভুজ শোভা, অকন্ট মৃণাল ক্ষোভা, ধারিণী বিজয় সরাশন ॥

জয় চামুণ্ডা দুর্গা। কৃষ্ণবর্ন এলোকেশী, চামুণ্ডা করাল বেশী, করাল বদনা বাঘাম্বরা। ত্রিনেত্রা হিমাংশু ভালে, গলে শোভে মুণ্ডমালে, লোহিত বসনী ভয়ঙ্করা ॥ অসিখর্প শোভে করে, ধরা চলে পদভরে, বিকট দশনা শীর্ন-কায়। ঘন হাসে অট্টহাস, শ্রবণে বিপক্ষে ত্রাশ, রহে স্থির যথা মহামায়া ॥

অথ রাজলক্ষ্মী দুর্গা। গৌরবর্ণা দুই ভুজে, শোভাকর যে অম্বুজে, নীলবস্ত্র পরিধানে করা। বদন অমল শশী, কমলিনী সুরূপসী, নানাবিধ অভরণ ধরা ॥ সর্ব্ব সম্পদ কারিণী, দূরাপদে নিস্তারিণী, কমল আশনা গো কমলা। দ্বিজ কবিরত্নে কয়, নৃসিংহে হয়ে সদয়, তার গৃহে রহ মা অচলা ॥

পঞ্চদেবী মূর্ত্তি প্রকাশ।

জয়দুর্গে নাশিনী, দুর্গতি হারিণী, হরমন বিলাশিনী ॥

পয়ার। নবদুর্গা জিজ্ঞাসা করেন অভয়ায়। কি করেন উদ্ভব করিলে মোসভায় ॥ অম্বিকা কহেন শুন জন্ম যে কারণ। করিতে হইবে, দানবের সহ রণ ॥ আপন নিকটে রাখে যত দেবীগণে। পুনর্ব্বার পঞ্চশক্তি প্রভেদ বর্ণনে ॥

শতাক্ষী শক্তি। লোহিত বরণী রূপ অতি ভয়ঙ্কর। অতিশয় দীর্ঘাকার দীর্ঘ চারি কর ॥ শুক্লবস্ত্র পরিধানা চিকুর ললীত। ললাটে ফলকে অর্দ্ধ মৃগাঙ্ক শোভিত ॥ সর্ব্ব অঙ্গে সুশোভিত যতেক লোচন। কলেবরে বিভূষিত রত্ন অভরণ ॥ অস্ত্র শস্ত্র লয়ে দেবী নিকটে রাহিলা। শাকম্ভরী শক্তি তবে প্রকাশ হইলা ॥

অথ শাকম্ভরী। শ্যামবর্ণ ত্রিনয়ন মৃগাঙ্ক ভূষণা। হেম অভরণ পরা সুপীত বসনা ॥ দ্বিভুজ অভয় বর জগতে দায়িনী। শাকরূপে প্রলয়েতে জীব নিস্তা-রিণী ॥ শাকম্ভরী নাম তার জগতে ঘোষণ। উপস্থিত হৈলা দেবী করি-বারে রণ ॥

অথ ভীমাদেবী। চতুর্ভুজা মুক্তাকেশী সুধারশ্মি ভালে। ত্রিনেত্রা ভূষণা-ন্বিতা গলে পুষ্প মালে ॥ দিগম্বরী শবোপরে মুণ্ড অসিধরা। শঙ্করী নিকটে রহে ভীমা ভয়ঙ্করা ॥ তারপর চাণ্ডিকাতি পুলক শরীরে। প্রকাশ করিলা রথে দেবী ভ্রামরীরে ॥

অথ ভ্রামরী শক্তি। অঞ্জন গঞ্জন তনু তিমির বিনাশে। শত শশী সমু-দয় অধরের হাসে ॥ স্নিগ্ধনীল কুন্তল বদন সুপ্রসন্নে। কটাক্ষে সভয় শক্র অভয় প্রপন্নে ॥ সুলোহিত বরণ ত্রিনয়ণ শির মাঝে। কপাল যুড়িয়া শোভা করে দ্বিজ-

রাজে ॥ দ্বিভুজে ত্রিশূল শঙ্খ মুণ্ডমালা গলে। কটিতটে কৃষ্ণাজিনি সব পদ-তলে ॥ পুনর্ব্বার বিশালক্ষ্মী হইলা উদ্ভব। ঘোর ভয়ানক বেশী চরণে ভৈরব ॥

অথ বিশালক্ষ্মী শক্তি। শুক্ল শোভা বরণে স্ফাটিক রৌপ্যলাজে। বদন বিকচ শ্বেত সরব্রুহ সাজে ॥ আকর্ণ পরশে ভুরু দীর্ঘ ত্রিলোচন। শিরে শশী জটাজুট মুকুট ভূষণ ॥ শিশুকর্ণা অস্থিমালা শোভা করে গলে। প্রসস্ত দ্বিভুজ অসি খর্প করতলে। সৃর্কেতে রুধির গলে দুলিছে রসনা ॥ মহাউগ্র মূর্ত্তি দেবী লোহিত বসনা ॥ বিশালক্ষ্মী মূর্ত্তি দেখি দেবী হৃষ্ট মনে। আজ্ঞা দিলা যুদ্ধ হেতু যত দেবীগণে ॥ সকলে সমরে গিয়া কর মহামার। বিনাশ অসুর করি আয়ুধ প্রতার ॥ দৈত্য যুদ্ধে সর্ব্ব শক্তি সত্বরা হইয়ে। উপনীত সংগ্রামেতে সসৈন্য লইয়ে ॥ দশ মহাবিদ্যা শক্তি যোগিনী ডাকিনী। নবদুর্গা নবকালী নায়িকা হাকিনী ॥ জগদ্ধাত্রী পঞ্চদেবী কাল মহাকাল। ভূত প্রেত বটুক ভৈরব আর তাল ॥ বেতাল গুহ্যক রক্ষ পিচাশ চারণ। চলে রণে নানা অস্ত্র করিয়া ধারণ ॥ এই যে সকল মূর্ত্তি স্বরূপ প্রকাশ। সকলেতে পূর্ণ ভাগ জানিবে নির্য্যাস ॥ দেব-গণে নানাবিধ বাজনা বাজায়। মহানন্দে নৃত্য করে দেবী গুণগায় ॥ সমরে দানব সেনা করে আস্ফালন। ঘন ঘন রণবাদ্য করিছে ঘোষণ ॥ দুন্দুভি দগড় কাড়া পরাজয় ঢোল। পটহ পবন শঙ্খ মৃদঙ্গ মাদল ॥ দৈত্য সনে দেবী সেনা হইল মিলন। কবিরত্ন কহে বাজে ঘোরতর রণ ॥

কালী দুর্গার সংগ্রাম।

লঘু-ত্রিপদী। দানব সকলে, সমরের স্থলে, হুঙ্কার ছাড়ে গভীর। ডাকে মার২, ধনুকে টঙ্কার, দিয়া যোড়ে খরতীর ॥ আচ্ছাদে গগণে, শর বরিষণে, দেখিয়া বেতাল কোপে। মহা বলবান, মায়ার নিধান, করে২ বাণ লোফে ॥ রাক্ষস পিচাশ, করে অট্টহাস, সমরে আনন্দ অতি। বটুক ভৈরব, করে ঘোর-রব, সকম্পিতা বসুমতী ॥ ধরি খাঁড়া ঢাল, কাল মহাকাল, সমরে যুঝিছে ভাল। বাজাইয়া গাল, নাচিছে বিশাল, কেহ ধরিনু কপাল ॥ বিকট নাদিনী, ডাকিনী যোগিনী, ধরে রুধির গলে ॥ কালী তারা রণে, ফিরে দুই জনে, অসিতে অসুর মারে। রাজরাজেশ্বরী, অতি ভয়ঙ্করী, প্রখর ক্ষুর প্রহারে ॥ শ্রীভুবনেশ্বরী, খট্টাঙ্গাদি ধরি, অসুর করিছে নাশ। নাচিছে ভৈরবী, ছিন্নমস্তা দেবী, ধূমার বচনে হাস ॥ বগলা মাতঙ্গী, রণরস রঙ্গী, অসুর নাশিছে রণে। মহালক্ষ্মী মাতা, ত্রিজগৎ পাতা, বিনাশে দানবগণে ॥ করে লাফালাফি, ঘোর দাপাদাপি, ঘোর ছাড়িছে চিৎকার। শর সনসনি, গদা ঠন ঠনি, রণ হৈল এক-বার ॥ বাণ যুদ্ধ করে, কেহ গদা ধরে, কেহ যুঝে খাঁড়া ঢালে। করে ছুটপাট, মারে মালসাট, মল্লযুদ্ধ বাঁধাবাঁধি। অবনীতে পড়ি, যায় গড়াগড়ি, পায়ে করে ছাঁদাছাঁদি ॥ করে ঘোর রণ, যত দানাগণ, ডাকে ঘন হান হান। কপালে

শোণিত, করিয়া পুরিত, মহাসুখে করে পান ॥ সেনা কলরব, হৈল অসম্ভব, সংগ্রামেতে মহামার। টঙ্কার ধ্বনিতে, বচন শুনিতে, কেহ নাহি পায় কার ॥ করে টলমল, সংগ্রামের স্থল, বিপুল হইল রণ। নৃসিংহেরে দয়া, কর গো অভয়া, কবিরত্ন বিরচন ॥

দানব সৈন্য বিনাশ।

পয়ার। বিপরীত বিক্রমে যুঝিছে বীরগণে। হুঙ্কারে টঙ্কারি ধনু বাণ বরিষণে ॥ ধরিয়া খর্পর অসি সেনা অভয়ার। শত শত সেনাগণে করিছে সংহার ॥ যত দেবী উগ্রা সব পরম কৌতুকে। ধরিয়া ধরিয়া সৈন্য নিক্ষেপিছে মুখে ॥ রক্ত খায় অবিরত যতেক কালিকা। শৃগাল কুক্কুর গৃধ্র বায়স পালিকা ॥ ক্ষণেকের মধ্যে বহু সেনা হৈল ক্ষয়। দেখিয়া দানবগণ শঙ্কাযুক্ত হয় ॥ কি জানি কি হয় আজি দারুণ সমর। যে দেখি আপন রাজ্য নিলে পুরন্দর ॥ একা বুড়ী প্রথমত সমরে আইল। অঙ্গ হৈতে এত সৈন্য বাহির করিল ॥ এক এক দেবী অতি ভয়ঙ্করা হয়। দেখে প্রাণ উড়ে কে করিবে পরাজয় ॥ নিশ্চয় জানিনু আজি পরিত্রাণ নাই। ভাবিলে কি হবে আর যা করে গোসাঞি ॥ এত ভাবি দৈত্যগণ হইয়া নৈরাশ। আসুরিক ভাবে তমো হইল প্রকাশ ॥ মহাবেগে ধায় রণে ছাড়িয়া হুঙ্কার। একবারে শরাসনে দিলেক টঙ্কার ॥ শব্দে স্তব্ধ তিন লোক সমুদ্র উথলে। আস্ফালনে মাটি ফাটে ধরা চল চলে ॥ তাহা দেখি দেবীগণ হৈল আগুসার। অসিচর্ম্ম ধরি রণে ডাকে মার মার ॥ চোট চাটে বহু সৈন্য হৈল খণ্ড খণ্ড। মুহূর্ত্তেকে দৈত্যগণে করে লণ্ড ভণ্ড ॥ উগ্রচণ্ডা যুদ্ধ করে উগ্রাসুর সনে। আছন্ন হইল রবি বাণ বরিষণে ॥ খড়্গে উগ্রচণ্ডা তারে করিয়া বিনাশ। প্রেরণ করিল তারে শমন নিবাস ॥ প্রচণ্ডা প্রচণ্ডাসুরে প্রচণ্ড সমর। ক্ষণেকের মধ্যে তারে নিল যমঘর ॥ চণ্ডোগ্রা সহিত কুণ্ডাসুর মহামতি। যুদ্ধ করি চলি গেল যমের বসতি ॥ চণ্ড নায়িকার সনে যুঝিছে চতুর। ক্ষত অঙ্গ অস্ত্রাঘাতে গেল যমপুর ॥ চণ্ডী চণ্ডাসুরে রণ হইল প্রলয়। গদাঘাতে চণ্ড গেল কৃতান্ত আলয় ॥ চণ্ডবতী চটক অসুরের সংগ্রাম। ত্রিশূল প্রহারে পাঠাইলা শৌরি ধাম ॥ চণ্ডারূপা চিত্রাসুরে সমর বিলাস। কৃপাণ প্রহারে চিত্রা হইল বিনাশ ॥ অতি চণ্ডিকার সনে চাটুক যুঝিল। একদণ্ড মধ্যে যম সদনে চলিল ॥ ব্রহ্মাণী সহিত ব্রহ্মতাল করে রণ। দণ্ডাঘাতে চূর্ণ গেল শমন ভবন ॥ কালাসুরে কালিকার যুদ্ধ হৈল অতি। খড়্গেতে নাশিলা তারে কালী কোপবতী ॥ দেবান্তক দুর্গা সনে প্রখর সমর। কৃপাণে কৃপাণী নষ্ট করিলা সত্বর ॥ শিবাসনে শবভুজো সংগ্রাম করিল। শৃগালে খাইয়া তারে রণে বিনাশিল ॥ রক্তদন্তী বৈপ্রচিত্য অতুল্য সংগ্রাম। পঞ্চত্ব পাইয়া দৈত্য হইল নিষ্কাম ॥ শোকহরা সহ তবে যুঝে শোকাসুর। দুর্জ্জয় মুষ্টিকে দেবী

করিলেন চূর ।। চামুণ্ডা কিলাল সঙ্গে রণ বিপরীত। মরিল ভ্রুক্ষেপে হয়ে শক্তির রহিত ।। রাজলক্ষ্মী কিরীটি সহিত দরশন। হুঙ্কারেতে ভস্ম হয়ে মরে ততক্ষণ ।। অষ্টাদশ সেনাপতি হইল নিধন। শ্রীনন্দকুমার গায় নূতন কীর্ত্তন ।।

পঞ্চশক্তির সংগ্রাম।

ত্রিপদী। শতাক্ষী করিল রণ, নাশিল দানবগণ, মন্তাসুরে সংহার করিল। শাকম্ভরী পরে আসি, শর্ক্কর অসুরে নাশি, রণভূমে নাচিতে লাগিল ।। ভীমা নানা অস্ত্র ধরি, সমরে সংগ্রাম করি, ভীমাসুরে করিলা বিনাশ। ভ্রামরী ভ্রমর সঙ্গে যুঝিয়া সমরে রঙ্গে, পাঠাইলা কৃতান্ত নিবাস ।। বিশালক্ষ্মী মহেশ্বরী, খড়্গ কৃপাণ ধরি, যুদ্ধ কৈল অতি ঘোরতর। হুঙ্কারে কাঁপিছে মহী, থরহরি কাঁপে অহী, শঙ্কিত জগত চরাচর ।। বিশাল আইল রণে, ধনু ধরি আস্ফালনে, যুদ্ধ কৈল অনেক প্রকার। দেখে বিশালক্ষ্মী তায়, খরশান খড়্গঘায়, অবহেলে করিলা সংহার ।। আর যত দৈত্যগণ, সহিতে না পারে রণ, রণ ছাড়ি করে পলায়ন। দেবীগণে নাচে গায়, হরিষে শোণিত খায়, দেবে করে পুষ্প বরিষণ।। দূতগণে সকাতরে, বার্ত্তা দিল দৈত্যেশ্বরে, সব সৈন্য হইল বিনাশ। শুনে কথা চমৎকার, নতশীর হৈল তার, মনে২ ভাবিছে হুতাশ ।। বুঝি সংগ্রামে এবার, প্রাণে বাঁচা হবে ভার, নাহি আর উপায় ইহার। সৈন্য মোর অগণন, হৈল রণ বিনাশন, মহাসুখ হৈল দেবতার ।। কহিতে যে লজ্জা হয়, নারী হৈতে পরাজয়, হইলাম সসৈন্য সমরে। বীরত্ব বিক্রম যত, সব মোর হৈল হত, টিটকার দিবেক অমরে ।। সৈন্যতা না হবে গায়, অতেব প্রতিজ্ঞা তায়, যুদ্ধ করা হইল উচিত। মারি কি আপনি মৈলে, এ দুয়ের এক হৈলে, তবে শান্তি হইবে বিহিত ।। এত বলি দৈত্যেশ্বর, কোপে কাঁপে থর২, বিকট অধর ওষ্ঠ ফোলে। সমরেতে সুনিপুণ, চাপে চড়াইল গুণ, তূণে হৈতে চোখশর তোলে ।। ঘন ছাড়ে হুহু-ঙ্কার, ত্রিভুবনে চমৎকার, আস্ফালন মালশাট মারে। ধনুর্ব্বাণ করতলে, উপ-নীত রণস্থলে, বিরচিত শ্রীনন্দকুমারে ।।

দুর্গাসুরের সংগ্রাম।

ধুয়া। ঘোরতর যুঝে সমরে। হুঙ্কারে টঙ্কারে
কম্প লাগে অমরে ।।

পয়ার। মহাবীর দাপে বীর বরিষয়ে বাণ। আচ্ছাদিত আদিত্য অচল কম্পমান।। প্রকাণ্ড আমার দৈত্য মহাবল ধরে। ইন্দ্রাদি দেবতা দেখি সঙ্কো-চিত ডরে ।। কি হয় সমরে আজি বুঝিতে না পারি। আপনি আইল সাজি দৈত্য অধিকারী ।। এত ভাবি দেবীগণে কহে বারবার। সাবধানে যুদ্ধ মাতা করিবে এবার ।। দুর্গাসুর দুর্দ্দর্প দুর্জ্জয় আকার। কার সাধ্য যুদ্ধ করে সম্মুখে তাহার ।। সভয় দেবতাগণ দূরেতে দাণ্ডায়। রণমুখী হয়্যে যত দেবীগণ ধায় ।।

দেখিয়া দানবপতি করে গর২। ক্রোধে হৈল হুতাশন কাঁপে থর২॥ সহস্র২ শব শরাসনে ধরে। বরিষণ করিয়া ঢাকিল রবিকরে॥ দেবীগণ হান২ ডাকে ঘোরতর। নিজ২ অস্ত্রে সব নিবারিছে শর॥ একেবারে দেবীগণে করে আসি রণ। কেহ মারে গদা কেহ ভুষণ্ডী ভীষণ॥ কেহ শক্তি মুদ্গার মুষল শূল জাটী। কেহ মারে বজ্র কেহ শেল শাল ঝাটী॥কেহ হানে খড়্গ কাতি কৃপান তোমর। কত জনে প্রহারিছে কত শত শর॥ কেহ আসি পশ্চাতে বসন ধরি টানে। কেহ২ সতাঙ্গে তুরঙ্গে বাণ হানে॥ বেতাল ভৈরব রথ টানিয়া ফেলায়। কাল মহাকালে রথ ফলুঙ্গে লাফায়॥ রাক্ষস চারণ ভূত প্রেত দানাগণ। অলক্ষিতে শীলাবৃক্ষ করে বরিষণ॥ কেহ বাহুযুদ্ধ হেতু ফিরে চারি পাশে। শূন্যে২ হতে রথে মুতে ভাষায় পিশাচে॥ লম্ফে২ ফিরে রণে করাল বটুক। চড় মেরে কেড়ে লয় মাথার মটুক॥ কেহ মারে লাথি কীল চাপড় দুর্জ্জয়॥ কেহ২ আসি আঁচড়ে কামড়ে বিপর্য্যয়॥ একা দুর্গাসুর রণে হইল তটস্থ। চাহিতে না দেয় কেহ হেন ব্যতি ব্যস্ত॥ যোগিনী ডাকিনী আর যত প্রেতগণ। ভূতের সংগ্রামে কি করিবে এক জন॥ বিস্তারিতে নারি আর গ্রন্থ হয় বাড়া। ভূতের সংগ্রাম সব তন্ত্র মন্ত্র ছাড়া॥ ন্যায় আর অন্যায় নাহিক বিবেচনা। মারিলে খাইব রক্ত অন্য কি শোচনা॥ কোনমতে সমর হইলে হয় জয়। তার ধর্ম্মাধর্ম্ম কিবা কধিরতে কয়॥

কাত্যায়ণী সৈন্য সহিত দুর্গাসুরের যুদ্ধ।

পয়ার। ব্যস্ত হয়্যে মহাবীর সমর চতুর। ধনুকে যুড়িল বাণ কোপে মহাসুর॥ এক বাণে সব বাণ করে নিবারণ। মধ্যে২ নিজ অস্ত্র করে বরিষণ॥ ঠেলে ঠালে কত জনে করিল নিরস্ত। ভয়ে ভীত ভঙ্গ দেয় পিশাচ পরাস্ত॥ কারে মারে কীল নাথি চাপড় চাপড়ি। বিক্রমে ব্যথিত পলাইছে রড়ারড়ি॥ যে যেমন করে তার সহিত তেমন। সমর সমাজে দুর্গাসুর করে রণ॥ একেলা সকলে বোধ দেয় বীর দাপে। হুঙ্কার টঙ্কার শংখনাদে ধরা কাঁপে॥ সকলেতে পরাজয় হতবীর্য্য প্রায়। সহিতে না পারে অস্ত্রে ক্ষত হৈল কায়॥ মহাসুর মদমর্ত্ত মাতঙ্গ যেমন। দলে দেবী সৈন্য যেন সরজ কানন॥ পরাজয় হয়ে যত দেবী সেনাগণ। সংবাদ দিলেন গিয়া অম্বিকা সদন॥ শুন মাতা কাত্যায়ণী প্রমাদ এবার। দুর্গাসুর আইল রণে দুর্জ্জয় দুর্ব্বার॥ দেবীগণে যুদ্ধ আর করিতে না পারে। প্রাণপণ হইয়াছে কহিনু তোমারে॥ রক্ষা কর নতুবা সকল আজি যায়। দুর্গা দানবের কাছে কেহ না এড়ায়॥ শুনিয়া অম্বিকা অতি হৈলা কোপবতী। অক্রোধে আছাড়ে পদ কাঁপে বসুমতী॥ কর পদ কাঁপে আর ওষ্ঠাধর স্ফীত। ভ্রুকুটী কুটিলানন ঘর্ম্ম আস্কন্দিত॥ ঘূর্ণিত নয়ন তিন আরক্ত বরণ। পাবক স্ফুলিঙ্গ তাহে হয় নিস্বরণ॥ করিয়া শঙ্খেরধ্বনি ছাড়িলা হুঙ্কার।

ঘোরতর হৈল রব বিজয় ঘণ্টার ॥ নাগপাশ দেবী করে করিছে তর্জ্জন। ধনু টঙ্কারিয়া দেবী করিয়া গর্জ্জন ॥ দানবে সভয় হৈল অভয় অমরে। কবিরত্ন কহে দেবী সাজিলা সমরে ॥

অম্বিকা সহিত দুর্গাসুরের যুদ্ধারাম্ভঃ।

ধুয়া। এলো কে সমরে বামা নিবিড় নিতম্বিনী।
মৃগরাজোপরে, দশ করে, নানা আয়ুধ ধরে, ভয়ঙ্করে,
কেরে সুবক্তপশী, ভালে শশী কার সিমন্তিনী ॥

পয়ার। আস্ফালনে অম্বিকা আপনি যায় রণে। প্রকৃতি উৎপত্তি করা না ধরিল মনে ॥ উপনীত সংগ্রামে কেশরি আরোহণে। সাপক্ষে অভয় দিলা মাভৈর্ব্বচনে ॥ সর্ব্বশক্তি ময়ী যদি করিলা অভয়। হতবীর্য্য সৈন্যগণে শক্তি যুক্ত হয় ॥ যত দেবীগণ আসি করিয়া প্রণাম। বলে মাতা আপনি কি করিবে সংগ্রাম ॥ কোন দায় আপনি করিতে আইলে রণ। দাসীগণ হৈতে দৈত্য হবে বিনাশন ॥ বলহীন হৈয়া ছিনু অবিরত রণে। শত গুণ হৈল বল তব দরশনে ॥ তব পদ রেণু লয়ে জিনি ত্রিসংসার। কীটাস্থ কোটীর মধ্যে দৈত্য কোন ছার ॥ চণ্ডিকা সবার প্রতি কহিতে লাগিলা। তোমারা সকলে যুদ্ধ অনেক করিলা ॥ শ্রান্ত হইয়াছ ক্ষণে শ্রম কর দূর। দলিব আপনি গো দুর্ণিত দুর্গাসুর ॥ সকল মেরেছ রণে করিয়ে প্রবেশ। ঐ দুষ্ট আছে আর আমি আছি শেষ ॥ সকলের যুদ্ধ আর করে কায নাই। মূষক মারিতে কি মুষই হল চাই ॥ এতবলি ক্ষান্ত দেবী করিলা কথায়। তবু সবে শঙ্করীর পাছুং ধায় ॥ মারং শব্দেতে গভীর ঘোর ডাকে। লম্ফেং যায় সবে খাড়া ঢাল ঝাঁকে ॥ উপনীত দুর্গাসুর রয়েছে যথায়। দেবীরে দেখিয়া দুর্গা কোপ দৃষ্টে চায় ॥ বলে দৈত্যপতি শুন শুন দুষ্টা নারী। জয়ী হৈলে রণে মোর বহু সৈন্য মারি ॥ আপনাকে ধন্যা মেনে গর্ব্ব হইয়াছে। সে গর্ব্ব হইবে খর্ব্ব আজ মোর কাছে ॥ হত নারী সংসারের করিব বিনাশ। ত্রিদশে ত্রিদেব হৈতে করিব নৈরাশ ॥ তোমারে করিব নষ্ট না ভাবিহ আর। কোনমতে না রাখিব প্রকৃতি সঞ্চার ॥ এমন মেয়ের রীত না শুনি কথন। লজ্জা সজ্জা হীন লগ্না হয়ে করে রণ ॥ কার কাছে কব আর দেখে লজ্জা হয়। আজি নারী নাশিব ইহাতে কি সংশয় ॥ শুনিয়া দৈত্যের কথা ঈষৎ হাসিলা ॥ সম্বোধিয়া তারে কিছু কহিতে লাগিলা ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

দুর্গাসুর বধোদ্যোগ।

পয়ার। পার্ব্বতী কহেন শুন পাপীষ্ঠ দানব। আপনার কর্ম্ম দোষে কষ্ট হৈল সব ॥ আসুরিক স্বভাবের নীত কি এমন। জেনেও জানেনা ইষ্ট অনীষ্ট ভাবন ॥ এক নারী যুদ্ধা আইল প্রথমত রণে। তাহা হৈতে এত নারী হইল

স্বজনে ॥ জেনেও করিলে বাদ আর কি সুধাও। বাঁচিতে বাসনা যদি থাকে রাজ্য দাও॥ নতুবা মরণ তোর হৈল আগুয়ান। আমার সংগ্রামে অদ্য উপক্ষিবে প্রাণ ॥ দেবীর বচনে দুষ্ট কোপমান হয়। মদগন্ধে গর্ব্বিত হইয়া তবে কয়।। পাপিয়শী ও গর্ব্ব কি আমি তোর সই। আমি রাজা দুর্গাসুর মহিষতো নই ॥ এতবলি গর্জ্জিয়া উঠিল বীর দাপে ॥ ধনুকে টঙ্কার দিল ত্রিভুবন কাঁপে ॥ যুড়িল ধনুকে বাণ চোখ খরশান। প্রহারিল চণ্ডীকার পুরিয়া সন্ধান॥ নানা অস্ত্র প্রহার করিছে মহাবীর। যেন মেঘে মেরু শৃঙ্গে বরিষয়ে নীর ॥ বাণেতে বিচ্ছিন্ন বপু হৈল চণ্ডীকার। সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার॥ সম্বরিতে বাণ দেবী ধনুক ধরিলা। বাণে বাণ যত সব সংহার করিলা॥ মহাকোপে মহেশ্বরী পুরিলা সন্ধান। যুড়িল অসুর প্রতি মেঘমালা বাণ। বায়ুবাণে দৈত্য তারে ফেলে দিল দূর। মহাঝড়ে উড়ে দেবী শামন্ত প্রচুর ॥ আকাশাস্ত্রে বায়ু দেবী করিলা সংহার। পর্ব্বতাস্ত্র প্রহার করিল পুনর্ব্বার ॥ বজ্রবাণ তার প্রতি ছাড়ে মহাসুর। বাজ্রাঘাতে পর্ব্বতাস্ত্র হয়ে গেল চূর ॥ বজ্রতে দেবীর সৈন্য দহিল বিস্তর। বজ্রবাণে দেবী তারে নিবারে সত্বর ॥ পুনঃ দেবী অগ্নিঅস্ত্র কৈল বরিষণ। বরুণাস্ত্রে দুর্গাসুর কৈল নিবারণ ॥ ঘোরতর সলীলে ভাষিল সেনেগণ। শোষকাস্ত্রে দেবী বাণ করিল শোষণ ॥ কোপে দেবী নাগপাশ কৈল অবতার। গরুড়াস্ত্রে দৈত্য তারে করিল সংহার ॥ গন্ধর্ব্বাস্ত্রে নারায়ণী করে বরিষণ। গন্ধর্ব্বাস্ত্রে দানবেন্দ্র কৈল নিবারণ ॥ এইরূপে বাণ যুদ্ধ হইল বিস্তর। কেহ তাহে পরাজয় নহে পরস্পর ॥ পরে দেবী কেলিকেশী বাণ মারে কোপে। আস্ফালন দুর্গাসুর বামহাতে লোফে। বাণ ব্যর্থ হইল দেবী রুষিলা অন্তরে। লতবাহু বাণ মারে দৈত্যের উপরে॥ শরাঘাতে দুর্গাসুর হইল মূর্চ্ছিত। ঝলকেহ মুখে উঠিছে শোণিত ॥ শ্রীযুত নৃসিংহদাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

দুর্গাসুর দশভুজা মূর্ত্তি সর্ব্বব্রময়ী দেখিয়া
ব্রহ্মজ্ঞান পায়।

ধূয়া। একে দশভুজা কাল হলো আমারে। দশ দিকে এক
রূপে একা আছে বামারে ॥ আঁখি মুদে যদি চাই, হৃদ-
পদ্মে দেখি তাই, পালাবার পথ নাই, গেল প্রাণ এবারে ॥

পয়ার। চেতন পাইয়া চিন্তা করে দৈত্যপতি। নিশ্চয় এবার মোর নাহি অব্যাহতি ॥ যুদ্ধ ছাড়ি দুর্গাসুর পলাইতে চায়। দশদিকে দশভুজা দেখিবারে পায় ॥ আপনার দেহে দেখে দশভুজা রূপ। সজীব অজীব ব্যাপ্তি দেখে ভাবে ভূপ ॥ নিস্তার নাহিক হৈল বিস্তার ষোড়শী। সর্ব্বত্র ব্যাপিনী শক্তি অম্বিকা রূপশী ॥ ভয়ে ভীত হয়ে দৈত্য মুদিল নয়ন। হৃদি মাঝে কাত্যায়নী দিলা দর-

শন ॥ গৌরবর্ণা সুকুন্তলা সিংহ পৃষ্ঠে ভর। বিবিধ আয়ুধ সম যুক্ত দশকর ॥ ভ্রুকটাক্ষে মৃদু মন্দ হাসিতে২। প্রহার করিছে অস্ত্র যেন বিনাশিতে ॥ দেখে দুর্গাসুরের অসুরভাব যায়। নবভক্তি ভাবোদয় ব্রহ্মজ্ঞান পায় ॥ সামান্য বিভ্রম গিয়ে জন্মিল বিস্ময়। ব্রহ্মময়ী বলিয়া দেবীরে জ্ঞান হয় ॥ অবশেষে হৈল আয়ু বুঝিনু নিশ্চয়। নিতান্ত প্রাণান্ত কাল কৃতান্ত সদয় ॥ আসুরিক জন্মে বহু করিলাম পাপ। প্রায়শ্চিত্ত দেবী স্তবে খণ্ডাইব তাপ ॥ শঙ্করী আমারে যদি করেন সংহার। তথাপি হইব ঘোর নরকে উদ্ধার ॥ এতবলি দৈত্যরাজ ভক্তি ভাবে অতি। করিছে বিনয় স্তব তুষিতে পার্ব্বতী ॥ কবিরত্ন আজ্ঞা দিলা কয় ভাষাগীতে। আশ্বাসিলা বিশ্বাসে নৃসিংহ নরাঙ্কিতে ॥

দুর্গাসুর কর্ত্তৃক অম্বিকার স্তব।

ধুয়া। করুণাক্ষর মাম্প্রতি করুণাময়ী। ঘৃণা না করিহ মনে অধম ময়ি ॥

পয়ার। অনিত্য সংসার সব জানিয়া অসার। গদ২ স্বরে করে স্তব চণ্ডিকার ॥ কাত্যায়ণী কলুষ নাশিনী ভবদারা। ত্রিপুরে ত্রিপুর তুমি ত্রিগুণাত্ম তারা ॥ অশ্রুজলে ভাবে অঙ্গ সঅঞ্চল গলে। কৃতাঞ্জলি হয়ে বলে মার পদ-তলে ॥ রক্ষ২ জননী গো অকৃত সন্তানে। না জানে করেছি দোষ তব সন্নিধানে বিশ্বধাত্রী বিরিঞ্চি বন্দিনী বিশ্বগতি। ক্ষমাকর ক্ষমঙ্করী আমি মূঢ় অতি ॥ তন্ত্র ধ্যান জ্ঞান পূজা ভজন কিঞ্চিৎ। সুকৃতি নাহিক মোর কুকৃতি সঞ্চিত ॥ অসুর যোনিতে জন্ম করিয়া গ্রহণ। তমো ভাবে করিলাম অনিষ্ট চিন্তন ॥ জগত তারিণী তারা পতিত পাবনী। জগৎ চরাচর সুরাসুরের জননী ॥ দুরান্ত কি শান্ত মা মায়ের বস ছেলে। সকল সমতা মার নাহি দেন ফেলে ॥ আমি দুষ্ট দুরাচারে না কর বঞ্চনা। স্নেহাবলোকনে দোষ কর গো মার্জ্জনা ॥ ব্রহ্মাণ্ড জননী তুমি ব্রহ্মাণ্ড উদরে। গর্ভস্থ পুত্রের দোষ জননী না ধরে ॥ নির্দ্দয়া হৈওনা কালী কর গো উদ্ধার। কুকর্ম্মাত্মা কুকর্ম্ম মা করেছি অপার ॥ অপারে কে আর পার করে তোমা বিনে। পদপ্রান্তে দেহ স্থান ময়ি ভ্রান্ত দীনে ॥ নিজ-গুণে নিজনুতে হও মা সদয়। আক্রোশ আত্মজ প্রতি উচিত না হয় ॥ স্তবে তুষ্টা আশুতোষী হরের বনিতা। দয়াময়ী দানবে হইলা দয়ান্বিতা ॥ হাতে হৈতে ধনুর্ব্বাণ ফেলিলা তখন। দুর্গাসুরে কোলে নিতে করিলা গমন ॥ ফিরায় বিজয়া জয়া বিনয় বচনে। দৈত্যেরে অভয় দিবে কি ভাবিয়া মনে ॥ দেবী কন জয়া মোরে না কর বারণ। দুর্গাসুরে দিব আমি এ তিন ভুবন ॥ এমন সেবক যদি পূর্ব্বে জানিতাম। অদ্যাবধি দুর্গাসুর সন্তান সমান ॥ আমাত্ম্যভিষেকে মোর সুস্থ কৈল প্রাণ ॥ ছেড়েদে বিজয়া ভক্ত দুঃখ পায় মোর। আজি আমি মনো বাঞ্ছা পুরাইব ওর ॥ উতলা না হও গো বুঝনা প্রতিক্ষাৎ। যেন পুনঃ বিঘ্ন-

চিত না হয় পশ্চাৎ। যাও কিন্তু বিবেচনা করিবে মা তুমি। বিশ্বের জননী আর কি কহিব আমি ॥ বিদায় হইয়া মাতা গেলা ততক্ষণ। বর লও দুর্গাসুরে যাচিলা তখন ॥ দুর্গাসুর বলে মাগো অন্য বর কিবা। দানব এ দেহে হৈতে মুক্ত কর শিবা। চরণান্তে দেহ স্থান নখচন্দ্র কণে। হেন আর প্রত্যাগতি না হয় ভুবনে ॥ শুনিয়াদেবীর চক্ষে বহে স্নেহে শর। অবোধের ন্যায় কেন চাহিলে এ বর ॥ এতিন ভুবন চাহ তোরে দিয়া যাই। দুর্গা কয় বিষয় বাসনা মোর নাই ॥ বিস্তর করেছি সুখ বাকী নাই আর। এক্ষণে এবিষয়েতে কর মা উদ্ধার ॥ এক বর দিয়া মা পুরাও মনোস্কাম। আমার নামেতে যেন হয় তব নাম ॥ তথাস্তু বলিয়া দেবী কোলে নিলা তায়। ভাগ্যের নাহিক সীমা কবিরত্ন গায় ॥

অথ দুর্গাসুর বধ। বীররস।

ত্রিপদী। নিরস্ত হইল মাতা, ভাবেন বাসব ধাতা, এ আবার হইল কেমন। দুর্গাসুরে বর দিয়া, স্নেহ ভাবে কোলে নিয়া, দেবী আর না করিলা রণ ॥ কি হলো কি হলো আর, সর্ব্বনাশ দেবতার, যদি দুর্গাসুর নাহি মারে। মহাকোপে মহাসুর, আসিয়া অমর পুর, সমূলেতে নাশিবে অমরে ॥ সার যুক্তি করি সবে, দুষ্টা শারদারে তবে, দানবের নিকটে পাঠান। দেবতার কার্য্য জন্যে, দেবী সরস্বতী ধন্যে, দৈত্য দেহে হৈলা অধিষ্ঠান ॥ কোলে থাকি চণ্ডিকার, মতিচ্ছন্ন হৈল তার, অম্বিকায় কহে কুবচন। আমি যে করিনু স্তব, তাহে নহে পরাভব, ছলেতে ভুলাই সব মন ॥ অসুরের এই ধর্ম্ম, সাধয়ে আপন কর্ম্ম, বলে ছলে কলে কি কৌশলে। আমি দুর্গা দৈত্যেশ্বর, ত্রিভুবনে নষ্ট কর, ভালরূপে জানয়ে সকলে ॥ থাকি দর্পে আপনার, বশীভূত নহি কার, তৃণ তুল্য করি সর্ব্বজনে। স্তব করিব তোমায়, বল দেখি কোন দায়, আমি হীন না হই এমনে ॥ পূর্ব্বেতে কয়েছি যাহা, এখনি করিব তাহা, না রাখিব প্রকৃতি সংসারে। দুষ্ট বেটা আজি তোর, মৃত্যু দেখি হাতে মোর, আমি ভয় নাহি করি কারে ॥ রমণী হইয়া তোর, কথা কেন এত জোর, আজি মান হারাবে নিশ্চয়। এতবলি মহাবীর, কোলে হইতে দেবীর, লাফ দিয়ে ভূমিগত হয় ॥ চণ্ডির বিস্ময় মন, কিবা দৈত্য আচরণ, বিজয়ারে সম্বোধিয়া কন। শুনিয়া বিজয়া কয়, ভাবিলে কি আর হয়, দৈত্য কভু না হয় আপন ॥ পূর্ব্বেতে বলেছি সব, করিয়াছ অসম্ভব, দেখিলে মা প্রত্যক্ষ এখন। বিলম্ব কিহেতু কর, ত্বরায় ধনুক ধর, দুষ্ট দৈত্য করহ নিধন ॥ অসুরের দেখি রঙ্গ, দেবীর জ্বলিল অঙ্গ, সখি বাক্যে ধনুক ধরিলা। আকর্ণ পুরিলা বাণ, তীক্ষ্ণধার খরষাণ, দুর্গাসুরে সন্ধান করিলা ॥ ঢালে উড়ে লয় শর, দৈত্যপতি বীরবর, দেখে দেবী অসিচর্ম্ম কাটে। নিরস্ত্র হইয়া তায়, রথচক্র ধরি ধায়, চণ্ডির নিকটে মালশাটে ॥ রুষিলা চণ্ডী অসুরে,

ব্রহ্মাণ্ড নিক্ষেপ করে, দুর্গাসুর হৈল দুই খান। দেবীর অধরে হাস, দেবের ঘুচিল ত্রাশ, কেশরি করিছে রক্তপান॥ দৈত্য দেহ ছাড়ি প্রভু, পাইয়া অপূর্ব্ব তনু, দুর্গাসুর হইল উদ্ধার। দুর্গাসুরে করি নষ্ট, প্রসিদ্ধ আখ্যান স্পষ্ট, দুর্গা নাম হৈল অম্বিকার॥ যোগিনী ডাকিনীগণে, অতি হরষিত মনে, দৈত্যের শোণিত মাংস খায়। ভয়ে ভীত দৈত্যগণ, করে সবে পলায়ন, দ্বিজ কবিরত্নে রস গায়॥

রণজয়ী বাদ্য নির্ঘোষ।

ললীত ছন্দ। পড়িল দুর্গাসুর, পাইল যমপুর, নাচিছে দেবী সেনাগণ। বেতাল মহাকাল, বাজায়ে ঘনগাল, উৎসাহে করিছে গর্জ্জন॥ নায়িকা শক্তিগণে, পঞ্চ দেবীর সনে, আনন্দে করিছে তাণ্ডব। কালী দুর্গা কি রঙ্গে, দশধা বিদ্যা সঙ্গে, নাচিছে সহিত পাণ্ডব॥ খাইয়ে রক্তপানা, পিশাচ প্রেত দানা, ডাকিছে জয় জয় কালী। শ্রীদুর্গা দুর্গারব, আনন্দ মহোৎসব, গাইছে দিয়ে করতালি॥ আনন্দে দেবতায়, রণবাদ্য বাজায়, দুন্দুভি দোহরী মাদল। টীকারা রামকাড়া, দগড় বীরপড়া, মৃদঙ্গ কাড়া জয়ঢোল॥ দমট দারাকাঁশী, খমট মটবাঁশী, সারিন্দা সারিঙ্গী শেতার। পাখোয়াজ পারোয়াল, বরাঙ্গ করতাল, বীনা কি সুধার আধার॥ বাজিছে করশানি, রণ বিজয়ী বেণী, দামামা শিঙ্গা জগঝম্প। লহরী রণ তুরী, ভেরী সহরী মুরী, ডহরী রণকালী ডম্ফ॥ রবাব বীরঢাক, শঙ্খ ঘণ্টা পিনাক, মরুজ মন্দিরা মোচঙ্গ। বিপঞ্চী সুরী ধুরী, সপ্তম স্বরা খুরী, ডমরু মরুবণ সঙ্গ॥ গাইছে রণোৎসব, সানন্দ বিধি ভব, বাসব সঙ্গে ধরে তাল। নাচিছে দেবগণ, চণ্ডীরে সঁপি মন, পুলকে পূর্ণিত বিশাল॥ অম্বিকা গুণগান, সংগীত সুকীর্ত্তন, করিয়া নাচিছে অমরে। করিয়া সুনন্দন, কুসুম বরিষণ, করিছে চণ্ডিকা উপরে॥ ছাড়িয়া নিজপুর, আর যত অসুর, পলায় হয়ে অনুদ্দেশ। লইয়া পারাবার, ভাবি সব অসার, সাগরে করিল প্রবেশ॥ অসুরে বাস ছাড়ে, দৈব উদ্যম বাড়ে, করিছে চণ্ডিকা অর্চ্চনা। দ্রব্য বিবিধ মত, আনিয়া কত শত, ক্রমেতে মন্ত্রের রচনা॥ নৃসিংহ দাসে কৃপা, করিয়া রাখত্রিপা, লজ্জা রূপিনী মহালায়া। দ্বিজ কবিরত্নে গায়, রাখ-গো রাঙ্গাপায়, দয়া না ছেড়ো হর জায়া॥

ইন্দ্র কর্ত্তৃক দেবীবর্গের পুজারম্ভ। আবর্ত্তন।

ত্রিপদী। দৈত্যগণ হৈল নাশ, চণ্ডির উপজে হাস, দেবীগণ সহ দাণ্ডাইলা। অষ্ট নায়িকা সর্ব্বগণী, অষ্ট শক্তি শিবরাণী, নিজ নিজ পর্য্যায় মিলিলা॥ দশ মহাবিদ্যা হাসি, অম্বিকা নিকটে আসি, আদ্যাকালী শব শিরোপরা। তারা দেবী দিগাম্বরী ষোড়শী ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী ভৈরব রব করা॥ ছিন্নমস্তা ধুমাবতী, বগলা মাতঙ্গী সতী, মহাদেবী কমল আত্মিকা। শিবদা অশিব হরা, শিব

ধাত্রী শিবকরা, শিব জায়া শিবত্ব সাধিকা ।। আর দেবী জগদ্ধাত্রী, ত্রিজগতা নন্দ দাত্রী, বিশ্বপাত্রী বিধাতা বন্দিনী। ত্রিভুবন নিস্তারিণী, দুঃখাশুভ প্রহারিণী, ত্রাণকর্ত্রী করিন্দ্র মর্দ্দিনী ।। পরে নব দুর্গাগণ, স্ববাহনে আরোহণ, করিয়া দাণ্ডায় শারি শারি। ব্রহ্মাণী মহতী সতী, জয়কালী উগ্রাবতী, জয়দুর্গা কার্ত্তিকী কুমারী ।। শিবা শিব নিতম্বিনী, রক্তদন্তিকা দন্তিনী, শোক হরা জগত তারিণী। চামুণ্ডা চণ্ডনায়িকা, দেবারিষ্ট বিনাশিকা, রাজলক্ষ্মী অশুভ হারিনী ।। নবকালী সমুদয়, চণ্ডির নিকটে রয়, আদ্যা উগ্রচণ্ডা মহামায়া। প্রচণ্ডা চণ্ডোগ্রা আর, অতি প্রকাণ্ড আকার, চণ্ডনায়িকা সর্ব্ব জায়া ।। চণ্ডদেবী চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা মহাসতী, অতিচণ্ডী রুদ্রাচণ্ডা কালী। বিগলিত কেশপাশ, বদনে ঘোরাট্ট হাস, নৃত্য বেশে দেয় করতালি ।। ভীমা শতাক্ষী ভ্রামরী, বিশালক্ষ্মী শাকম্ভরী, এই পঞ্চদেব দাঁড়াইলা। সম্মুখেতে পুরন্দর, লয়ে যতেক অমর, পূজা দ্রব্য সহিত আইলা ।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সংগীতের অভিলাষে, কাত্যায়নী যারে সহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী।।

দেবী পূজা।

ধুয়া। কালীকে করুণা কর গো করালে। হৈমবতী শিবে
শিবদা বিশালে ।।

পয়ার। বিধি ভব বাসব অনিল হুতাশন। অষ্টবসু দিকপাল গ্রহাদি শমন ।। দেবীগণে অগ্রে করি পূজা আরম্ভিল। প্রথমতঃ কালিকার অর্চ্চনা করিলা। গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ ষোড়ষোপচার। আসন বসন অভরণ আদি আর ।। শবোশিবা আরাধিল বিবিধ বিধান। দাক্ষিণান্ত সমাপণ হোম বলিদান।। এক দিনে সকলের করিয়া অর্চ্চনা। দেবমানে করিলেন বিধান রচনা ।। নয়মাসে বৎসরেক ইহাতে নিশ্চয়। তদনুসারেতে মাস দিবস নির্ণয় ।। দেবীগণের অর্চ্চনার কৈলা নিরূপণ। যেই মাস যেই দিন তিথি যেইক্ষণ ।। কালিকের অমাবস্যা স্বাতিঋক্ষ তায়। মহানিশা মধ্যেতে পুজিবে কালিকায় ।। রাত্রেতে প্রতিমা করি রাত্রে আবাহন। অপ্রকাশ্য গুপ্তে পূজা রাত্রে বিসর্জ্জন ।। চিহ্ন না থাকিতে তার প্রকাশিলে দিন। প্রকাশেতে কালী পূজা হয় ফল হীন ।। তার পূজা ফাল্গুন মাসেতে নিরূপীত। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী দিনে শ্রবণা মিলিত ।। প্রতিমা রচিয়া হবে নিশিতে অর্চ্চন। পর দিন পর তন্ত্রে দিবে বিসর্জ্জন ।। বৈশাখের শুক্ল ত্রয়োদশী নিরূপণে। গুরুবারে পুনর্ব্বসু নক্ষত্র মিলনে ।। প্রতিমায় পুজিবেক রাজ রাজেশ্বরী। প্রহরেং পূজা দিবসেতে করি ।। নৃত্যগীতে সে রজনী করি জাগরণ। পরদিন প্রভাতে করিবে বিসর্জ্জন।। ভুবনেশ্বরীর পূজা করিল বিধান। মাঘে শুক্লা সপ্তমীতে তাহার প্রমাণ ।। পৌষে কৃষ্ণা একাদশী বিশাখা মিলিবে। সেই দিনে শেষ রাত্রে ভৈরবী পুজিবে ।। জ্যৈষ্ঠে শুক্লা

দশমীতে মিলিবেক হস্তা। সেই দিনে দিবাতে পূজিবে ছিন্নমস্তা ।। পৌষের পৌর্ণমাসী নক্ষত্র রোহিণী। পূজিবেক ধূমাবতী শঙ্কর মোহিনী ।। চৈত্র মাসে শুক্লাষষ্ঠী দেবগুরুবার। মৃগশিরা নক্ষত্রেতে পূজা বগলার ।। আষাঢ়ে দশমী শুক্লা চিত্রা ঋক্ষ আর। মাতঙ্গীর দিবা পূজা গৃহ পরিবার ।। আশ্বিনেতে কোজাগর পূর্ণমাসি তিথি। মহালক্ষ্মী আরাধিবে নক্ষত্র রেবতী ।। নিশিতে করিবে পূজা করি জাগরণ। বরদা হবেন দেবী বেদের বচন ।। প্রতিমা করিবে করী অভিষেক করে। এই দশ বিদ্যা পূজা দশম বাসরে ।। পরে শুন আর২ মত নিরূপণ। নৃসিংহ আদেশে কবিরত্নে বিরচন ।।

নবদুর্গা নবকালী পূজার নিয়ম।

পয়ার। নবদুর্গা পূজার নিয়ম শুন তবে। দুর্গা মহোৎসবে পত্রিকায় পূজা হবে ।। নবকালী আরাধনা করিবে সকলে। দুর্গোৎসবে ভদ্রমঞ্চে পদ্ম অষ্টদলে ।। অষ্টশক্তি পূজা দেবী অর্চ্চনার কালে। অষ্ট নায়িকার পূজা তাহার মিশালে ।। পঞ্চদেবী পূজা আর কৈল নিরূপণ। দুর্গোৎসবেতে পূজাকালে আবরণ ।। যোগিনী ডাকিনী আর যত সেনাগণ। সকলের পূজা কৈল সহস্র-লোচন ।। জগদ্ধাত্রী পূজার শুনহ প্রকরণ। গোপনীয় তত্ত্ব অতি পরম সাধন ।। অর্চ্চিলে উত্তম গতি মুক্তি অনায়াশে। নিরন্তর বাস হয় চণ্ডিকার পাশে ।। তুলায় উদয় শশী নবম কলায়। জগদ্ধাত্রী আরাধনা প্রমাণ তাহায় ।। চারি পূজা বিধিমতে করিবে বিধান। পশু পক্ষ জলচর নর বলিদান ।। রাজশীক পূজা নিশি যোগে জাগরণ। পরদিনে মন্ত্রেতে করিবে বিসর্জ্জন ।। এই সব প্রকৃতির পূজার নিয়ম। দেবী পূজা প্রকাশিতে জানিবে উত্তম ।। ইহা ব্যতিরেকে দেবী নাহি কহে বেদ। যখন যেমন পূজা প্রতিমা প্রভেদ ।। ইচ্ছাময়ী অর্চ্চনা ইচ্ছায় বার মাস। কামনা পুরিবে পূর্ব্বে করিলে প্রকাশ ।। প্রত্যেকে বাহুল্যে কৈলে পূজা বিবরণ। অল্প আয়ু না পারি করিতে সমাপন ।। বিশ্বতন্ত্র আগমেতে পূজার প্রচার। সংক্ষেপে কহিনু কিছু শক্তি অনুসার ।। পূজা করি দেবগণ যত দেবতার। প্রত্যেকেতে করে স্তব শুন আরবার ।। শ্রীনৃসিংহ দাসেরে সঙ্গীতে সহায়িনী। গায় কবিরত্নে কালী কৈবল্যদায়িনী ।।

দশ মহাবিদ্যার স্তব।

তোটক ছন্দ। জয়কালী করলী করালহরা। অসি মুণ্ড বরাভয়া শম্ভু পরা ।। দেবারিষ্ট হরা অমর পালিকে। জয়দে জয়দে জয়দে কালিকে ।। ১ ।।

তারা ত্রাণ করা শব মঞ্চোপরা। ধারণা বিশিখ উর্দ্ধ শিখরা ।। অসুর ঘাতিনী জয়দে অমরে। কর পার তারা কাতরে ।। ২ ।।

রাজরাজেশ্বরী অসুর নাশিনী। শিব নাভি সরজোপর বাসিনী ।। প্রেত-পঞ্চ মঞ্চোপরে যোগমায়া। দেহ কাতর দিনে দেহ পদছায়া ।। ৩ ।।

ভুবনেশ্বরী নিস্তার দিনজনে। দেবারিষ্ট বিনাশিনী আমোদনে।। ভুবন ভয় ভঞ্জিনী ভ্রান্তি হরা। পাহিং ত্রাহিং শান্তিকরা।। ৪।।

হে ভৈরবী নমো নম পীড়দারা। পরমা প্রকৃতি ত্রিভুবন সারা।। দীপমুখ নিস্তারিণী তং ভবানী। কর পার পামরে গিরীশ বাণী।। রতি কাম বাহিনী রুধির প্রিয়ে। ক্ষুধা শান্তি করা নিজ রক্ত পিয়ে।। সম রয় সখি প্রতুষ্ট করা। নমস্তে ছিন্ন মস্তকে দুঃখ হরা।। ৬।।

ধূমাসুর বিনাশিনী বিশ্বমায়ে। ত্রিদশ ত্রাশ মোচিনী শম্ভু জায়ে।। ময়ী দীন হীন অভাজন অতি। কুরু কৃপাময়ী কৃপা ধূমাবতি।। ৭।।

বগলে বরদে লোহিতাক্ষ হরা। ভীষণা সুভূষণা মূষল ধরা।। তরং তরঙ্গে ভবাব্ধি জলে। কর নিস্তার পারা পারে বগলে।। ৮।।

হে মাতঙ্গী মহেশ মোহিনী শিবে। কীলকাসুর নাশিনী শান্তি দিবে।। তব নাম মাহাত্ম্য বেদে না জানে। করুণাময়ী তার করুণা দানে।। ৯।।

কৃপাবলোকনে পূর মমাভীষ্ট। অবহেলে বিনাশিলে কূর্ম্মপৃষ্ঠ।। দেবে রাজ্যে দিলে অমর ভুবনে। কমলে করুণা কর দীন জনে।। ১০।।

দশ বিদ্যা স্তব দশধা রচনা। পড়িলা পায় মোক্ষ যায় যাতা।। আপদ না রহে সুসম্পদে রহে। নৃসিংহ আদেশে কবিরত্নে কহে।।

নবদুর্গার স্তব।

পয়ার। নমো নম ব্রহ্মাণী জগতে জয় দাতা। আদ্যা সৃষ্টিরূপা পূজা করিল বিধাতা।। রম্ভারূপে সকলের কল্যাণ কারিণী। অনুগত প্রণতের কল্মশ হারিণী।। দেবারিষ্ট ব্রহ্মতাল অসুর নাশিনী। নিস্তারিণী নবদুর্গা পত্রিকা বাসিনী।। কালিকে করাল রূপা কীলাস ঘাতিনী। কর্চ্চীরূপে পূর্ব্বে দৈত্য মৈষ নিপাতিনী।। সর্ব্ব শক্তি প্রদায়িনী অশক্তি নাশিনী। নমস্তে কালিকা দুর্গে পত্রিকা বাসিনী।। জয়২ জয় দুর্গে হরিদ্রা রূপিনী। হর মনোহারিনী গো উমা স্বরূপিনী।। হেরম্ব জননী মম বিঘ্ন বিনাশিনী। নমোজয় দুর্গে নব পত্রিকা বাসিনী।। জয়২ শিবে সর্ব্ব মঙ্গল দায়িনী। সব ভজো হারিণী শঙ্কর সহাশিনী।। বিল্ব অধিষ্ঠাত্রী ত্রিবেদ মোহিনী। উমাপ্রীতি করা দেবী বরদা শোহিনী।। মম দুরাপদ হরা শমন ত্রাশিনী। নমস্তে শঙ্কর প্রিয়ে পত্রিকা বাসিনী।। নমো নম কার্ত্তিকী জয়ন্তী আরোহণা। নিশুম্ভ স্তম্ভ মথনে ময়ূর বাহনা।। দেব সেনা রূপে মা অসুরে কৈলে জয়। জয়দে জয়ন্তী রূপে করিয়া অভয়।। রক্ষা কৈলে রক্ষিণী দুর্ব্বার বিনাশিনী। মমস্তে কৌমারী দুর্গে পত্রিকা বাসিনী।। জয় শোকহরা দেবী হরের বনিতা। শোকাসুর বিনাশিলে হয়ে কৃপান্বিতা।। ভক্তি ভাবে পূজিছে তোমারে তিন লোক। কৃপাবলোকন করি হর মোর শোক।। আমাদের উন্মদ বিপক্ষ বিনাশিনী। নম শোক হরা দুর্গে পত্রিকা বাসিনী।।

নমো রক্তদন্তী বৈপ্রচিত্ত বিঘাতিনী। পূর্ব্বে রক্তবীজ যুদ্ধে দৈত্য নিপাতিনী॥ মম শুভ প্রদায়িনী তত্ত্ব প্রকাশিনী। দাড়িমী রূপিনী দুর্গে পত্রিকা বাসিনী॥ জয়২ চামুণ্ডে কীলাল প্রহারিণী। চণ্ড মুণ্ড বিনাশিনী খর্পর ধারিণী॥ দেবী দেব রক্ষিণী রক্ষিণী প্রিয়ানুপা। মানং দেহি মানময়ী মানবৃক্ষ রূপা॥ চণ্ডিকার মাননীয়া মান বিলাসিনী। নমস্তে চামুণ্ডা দুর্গে পত্রিকা বাসিনী॥ নমো নম রাজলক্ষ্মী জগদ্ধিতৈষিনী। ধান্যরূপা জগতের প্রাণ প্রদায়িনী॥ ব্রহ্মার নির্ম্মিত বৃক্ষ সর্ব্বজন প্রিয়। জন্মে২ রাজলক্ষ্মী তুমি না ছাড়িও॥ রক্ষা কর আপদে কেশব বিলাসিনী। জয় রাজলক্ষ্মী দুর্গে পত্রিকা বাসিনী॥ ত্রাহি২ নব দুর্গে আমি অকিঞ্চন। নিজ গুণে কর কৃপা না কর বঞ্চন॥ মহাদেব প্রিয়তমা উদ্ধার আপদে। রাখগো ত্রিদশেশ্বরী বিপদ সম্পদে॥ কবিরত্নে কহে কবি ভারতী ভাষিণী। জয়দে নৃসিংহ হৃদি কমল বাসিনী॥

নবকালী স্তব। আবর্ত্তন।

—ত্রিপদী। নমো নম উগ্রচণ্ডে, বিভুষিতা নরমুণ্ডে, ত্রিভুবনে অভয় কারিণী। উগ্রাসুর বিনাশিনী, হর তনু নিবাসিনী, কালী বরাভয় বিধারিণী॥ প্রচণ্ডে প্রচণ্ড হরা, বরদা অভয় করা, সর্ব্বানন্দ নন্দ মহামায়া। নমস্তে শঙ্কর পত্নী, প্রচণ্ডার্ত্তি হরা রত্নি, দেহিমে কাতরে পদছায়া॥ চণ্ডোগ্রা শিখরাশিনী, চণ্ডবৈরী বিনাশিনী, চণ্ড পাপ হারিণী তারিণী। নমস্তে চণ্ডোগ্রা দেবী, সভক্তি প্রণয়ে সেবি, দেবারিষ্ট কুণ্ডান্ত কারিণী॥ নমস্তে চণ্ড নায়িকা, দৈবে অভয় দায়িকা, কালী কালি কলুষ নাশিষী। অসিত মুগুর ধরা, প্রণতের দুঃখহরা, জয় দেবী কৈলাস বাসিনী॥ জয় জয় চণ্ডাবতী, চণ্ডাম্বিকে ভগবতী, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ দাতা। জয়দে বরদাভব, অকৃতি বালক তব, চতুরহা নমো বিশ্বমাতা॥ ত্রিগুণাত্মা মহামায়া, চণ্ডবতী হরজায়া, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারিণী। পরাশক্তি পরাৎপরা, নমো দেবী বিশ্বোদরা, জীব শক্তি সমর বারিণী॥ জয় চণ্ড রূপাম্বিকা, চণ্ড নায়ক নায়িকা, জীবে সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদায়িনী। নাশিলে দেবের অরি, চতুর্ভুজে অস্ত্র ধরি, নমস্তে অম্বিকা সহায়িনী॥ অতি চণ্ডিকা ভীষণা, বালার্কারুণ নয়না, নমো ভক্ত বৎসলা পালিকে। চণ্ডাসুর প্রহারিণী, বরদা অভয় কারিণী, ত্রাহি অতি চণ্ডিকা কালিকে॥ রুদ্র চণ্ডা মহাদেবী, যোগিনী ডাকিনী সেবি, সিংহারূঢ়া অষ্টাদশ ভুজে। দৈবে রাজ প্রদায়িনী, ত্রিভুবন সহায়িনী, স্থান দে মা চরণ অম্বুজে॥ রক্ষ২ নবকালী, প্রণয় পূর্ব্বকে বলি, আমি দীন অকিঞ্চন অতি। কবিরত্ন হীন জ্ঞান, পদপ্রান্তে দেহ স্থান, শ্রীযুত নৃসিংহের সংহতি॥

পঞ্চ দেবীর স্তব।

ধূয়া। নমস্তে শিব সিমন্তিনী ত্রাহি২ ত্রাহিমে।

পয়ার। জয়২ শতাক্ষী শঙ্কর মনোহরা। মাহূসুর বিনাশিনী সর্ব্বশাক্তি

করা ।। মুনি কষ্ট নিরক্ষিতে শতেক লোচনী। নমস্তে শঙ্কর প্রিয়ে বিপদ মোচনী ।। নমো নম শাকম্ভরী সর্ব্বশক্তি রূপা। মহাকল্পে কত সূর্য্যোদয়ে শাক রূপা ।। হেন কষ্টে সর্ব্ব জীবে জীবন দায়িনী। নমস্তে বিপদ হরা দেবী সহায়িনী ।। জয়দে২ ভীমে ভীমাসুর হরা। কল্পান্তে যুগান্তে জীবনান্তে মোক্ষকরা ।। বিশ্বের মঙ্গল প্রদা অংশঅবতারে। নমো২ দেবী দেব অরিষ্ট সংহারে ।। জয়২ ভ্রামরী ভ্রামর বিনাশিনী। ত্রৈলোক্য পূজিতা ভব হৃদি বিলাসিনী ।। ত্রিপুরে ত্রিগুণে মহামোহ আচ্ছাদিনী। নমস্তে ভ্রামরী জয় বিজয় বাদিনী ।। নমো নম বিশালাক্ষী বিশাল ঘাতিনী। ত্রিলোক তারিণী তারা দৈত্য নিপাতিনী ।। শবারূঢ়া সর্ব্বজয়া শুভদে জননী। নমস্তে বিশাল নেত্রা বিশাল আননী নমো নম সর্ব্ব দেবী পঞ্চ বিধারূপে। সংস্থাপিতা সংসার করিলা লোম কূপে ।। সগণ সহিত দেবী হঁও বরদায়। আপদ সম্পদে রক্ষা কর মহামায় ।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ।।

সর্ব্ব শক্তির স্তব। আবর্ত্তন।

পয়ার। নমস্তে ব্রাহ্মণী ব্রহ্মশক্তি আনুরক্তি। নমো মাহেশ্বরী দেবী মহেশের শক্তি ।। নমস্তে বৈষ্ণবী বিষ্ণুরূপা রক্ষায়ণী। কৌমারী কুমার রূপে রক্ষ নারায়ণী ।। ইন্দ্রাণী পামস্তে সদা বজ্র ঘন্টাধরা। রক্ষ২ শিবানী নমস্তে শিব করা ।। নারসিংহী নমো নম শক্তি পরায়ণী। বরাহ রূপিণী শক্তি নমো পরায়ণী ।। নমো নম উগ্রচণ্ডা প্রথম নায়িকা। প্রচণ্ডা রাখগো সর্ব্ব সুসিদ্ধ দায়িকা চণ্ডউগ্রা নমো নম রক্ষত্ত আপদে। নমো চণ্ড নায়িকা রাখগো পদে পদে ।। জয়২ চণ্ডা পাত্ত দীন হীন জনে। চণ্ডবতী রক্ষ২ কৃপাবলোকনে ।। চণ্ডরূপা নমস্তে সুমন্ত্র বিধারিণী। রাখ অতি চণ্ডিকা অরিষ্ট নিবারিণী ।। নমস্তে যোগিনী কোটি প্রত্যেক গণনে। যোড়শ মাতৃকা রুদ্র বটুকাদি সনে ।। ক্রমেতে সবার স্তব করি দেবগণ। গললগ্নি কৃতবাসে বন্দিল চরণ ।। পরিতুষ্ট সকলের অন্তর হইল। সকলের দীক্ষা মন্ত্র শঙ্কর লিখিল ।। পুথি বেড়ে যায় তাহা বিস্তারিলে সব। সংক্ষেপেতে অল্প২ করিলাম স্তব ।। আমি ছার মতি কি করিব স্তব পাট। যথার্থ মাহাত্ম্য কৈতে নারে ভূতরাট ।। এইরূপে নায়িকারে পরিতোষ করি। জগদ্ধাত্রী স্তব করে ভাষাদি সঞ্চারি ।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে রাখ গো অভয়া। কবিরত্ন পুত্র শ্রীগোপালে কর দয়া ।।

জগদ্ধাত্রী স্তব।

ধুয়া। জগত জননী শ্যামা শিব শক্তি আহ্লাদিনী। মৃগরাজ বাহিনী যুথপতি মর্দ্দিনী ।।

লঘু ত্রিপদী। নম নারায়ণী, বেদ পরায়ণী, বিধাতা বন্দিনী শান্তিকে। জগত তারিণী, ত্রিতাপ হারিণী, প্রণতেযু জগদ্ধাত্রীকে ।। পরমা প্রকৃতি, ক্ষুধা

শান্তি বৃতি, ভবের ভাবিনী চণ্ডিকে। তারিতে তরণী, ভবাব্ধ শরণী, নায়িকাদিগণ মণ্ডিকে ॥ শিব নিতম্বিনী, পরম রঙ্গিণী, অভয়া প্রধান নায়িকে ॥ করিন্দ্র মর্দ্দিনী, ত্রিলোক বন্দিনী, শিবে শক্তি মুক্তি দায়িকে ॥ কণক বরণা, কেশরি বাহনা, ভুজঙ্গোপবিত ধারিকে। ত্রিলোচনী তারা, বেদাগম সারা, দৈত্য দর্প দূর কারিকে ॥ সর্ব্বলোক ময়ী, সর্ব্বলোক জয়ী, সর্ব্ব লোক ভয় হারিকে ॥ হরিহর ধাতা, ত্রিদেবের মাতা, জগদম্বা জগর্ত্তারিকে ॥ তুমি পরাৎপরা, জন্ম মৃত্যু হরা, শমনী শঙ্কোচ নাশিকে। ধর্ম্মার্থ মোক্ষদে, সুখদে শুভদে, মৃদুমন্দ মধু হাসিকে ॥ মঙ্গলা শোভনা, সুভূষা ভূষণা, ছলাবতী গিরি বালিকে। দেহিমে বিজয়, কবিরত্নে কয়, নিস্তার নৃসিংহে কালিকে ॥

স্তুতি বাক্য।

ধুয়া। কে জানে তোমার গুণ ত্রিগুণ ধারিণী তারা।
নির্ব্বিকারা নিরাকারা কখন সাকারা ॥

পয়ার। নিষ্ঠাচিত্ত নির্জ্জর দেবীরে স্তব কৈলা। পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী অমরেরে হৈলা। সদানন্দে বাসব দেবতাগণে নিয়া। স্তব করে অনাদি আদ্যার কাছে গিয়া ॥ বল মা গো সকলের মূলাধার তুমি। স্বর্গ শূন্য পাতাল স্থাবর গিরি ভুমি ॥ জঙ্গম সাগর নদ নদী চরাচর। বুদ্ধি শক্তি রূপে রহ তুমি পরস্পর ॥ তোমা বিনে জগতের গতি নাহি হয়। তোমা ছাড়া ত্রিভুবনে কিছু নাহি রয় ॥ তব যোগে দেহি হৈতে দেহের ধারণ। তোমাতে উৎপত্তি স্থিতি তোমাতে হরণ ॥ সুরাসুর নর আদি তব অনুগত। মায়া শক্তি বিহিনে যে হেতু সব হত ॥ আমি কি কহিব মূঢ়মতি কিবা জানি। তোমার সহায়ে অবতার চক্রপাণি ॥ শ্রীকৃষ্ণের অবতার হৈল যতবার। শক্তিরূপে ছিলে ততবার সঙ্গে তাঁর ॥ তোমা ব্যতিরেকে হরি কর্ম্ম পটুনন। অতেব তুমি গো তার সকল কারণ ॥ হরের সর্ব্বস্ব ধন তোমার চরণ। ধ্যানেতে বৈরাগী ভব শ্মশান চারণ ॥ দয়াময়ী তুমি গো সকল বস্তু সারা। দীনের স্বদয়া দুষ্ট সংহারিণী তারা ॥ যে হেতু নিষ্ঠুর দৈত্যে করিলে বিনাশ। খণ্ডাইলে খেচরের যত ছিল ত্রাশ ॥ এই রূপ স্তুতি বাক্য অনেক কহিল। আদ্রচিত্ত সর্ব্ব অঙ্গে লোম শিহরিল ॥ ছলং করে আঁখি অশ্রুধারা বয়। পুনর্ব্বার করে স্তব কবিরত্নে কয় ॥

অম্বিকার স্তব মিলিত কবচ পাঠ।

ধুয়া। জয় জয় যশদায়িকে যশোদা নন্দিনী ॥

পয়ার। নমো নম নারায়ণী নরক বারিণী। দুর্গে দুর্গে বিনাশিনী দুর্গতি হারিণী ॥ দুঃখহরা তারা ত্রাণ কারিণী ত্রিপুরে। রাখিলে অমরগণে নাশিয়ে অসুরে ॥ সর্ব্বলোক নিস্তারিণী পতিতোদ্ধারিণী। তাপিতের তাপ হরা সন্তোষ কারিণী ॥ কালী তারা মহাবিদ্যা রাজ রাজেশ্বরী। শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী

শঙ্করী।। ছিন্নমস্তা ধূমাবতী যুগলা মাতঙ্গী। কমল আম্বিকা এত দশ বিদ্যা-সঙ্গি।। দশ মহাবিদ্যা দশদিকে রক্ষা তারা। জগদ্ধাত্রী রূপে মস্ত রাখ সর্ব্ব সারা।। ব্রহ্মাণী রূপেতে রক্ষ কুন্তল কালিকে। কালিকে কপাল রক্ষ প্রণত পালিকে।। জয় দুর্গা রূপেতে প্রসীদ ভব রাণী। কুলিশ সমান গ্রীবা করিবে শিবানী।। কার্ত্তিকী রূপেতে পাও দক্ষিণ শ্রবণ। বামকর্ণ রক্ষ শিবা দেখি অকিঞ্চন।। রক্ত দন্তিকা ভ্রুরক্ষ নেত্রে শোক হরা। চামুণ্ডা নাশিকা রক্ষ শিবানন্দ করা।। রাজলক্ষ্মী ওষ্ঠ রক্ষ উগ্রচণ্ডোধর। প্রচণ্ডা রূপেতে দন্ত পুক্তি রক্ষা কর।। চণ্ড নায়িকা রূপিণী দুর্গে মহাসতী। চণ্ডাসহ যুগ্ম শক্তি গণ্ডে চণ্ডবতী।। চণ্ডরূপা রূপে গল রক্ষ গো তারিণী। অতি চণ্ডী রক্ষ কণ্ঠ অশুভ হারিণী।। রুদ্রচণ্ডী রূপা দুর্গে কর কৃপা লেশ। রক্ষ অষ্টাদশ ভুজে মম পৃষ্ঠদেশ।। ভুজ আদি পার্শ্বোদয় জঙ্ঘাদি চরণ। প্রসীদ পরমেশ্বরী আমি অকিঞ্চন।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে রাখ গো অভয়া। শ্রীনন্দকুমার কবিরত্নে কর দয়া।।

নারায়ণী স্তব।

তোটক-ছন্দ। প্রণতার্ত্তি হরা প্রসীদ শঙ্করী। স্বমাশ্বরী পাহি২ বিশ্বেশ্বরী।। পরমেশী মায়া ত্রিগুণ ধারিণী। নম নারায়ণী জগনিস্তারিণী।। জগতের আধার মহী রূপিণী। শলিলানিল রূপে সর্ব্ব ব্যাপিনী।। বুদ্ধি রূপে তারা সর্ব্ব ভূতে স্থিতি। নম নারায়ণী পরমা প্রকৃতি।। স্বর্গাপবর্গদে তারিণী সুখদে। কলা কাষ্ঠ রূপে পরিনাম প্রদে।। বিশ্বম্যো পরেতে শক্তি রূপধরা। নমো নারায়ণী সর্ব্ব স্যুার্ত্তিহরা।। শরণাগত দিন ত্রাণ কারিণী। হে প্রপন্নে শরণ্যে শিবে তারিণী।। নমস্তে ব্রহ্মাণি রূপে শান্তায়ণি। কৌশাম্ভ ক্ষরিকে নমো নারায়ণী।। শূল চন্দ্রাহি ধরে বৃষ বাহিনী। মাহেশ্বরী রূপে নমো নারায়ণী।। ময়ূর বাহিনী মা শক্তি ধারিণী। কৌমারী স্বরূপে নমো নারায়ণী। শাঙ্গি চক্রাদি ধারিণী পরায়ণী। প্রসিদ বৈষ্ণবী রূপে নারায়ণী।। বরাহ রূপিনী দেবী দাক্ষায়নী। নরসিংহ রূপে নমো নারায়ণী।। বৃত্র প্রাণ হরা সহস্র নয়নী। ইন্দ্রাণী স্বরূপে রক্ষ নারায়ণী।। শিবা শিব ধুতি শিব স্বহায়িনী। ঘোররূপে নমো নম নারায়ণী।। চামুণ্ডে প্রচণ্ডে করাল বদনী। চণ্ড মুণ্ড হরা নমো নারায়ণী।। সর্ব্বশক্তি রূপে প্রসিদ ভবানী। মহারাত্রি মহাবিদ্যা মহারাণী।। সরস্বতী মেধে ভুতি বা ভবিতা। তুমি গো হরিহর বিধি সবিতা।। ত্রাহি দুর্গে দেবীময়ী দীন জনে। সর্ব্বশক্তি ময়ী করুণা নয়নে।। কবিরত্নে ভণে প্রসিদ ভবানী। কর নিস্তার পারাবারে শিবানী।।

দেবী-বর্গের অন্তর্ধ্যান।

পয়ার। স্তবে তুষ্টা শঙ্করী হইয়া দেবগণে। কহেন করুণাময়ি করুণা বচনে।। সকল দেবীর পুজা করিয়ে প্রকাশ। জন্মিল পরমা প্রীতি তাহাতে

নির্যাস ॥ তোমাদের শত্রু নাশ হইল অসুর। সুখেতে করহ রাজ্য গিয়া স্বর্গপুর ॥ বর লও দিব বর বাসনা যেমন। পরিতুষ্ট করিলে হে করিয়া স্তবন ॥ শুনি দেবগণ বলে আনন্দিত মন। অন্য বরে আমাদের নাহি প্রয়োজন ॥ এই বর দেহ মাতা অনুগ্রহ করি। স্মরিলে শঙ্কটে যেন তোমা হৈতে তরি ॥ তথাস্তু বলিয়া দেবী কন দেবগণে। দেব হৈতে দেবী যা হইল ঘটনে ॥ এইমতে নরে পুজা করিবেক যেই। বিষম বিপদে বিমোচন হবে সেই ॥ পরিতুষ্ট করি দেবী যতেক অমরে। বিদায় করিলা দেবে অমর নগরে ॥ দেবগণে স্বরাজ্য পাইয়া সুখী হয়। আপদে উদ্ধার হইল মহানন্দে রয় ॥ মায়া করি মহামায়া যত দেবীগণে। আপনার অঙ্গে লয় করে ততক্ষণে ॥ একা রৈলা মহাদেবী কেশরী বাহন। দশ করে দশবিধ পায়ুধ ধারণ ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্নে কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

মহাকালী মূর্ত্তিতে দেবীর কৈলাশ যাত্রা।

ধূয়া। শিবনাভি সরোরুহে বিহরে আনন্দ ভরে।
তিমির বরণ হেরি তিমির যায় অন্তরে ॥

পয়ার। সম্মুখে করিছে স্তব ভৈরব কপালী। শিব স্বয়ম্বরে দেবী হৈলা মহাকালী ॥ স্নিগ্ধ নিলাঞ্জন কান্তি গঞ্জিত নিরদে। বালাতপার্চ্চিত জবা সমুদয় পদে ॥ দশ শশী দশ নখে প্রকাশিত আছে। রতন মঞ্জরি মঞ্জু সুরঞ্জিত কাছে ॥ কেশরি জিনিয়া কটি নিতম্বে শার্দ্দূল। ত্রিবলি জবন রুস্তে লোহিত দুকুল ॥ উরু রম্ভে করি কুম্ভে কর মিল প্রায়। উরুতে নিতম্বে যোগ শোভা হৈল তায় ॥ কুচকুম্ভ গিরি শৃঙ্গ ভারে অঙ্গনত। ভুজনাল করপদ্ম পদ্মদল মত ॥ ওষ্ঠাধর কোকনদ নাসা তিল ফুল। ভ্রুচাপে নয়ন সরে নাশে রিপুকুল ॥ ললাটে সিন্দূর বিন্দু তম বৃন্দ নাশে। ললাটে অলকা শশী খণ্ড পরকাশে ॥ আপাদ লম্বিত কেশ কাদম্বিনী ঘটা। মুকুটে মণ্ডিত মণি শোভে দুই জটা ॥ চারি ভুজে শঙ্খ চক্র ত্রিশূল কৃপাণ। বিধি বিষ্ণু মহেশের শূলে অধিষ্ঠান ॥ গুণময়ি গুণাত্মিকা গুণ প্রকাশিতে। ধরিলা ত্রিশিখে গুণ ধ্যান বিস্তারিতে ॥ নৃমালা ভূষিতা নানাবিধ অভরণ। শঙ্কর শয়নে নাভি সরোজে আশন ॥ এবম্ভুতা রূপে দেবী হইয়া প্রকাশ। হর সনে উপস্থিত হইলা কৈলাস ॥ পরম সুখেতে শিব সহিত মিলন। পরিতুষ্টা বিশ্বমাতা সহ ত্রিভুবন ॥ হইলা পরম সুখি জগৎ সংসার। অম্বিকার প্রীতে ভণে শ্রীনন্দকুমার ॥

হরপার্ব্বতীর কথোপকথন। আবর্ত্তন।

ত্রিপদী। মার্কণ্ডেয় কহে শুন, দেবীর অনন্ত গুণ, বর্ণন করিতে সাধ্য কার। কোন ছার নর তায়, নাহি পারে ভূতরায়, বোধগম্য নহে শারদার ॥ গৌরী দেহ হৈলা কালী, সহিত কপাল মালি, বসিলেন কৈলাস শেখরে। স্নিগ্ধ বেশে

দুই ভুজে, সঙ্গে লইলা তনুজে, কার্ত্তিক অঞ্চল আসি ধরে ।। পশ্চাতে বৃষভ সঙ্গে, কেশরি রহিলা রঙ্গে, লক্ষ ভাব হরগৌরী ভাবে। হিংসা ধর্ম্ম নাহি করে, সবে শান্ত মূর্ত্তি ধরে, ভূত প্রেত মণ্ডিত সে গাবে ।। কিবা কৈলাসের শোভা, ব্রহ্মজন মনলোভা, সর্ব্বদা বসন্ত মূর্ত্তিমান। নানা বৃক্ষ শোভা করে, নানা ফল ফুল ধরে, মধুপ করিছে মধুপান ।। অতি মনোরম স্থান, ছয় ঋতু বর্ত্তমান, সন্তানক বনেতে আকীর্ণ। কোকিল মধুর গায়, পঞ্চ বাণ মুঞ্চে তায়, বিরহির হৃদয় বিদীর্ণ ।। নানা পুষ্প বিকশিত, সারিশুক গায় গীত, রসে মন রসিক জনার।, অপসরেতে নাচে গায়, স্থির ছায়া গিরি তায়, প্রস্ফুটিত কুসুম মন্দির ।। দেবেন্দ্র দেবতা সহ, নারায়ণ পিতামহ, উপনীত হইলা কৈলাসে। আকাঙ্ক্ষিত সযতনে, হরগৌরী একাসনে, দরশন করিবার আশে ।। কৃতাঞ্জলি দেবগণ, স্তবে তোষে পঞ্চানন, আজ্ঞা লয়ে বসিলা সকলে। শুন হে কৌশল আর, হইল হে যে প্রকার, মার্কণ্ডেয় ভাগুরিরে বলে ।। পরস্পর দেবগণ, করে গান রসায়ন, কিন্তু অঙ্গ শুদ্ধি নাহি হয়। তাহা শুনি মহেশ্বর, পঞ্চশরে অতঃপর, পঞ্চমুখে গান রসময় ।। সুম্মোহিত সবে যায়, পাষাণ গলিল তায়, নৃত্য করে ভূত প্রেতগণ। আপনি আপন তানে, মোহিত হইয়া গানে, সগর্ব্বে পার্ব্বতী প্রতি কন।। ত্রিসংসার মধ্যে সার, আমি গান জানি আর, অন্যে নাহি জানে এ সন্ধান। পঞ্চমুখি ধরি যেঁই, গানে সিদ্ধ আছি তেঁই, এই শিবে আত্ম অভিমান ।। অহঙ্কার দেখি তাঁর, ঈর্ষা হৈল অম্বিকার, শিব গর্ব্ব খর্ব্বে হৈল মন। ইঙ্গিতে কটাক্ষ করি, শুভঙ্করে শুভঙ্করী, ব্যঙ্গ উক্তি করিলা তখন ।। কি কহিলে ত্রিলোচন, ত্রিভুবনে কোন জন, নাহি জানে গানের সন্ধান। তুমি সে জেনেছ সার, কৈলে হেন অহঙ্কার, দ্বিজ কবিরত্নে রস গান ।।

দেবীর কৃশাকেশী মূর্ত্তি ধারণ।

ধুয়া। জগদম্বে কুরু কৃপাদান। পড়েছি বিষম ফেরে
হারায়েছি জ্ঞান ।।

পয়ার। পার্ব্বতী কহেন গর্ব্ব কর অকারণ। আপন প্রসংশা শুনি না করে কখন ।। যে কথা কহিলে তাহে হেন জ্ঞান হয়। বুদ্ধি শুদ্ধি হীন মুর্খ যে এমন কয় ।। তুমি অতি মূর্খ ভব ভাবে বুঝা যায়। গানের সন্ধান কিছু না এসে তোমায় ।। শিব বলে কি বলিলে নাহি জানি গান। রাগ রাগিণীরে আমি করি মূর্ত্তিমান ।। দেখিলেতো পাষাণ গলিত নিতম্বিনী। অধিষ্ঠানে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী ।। হাসিয়া কহেন দেবী এইমাত্র আন। আব কত আছে রাগ সন্ধান না জান ।। হর কন ইহা বিনা রাগ নাহি আর। শুনিয়া তোমার কথা বিস্ময় আমার ।। পার্ব্বতীকে কন হর কহ শুনি সার। গাও দেখি আর রাগ কি রূপ প্রকার ।। পার্ব্বতী কহেন সব শুনাইতে পারি। কিন্তু হাতে যন্ত্র নাই দেখ ত্রিপু-

রারি ॥ শুনিয়া শঙ্কর দিলা ডম্বুর আপন। বীণাযন্ত্রে দিলা বাণী শঙ্খ নারায়ণ ॥ যন্ত্র দেখি দেবী হৈলা আনন্দে মগনা। স্ফীত হৈতে কলেবর সুবর্ণ বরণা ॥ অম্ভোজ বদনা ত্রিলোচনা শশী ভালে। সিন্দূর সীমন্তে আর অলকা কপালে ॥ কর্ণমূলে কাকপক্ষ অতি সুশোভিত। ভ্রূকটাক্ষে নেত্রবাণে শঙ্কর মোহিত ॥ নাসিকা কুসুম তিল বিম্বুক অধরে। সর্ব্ব অলঙ্কার ভূষা হয় কলেবরে ॥ হৈলা চারু চতুর্ভুজা নিস্তার কারিণী। ঊর্দ্ধ ভুজদ্বয়ে শঙ্খ ডমরু ধারিণী। অধো ভুজদ্বয়ে বীণা করিলা ধারণ। সর্ব্ব করে সুশোভিত রত্ন অভরণ ॥ কুচকুম্ভ ভারে হয় ঈষৎ নমিত। নিতম্বে নিন্দিত ধরা ত্রিবলী রঞ্জিত ॥ রক্তবস্ত্র পরিধানা নাভি সরোবর। ঊরু রামরম্ভা তরু জানু পরিসর ॥ চরণ পঙ্কজ রাজে অঙ্গুলি ছদন। নখে উড়ুপতি শোভা হয় বিমোচন ॥ যন্ত্র করে করি দেবী পুরিলেন তান। রাগ রাগিণী মিলিত আরম্ভিলা গান ॥ আনন্দে মগন অতিশয় পুলোকিত। স্খলিত কবরী তার চিকুর ললীত ॥ রুঞ্চিতা পরম শ্রেণী অতি মনোহর। শ্রীকুশ কেশিনী নাম দিলা গঙ্গাধর ॥ কুশইব কেশ যস্যা সা কুশ কেশিনী। এই বুৎপত্তি নাম রহ বিলাশিনী ॥ মতান্তে হৈলে আর ব্যুৎপত্তি তাহার। নৃসিংহ আদেশে ভণে শ্রীনন্দকুমার ॥

কুশকেশিনীর গীত শুনিয়া সকল দেবতা দ্রব হন।

ধুয়া। নিস্তার কারিণী হর মনোহারিণী। পতিতোদ্ধারিণী শিবে জগত তারিণী ॥

পয়ার। ভাগুরি কহেন মুনি কহ শুনি সার। যন্ত্র লয়্যা পরে দেবী কি করিলা আর ॥ মার্কণ্ডেয় বলে দ্বিজ লীলা চমৎকার। শ্রবণে শমন ভয়ে অনাশে নিস্তার ॥ রূপ দেখি অম্বিকার যত দেবগণ। রহিল নিস্পন্দচিত্ত পুতুলী যেমন ॥ প্রথমে পুরিয়া শঙ্খ শঙ্করী আপনি। মুঞ্চে পঞ্চবাণ অতি মধুরস ধ্বনি ॥ ডম্বুরেতে ধরি তাল জগত জননী। ত্রিমন্ত্রি বীণার তন্ত্রে দিলেন ভাজনী ॥ তান শুনি সুরগণ আপনা পাশরে। অবশ হইল অঙ্গ গ্রন্থি খিল সরে ॥ গান গীত শ্যামা সর্ব্ব যজ্ঞের ভাগিনী। সুস্বরেতে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী ॥ উপরাগ রাগিণীর কত লব নাম। তাল মানে গান মিলাইয়া সাতগ্রাম ॥ দেবীর গানের কথা কি কহিব আর। সভামধ্যে হৈল রাগ রাগিণী সাকার ॥ এককালে ষড় কাল উপনীত হয়। সবার সময় গুণ হয় সমুদয় ॥ কৈলাসেতে ঋতুগণ নিজ রূপ ধরে। কখন গিরিষ্ম হয় সর্ব্ব কলেবরে ॥ কখন বরিষে মেঘে ঘোরতর নীর। কখন কম্পিত সরে বরিষে শিশির ॥ কখন শরৎ স্বর্ণ সেফালিকা ফুটে। কখন বসন্ত বায়ু গন্ধ লয়ে ছুটে ॥ মৃত তরু মুঞ্জরে কুসুম বিকশিত। ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল ভ্রমরে গায় গীত ॥ কখন কম্পিত সিতে হয় সর্ব্ব জন ॥ মূর্ত্তিমান রাগগণ করিছে নটন ॥ পবন স্থকিত হৈল গলিল পাষাণ। মুগ্ধ হৈল বনজন্তু

শুনিয়া সুতান ॥ পুলকিত বৃক্ষ সব কি কহিব আর। স্থির কি হইতে পারে জ্ঞান আছে যার ॥ চিত্রার্পিত চিত্ররূপ যতেক অমরে। পুলকিত তনু চক্ষে আনন্দাশ্রু ঝরে ॥ কম্পে কলেবর স্বেদ লোমাঞ্চিত হয়। গানে আদ্র কলেবর বশিভূত নয় ॥ বিরিঞ্চি মরিচী হর শেষ পুরন্দর। রবি শশী অরুণ বরুণ দণ্ড-ধর ॥ দিক্‌পাল গ্রহ বসু আদি দেবগণ। চণ্ডিকার গানে দ্রব হৈল সর্ব্বজন ॥ সর্ব্বদেব দেহ দ্রবে জনমিল জল। শরিৎ স্বরূপে হৈল কৈলাসে প্রবল ॥ ব্যোম গঙ্গা নাম তার দিলা ভগবতী। মহা শ্রোতে মিলে আসি যথা ভাগীরথী ॥ সুরদেহ গলিত এজন্যে সুরধনী। ভাগুরিরে কহিলেন মার্কণ্ডেয় মুনি ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্নে কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

কুশকেশিনী পূজা।

ত্রিপদী। জল হৈল দেবগণে, চণ্ডিকা ভাবেন মনে, এক্ষণে কি হইবে উপায়। গান করি এই হৈল, সুরালয় শূন্য রৈল, ঠেকিলাম এ বিষম দায় ॥ ক্ষণে চিন্তি মহেশ্বরী, মানসেতে যোগ করি, দেবগণে কৈলা মূর্ত্তিমান। পূর্ব্ব দেহ হৈল সব, প্যায় কলেবর নব, পূর্ব্বে ছিল যে রূপ প্রমাণ ॥ দয়াময়ীর ইচ্ছায়, দেবগণে দেহ পায়, স্তব কৈল বিবিধ প্রকার। পরে দেব পঞ্চানন, লয়ে যত দেবগণ, উদ্যোগ করিলা পূজার ॥ ধ্যান করি চতুর্ভুজা, শ্রীকুশ কেশিনী পূজা, দিনে তিন পূজার প্রচার। নিশাকালে এক আর, বলি বিবিধ প্রকার, হোম স্তুতি দক্ষিণা পূজার ॥ অষ্ট নায়িকার পূজা, সর্ব্ব আসন অম্বুজা, ক্রমে শুন নাম সবাকার। স্তম্ভিনী মোহিনী আর, ক্ষোভানি দ্রাবিণী মার, জম্ভিণী ভ্রামিনী রৌদ্রী সার ॥ সংহারিণী নিয়া অষ্ট, প্রসিদ্ধ আখ্যান স্পষ্ট, শিব কৈলা পূজা সমাপন্ন। পরে শিব পরাৎপর, আদি দেব গঙ্গাধর, দেবী তন্ত্র করিলা রচন ॥ নাম বিশ্ব সারোদ্ধার, চৌষট্টি পটোল যার, শুন ওহে ভাগুরি ব্রাহ্মণ। শুনিয়া ভাগুরি কয়, আর কহ মহাশয়, পূজার দিবস নিরূপণ ॥ শুনি মার্কণ্ডেয় বলে, শুন দ্বিজ কুতুহলে, শরতে পূজার প্রকরণ। প্রমাণ মাস আশ্বিনে, কৃষ্ণা অষ্টমীর দিনে, কুশ কেশিনীর আরাধন ॥ নরে যদি পূজা করে, মূর্ত্তিগড়ি সমাদরে, পূজা পরদিন বিসর্জ্জন। মহা প্রত্যাঙ্গিরা জিনি, শ্রীকুশকেশিনী তিনি, তন্ত্রে সার শিবের বচন ॥ পরে শুন দেবগণ, পূজি অম্বিকা চরণ, স্তব করে পুল-কিত কায়। ভক্তিভাবে গদ২, ভাবিয়ে ভবানী পদ, শ্রীনন্দকুমার কবি গায় ॥

কুশকেশিনী স্তব।

ভুজঙ্গপ্রয়াত। নমস্তে কুশকেশিনী যোগমাতা। ভবানী ভব ভবানী শৈল যাতা ॥ সুধারশ্মি খণ্ডধরা যোগমায়া। গজাস্য জননী মহা শম্ভু যায়া ॥ সুখো মোক্ষদাত্রী সপত্রী বিপত্রী। ভব নৌর সঙ্কে পরিত্রাণ কত্রী ॥ তৃষা ক্ষান্তি শান্তি ক্ষুধা কান্তি তুষ্টি। বপু লজ্জা মেধা সুধা বুদ্ধি পুষ্টি ॥ জগদ্ধাত্রী নীয়া গীতা

গৌরী গোজা। ঋরূপা গীরূপা রূরূপা ক্রস্তোজা॥ ত্বমেকা জগদ্ব্যাপিনী দক্ষ সুতে। মহা দীপ্তি তৃপ্তিরূপে সর্ব্ব ভূতে॥ অধিষ্ঠাত্রী মায়া মহা মোহরূপে। কতিবিশ্ব ধাত্রী ত্বয়ী লোমকূপে॥ অসীমা মহিমা ভীমা ভীমারামা। রামেশী বামাক্ষী বীণী বাম বামা॥ শবোশম্ভু বাহা শিবে সাধ্যা শ্যামা। তথা অষ্ট সিদ্ধি প্রদা পীড়কামা॥ ধরিত্রী বিধাত্রী তথানন্তরূপে। প্রণতাস্তু হন্ত্রোর্দ্ধার মোহকূপে॥ মহাদুর্গ ঘোরে ত্রাহিমে শিবানী। অকৃতজ্ঞ সুতে হেব গো ভবানী॥ কে জানে তবেচ্ছা কলা কিম্প্রকার। যথেচ্ছা যদাভ তদাতৎ প্রচার॥ ত্বমেব প্রণবো অসম প্রয়োগে। মহা বীজরথ্যা তথা সন্ধি যোগে॥ হল শরবর্ণ ত্বমেক তারিণী। ত্রয়ী সর্ব্বরূপা পতিতোদ্ধারিণী॥ অপাঙ্গে কটাক্ষে কুরুত্রাণ তারা। ময়ী দীন হীন গতে মার্গ হারা॥ জ্ঞানচক্ষু দানে দেহিমে শরণী। ভরসা তবাঙ্ঘ্রি চরণ তরণী॥ অনবিজ্ঞ ভক্তি সদা মুক্তি আশা। কণাকঙ্করূপে কৃপা-রাঙ্গ নাশা॥ ধুলুর নিবাসি কবিরত্ন খ্যাত। ভনে নন্দ ছন্দ ভুজঙ্গ প্রয়াত॥৯

দেবগণের স্বধাম যাত্রা।

পয়ার। এইরূপে স্তব কৈল যত দেবগণ। পরিতুষ্টা হৈলা দেবী করিয়া শ্রবণ॥ পুলকিত হৈলা দেবী শিবের উল্লাশ। নবরূপে চণ্ডী কুশকেশিনী প্রকাশ॥ ঘনং গালবাদ্য করেন শঙ্কর॥ জটাজাল এলাইল খশে বাঘাম্বর॥ কণ্ঠেতে দুলিছে ফণি আঁখি ঢুলুং। শীরে উথলিল গঙ্গা ধ্বনী কুল কুল॥ নাচেন শঙ্কর অতি আনন্দ অন্তর। দেবগণে মহাদেবী সঁপিলেন বর॥ অদ্যা-বধি আর ভয় নাহি দেবতার। সুখে রাজ্য কর শক্র না বাড়িবে আর॥ বর শুনি দেবগণে পুলকিত কায়। প্রণিপাত হৈল সবে পড়িয়া ধরায়॥ বিদায় হইয়া দেব গেল নিজধাম। হর হৈমবতী কৈলা কৈলাসে বিশ্রাম॥ শুনহে ভাগুরি দ্বিজ করি এক মন। কুশকেশিনীর এই তত্ত্ব নিরূপণ॥ শুনিয়া ভাগুরি বলে অতি চমৎকার। কত মতে কত মূর্ত্তি আছে অম্বিকার॥ অতি গোপনীয় কথা প্রকাশিত নয়। নিজগুণে আমারে কহিলে সমুদয়॥ মার্কণ্ডেয় কহে তুমি পাত্রি শুনিবার। নতুবা এসব কথা কব কায় আর॥ পরম সাধক তুমি ভক্ত অভয়ার। তেঞিত কহিনু ভনে শ্রীনন্দকুমার॥

ভাগুরি প্রশ্নে মার্কণ্ডের বাক্য।

ধূয়া। তুমি পরম সাধক হে দ্বিজবর।

পয়ার। শ্রবণে পরম সুখি ভাগুরি ব্রাহ্মণ। বলে শুন দেবী লীলা কর্ণ রসায়ণ॥ শুনিলে আপদ খণ্ডে সুসম্পদ হয়। পারত্রিকে পার্ব্বতী খণ্ডান যম ভয়॥ অমৃতাভিষিক্ত হৈল শরীর আমার। কিন্তু আছে জিজ্ঞাস্য সন্দেহ প্রশ্ন আর॥ দশমহাবিদ্যার উৎপত্তি প্রকরণ। শুনিয়াছি দক্ষযজ্ঞে আছে নিরূপণ॥

যে কালে পিতার বাড়ী গিয়াছিলা সতী। কহিলেন শঙ্করে লইতে অনুমতি ॥ অপমান ভয়ে শিব না দেন বিদায়। শঙ্করে শঙ্করী ত্রাশ দেখালেন তায় ॥ হৈলা দশ মহাবিদ্যা দশবিধ রূপে। ভয়েতে শঙ্কর মগ্ন হৈলা মায়াকূপে ॥ ব্রহ্ম জ্ঞান দর্শিয়া গেলেন পিত্রালয়। শুনিয়াছি এইরূপ পূর্ব্বাপর কয় ॥ আপনি যা কহিলেন শুনিয়ে বিস্ময়। দুর্গ বধে বিদ্যোৎপত্তি অধিক সংশয় ॥ আর এক প্রশ্ন গুরু করি নিবেদন। এত যে প্রকৃতি পূজা তার নিদর্শন ॥ দেবী মূর্ত্তি অবশিষ্ট আছে কত আর। বিশেষ বিস্তার কেন না কহিলে তার ॥ বিন্ধ্যাচল নিবাসিনী রটন্তী কালিকা। কোনকালে উপস্থিতা কি কার্য্য পালিকা ॥ এই রূপে প্রশ্ন যদি ভাগুরি কহিল। শুনিয়া মার্কণ্ড তারে বহু প্রসংশিল ॥ ধন্য২ শ্রোতা তুমি ভাগুরি ব্রাহ্মণ। কিবা প্রশ্নে কর সার বস্তু অন্বেষণ ॥ দুর্গোৎসব তত্ত্ব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে। এক তত্ত্বে বহু তত্ত্ব প্রকাশিয়ে নিলে ॥ সাধু সাধু তুমি দ্বিজ পরম সুধীর। সাধকের সাধ্য তুমি পুণ্যের শরীর ॥ এরূপ তত্ত্বের কথা বিস্তারিত করি। তোমা বিনে কেহ নাহি জিজ্ঞাসে ভাগুরি ॥ শুনহ রহস্য কথা বিস্তারিয়ে কই। আর কারে কহিব গোপন তোমা বই ॥ রসের রসিক তুমি রস প্রকাশিব। জিজ্ঞাশিবে যাহা তাহে কৃপান নহিব ॥ শ্রীনৃসিংহ দাসে কৃপা কর গো অভয়া। দ্বিজ কবিরত্ন বলে না ছাড়িয় দয়া ॥

ভাগুরি প্রশ্নে মার্কণ্ডের উত্তর।

আবর্ত্তন।

ত্রিপদী। মার্কণ্ডেয় তপোধন, ভাগুরি বিপ্রেরে কন, শুন২ অপূর্ব্ব আখ্যান। চণ্ডী লীলা অবতার, বিস্তারিত শুন তার, বিশ্বতন্ত্র আগমে প্রমাণ ॥ কতমতে কতবার, সমুৎপত্তি অম্বিকার, কেবা শুদ্ধ তত্ত্ব জানে তাঁর। পঞ্চ কল্পে আমি তার, দেখিনু পঞ্চ প্রকার, ষষ্ঠ কল্প কহিছি এবার ॥ অগ্রে দুর্গাসুর ক্ষয়, পিছে দক্ষযজ্ঞ হয়, দুর্গবধে বিদ্যাব উৎপতি। শিবেরে দেখায় ভয়, গেলা পিতার আলয়, করিয়া ভ্রূকুটী মহাসতী ॥ যদি বল ও সময়, বিদ্যার প্রকাশ হয়, তাহার জ্ঞাপক শুন ভাই। বিশেষে বুঝিবে ভালে, দক্ষযজ্ঞ যাত্রা কালে, কৈলাসেতো দৈত্য বধ নাই ॥ সাক্ষি দেখ বগলায়, দনাবে মুষল যায়, ছিন্নাশিলা ধরিয়া রসন। সেইরূপ দেখি হর, পাইলা অধিক ডর, এইমাত্র তন্ত্রের বর্ণন ॥ উৎপতির স্থান নয়, দেখাইয়া ছিলা ভয়, যথার্থ এ না কর সংশয়। শুনিয়া ভাগুরি কন, জানিলাম বিবরণ, সন্দেহ ঘুচিল মহাশয় ॥ পুনঃ কন ঋষি বর, শুন কহি অতঃপর যত যত প্রকৃতি প্রস্তাব। কতমতে কতবার, হয়েছিলা অবতার, এবার এরূপে আবির্ভাব ॥ পূজা প্রশ্নে রাঘবের, পাবে রটন্তীর ফের, যেরূপ প্রকার পরিমাণ। তত্ত্ব বিন্ধ্যবাসিনীর, ব্রতকালে গোপনীর, গোকুলেতে তাহার প্রমাণ ॥ অতেব সন্দেহ আর, না করিহ শুন সার, মূল প্রশ্ন করহ শ্রবণ।

সুরথ শরেতে পূজা, করিলেন দশভুজা, বিস্তারিত মত নিরূপণ ।। শুনিয়া তাগুরি কয়, সন্ধ গেল মহাশয়, অনর্ব্বচনীয়া প্রকরণ। কত রূপ লীলা কথা, চণ্ডী পরম দেবতা, কোন ভাব কখন কেমন ।। চতুর্থ খণ্ডের গান, এত দূরে সমাধান, শ্রবণে পরম পাপ যায়। গানি বানি সম্পদায়, দয়াকর মহামায়, নায়কে হইবে বরদায় ।। শ্রীযুত নৃসিংহে দয়া করগো অচল জায়া, পারত্রিকে পারাবারে নিও। কবিরত্নে মহেশ্বরী, কৃপাবলোকন করি, গোবিন্দ চরণে ভক্তি দিও ।।

ইতি চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত।

শরত কাণ্ডে পঞ্চম খণ্ডারম্ভঃ।

অথ সুরথোপাখ্যান।

ধুয়া। তারিণী চরণে মন মজরে। বিষয় বাসনা ছাড়ি
কালীপদ ভজরে॥

পয়ার। ভাগুরি কহেন গুরু কহ বিস্তারিত। সুরথের দুর্গা পূজা মত নিরূপিত॥ কোন বংশে সমুৎপন্ন সুরথ রাজন। কোন দেশে অবস্থিতি চরিত্র কেমন॥ কিবা হেতু দেবী পূজা করিল সুরথ। কিরূপে চণ্ডিকা পুরাইল মনোরথ॥ শুনিয়া ভাগুরি বাক্য মার্কণ্ডেয় কন। যে রূপে চণ্ডীর পূজা করিল রাজন॥ চৈত্র বংশোদ্ভব বাস সুরথ নগরে। অষ্ট মন্বন্তরে রাজা স্বারোচীশ পরে পর রাজ্য নীচসহ রণে পরাজয়। আপনার দেশে আসি পুনঃ রাজা হয়॥ পুনর্ব্বার নিজ রাজ্য হারাইল রণে। অপমান ভয়ে রাজা প্রবেশিল বনে॥ মেধষ বিপ্রের কাছে গেলেন রাজন। তথায় সমাধি বৈশ্য সহিত মিলন॥ বিপ্রের মুখেতে শুনি মাহাত্ম মায়ার। নর্ম্মদা তীরেতে তপ করিল দুর্গার॥ তিন বর্ষ এক মনে তপস্যা করিলা। প্রত্যক্ষ হইয়া দেবী তারে বর দিলা॥ পরেতে আপন রাজ্যে আসি নরবরে। অধিকারে আপনার বসিল নগরে॥ ভক্তিভাবে শরতে পূজিল চণ্ডী মায়। পক্ষ বলিদান দিয়া সর্ব্ব রাজ্য পায়॥ উদয়াস্ত পর্ব্বত হইল অধিকার। চণ্ডিকার বরে শত্রু হইল সংহার॥ শুনিয়া ভাগুরি বলে শুন তপোধন। চৈত্রবংশ বিস্তারিত করিব শ্রবণ॥ রবি শশী বংশ আছে বিদিত সংসারে। চৈত্রবংশ কৈলে প্রভু এ কেমন আর॥ শুনি নাই শুনিতে বাসনা হৈল অতি। বিস্তার করিয়া মোরে কহ মহামতি॥ শুনি মার্কণ্ডেয় মুনি ভাগুরিরে কয়। চন্দ্রবংশ অন্তঃপাতি চৈত্রবংশ হয়॥ তাহার বিস্তার শুন অপূর্ব্ব কথন। নৃসিংহ আদেশে কবিরত্নে বিরচন॥

সুরথের বংশ বিস্তার।

ত্রিপদী। মার্কণ্ডেয় ঋষি কন, শুন ভাগুরি ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মা হৈতে সবার উৎপতি। বিধাতা বিশ্বের সূত্র, অত্রি মুনি তাঁর পুত্র, অত্রি নেত্রমলে নিশাপতি॥ চন্দ্র রাজসূয় করি, গুরুর রমণী হরি, শুক্রালয়ে হইল গোপণ। জন্মে গুরুতর পাপ, বৃহস্পতি দিল শাপ, চন্দ্রে হৈল কলঙ্ক যোজন॥ চন্দ্র বীর্য্যে তারা সতী, হইলেন গর্ব্ভবতী, বৃহস্পতি চিন্তা যুক্ত অতি। তারারে লইতে চায়, চন্দ্র নাহি ছাড়ে তায়, বলে গুরু না পাবে সম্প্রতি॥ তারার গর্ব্ভের সূত্র, জন্মিয়াছে মম পুত্র, প্রকৃতি লইবা কি প্রকার। দেবগণে দিল ভার, যথার্থ কয় বিচার, সগর্ব্ভ যুবতী হয় কার॥ শুনি দেবগণ কয়, শুনহে অত্রি তনয়, এ প্রতিজ্ঞা করা মত নয়। কুকর্ম্ম করিয়া হেন, বিবাদ করহ কেন, কিছু মাত্র নাহি লজ্জা ভয়॥ শুনি চন্দ্র পুনঃ কয়, আর তাহার কি ভয়, হয়ো বয়ো গেছে

যা হবার। উপস্থিত হৈল যার, উপায় করহ তার, যাতে ভাল হয় দুর্জনার ।। শুনিয়া চন্দ্রের কথা, হাসে যতেক দেবতা, বলে ধর্ম্ম করহ বিচার। শুনে ধর্ম্ম কহে তবে, প্রকৃতি গুরুর হবে, নিশাকর পাইবে কুমার ।। বিভাগ ধর্ম্মের মত, মনো তোষ উভয়ত, পরস্পর হইল তখন। তারা প্রসব হইল, বুধগ্রহ জনমিল, চন্দ্র দেখে পুত্রের বদন ।। চন্দ্রপুত্রে দিল রাজ্য, পত্নী পাইল সুরাচার্য্য, বুধ হৈতে চৈত্র রাজা হয়। আসমুদ্র করগ্রাহী, পালন করিল মহী, তার হৈল বিরথ তনয় ।। রাজা হৈল মহীতলে, রাজ্য শাসে বাহুবলে,উদয় অস্তাচল সীমা প্রায়। পরে পুত্র হয় তার, সুরথ নাম যাহার, রাজা হৈল এই বসুধায় ।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে, কাত্যায়নী যারে সহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী ।।

সুরথের কর্ণাট রাজ্যে পরাজয়। আবর্ত্তন।

পয়ার। রাজা হয়ে প্রজা পালে সুরথ নৃপতি। রাজ ঋষি ক্ষিতিতলে পুণ্যবাণ অতি ।। নিত্য যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া দেবতা অর্চ্চন। দান ধ্যান সুপ্রীতিতে ব্রাহ্মণ ভোজন ।। দুষ্টের দমন করে শিষ্টের পালন। ক্ষমাশীল ক্ষীতি সম প্রতাপে তপন ।। কুলজন হিতকারী দয়ার ঈশ্বর। সন্তান সমান প্রজা পালনে তৎপর ।। সর্ব্বরাজ্য সাশিত হৈয়াছে ধরামাঝ। অবশিষ্ট আছে মাত্র কর্ণাটের রাজ ।। সাশিত করিতে সদা ভুপতির আশ। মারিয়া কর্ণাট কর লইতে প্রয়াশ ।। আমাত্যবর্গকে রাজা কহিয়া বিশেষ। সাজিল সাশিতে ভুপ কর্ণাটের দেশ রথ রথী অসি চর্ম্ম ধানুকী বিস্তর। সিন্দুর ভুষিত কুম্ভ সাজিল কুঞ্জর ।।ঘোটক চলিল কত উটে বাজে ডঙ্কা। বাজাইছে রণবাদ্য ত্রিভুবনে শঙ্কা ।। আপনি ভুপতি করে ধরি ধনুর্ব্বাণ। চলিল কর্ণাট রাজ্যে আরোহিয়া যান ।। মুহুর্ত্তেকে প্রবেশিল কর্ণাট রাজন। যোজঘণ্টা বাজাইল করি আস্ফালন ।। শুনিয়া কর্ণাট রাজা আইল সমরে। অতি অল্প সেনা সঙ্গে অস্ত্র শস্ত্র ধরে ।। কিন্তু তার দৈব আছে চণ্ডিকা স্বহায়। ত্রিভুবন মধ্যে রাজা কারে না ডরায় ।। ভাগুরি কহেন মুনি কহত বিস্তার। তবে কেন বসুধা সাশিত নহে তার ।। মার্কণ্ডেয় কহেন কারণ তার আছে। বর পাইয়াছে রাজা অম্বিকার কাছে ।। আপনার রাজ্যে-তে হইবে মহীশ্বরে। অন্য রাজা লইতে মানস নাহি করে ।। তোমার রাজ্যেতে হবে বিরোধি যেজন। অল্প সেনা তুমি তারে জিনিবে রাজন ।। এই আমি রহিলাম রাজ্যেতে তোমার। আমার সাক্ষাতে রাজ্য জয় সাধ্যকার ।। শুন হে ভাগুরি এই হেতু সে রাজন। যুদ্ধে আইল অতি অল্প সেনার ভিড়ন ।। সুরথের সঙ্গে আসি যুদ্ধ আরম্ভিল। মুহুর্ত্তেকে সুরথের সৈন্য বিনাশিল ।। একাকী সুরথ রাজা প্রাণ বাঁচাইল। কথার দোষর হেন সঙ্গি না রহিল ।। পরাজয় হয়্যে রাজা কৈল পলায়ন। স্বদেশে আইল কবিরত্নে বিরচন ।।

সুরথের স্বরাজ্য ভ্রষ্ট।

ধুয়া। এই কি করিলে তারা ওগো শিব সীমন্তিনী।
মা ডরালে সুতে ওগো পাষাণ নন্দিনী॥

পয়ার। কর্ণাট রাজ্যেতে রাজা পায়্যা অপমান। হত সৈন্য স্বদেশে আইল মতিমান॥ দন্তহীন মলিন বদন শীর্ণ কায়। বিবেক বিবর্ণ বন দগ্ধ মৃগ প্রায়॥ রাজ্যে প্রবেশিল রাজা সচঞ্চল মন। সৈন্য হীন দেখিয়া বিষণ্ণ সর্ব্বজন॥ রাজা হয়্যে নিজ রাজ্যে বসিল ভূপতি। ক্রমে২ শত্রু হৈল বলবান অতি॥ অহি হয়্যে মহীলতা তুল্য মহীপাল। সিংহ হয়্যে রহে যেন ভূপতি শৃগাল॥ মৃত কল্প হয়্যে রাজা রহে সশঙ্কিত। কারে কিছু নাহি বলে অপমানে ভীত॥ যদ্যপিহ ভৃত্যগণে কহে কিছু রায়। নাহি সহে তারা ভূপে দ্বিগুণ শুনায়॥ সময় বুঝিয়া রাজা মৌন হয়্যে রয়। সগুণ বিগুণ কালে মৈত্র শত্রু হয়॥ আমার সেবক হয়্যে মোরে কহে মন্দ। সকলি দৈবেতে করে বিধির নির্ব্বন্ধ॥ অরণ্যের অনলে আনিল সখা যেই। ক্ষীণের গৌরব নাই দীপ নাশে সেই॥ দশা মন্দ আপনার বঞ্চিত গোসাঞী। মানে২ আপনার মান রাখা চাই॥ ভাল মন্দ প্রভুত্বে নাহিক প্রয়োজন। সময় পাইলে বুঝে লব জনে জন॥ ঈশ্বর এমন না রাখিবে চিরকালো। এক পক্ষে অন্ধকার এক পক্ষ আলো॥ কালে পিপী- লিকা নাশ করে করি অরি। কীট ইন্দ্র কভু ইন্দ্রে কীট করে হরি॥ সুখ দুঃখ সমভাব জয় পরাজয়। উপায়ের সমভোগ চিরস্থায়ী নয়॥ এইরূপ চিন্তা করে সুরথ রাজন। স্পন্দহীন হয়ে রহে স্মরি জনার্দ্দন॥ বাড়িল বিপুল শত্রু ক্রমে দিনে২। সাপক্ষ্য বিপক্ষ্য হৈল দেখি বল হীন॥ যে যাহা যে ধন পায় করয়ে হরণ। ভূপতি না করে তার তত্ত্বাবধারণ॥ অশ্ব রথ আভরণ ভাণ্ডার বারণ। ক্রমেতে সকল ক্ষয় দেখিল রাজন॥ রাজ্যেতে বসতি ছিল হড়িপা সকল। পালিত শূকর বিষ্ঠা মার্জ্জনে প্রবল॥ দেখিল রাজার বল নাহিক কিঞ্চিৎ। কাল বুঝে যুদ্ধেতে হইল উপস্থিত॥ শক্তিহীন রঙ্গ দেখি ভূপতি পরাস্ত। স্মরিয়া ঈশ্বর রায় হইল নিরস্ত॥ রাজ্য লৈল কিরাতে সুরথ ভাবে মনে। আর তো রহিতে আমি না পারি ভবনে॥ এক্ষণে কানন যাত্রা করিতে উচিত। বিপ্র গৃহে দারাসুতে করিয়া স্থাপিত॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্নে কালী কৈবল্য দায়িনী॥

লঘু-ত্রিপদী। সুরথ রাজন, রমণীরে কন, দশা হৈল মোর হীন। পূর্ব্ব কর্ম্ম ফলে, অবনী মণ্ডলে, বিধি করিল অধীন॥ শুনি প্রাণপ্রিয়ে, বিপ্র গৃহে গিয়ে, রহয়ে সন্তান লয়ে। সভক্তি পূর্ব্বকে, সেবিবে বিপ্রকে, দাসীর অধিক হয়ে॥ থাকায় আমার, নাহি ফল আর, দিনে২ অপমান। নীচে রাজ্য লৈল, দন্তহীন হৈল, বনে করিব প্রয়াণ॥ যদবধি আমি, না আসিবে তুমি, তাবত গোপনে

রবে। ঈশ্বর ইচ্ছায়, এলে পুনরায়, পূর্ব্বমত সব হবে ।। বলিয়া রাজন, করয়ে রোদন, জড়হেন স্ত্রীর মোহে। গলরুদ্ধ রায়, কথা না বেরায়, ভাষিল নয়ন লোহে ।। রাণীর বদন, করি নিরীক্ষণ, ভূপতি করিছে খেদ। বলে প্রিয়ে হায়, বুক ফেটে যায়, বিধি করিল বিচ্ছেদ ।। ভূপতির বাণী, শুনি রাজরাণী, হৃদয়ে হানিছে কর। কথা নহে নাথ, যেন বজ্রাঘাত, কৈলে অবলা উপর ।। তোমা বই আর, কে আছে আমার, দাঁড়াইব কার কাছে। তুমি প্রাণপতি, আমি হে যুবতী, তত্ত্ব করিতে কে আছে ।। রমণীর পতি, আমি হে যুবতী, তত্ত্ব করিতে কে আছে ।। রমণীর পতি, বিনা নাই গতি, ডেকে সুধাইতে নাই। হেরি তব মুখ, ফেটে যায় বুক, হায় কি কৈল গোসাঞিঃ ।। কপালেরি ফল, ফলিল সকল, বিপদে হরি তরাও। করিয়া দুঃখিনী, মোরে অনাথিনী, সঙ্গে করি মোরে লও ।। তুমি যাবে বনে, প্রিয়া সম্বোধনে, কে মোরে তুষিবে আর। মগ্ন তব স্নেহে, ব্রাহ্মণের গৃহে, রব মুখ চেয়ে কার ।। পতি ধন জন, পতি সে জীবন, পতি নারীর ভূষণ। পতি হীনা যেই, হতভাগী সেই, ঘৃণা করে কর্ব্বজন ।। পতি-রতা যেবা, করি পতি সেবা, পতি ছাড়া নাহি রয়। কি ভাবিয়া প্রভু, মোরে ছাড়ি তবু, যাবে বনে গুণময় ।। যথা যাবে তুমি, তথা যাব আমি, দাসীর কর্ম্ম যে এই। পতি সুখে সুখি, পতি দুঃখে দুঃখি, পতিব্রতা সতী সেই। এতবলি ধনী, লোটায় ধরণী, বিলাপ করে হুতাশ। হৈল সমাকুল, খসিল দুকুল, বিগ-লিত কেশ পাশ ।। ভাষে চক্ষু জলে, ধরি পদতলে,রাজারে কহিছে বাণী। অতি কাঙ্গালিনী, পথের দুঃখিনী, হৈনু হলে রাজরাণী ।। রাণী কান্দে যত, দেখে রাজা তত, কান্দে অশ্রুধারা গলে। বাক্য নাহি সরে, গদ২ স্বরে, প্রবোধি রাণীরে বলে ।। হাতে ধরি তোলে, বসাইয়া কোলে, বলে শোক কর কেন। বিধি লিপি যোগ, হৈল কর্ম্ম ভোগ, রহিবে না কিছু হেন ।। পুনর্ব্বার সতী, হইব ভূপতি, তোমার ব্রতের ফলে। বিপক্ষ যে সব, হইবে বান্ধব, রাজ্য করিব ভূতবে ।। শুন হে সুন্দরী, নারী সঙ্গে করি, বনে যাওয়া মত নয়। বেদে কহে সার, পদে২ তার, অতি অমঙ্গল হয় ।। কাতর না হও, বিপ্র গৃহে রও, ঈশ্বরে করিয়া ধ্যান। আমি যাই বনে, ফল অন্বেষণে, রাখিতে আপন মান ।। এত বলি রায়- তুষি বনিতায়, একাকী কাননে চলে। নাহি কহে কায়, চড়িয়া ঘোড়ায়, মৃগী মারিবার ছলে ।। নৃসিংহ আভাষে, সংগীতের আশে, ভূপের বিঘ্ন নাশিতে। কবিরত্নে গায়, অম্বিকার পায়, হরি বল মার প্রীতে ।।

সুরথের অরণ্য যাত্রা।

ধুয়া। ওগো দুঃখ সহনে না যায়। কি বলিব বিধাতায় ।।
কহিলে আমার দুঃখ, সসাগর হয় শুষ্ক, কল্পতরু ফল হীন
কামধেনু বন্ধ্যা যায় ।।

পয়ার। ত্যজিয়া আলয় বনে প্রবেশিল রায়। দেখি রাণী অচৈতন্য ধূলায় লোটায়॥ হায়২ করিয়া কুন্তল করে টানে। হৃদয় বিদারি নখে শীরে কর হানে॥ মরি মরি হায়২ না রহে জীবন। প্রাণনাথ প্রাণেশ্বর চলিল কানন॥ কায কি এ প্রাণে আর প্রাণিকে সুধাও। নাথ বনে গেল তুমি আগে২ যাও॥ আমাতে থাকিয়া আর কি করিবে বল। পতি ছাড়া প্রকৃতির দেহেতে কি ফল॥ হতভাগী ভারতেতে জন্মাইলি মোরে। হায়রে দারুণ বিধি কি কহিব তোরে॥ সতীর পরাণে পতি বিচ্ছেদ না শয়। কান্ত বিনে কৃতান্ত না হইও নির্দ্দয়॥ রাজ্যনাশ বনবাসে গেল প্রাণপতি। কার পানে চেয়ে ঘরে বাঁচিবে যুবতী॥ জলে ঝাপ দিব আমি বিচ্ছেদ না সব। কিম্বা বিষ খাব কিম্বা আত্ম-ঘাতি হব॥ নখে ছিন্ন করি দেহ ছিঁড়ে ফেলে হারে। কান্তবিনে কান্তি জ্বলে ভ্রান্তি অলঙ্কারে॥ ধড়ফড় করিছে যেমন কাটা কই। ছট ফট করয়ে খোলার যেন খই॥ মম হৃদি শূন্য করি করিলে গমন। কেমনে ভ্রমিবে নাথ হয়ে অকিঞ্চন॥ শয়নে পিড়ীতহতে অপূর্ব্ব শয্যায়। কেমনে যাইবনিদ্রা গাছের তলায়॥ আমি যে চরণ সেবা করি যতনে। শীল তৃণাঙ্কুর কত লাগিবে কাননে॥ কত ব্যথা পাবে নাথ বিপীন ভ্রমণে। এ সব ভাবিয়ে দুঃখ কত হয় মনে॥ দিবান্ন ভোজনে স্পৃহা সর্ব্বদা রসনে। কেমমে কাটিবে দিন ফল পত্রাসনে॥ না সহে রবির তাপ যে অঙ্গ তোমার। কতকষ্ট রবিকরে পাইবে অপার॥ অপূর্ব্ব বসন শোভা করিতে যে গায়। বৃক্ষচর্ম্ম পরণে কি তাহা শোভা পায়॥ শীরে শোভা কলসী মুকুটে মণি ছটা। হেন শীরে কেমনে ধরিবে নাথ জটা॥ যে অঙ্গে করিতাম আমি কস্তুরি লেপন। সে অঙ্গে হইবে ধূলি কর্দ্দম ভূষণ॥ অসকালে খেতে অন্ন নৃপতি স্বভাবে। কাননে খাইতে খাদ্য পাবে কি না পাবে॥ ভাবিলে আমাতে নাথ কিছু থাকে নাই। হায়২ প্রাণ যায় গোসাঞিরে২॥ রাজ সিংহাসন যোগ্য ছিলে ছত্রধারী। স্বপনে না জানি যে হইব বনচারি॥ নিষ্ঠুর বিধাতা কৈল এ দশা তোমার। কৈতে প্রাণ দহে বুক বিদরে আমার॥ আর কি তোমারে নাথ ফিরে দেখা পাব। ভাবিতে জীবন শায় হলাহল খাব॥ কান্দিয়ে কিঞ্চিৎ শোক কৈলা নিবারণ। প্রবোধ যে হেন নাই আপনি আপন॥ মলিনা বিছিন্ন বেশ হইল সুন্দরী। কান্দিতে২ যান পুত্র কোলে করি॥ পুত্রের বদন হেরি ভাষে চক্ষু চলে। রাজপুত্র হয়ে দুঃখি অদৃষ্টের ফলে॥ পতি শোকে মগ্না হয়ে যান ধিরি ধিরি। নাথ গেছে যেই পথে চান ফিরি২॥ সুতপা নামেতে বিপ্র বিশ্বরূপাসুত। পরমবৈষ্ণব দ্বিজ সর্ব্বগুণ যুত॥ রাজ পুরোহিত তিনি পরম পণ্ডিত। সুরথ গৃহিনী তার গৃহে উপনীত॥ সকল বৃত্তান্ত কথা কহিয়া ব্রাহ্মণে। ভাবিল নয়ন জলে শোকাবেশ মনে॥ প্রবোধিল দ্বিজবর বিবিধ প্রকার। শোক ত্যজ দৈবে করে খণ্ডেপাধ্যকার॥ বিপ্রের বচনে সতী প্রবোধ

হইল। পুত্রসহ ব্রাহ্মণের গৃহেতে রহিল ।। হোথা রাজা অশ্ব ত্যজি গহন কাননে। পদব্রজে উপনীত মেধষ সদনে ।। কবিরত্নে কহে দয়া করগো অভয়া। রেখো না পিতার ধর্ম্ম পাষাণ তনয়া ।।

সুরথের মেধাশ্রমে যাত্রা।

ত্রিপদী। মেধষ বিপ্রের বন, দেখে সুরথরাজন, নানা বৃক্ষ আছে সুশোভিত। শাল পেয়াল তমাল, হিন্তাল করল তাল, বটাশ্বথ নীম কুসুমিত ।। নানাবিধ পুষ্প শোভা, অলিবৃন্দে মধুলোভা, মধু পিয়ে উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে। ডালে বসে উভরায়, শারীশুকে গীত গায়, কোকিল পঞ্চম স্বরে ডাকে।। ভাণ্ডরী ময়ূর নাচে,কুসুম-কানন কাছে, প্রিয়া সঙ্গে পুচ্ছ পশারিয়া। দেখিয়া সুরথরায়, কামভাবে মোহ যায়, ধারা বহে প্রিয়ারে স্মরিয়া।। ধন্য শিখি জনমিলে, কত পুণ্য করে ছিলে, সদা প্রিয়া সহ থাক রঙ্গে। আমি পাই মনস্তাপ, করে ছিনু কত পাপ, এহেতু বিচ্ছেদ প্রিয়া সঙ্গে ।। দেখে আর স্থানে স্থান, নন্দনবন সমান, সুপ্রসন্ন কানন বিশাল। বসন্ত মকর কেতু, সঙ্গে লয়ে ছয় ঋতু, আছেন কাননে চিরকাল ।। স্থল জল সুশোভিত, শতদল বিকসিত, শ্বেত নীল লোহিত প্রমুদ। মধুপিয়ে ষট্পদ, প্রস্ফুটিত কোকনদ, নবদল কহ্লার কুমুদ।। ডাকে শত শত পাখি, চক্রবাক চক্রবাকী, রাজহংস সারস মরালী। ডাহুক ডাহুকী মেলা, বক বকী করে খেলা, নাচে কঙ্ক সরাল সরালী ।। কারণ্ড কাদম্ব ডাক, উড়ে শ্বেত কৃষ্ণকাক, পিপ্পি পানকৌড়ি শরণ। খঞ্জন খঞ্জনী আর, নৃত্য করে চমৎকার, শতদলে করিয়া আসন ।। ইতস্তত বনে বনে, ভ্রমিতেছে পশুগণে, শার্দ্দূল সরভ রবা আর। সিংহ সেয়াকশ কত, ডেকে যায় শত শত, গন্ধ মৃগ মহিষ গণ্ডার ।। মুনিবরের আজ্ঞায়, হিংসা নাহি করে কায়, মৃগ নাচে সিংহের সম্মুখে। দেখিয়া২ রায়, ক্রমে ক্রমে চলে যায়, বন শোভা দেখিয়া কৌতুকে ।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে, কাত্যায়নী যারে সহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী ।।

সমাধি বৈশ্য সহিত সুরথের মিলন।

ত্রিপদী। ভ্রমণ করেন দুঃখে, হেনকালে সম্মুখে, দেখিলেন এক বনচারী। অতি শীর্ণ কলেবর, সদা বিবেক অন্তর, সকাতর জটাবল্ক ধারী।। আত্মমত দেখি রায়, জিজ্ঞাসে সুরথ তায়, অতি প্রিয় মধুর বচনে। কি নাম তোমার ভাই, বল কি জাতি সুধাই, কি হেতু ভ্রমিছ এ কাননে।। শুনে বৈশ্য কহে তায়, পরে কব সমুদয়, আগে কহ তুমি কোন জন। কি কারণে ঘোর বনে, ভ্রমিতেছ ক্ষুণ্ণ মনে, কহ শুনি বিবরণ ।। শুনিয়া সুরথ রায়, পরিচয় দেন তায়,

আমি কলিঙ্গের নরপতি। সুরথ নগরে ধাম, সুরথ আমার নাম, রাজ্যচ্যুত হয়েছি সম্প্রতি॥ আপনার কর্ম্ম দোষে, পড়িয়ে দৈব আক্রোশে, কর্ণাটে মরিল সেনাগণ। বল হীন দেখি মোরে, হীন জন আসি জোরে, রাজ্য লইল করিয়া হিংসন॥ বুঝে মোর অসময়, সকলে বিপক্ষ হয়, হরে লয় ভাণ্ডারের ধন। নীচ জনে নিল রাজ্য, লোকালয়ে কিবা কার্য্য, অতএব আসিয়াছি বন॥ শুনে বৈশ্য কান্দে কয়, কি কহিলে মহাশয়, ঐ দুঃখে আমি দুঃখ অতি। কন্যকুব্জ দেশে ধাম, সমাধি আমার নাম, ধান বৈশ্য কুলেতে উৎপতি। দারা সুত খল ক্রুর, আমারে করিল দূর, ধনলোভে কৈল নিরাকৃত। গৃহ ছাড়ি আইনু বন, তথাপি আমার মন, স্ত্রী পুত্র বিরহে তাপিত॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে, কাত্যায়নী যারে সহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী॥

সুরথ সমাধির কথনান্তর মেধষ বিপ্রের কথোপকথন।

করুণা রাগঃ।

ধূয়া। আর কি সুধাও ওহে যে দুঃখে পড়েছি আমি।
মন মৃগে আকর্ষিছে বিষয় শরতকামী॥

পয়ার। সমাধি কহেন শুন নৃপতি সুরথ। স্ত্রীর মোহে মগ্ন হয়ে গেল ধর্ম্ম পথ॥ শুনিয়া সুরথ বলে কেন বল আর। ঐ দুঃখে জ্বলে সদা জীবন আমার॥ আমি কি কারণ জানি কি বলিব বল। মায়া ফাঁস কাটিতে মেধষ কাঁছে বল॥ এইমতে দুই জন সম্মতি হইয়া। উপনীত মেধষ বিপ্রের কাছে গিয়া॥ বসিয়া আছেন মুনি সুশাসনোপরে। ঊর্দ্ধ পিণ্ড ফোঁটা ভালে জপমালা করে॥ আপাদ লম্বিত জটা শুষ্ক কলেবর। সাক্ষাত ব্রহ্মণ্যদেব তেজেতে প্রাস্কর॥ সুরথ সমাধি গিয়ে মেধষ সাক্ষাৎ। ধূলায় পড়িয়ে দোঁহে কৈল প্রণিপাত॥ আশীর্ব্বাদ করি মুনি কুশল জিজ্ঞাসে। পল্লব আসন দিয়ে বসাইল পাশে॥ সুরথ সমাধি দোঁহে সকাতর মন। আত্মতত্ত্ব পূর্ব্বাপর কৈল নিবেদন॥ পরিত্যাগ দারাসুতে ধনলোভে করে। সদা মন তাহাদের চিন্তা করি মরে॥ দুরাত্মা স্বভাবে পুত্র ছাড়ে পিতৃ আশ। কেন মন হেন পুত্র করে অভিলাষ॥ সতী হয়ে পতিকে যে দিল বিসর্জ্জন। হেন স্ত্রীকে কেন মন করে আকিঞ্চন॥ শুনিয়া মেধষ বিপ্র কহেন তখন। মহামায়া প্রভাবে মোহিত ত্রিভুবন॥ পশুপক্ষ জলচর নরাদি প্রকাশ। দারাসুত প্রতি সকলের অভিলাষ॥ অন্যাপরে কাকথা জ্ঞানীর মোহ হয়। সামান্য জ্ঞানেতে সদা অভিভূত রয়॥ পশু পক্ষ মা বাপের না করে পালন। তবু সন্তানের প্রতি মোহ অনুক্ষণ॥ মহামায়া প্রভাবে এ জগৎ বিস্তার। তিনি না প্রসন্না হলে মুক্তি নাহি কার॥ শুনিয়া সুরথ কহে কহ মহাশয়। পরমা প্রকৃতি মায়া লীলা সমুদয়॥ মেধষ কহেন দেবী মাহাত্ম্য

প্রকাশ। মধুকৈটভের বধ মহিষ বিনাশ ।। শুম্ভ নিশুম্ভাদি যত অসুর সংহার। কহিলেন ভূপতিরে করিয়া বিস্তার ।। শুনিয়া ভূপতি হৈল আনন্দিত অতি। মানস হইল দৃঢ় পুজিতে পার্ব্বতী ।। সুরথ সমাধি দুই জনে সযতনে। পদ্ধতি লইল মাগি বিপ্রের বদনে ।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্নে কালী কৈবল্য দায়িনী ।।

সুরথ সমাধির নর্ম্মদাতীরে দেবীর তপস্যা।

ত্রিপদী। মেধষ পদ্ধতি দিয়ে, অনুক্রম বিস্তারিয়ে, কহিলেন চণ্ডিকা পূজারি। শরতে বসন্তে পূজা, করিবেক দশভুজা, কালশুদ্ধি বসন্ত তাহার ।। শ্রীকৃষ্ণ পূজিয়া যায়, মহাবিরাটের পায়, ব্রহ্মা পূজে সৃষ্টি রক্ষা কৈল। দেব সহস্র লোচন, পূজা করি যে চরণ, অসুর সমরে জয়ী হৈল ।। চিন্তা নাহি মহারাজ, হবে রাজা ধরা মাঝ, কাত্যায়ণী অর্চ্চনার ফলে। শুনিয়া সুরথ কয়, পুজিব হে মহাশয়, বসন্তে চণ্ডীর পদতলে ।। শুনিয়া মেধষ কয়, পুজিলে সে পদদ্বয়, পুরে সব কামনা মনের। শুনি মেধষের বাণী, বৈশ্যপতি দণ্ডপাণী, মনমত হৈল দুজনের ।। লয়ে অনুগতি তার, গেলা নর্ম্মদার ধার, মহীময়ী প্রতিমা করিল। তিন বর্ষ কৈল পুজা, মহাদেবী দশভুজা, তবু দেবী দেখা নাহি দিল ।। পরে ভূপতি সুরথ, নিজ অঙ্গ করি ক্ষত, শোণিত করিল নিবেদন ।। বাহ্যজ্ঞান নাহি তার, ভাবে পদ অভয়ার, নিবিষ্ট করিয়া নিজ মন ।। স্তব করে চণ্ডীকায়, চক্ষুজলে ভেসে যায়, কর কৃপা কাতরে কালিকে। কাত্যায়নী মহামায়া, কালীরাত্রী কাল মায়া, করালিনী কপাল মালিকে ।। কৃতান্ত দলনী উমা, কীর্ত্তিবাস প্রিয়া ধূমা, কর পার কিঙ্করে এবার। মহারাত্রী মহোদরী, মহেশানী মহেশ্বরী, মহানিদ্রা কর মা নিস্তার ।। মহাবাণী মাহেশ্বরী, মহাদুঃখ পরিহরি, বারেক অপাঙ্গে ভঙ্গে হের। তব ক্ষতি হবে নাই, মধ্যে আমি মুক্তি পাই, নষ্ট হয় শঙ্কটের ফের ।। ব্রহ্মাণ্ড জননী তুমি, ব্রহ্মাণ্ড না ছাড়া আমি, মা হয়ে কঠিন হও কেন। কুকর্ম্ম যদ্যপি কভু, কৈলে পুত্র মাতা তবু, আক্রোষ নাহিক করে হেন ।। বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর, যম অগ্নি পুরন্দর, নাহি জানে তোমার মহিমা। কি বলিব রাঙ্গাপায়, আমি জ্ঞানহীন তায়, নর ছার কি জানিব সীমা ।। দীন হীন আকিঞ্চন, ওপদে শরণার্পণ, না জানি ভজন স্তুতি ধ্যান। দীন দয়াময়ী তারা, ভবে তারো ভবদারা, নিজ গুণে করি কৃপাদান ।। যদি বল হর নারী, নিস্তারিতে নাহি পারি, তব দেহে পাতক অচল। তবে তারা পরাৎপরা, দয়াময়ী নাম ধরা, ত্রিভুবনে হইবে নিষ্ফল ।। সুরথ সমাধি অতি, স্তুতি করে ভক্তিমতি, আত্মসুখ করি নিবেদন। আদেশে নৃসিংহ দাসে, শ্রীনন্দ কুমার ভাষে, দেমা দুর্গে ওরাঙ্গা চরণ ।।

সুরথ সমাধির আত্ম নিবেদন।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়া।

ধূয়া। জানা যাবেগো তারিণী এবার। কর কি না কর পার ॥ বারে২ দিয়াছতো যন্ত্রণা অপার। অসারে করিয়া সার, সপিয়া সংসার ভার, মিছা ভ্রমে ভ্রমাইলে আশী-লক্ষ বার ॥

পয়ার। কাতর দেখিয়া দয়া কর কাত্যায়ণী। নিস্তার নরকার্ণবে নমো নারায়ণী ॥ নিরাশ্রয়ে চরণে আশ্রয় দেমা তারা। দুঃখি দাস তোমার দুর্গমে হয় শারা ॥ তুমি না তারিলে তারা কে তারিবে আর। লয়েছি শরণ পদে কর মা উদ্ধার ॥ আর কেহ নাহি মোর ভরসা ভবানী। করিয়ে রয়েছি সার চরণ দুখানি ॥ বিপদ সাগরে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাকি। দুঃখি দেখে তারিণী শুনেও শুন নাকি ॥ বুঝিলাম পার্ব্বতী মা ভাব লাভ মর্ম্ম। দীন হীন দেখে কি রা-খিলে পিতার ধর্ম্ম ॥ রাখিলে রাখিলে তারা নাহি তার দায়। দুর্গতি নাশিনী নামে মহিমাটি ক্ষয় ॥ এমন দুর্গমে যদি মোরে না তারিবে। দুর্গহরা দুর্গানাম কেমনে ধরিবে ॥ কলঙ্ক রাখিলে নামে শুন কহি সার। ত্রিভুবনে দুর্গানাম কে লইবে আর ॥ ত্যজিব জীবন আমি গলে দিব কাতী। ত্রিজগতে রটিবেক তো-মার অখ্যাতি ॥ বলিবে সুরথ দুর্গা নাম লয়েছিল। দুর্গমে শঙ্কটে পড়ে পরাণে মরিল ॥ রেখো না কলঙ্ক নামে শুন মোর বাণী। শিব বাক্য অন্যথা না কর শিব রাণী ॥ না তারো যদ্যপি মোরে যদি ফেল ঠেলে। কে আর মানিবে বেদ জলে দিবে ফেলে ॥ কেমন কঠিন তুমি পতিতপাবনী। দেখেও দেখ না দুঃখ হইয়ে জননী ॥ সকলিতো জান তারা সর্ব্বস্থ ব্যাপিনী। তুমি সুখ তুমি দুঃখ ব্রহ্মাণ্ড রূপিণী ॥ তুমি সন্ধ্যা তুমি দিবা তুমি গো রজনী। কর্ম্মাকর্ম্ম ধর্ম্মা-ধর্ম্ম সকলি আপনি ॥ কর্ণাটে মরিল সৈন্য রাজ্যে অপমান। হীন জনে রাজ্য নিল হয়ে বলবান ॥ অভিমানে বনে আসি কষ্ট পাইনু কত। তথাপি করুণা নহে দেখি অনুগত ॥ তিন বর্ষে ক্ষীণ হৈনু শুন গিরি জায়া। করুণা নয়ন কোণে চাওগো অভয়া ॥ সমাধি করিছে কৃপা করগো তারিণী। কালহরা কৃপাময়ী কলুষ হারিণী ॥ দারা সুতে অপমান করিল আমায়। দুঃখে তারো দয়াময়ী কবিরত্নে গায় ॥

অম্বিকার প্রত্যাদেশ।

পয়ার। নিষ্ঠা বুঝি নিতান্ত আপনি হরপ্রিয়া। আশ্বাসে বিশ্বাস দেন আকাশে থাকিয়া ॥ স্তবে তুষ্ট হইয়াছি শুনহ সুরথ। বরদা হইয়া পুরাইব মনো-রথ ॥ বহু কষ্ট পাইয়াছ আমার কারণ। বর নাও২ বাসনা যেমন ॥ শুনিয়া আকাশ বাণী ঊর্দ্ধ দৃষ্টে চায়। আকাশ বিমানে মাকে দেখিবারে পায় ॥

দেখিয়া সমাধি বৈশ্য সুরথ ভূপতি। নবভক্তি ভাবোদয় সুখি হৈল অতি ।। লোমাঞ্চিত কলেবর স্বেদ অশ্রুবয়। হৃষ্টচিত তুষ্টে আত্ম বিস্মরণ হয় ।। বিষয় বিয়োগ দুঃখ ভুলিল সকল। প্রণাম করিছে লোটাইয়া ভূমিতল ।। কৃতাঞ্জলি হয়ে কয় শুন গো অভয়া। দীন দেখে ভাল দুঃখ দিয়ে কৈল দয়া ।। আশুতোষী কেবা বলে কঠিন হৃদয়। পাষাণ তনয়া তেঞী আকারেতে হয় ।। দেবী কন কেন আর লজ্জা দাও আমায়। ভাবিলে কি ভাবা বস্তু বল দেখা পায় ।। ভাবিলে অনাশে যদি পেতো দরশন। তবে মোরে ভাবিত সংসারে কোন জন ।। সর্ব্বভাবে ভাব মিল হইবে যখন। না সাধিতে অসাধনে দেখিবে তখন ।। এক্ষণে উচিত বর করহ গ্রহণ। ও সব কথায় আর কোন প্রয়োজন ।। সুরথ কহেন যদি হলে মা সদয়। ভ্রষ্ট রাজ্য পাই যেন শত্রু নাশ হয় ।। তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলেন আশ্বাস। পুনর্ব্বার অম্বিকারে কহিছে আর্দ্দাশ ।। উদয়াস্ত পর্ব্বত সাশিত যেন হয়। দেবী কন হইবে কর্ণাট ছাড়া জয় ।। প্রণয় ভক্তিতে পুজে কর্ণাট ঈশ্বর। অধিষ্ঠান তার পুরে আছে নিরন্তর ।। পুত্র তুল্য ভক্ত মোর গণেশের বাড়া। নহি আমি তিলেক ভূপের সঙ্গে ছাড়া ।। এই রূপ ভূপতিরে কহিলা জননী। সমাধিরে বর দেন সুধাংশু আননী।। আপনার গৃহে তুমি করহ গমন। অদ্য রাত্রে তব পুত্র হইবে নিধন ।। সর্ব্বধন পাবে তুমি না কর হুতাশ। বিবাহ করহ স্ত্রীকে দিয়ে বনবাস।। বর পায়ে সুরথ সমাধি হৃষ্ট চিত। সন্দেহ রহিল মনে রাজার কিঞ্চিৎ ।। প্রণাম করিল দোঁহে দেবীর চরণে। নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন ভণে ।।

সমাধির গৃহে গমন ও সুরথের বিপ্রাশ্রমে যাত্রা।

পয়ার। অন্তর্ধ্যান হয়ে দেবী করিলা গমন। পরে দোঁহে প্রতিমা করিলা বিসর্জ্জন ।। নর্ম্মদার জলে ফেলি কৈল স্নানদান। প্রসাদিত ফল খেয়ে কৈল জলপান ।। সুরথে সমাধি কয় শুনহ বচন। আর কি বিলম্ব দেশে কর আগমন ।। মানসতো পূর্ণ হলো দেবীর প্রসাদে। রাজ্যেশ্বর হও গিয়ে পরম আহ্লাদে ।। সুরথ কহেন আছে বিলম্ব আমার। আপনি আপন বাসে কর অগ্রসার ।। এইরূপে দুইজনে কথোপকথন। মৈত্রভাবে দুই জন করে আলিঙ্গন।। বিদায় করিল রাজা প্রিয় সম্বোধনে। প্রণমিয়া সমাধি চলিল নিকেতনে ।। একাক্রমে দিবস রজনী চলে যায়। পরদিনে প্রহরেকে কান্যকুব্জ পায় ।। দৈবের নিবন্ধযাহা না হয় খণ্ডন। পূর্ব্ব রাত্রে পুত্রে কৈল ভুজঙ্গ দংশন ।। মরিয়াছে সন্তান জননী বিষাদিত। হেনকালে সমাধি আলয়ে উপনীত ।। শব পুত্র কোলে করি কন্দিছে যুবতী। দেখেহাসে সমাধি স্মরিয়ে ভগবতী ।। প্রমাণ হইল জ্ঞান চণ্ডিকার বর। দাণ্ডাইল বৈশ্য পুলকিত কলেবর ।। পতিরে দেখিয়ে নারী সমাধীর প্রিয়ে। আইসহ প্রাণনাথ দেখ না আসিয়ে ।। কপটে

কান্দিছে সভা গৃহে পতিপাশে। কাতর না হয় বৈশ্য রঙ্গ দেখিহাসে।। বলিছে সমাধি মিছে কান্দ কেন আর। যে গেল সে গেল বল তাপ কি তাহার।। এত বলি সন্তানেরে করিল দাহন। অন্তুচের মধ্যে দিল রমণীকে বন।। আপনি বিবাহ করি সুখে করে ঘর। পরে তার বংশ বৃদ্ধি হইল বিস্তর।। হেথায় সুরথ রাজা কিন্তু হয়ে মনে। উপনীত যথায় মেষধ তপোধনে।। প্রণাম করিল রাজা মেষধ চরণে। ঋষিবর জিজ্ঞাসেন সুরথের স্থানে।। কি রূপে পুজিলে বাপু অম্বিকার পায়। কি রূপ প্রকার হৈল কিবা বরদায়।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্নে কালী কৈবল্য দায়িনী।।

সুরথের প্রতি মেষধের উপদেশ।

ধূয়া। কালীনাম রটরে রসনা। কালী যদি মনে করে
পুরিবে কামনা।।

পয়ার। রাজা কন সব কৈনু পদ্ধতি প্রমাণ। মনগত চণ্ডিকা না কৈলা বরদান।। সপ্তদ্বীপেশ্বর হৈতে বর আমি চাই। কর্ণাট করিতে জয় আজ্ঞা দিলা নাই।। শুনিয়া মেষধ হাসি কহেন তখন। জয়ী হৈতে না পারিবে কর্ণাট কখন।। শঙ্করী তাহার পুরে আছে অধিষ্ঠান। নিত্য পুজা করে দেয় নর বলিদান।। সানুকুলা শুভঙ্করী সর্ব্বদা তাহারে। শ্যামার কৃপায় ডর নাহি করে কারে।। পারো যদি শঙ্করীকে বৈমুখ করিতে। তবে রাজা কর্ণাট পারিবে জয়ী হতে।। নতুবা আজন্ম তুমি কৈলে পরিশ্রমে। না হবে কর্ণাট রাজ্য জয় কোন ক্রমে।। সুরথ কহেন মুনি কহিবে আমায়। করিতে কর্ণাট রাজ্য জয়ের উপায়।। মেষধ কহেন রাজা শুনহ সংপ্রতি। স্বরাজ্যে পালগে প্রজা হইয়ে ভূপতি।। অন্নময়েতে শরেতে বার্ষিকী আরাধনে। পুজিতে পারিলে দুর্গা কল্পেতে বোধনে।। শুদ্ধরূপে চণ্ডীপাঠ তাহাতে করিবে। তবে তারণীর কৃপা তোমারে হইবে।। কৃপাময়ী কৃপা করি ছাড়িবে কর্ণাট। অনাসে হইবে জয়ী শুন নররাট।। অকালে পুজিয়া ইন্দ্ররাজা সুরপুরে। হেলায় নাশিল দুর্গা মহীষ অসুরে।। শুনিয়া সুরথ রাজা আহ্লাদিত হয়। বলে প্রভু করিব কর্ণাট রাজ্য জয়।। প্রাণপণ ইহাতে শরৎ পুজা হেতু। জয়ী হই অবনী তুলিয়া দিব কেতু।। শ্রীনৃসিংহ দাসে দয়া কর গো অভয়া। দ্বিজ কবিরত্নে গায় দাসে কর দয়া।।

সুরথের স্বরাজ্যে দেবী দূতের বিভীষিকা দর্শিতা।

লঘু-ত্রিপদী। সুরথ রাজন, পুলকিত মন, মেধষে করিয়া নতি। বন উপবন, করিছে ভ্রমণ, স্মরি দুর্গা ভগবতী।। কত স্থানে ভূপ, দেখে কত রূপ, গহন কানন শোভা। কত বনচর, ফিরে নিরন্তর, উড়ে অলি মধুলোভা।। কৃপায় দেবীর, নির্ভয় শরীর, রাজার নাহিক ডর। অভয়ার সুত, মহাবল যুত, যেন মত্ত

গজবর॥ রাজ্যেতে রাজার, কৈল মহামার, চণ্ডিকার সেনাগণে। অলক্ষিতে আসি, ভৈরব সন্ন্যাসী, করে অগ্নি বরিষণে॥ করে উৎপাত, উল্কা বজ্রাঘাত, মেঘের সঞ্চার নাহি। ভাঙ্গে ঘরদ্বার, ছাড়ে হুহুঙ্কার, ডাকিতেছে পরিত্রাহি॥ যোগিনী ডাকিনী, হাঁকিনী শাঁখিনী, ভ্রমে আমুদর কেশে। লোহলো রসনা, বিকট দশনা, অতি ভয়ানকা বেশে॥ দেখিয়া চঞ্চল, হড়িপ সকল, পলায় আলয় ছাড়ি। ধর ধর বলি, পিশাচ সকলি, পাছু করে তাড়াতাড়ি॥ ভঙ্গ রাজ্যবাসী, দেখে সবে হাসি, মন্ত্রিগণে ডেকে কয়। যদি ভাল চাও, সুরথে আনাও, বিলম্ব যেন না হয়॥ পূর্ব্বমত রাজা, করি কর পুজা, আজ্ঞাকারী হয়ে রবে। এই সার কথা, করিলে অন্যথা, নিস্তার নাহিক হবে॥ করিয়া আদেশ, বিশেষে বিশেষ, চণ্ডিকার যত চর। হয়ে অন্তর্ধান, করিলা প্রয়াণ, গেল্য কৈলাস শিখর॥ আজ্ঞা অনুসারে, নৃপ পরিবারে, রাজারে আনিতে যায়। নৃসিংহেরে দয়া, কর গো অভয়া, শ্রীনন্দকুমারে গায়॥

সুরথের অন্বেষণ।

রাগিণী ইমন।

ধূয়া। তারো তারা দীন হীন জনে এইবার। তোমা বিনে
গতি নাহি আর॥

পয়ার। বিভীষিকা দেখে ভয় পেয়ে মন্ত্রিগণ। সবে চলে রাজার করিতে অন্বেষণ॥ নানাদেশ বিদেশে করিছে পর্য্যটন। সুরথের সন্ধান করিছে জনে জন॥ অঙ্গ বঙ্গ অযোধ্যা ভুলিঙ্গ মিরহাট। মিথিলা মথুরা গয়া মগধ সুরাট॥ কান্য কুব্জ কাশী কাঞ্চি ভোট করবাট। মদ্র মল্ল সৌরাষ্ট্র আগরা রামঘাট॥ কর্ণাট কাশ্মীর আর প্রয়াগ কেদার। বিরাট পাঞ্চালী কুঞ্চি সারঙ্গ সোমার॥ জপলাঙ্গ লেখাঙ্গ রগাঙ্গ রঙ্গ আর। ত্রিরট দ্রাবীড় বীর ভোম সুকুমার॥ উৎকল ময়ূর ভঞ্জ সিংহল বিদার। হিঙ্গুলাট শ্রীবসন্ত নেপাল মাল্লার। জলামুখী নার্ম্মুদ নাটক মূলতান। মালবেন্দ্র পুরবি কামাক্ষ্যা বরিষাণ॥ তৈলঙ্গ নগর পল্লী দিল্লী আদি ধাম। অন্বেষণ করে যত কত লব নাম॥ ভিরি দিরি ঝোড় ঝাড় স্থাবর জঙ্গম। ভ্রমিয়ে ফিরিছে অন্বেষিয়ে নরোত্তম॥ বন উপবন আর কত স্থানে স্থান। অগম্য দুর্গম্য স্থানে করিছে সন্ধান॥ দেখা নাহি পেয়ে সবে চিন্তাযুক্ত হয়। শ্রান্ত হয়ে একত্রে বসিয়া সবে কয়॥ কোথায় খুজিবে আর কোথা দেখা পাব। কে জানে সন্ধান আর কারে সুধাইব॥ নৃপ অন্বেষণে আর যাব কার কাছে। ভাবি রাজা প্রাণে বেঁচে আছে কি না আছে॥ পাতি পাতি করিয়া খুজিনু সর্ব্ব ঠাঞি॥ বেঁচে যদি থাকিত কি দেখা হৈত নাই॥ ভূপতি পরম সুখী ক্লেশ নাহি সয়। মরেছে পাইয়া কষ্ট নাহিক সংশয়॥ এই রূপ চিন্তা করে যত মন্ত্রিগণ। কেহ শ্রমে বৃক্ষতলে করিল শয়ন॥

কেহ বসি ঐ চিন্তা করে মনে মন। হেনকালে উপনীত তথায় রাজন।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী।।

মন্ত্রির সহিত সুরথের কথোপকথন।

রাগিণী মূলতান। তাল খয়রা।

ধুয়া। তারা তোমা বিনে ত্রিজগতে কে আছে আমার।
বল দেখি আর মা শরণ লব কার।।

পয়ার। অস্থি চর্ম্ম অবশেষ করে বংশ বাড়ি। চাঁদ মুখে চিকুর লম্বিত চাঁপদাড়ি।। শিরে জটা গাছের বাকল পরিধান। কষ্টেতে হয়েছে শীর্ণ ভূপতি প্রধান।। কিন্তু দেবদত্ত তেজ অঙ্গেতে সকল। ত্বিষায় তিমির নাশে দিক্ সমুজ্জ্বল।। অনল তপন কিবা তদ্রূপ ভূপতি। দূরে হৈতে দেখে সবে সচিন্তিত অতি।। নিদ্রিত যে ছিল তার করায় চেতন। বলে দেব দানবের মধ্যে কোন্ জন।। দেখিতে দেখিতে রাজা নিকটে আইল। আপনার মন্ত্রিগণে দেখিয়া চিনিল।। রাজাকে চিনিতে নাহি পারে কোন জন। কে তুমি আপনি বলে জিজ্ঞাসে তখন।। রাজা কয় ধরা মধ্যে হব কোন জন। সুবিমান নাম মোর করহ শ্রবণ।। যুগান্তাঙ্গ তৃতীয় রাশিতে অবস্থিতি। বনচারী মহান্ত তো দেখিছ সম্প্রতি।। তোমর কে কি কারণে ভ্রমিছ কাননে। সবে কহে আমাদের নৃপ অন্বেষণে।। বনবাসে এসেছেন সুরথ ভূপতি। হীন জনে হরিয়া লয়েছে বসুমতী।। অভিমানে মহারাজা আসিয়াছে বন। পরিত্যাগ করি দারা সুত ধন জন।। সম্প্রতি সে রাজ্যে বড় হৈল অলক্ষণ। দৈবেতে আঘাত কৈল না জানি কারণ।। কিরাত আছিল পলাইল সর্ব্বজন। রাজ্য রক্ষা করে হেন নাহিক এমন।। দেবতা কহিল তবে আকাশে থাকিয়া। রাজ্য রক্ষা কর রাজা সুরথে আনিয়া।। অন্বেষণ করি মোরা ফিরি সর্ব্ব ঠাঁঞি। কোন স্থানে ভূপতির তত্ত্ব মিলে নাই।। শুনিয়া সুরথ রাজা আনন্দিত মন। মনে মনে বলে সব শঙ্করী কারণ।। জগতে জননী দুর্গা মোরে স্বানুকুলে। অকূল হইতে তরী লাগাইল কূলে।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্নে কালী কৈবল্য দায়িনী।।

পয়ার। তবে রাজা মন্ত্রিগণে কহেন তখন। আর কি ভাবিছ তুমি সুরথ রাজন।। আপনার তত্ত্ব সব বিস্তারিয়া কয়। শুনিয়া সে সকলের হইল প্রত্যয়।। চরণে পড়িল সবে কার পরিহার। কহিছে বিনয় বাক্য করি নমস্কার।। রক্ষ রক্ষ মহারাজ হও কৃপান্বিত। সেবক হইয়া মোরা করেছি অনীত।। গোহারি করিয়া যত করে প্রণিপাত। না করিহ প্রাণদণ্ড রাখ নরনাথ।। আশ্বাসিয়া কন রাজা প্রকাশ বচন। অন্তরে যা আছে তাহা রহিল গোপন।। রাজা কহে ত্যজ ভয় শুনহ বচন। সকলি দৈবেতে করে দোষী কেহ নন।। আমার কপালে ছিল

বিধি লিপিযোগ। আপনার শুভাশুভ করিলাম ভোগ॥ তোমাদের ভয় কিবা করিনু অভয়। প্রসন্ন হইনু আবি চলহ আলয়॥ এইরূপে সকলে আশ্বাস করি রায়। বিশেষে বিশ্বাস দিয়া দেশে চলে যায়॥ মন্ত্রিগণ সহ নানা কথোপকথনে। একাক্রমে উপনীত আপন ভবনে॥ পাইল স্বরাজ্য রাজা চিত্রানন্দ হয়। নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্নে কয়॥

সুরথের স্বরাজ্যাভিষিক্ত। মঙ্গল রাগ।

ত্রিপদী। গৃহেতে আইল পতি, শুনি সুরথের সতী, দেখিতে ধাইল পতি রঙ্গে। অতি পুলকিত রঙ্গে, তনয়ে করিয়া সঙ্গে, পতি প্রতি বিচ্ছেদ সুভঙ্গে॥ আলু থালু কেশ পাশ, সম্বরিতে নারে বাস, প্রেমানন্দে অশ্রুধারা বয়। ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণে কয়ে, চিত্তেতে অধৈর্য্য হয়ে, পতি পাশে উপনীত হয়॥ উনমত্তা পাগলিনী, প্রায় ভূপাত গৃহিণী, পড়িল পতির পদতলে। দেখিয়া রাজার বেশ, অস্থিচর্ম্ম অবশেষ, শিরে জটা কটিতে বাখলে॥ বলে নাথ হায় হায়, কত কষ্ট পেলে রায়, করে কত সাক্ষাৎ বিলাপ। বহু দিনে এলে পরে, এরূপ বিলাপ করে, কিন্তু নহে বিচ্ছেদের তাপ॥ বলে নাথ বনে কত, কষ্ট পেলে শত শত, আকার তো নাহিক তেমন। আহা আহা হায় হরি, দেখিয়ে যে দুঃখে মরি, প্রাণনাথ হয়েছ এমন॥ মনে না ছিল আমার, আসিবে যে পুনর্ব্বার, তবে যে আনিলা ভগবতী। দাসীরে স্মরিয়া মনে, এলে নাথ নিকেতনে, অনাথিনী অভাগীর পতি॥ হে নাথ বিচ্ছেদে তব, হয়েছিনু প্রায় সব, প্রাণ ছিল নিকটে তোমার। দেখিয়া তোমার মুখ, বাড়িল পরম সুখ, প্রাণ এলো স্বস্থানে আমার॥ এইরূপ কান্দে রাণী, বুঝাইল দণ্ডপাণি, আর কেন করিছ রোদন। হয়ে বয়ে গেছে যাহা, কি ফল চিন্তায় তাহা, ভোগ হৈল ললাট লিখন॥ বিধিমতে প্রবোধিয়া, তনয়েরে কোলে নিয়া, মোহে রাজা অশ্রুজলে ভাষে। চুম্বন করিয়া মুখ, পাইল পরম সুখ, সর্ব্বাঙ্গ পর্শিছে ভুজ পাশে॥ সঙ্গে করি পুত্র নারী, পুরে পশি দণ্ডধারী, লোক দ্বারা গৃহ কৈল মুক্ত। মঙ্গলাচরণ করে, মূষিকার পষ্ঠ ভরে, যায় ঘরে দ্বিজ পড়ে সুক্ত॥ দেবীর কৃপায় ধন, আছে পুর্ব্বের তেমন, বিতরণ করেন রাজন। দারিদ্র দুঃখি ব্রাহ্মণে, খাওয়াইয়া সযতনে, দেয় দান গোমতি কাঞ্চন॥ করিছে মঙ্গলাচারে, পুরী বেড়ে আরসারে, দ্বারে ঘট কদলী রূপিল। পতাকা উড়ায় কত, বাদ্য বাজে শত শত, নানা স্থানে নিসান রচিল॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে, কাত্যায়নী যারে সহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী॥

সুরথের শারদীয়া পুজার উদ্যোগ।

পয়ার। ক্ষৌরী হৈল ভূপতি স্মরিয়া দুর্গা নাম। তীর্থ জলে স্নানদান কৈল

গুণধাম॥ পাত্র মন্ত্রি আমাত্য বান্ধব পূজা নিয়া। বসিল আপন সিংহাসনে বার দিয়া॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কত বসিল সভায়। নট নটী নৃত্য করে দেবী গুণ গায়॥ ভট্ট দৈবজ্ঞাদি সব স্তুতি পাঠ করে। রাজপাটে ভূপতি বসিল সমাদরে॥ এইরূপে নরপতি পাইয়া বৈভব। পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা হৈল বিস্মরণ সব॥ বরিষা হইল গত সিংহ অবশান। বসিয়া অর্দ্ধেক কন্যা হৈল অধিষ্ঠান॥ তিথি কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী রবিসুত বার। সেই দিন মনে স্মৃতি হইল রাজার॥ পূজিতে হইবে দেবী শরত সময়। এইত শরৎকাল প্রায় গত হয়॥ অকালে বোধন করি পুজি ব্রহ্মময়ী। হতে হবে কর্ণাট রাজার রাজ্য জয়ী। এত ভাবি চিন্তিত হইল নররায়। আনে ডাকাইয়া পুরোহিত সূত পায়॥ বিশ্বরূপ পুত্র মুনি পরম ধার্ম্মিক। বিষয়ে ঔদাস্য ভাব অভীষ্টে অধিক॥ সাক্ষাৎ ভাস্কর দ্বিজ পরম পণ্ডিত। আশাদণ্ড করেতে সভায় উপনীত॥ ধূলায় লোটায় রাজা প্রণমিল পায়। আশীর্ব্বাদ করি ঋষি বসিল সভায়॥ জিজ্ঞাসা করিল ভূপে কহ বিবরণ। ডাকিয়া আনিলা মোরে কিসের কারণ॥ রাজা কন শুন গুরু নিবেদন করি। মানস করেছি মনে পুজিতে শঙ্করী॥ শরেতে পূজিব দেবী অকালে বোধন। ইন্দ্রের পূজায় আছে প্রমাণ যেমন॥ সুসপা কহেন রাজা কহ এ কেমন। শরেতে দেবীর পূজা না শুনি কখন॥ নিদ্রিত সে কালে দেবী পূজা সিদ্ধ নয়। কাল শুদ্ধি পূজা কর বসন্ত সময়॥ রাজা কহে প্রমাণ আছয়ে নিরূপণে। নিদ্রা ভাঙ্গে কল্পে দেবী অকাল বোধনে॥ মুনি কয় এমন পদ্ধতি মোর নাই। রাজা কয় সে প্রমাণ আছে মোর ঠাঁঞি॥ এত বলি পদ্ধতি দিলেন নরোত্তম। পদ্ধতিতে সুতপা দেখিলা অনুক্রম॥ ইন্দ্র পুজা করিয়াছে শরেতে আশ্বিনে। কল্পেতে বোধন কৃষ্ণা নবমীর দিনে॥ দেখিয়া ব্রাহ্মণ তবে ভূপতিরে কয়। শুন রাজা এবৎসরে পূজা নাহি হয়॥ শরৎ সময়ে পুজা সহজে অকাল। তাহে হৈল আবার অতীত অল্পকাল॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী॥

কল্প নিরূপণ।

রাগিণী সরফরদা। তাল খয়রা।

ধূয়া। কে আমার পুরাবে মনের বাসনা। কি রূপে
অভয়া পদ করি আরাধনা॥

পয়ার। সুতপা কহেন রাজা শুনহ ইহার। যে রূপে শরতে পূজা বিধি চণ্ডিকার॥ ইন্দ্র হৈতে কল্পে দুর্গা হইলা বোধিত। কন্যায় নবমী কৃষ্ণ আর্দ্রায় মিলিত॥ ছয় দিন সে নবমী হইয়াছে গত। কি রূপে বোধন হবে করি কোন মত॥ এক বর্ষ ক্লান্ত হয়ে রহ মহারাজ। অম্বিকার অর্চ্চনা চিন্তায় নাহি কায॥ রাজা কহে এত দিন বিলম্ব না হয়। দেখ দেখি এর মধ্যে কল্প

যদি হয়॥ কর্ণাটেতে অপমান হয়েছে আমার। সে অবধি জয় হেতু চিন্তা অনিবার॥ ত্বরায় করিব জয় বাসনা এমন। তার মত বিধান কহিবে তপোধন॥ মুনি কয় আমার সাধ্যেতে নাহি হয়। অমূলক করিবারে শাস্ত্রে নাহি কয়॥ বেদ বিধিমতে আছে প্রমাণ নির্ণয়। তাহা ব্যভিচারে পূজা সিদ্ধি নাহি হয়॥ সুতপার মুখে শুনি এতেক বচন। সুরথ রাজার হৈল বিষণ্ণ বদন॥ নয়নে বহিছে নীর ভাসিল শরীর। অধোমুখে বসে ভাবে চরণ দেবীর॥ সংকল্প ভঙ্গেতে চিন্তা বাড়িল বিস্তর। বিবেক হইল মনে ভূপতি কাতর॥ বলে বুঝি তারা মোরে নিদয়া হইল। নতুবা পূজায় কেন ব্যাঘাত ঘটিত॥ নিষ্ঠ দেখি নৃপতির মলীন তনয়। শূন্যে থাকি বিশ্বাসিয়ে দৈববাণী কয়॥ ভয় নাই রাজা তুমি কর দেবী পূজা। হবে কল্প বোধন অর্চ্চিতে দশভুজা॥ সহজে অকাল এই শরতে অর্চ্চনা। তাহে কল্পাতীত কালে নহে বিঘটনা॥ নবমীতে বোধন আছয়ে নিরূপণ। হেতু তার আছে মাত্র সহস্র লোচন॥ অতীত নবমী বলে চিন্তা কেন তাঁর। ফল মাত্র বোধনে চেতন চণ্ডীকার॥ নবমী কি করে নিদ্রা ভঙ্গ নিয়ে কায। দিনের নিয়ম কি বোধনে মহারাজ॥ অকালে বোধন মাত্র হৈলে হয় ফল। না বুঝিয়ে কেন এত হইলে বিকল॥ আমি বিধি বিধি দিই শুন মতিমান। শুক্লা প্রতিপদে কর কল্পের বিধান॥ তোমা হৈতে এই এক বিধি যে হইল। প্রতিপদে কল্প রাজা সুরথ করিল॥ লইয়ে আমার আজ্ঞা পূজ চণ্ডিকায়। সিদ্ধ হবে মনোরথ দেবীর ইচ্ছায়॥ এত বলি বিধাতা আপন ধামে যান। ধাতার আদেশে রাজা পাইলেন জ্ঞান॥ আনন্দিত হৈল শুনি দৈবের বচন। বাড়িল উৎসুক হৈল কল্প নিরূপণ॥ বিস্তারিত পুরোহিত কহিলেন রায়। নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্নে গায়॥

প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ। যথা সুরথের প্রকাশিত।

কল্যাণ রাগেন গীয়তে।

ত্রিপদী। দৈব বাক্য বিস্তারিত, শুনি রাজ পুরোহিত ভূপতিরে কহেন তখন। চিন্তা নাই মহারাজ, সিদ্ধি হৈল তব কায, কর দুর্গা উৎসব এখন। প্রতিপদ সম্মুখেতে, কর পরম সুখেতে, কল্পারম্ভ পরস্ব দিবসে। পূজা কর দয়াময়ী, হইবে অবনী জয়ী, যমজয়ী চরণ পরশে॥ শুনিয়া সুরথ রায়, অতি পুলকিত কায়, তৎপর হইল অতিশয়। সবিনয়ে তুষি স্তবে, বিশাইরে আনি তবে, পূজা লয় বিরচিতে কয়॥ শুনিয়া বিষাই যায়, নির্ম্মাণ করে সোণায়, পূজালয় মঞ্চ আটচালা। পরশ পাথর থরে, মণ্ডপ গাঁথনি করে, রচিল লীলায় মেজে ঢালা॥ স্ফটিকের থাম তোলে, কত রত্ন তার কোলে, মণি চুণী হিরক প্রবাল। পদ্মরাগ মণি কত, চন্দ্রকান্ত শত শত, অয়স্কান্ত ভাস্কর মিশাল। তোরণ তরুণী গুচ্ছে, ছাইল ময়ূর পুচ্ছে, কিবা গজ মুক্তার লহরি। রত্নবেদি

চমৎকার, তুলনা নাহিক তার, অধিষ্ঠান হবেন শঙ্করী ॥ চন্দ্রাতপে শোভা কিবা, প্রকাশে যাহার নিভা, রত্নময় করি গিরি তায়। সম্মুখে দক্ষিণ ভাগে, আটচালা কৈল রাগে, পরিশর রত্নময় যায় ॥ বিবিধ রতন দিয়ে, নানা সজ্জা বিরচিয়ে, বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইছে ত্রাশে। বিল্ব বরণের ঘর, কৈল অতি মনোহর, চণ্ডীমণ্ডপের ডানি পাশে ॥ রূপিয়া শ্রীফল তার, বিষাই হৈল বিদায়, একদিনে করিয়া নির্ম্মাণ। দেখে রাজা আনন্দিত, শ্বেতরক্ত নীল পীত, পতকায় উড়ায় নিশান ॥ দ্বারে ঘট আরোপিল, সপল্লব ফল দিল, গৃহ বেড়ি দিল আম্রসার। বিচিত্র বসনে ঘর, সাজাইছে মনোহর, নাট্যশাল অতি চমৎকার ॥ বিচিত্র করিল কত, দ্বারে বসে নহবত, বাজে কাড়া টিকারা সানাই। রঙ্গে ভঙ্গে বিদ্যাধরী, নাচে কি গায় কিন্নরী, আনন্দের পরিসীমা নাই ॥ প্রতিপদ দিনে রায়, নিত্য ক্রীয়া করি সায়, স্নানদানে হয়ে শুদ্ধ মন। পূজা মণ্ডপেতে গিয়ে, পুরোহিতে সঙ্গে নিয়ে, ব্রত কর্ম্মে করিল বরণ ॥ মূল মন্ত্র উচ্চারিয়ে, কল্প ঘট আরোপিয়ে, বিধিমতে অর্চ্চনা করিল। যে রূপ নিয়ম আছে, চণ্ডীপাঠ কৈল কাছে, কোন মতে ত্রুটি না হইল ॥ শ্রীযুত নৃসিংহদাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে, কাত্যায়ণী যারে সহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

প্রতিপদাদি ষষ্ঠী পর্য্যন্ত দেবীর ভূষণার্থে দ্রব্য প্রদান।

রাগিণী জয় জয়ন্তী। তাল আড়া।

ধুয়া। দয়া করগো শিবে দীন হীনে এইবার। তোমা
বিনে নাহি গতি, ওগো ভগবতী, তুমি গতি সবাকার ॥

পয়ার। ধূপদীপ নৈবেদ্য কুসুম বলিদান। বস্ত্রঅভরণ দিল পদ্ধতি প্রমাণ ॥ চরণ রাগার্থে অলর্ক্তক সমর্পিল। সাঙ্গ করি পূজা পুরোহিত বিপ্রেদিল ॥ ব্রাহ্মণ ভোজন আর কুমারী ভোজন। নানামত উপহাসে করাইল রাজন ॥ এইরূপে প্রতিপদে পূজা কৈল রায়। পরদিন অর্চ্চনা করিল দ্বিতীয়ায় ॥ পূর্ব্বমত পূজা কৈল অতি হরষিতে। কাঞ্চন নূপুর দিল চণ্ডিকার প্রীতে ॥ তৃতীয় দিবসে রাজা পূজে হৈমবতী। পরিধেয় বস্ত্র দিল ভক্তিভাবে অতি ॥ কণক আসন দিল বসিবার তরে। মহামহোৎসবে পূজা কৈল সমাদরে ॥ পরদিন চতুর্থীতে পূজা করি রায়। ভুজে অভরণ সমর্পণ অভয়ায় ॥ উরসি ধারণে দিল মণিময় হার। তেজে দিক দীপ্ত হয় মুল্য নাহি তার ॥ ওষ্ঠাধর রাগার্থে তাম্বূল নিবেদিল। আনন্দ উৎসবে দিবা সমাপ্তি করিল ॥ পঞ্চমীতে পূজা করি দেবী পদতল। নয়ন উজ্জ্বল হেতু দিলেক কজ্জল ॥ নাশিকা ভরণ দিল গজমুক্তাবলি। কণক তিলক আর কর্ণে স্বর্ণ কলি ॥ ষষ্ঠীতে সুরথ রাজা অর্চ্চনা করিল। মেষ মেষ ছাগল অনেক বলি দিল ॥ সিন্দূর প্রদান করে সীমন্ত ধারণে।

নিবেদিল পট্ট ডোর কেশ সংযতনে।। গন্ধদ্রব্য দেয় কেশ করিতে ঘর্ষণ। বেশার্থে কনক মাল্য অমূল্য রতন।। সিন্দূর চুবড়ি দেয় কাকিনি গাঁথনি। চিকুর বিরল করা দিলেন চিরিণী।। মুখ শোভা নেহারিতে কণক দর্পণ। অঙ্গা-লেপ শিতলতা কস্তুরী চন্দন।। নিবেদিয়ে ভক্তিভাবে বিপ্রে সমর্পিল। ব্রাহ্মণ কুমারী রাজা সুখে খাওয়াইল।। সম্মান রাখিয়া সব করিল বিদায়। মহানন্দে ষষ্ঠীর দিবস হৈল সায়।। রবি অস্তাচলে যায় শশির উদয়। বিল্বাদি বাসন দেবী বোধন সময়।। উদ্যোগ করিল রাজা পূজা আয়োজন। বিল্ববৃক্ষে ক-রিতে দেবীর আমন্ত্রণ। বিশ্বকর্ম্মা প্রতি রাজা কহিল তখন।। মৃত্তিকায় দশভুজা করিতে গঠন।। আছয়ে দেবত্ব তায় বিশ্বকর্ম্মা রায়। সদ্য দেবী প্রতিমূর্ত্তি গড়ে মৃত্তিকায়।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী।।

প্রতিমা গঠন।

পয়ার। শুদ্ধচিত্তে বিশ্বকর্ম্মা দেবী কবি ধ্যান। মৃন্ময়ী প্রতিমা দেবী ক-রিছে নির্ম্মাণ।। প্রমাণ পুরাণমতে গড়িল বদন। চিহ্ন রাখে ত্রিনয়ন নাশিকা শ্রবণ।। গ্রীবা কণ্ঠা স্তনদ্বয় হৃদি পৃষ্ঠোদর। নিতম্ব ত্রিবলী জঙ্ঘা নাভি সরো-বর।। দশ বাহু পরিসর প্রহরণ ধরা। উরু জানু চরণ মহিষ সিংহোপরা।। বামদিকে শারদা কার্ত্তিক মনোহর। কমল কলাপি পরে বীণা ধনুকর।। দক্ষিণে কমলে পদ্মা গণেশ তনুজ। গজস্থ ইন্দুরে ভর শোভে চারিভুজ।। সঙ্গিনী বিজয়া জয়া চাণ্ডিকার সাথে। পাণপাত্র তাম্বুল চামর করি হাঁতে।। অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ কৈল বিশাই বিশাল। সর্ব্ব অঙ্গ শুদ্ধি করি উর্দ্ধে দিল চাল।। রবিকরে শুষিয়া কঠিনি মাখাইল। রূপ অনুসারে অঙ্গে রঙ্গ আরোপিল।। শ্রীনৃসিংহ দাসে তারা আপদ উদ্ধার। কৃপণতা ছাড় কহে শ্রীনন্দকুমার।।

প্রতিমা চিত্র।

ধুয়া। উমার রূপের তুলনা নাহি আর। হেন জন নাহি
মিলে, উপায় উপমা দিলে, জনক আপনি শীলে, মেনকা
জননী যার।।

পয়ার। দেবী অঙ্গ বিশ্বকর্ম্মা মনোযোগে লিখি। মুখ শোভা অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র দেখি।। জটাজুট মুকুট মৃগাঙ্ক কলা ভালে। শরত সরজ দল ত্রিনেত্র বিশালে।। ভ্রুলতা আকর্ণ আদি করিল নির্ম্মাণ। কর্ণ বিলেশয় ভ্রমে হয় অনু-মান।। নাশিকা নির্ম্মাণ দেখে লাজে তিল ফুল। পুষ্টগণ্ড ওষ্ঠাধর বিম্বকী রাতুল।। মৃণাল সমান সমযুক্ত দশ কর। করপদ্ম তলারক্ত অতি পরিসর।। করজ চম্পককলি নখশক্র চাপে। কুচকুম্ভে করি কুম্ভ গিরিশৃঙ্গ তাপে।। কটী সরু দেখিয়া মৃগেন্দ্র লজ্জা পায়। প্রত্যঙ্কে গৌরব সর্ব্ব শঙ্করীর পায়।। নাভি

সরোবরে শোভা সরোবর ঠাট। ত্রিবলী সোপান কিবা থাকে বান্ধাঘাট॥ নিতম্বে অবনী লাজে হিংসা অনুতাপে। সাক্ষি তার থাকিয়া২ তাপে কাঁপে॥ ঊরু জিনি রম্ভা তরু লজ্জা ভাব হয়। সাক্ষি সে কুটিল দেন ফলের সময়॥ ভক্ত মনোলোভা মার চরণ যুগল। শরৎ সরোজ ফুল্লরক্ত শতদল॥ অপরূপ রূপ তাঁর নখে সুধাকর। শরণ লয়েছে পায় অঙ্গুলি উপর॥ অদ্ভুত সরোজ শশী একত্রে বিকাশে। দূরে থাকি চকোর ভ্রমর দোঁহে হাসে॥ ভ্রমর কহিছে ভাল হইল বিধান। শশীকরে পদ্ম ফুটে ভানু অপমান॥ আমার আনন্দ অতি নাহি পরিমাণ। দিবা রাত্রি সমান করিব মধুপান॥ দেখে রবি মগ্নভাব শঙ্কোচিত মনে। শরণ লইল আসি নখচন্দ্র কোণে॥ নানা অভরণেতে সাজায় পরিমল। কর্ণেপত্র কর্ণফুল মুকুতা কুণ্ডল॥ মণিময় হার গলে করিল প্রদানে। পুষ্পমালা পারিজাত অতি শোভমানে॥ সীমন্তে সিন্দূর ভালে চন্দনের বিন্দু। উদিত হইল একস্থানে রবি ইন্দু॥ নাসায় বেসর কিবা গজমতি দোলে। ভাবি ভাব ভাবে ভোর লাবণ্য হিল্লোলে॥ ললাটে অলকা জাল তিলক নাসায়। ভক্তিভাবে বিশ্বকর্ম্মা চণ্ডিকে সাজায়॥ ভুজে তাড শঙ্খ শোভা কেয়ূর কঙ্কণ। অঙ্গুলে অঙ্গুরী দিল মাণিক রতন॥ অপূর্ব্ব কাঁচলি চিত্র করিয়া কৌতুকে। অম্বিকার মনঃপ্রীতে পরাইলে বুকে॥ কত রঙ্গে সাজায় ভাবিয়া ভাব আনে। ভাবক বিষাই সে সাজাতে ভাল জানে॥ কটিতে কিঙ্কিণী দিল ক্ষুদ্র ঘণ্টী আর। পরাইল রক্তবস্ত্র শিঁওয়ানি সোণার॥ চরণে মঞ্জির মঞ্জুর নূপুর বিমল। প্রখর মুখর বড় মধুর সুরল॥ নূপুর পরায়ে বিশ্বকর্ম্মা ভাবে মনে। স্থান দিও তারিণী গো নূপুরের সনে॥ শ্রীনৃসিংহ দাসে দয়া করগো অভয়া। কবিরত্নে কর দয়া অচল তনয়া॥

অথাঙ্গ শুদ্ধি বিচিত্র।

রাগিণী বাহার। তাল আড়া।

ধূয়া। জগদম্বিকে ত্র্যম্বক মোহিনী। মৃগাঙ্ক বদনী, হেম বরণী, মৃগেশ মহিষ বাহিনী। দশভুজা পরাৎপরা, ত্রিশূল কৃপাণ ধরা, মহিষ ঘূর্ণিত হরা, জামেধ্য বামে গুহ গজানন বামা শোহিনী॥

পয়ার। ত্রিভঙ্গিমান্বিত করিলেন অভয়ায়। মৃগরাজ পৃষ্ঠে আলম্বন জাম্য পায়॥ কিঞ্চিতুর্দ্ধে বামপদ অঙ্গুষ্ঠে শঙ্করী। মহিষোপরেতে আছে আক্রমণ করি॥ মহিষের মুখেতে নির্গত মহাবীর। খড়্গ চর্ম্ম করতলে অর্দ্ধেক শরীর॥ বেষ্টিত ভুজঙ্গ পাশে দৈত্য কলেবরে। সপাশ কুণ্ডল ধরে দেবী বাম করে॥ চর্ম্ম চাপ ঘণ্টা বজ্র নামে প্রহরণ। খড়্গচক্র শরাঙ্কুশ দক্ষিণে ধারণ॥ শূলে ভিন্ন দৈত্য হৃদি অতি বিভীষণ। ভাবযুক্ত ঈষৎ কটাক্ষে দরশন॥ মহিষমর্দ্দিনী

রূপে করিয়া বলন। ভাব ভরে বিষাটির সজল নয়ন ॥ পরে লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক গণেশ। বিচিত্র করিল সব প্রমাণ বিশেষ ॥ চালচিত্র বিশ্বকর্ম্মা করিছে তখন। ডানি ভীতে রক্তবীজ সেনা সংহরণ। বামভীতে শুম্ভ নিশুম্ভের রণ করে। তার পর দুর্গাসুর যুঝিছে সমরে ॥ দশ মহাবিদ্যা আর ডাকিনী যোগিনী। নবদুর্গা নবকালী নায়িকা হাকিনী ॥ অষ্টশক্তি জগদ্ধাত্রী পঞ্চদেবী আর। রটন্তী শ্মশান কালী দশ অবতার ॥ ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান লিখে সব। দেব সভা লিখে শচী সহিত বাসব ॥ সাবিত্রী সহিত ব্রহ্মা করিল লিখন। পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজে দেবীর চরণ ॥ আকাশ পাতাল ভূমি করিল নির্ম্মাণ। ক্ষীরোদ অনন্ত শায়ী লিখে ভগবান ॥ পদতলে লক্ষ্মী বিধি নাভিপদ্ম ফুলে। মধু আর কৈটভ দানব কর্ণমূলে ॥ লিখে রাম অবতার বিশেষ বিশেষ। যত লীলা হয়ে ছিল আদি অন্ত শেষ ॥ লিখে নাগ নদনদী পশু পক্ষ শীলা। কৈল চিত্র দ্বাপরে কৃষ্ণের যত লীলা ॥ ব্রজলীলা মথুরা গমন কংশ নাশ। পাণ্ডব সহিত সক্ষ্য দ্বারিকায় বাস ॥ কৈলাস শিখর লিখে শিব বৃষারূঢ়। জটাভস্ম ভুজঙ্গ ভূষণ চন্দ্রচূড় ॥ প্রথম বেষ্টিত নন্দি ভৃঙ্গ মহাকাল। ভৈরব বেতাল রুদ্র বটুক করাল ॥ বীরভদ্র দানা ভূত প্রেত নিশাচর। বিদ্যাধর অপসর কিন্নর ব্যোমচর ॥ ইত্যাদি যতেক আছে সজীব অজীব। সকল লিখিল বিশ্বকর্ম্মা ভাবি শিব ॥ চমৎকার প্রতিমা হইল বিরচন। পূজার মণ্ডপে কৈল বেদিত স্থাপন ॥ রাজার নিকটেতবে হইল বিদায়। নৃসিংহ আদেশেদ্বিজ কবিরত্ন গায় ॥

অথ বোধন।

ত্রিপদী। সুরথ ধরণী পাল, বুঝিয়া সায়াহ্নকাল, মীন লগ্নে পুরোহিত সঙ্গে। হয়ে অতি আনন্দিত, বিল্বতলে উপনীত, বোধন করিতে মনরঙ্গে ॥ বসি রাজা কুশাসনে, কৃতাহ্নিক আচমনে, বিষ্ণুং স্মরে তিন বার। কামোল্লেখে সযতনে, করিল স্তুতি বচনে, পুণ্য ঋদ্ধি স্বস্তি উক্তি আর ॥ ঋচ ঋদ্ধি পাট করে, অক্ষত হইলা পরে, স্বস্তিবাক্য কৈল বিচরণ। সূর্য্য সোম যমকাল, ইত্যাদি পড়ি ভূপাল, সংকল্পাদি করিল রচন ॥ বেদ বিধাতার উক্ত, পড়িল সংকল্প সুক্ত, ঘটের স্থাপন তার পর। করিল অর্ঘ্য স্থাপন, মন্ত্রেতে শুদ্ধ আসন, জলশুদ্ধি কৈল নৃপবর ॥ অঙ্গুলে ধরিয়া শ্বাস, কৈল প্রাণায়াম ন্যাস, মাতকাঙ্গ পীঠন্যাস করি। শোধন করিয়া কায়, ভূতশুদ্ধি করে রায়, হৃদিপদ্মে চিন্তি মাহেশ্বরী ॥ ভৃত্য শত শত জন, করে দ্রব্য আয়োজন, মালি আনি কুসুম যোগায়। জয়দেব রামাগণে, চণ্ডিকার আগমনে, নানা বাদ্য বাদক বাজায় ॥ নট নটী নৃত্য করে, গীত গায় উচ্চৈঃস্বরে, বেদধ্বনি করে দ্বিজগণ। আমাত্য বান্ধব যত, প্রেমানন্দে উনমত, দুর্গা বলি নাচে সর্ব্বজন ॥ প্রেমে পুলকিত কায়, মন দিল অর্চ্চনায়, পূজে আগে পঞ্চ দেবতায়। গুরুগ্রহ দিকপাল,

পূজা কৈল মহীপাল, গন্ধপুষ্প দিয়ে তা সবায়।। ধ্যান পড়ি অম্বিকার, করি মানসোপচার, পূজে দিয়ে নিজ শিরে ফুল। ধ্যানরূপ অনুমান, করে পূজার বিধান, গন্ধপুষ্প ভূষণ দুকুল।। ধ্যান পড়ি পুনর্ব্বার, ঘটে দিল চণ্ডিকার, মন্ত্রেতে করিল আবাহন। পূজি ষোড়শোপচারে, বলি দিয়ে চণ্ডিকারে, মন্ত্রে দ্বারে করিছে বোধন।। কৃতাঞ্জলি বাস গলে, দাণ্ডাইল বিল্বতলে, মন্ত্র পড়ি চণ্ডীরে জানায়। অকালে বোধন কায, করিল দেবের রাজ, দৈত্য বধি স্বর্গে রাজ্য পায়।। সেই হেতু মহেশ্বরী, আমি গো বোধন করি, আশ্বিনে ষষ্ঠীতে এ সন্ধ্যায়। অনুগ্রহে বিশ্বধাত্রী, হও গো বৈভব ধাত্রী, প্রতিপত্তি রাজ্য বসুধায়।। যদি তব আজ্ঞা হয়, কর্ণাট করিতে জয়, তবে তারা পূরে মনস্কাম। বোধন হইল সায়, শ্রীনন্দকুমারে গায়, ভাবি দুর্গা পদ মোক্ষধাম।।

বিল্ববৃক্ষে দেবীর আমন্ত্রণাধিবাস।

মালব রাগ। তাল খয়রা।

ধূয়া। ওহে গিরি আন গিয়ে কৈলাস হইতে আমার
প্রাণ উমারে। প্রাণ কেঁদে উঠে আজি কালি স্বপনে
দেখেছি তাঁরে।। তুমি তো পাষাণ পতি, আমি অবলা
অগতি, নাহি পারি তত্ত্ব করিবারে। কেমন কঠিন প্রাণ,
শিবে দিয়ে কন্যা দান, নাহি তত্ত্ব অবধান, ধিক্ তোমারে।।

পয়ার। ভক্তিভাবে সুরথ নৃপতি সমাদরে। স্মরিয়ে শঙ্করী নাম আমন্ত্রণ করে।। দয়াঙ্কর দয়াময়ী দীন হীন জনে। কৃপা দৃষ্টি কর মাতা পূজে অকিঞ্চনে।। মন্ত্রহীন ক্রিয়া হীন বিধি হীন পূজা। নিজ গুণে গৃহ্ণ পূজা দেবী দশভুজা।। নাহি জানি তপ জপ না জানি ভজন। নাহি জানি স্তবস্তুতি প্রার্থনা সাধন।। তবে যে আশা মোর পূজি পদতলে। কেবল ভরসা দীন দয়াময়ী বলে।। শিবের বচন সার করিয়াছি সার। তারা গতি তিন পুরে পতিত জনার।। আমার নাহিক তন্ত্র মন্ত্র আদি জ্ঞান। কেবা খা মা বলে মাত্র দ্রব্যাদি প্রদান।। কৃপাবলোকনে শত্রু কর গো বিনাশ। নিমন্ত্রণ করি মাতা আইস মোর বাস।। দেবীর নিমন্ত্রী মন্ত্রে বিল্ববৃক্ষ কয়। নিমন্ত্রণ করি আইস হইয়ে সদয়।। মন্দার কৈলাস মেরু গিরি হিমবান। তাহে তব জন্ম বৃক্ষ শ্রীফল প্রদান শঙ্করীর প্রিয় অতি শঙ্করের প্রাণ। তব পত্রে তৃপ্ত হয় হর ভগবান।। শ্রীশৈল শিখরে জন্ম বৃক্ষ নিরূপণ। ফলেতে মিশ্রিত শ্রীয়ঃ শ্রীর নিকেতন।। নিমন্ত্রণ করি আইস মহারূপে। ভুবন মঙ্গল দুর্গা পূজহ স্বরূপে।। আমন্ত্রণ করি রাজা করে অভিলাষ। করিলা স্বস্তীবাচন সংকল্প বিন্যাশ।। বিল্ববৃক্ষে করে শুভ গন্ধাদি বাসন। মহী গন্ধ শীলা ধান্য দুর্ব্বাদি ঘটন।। পুষ্পফল দধি ঘৃত স্বস্তিক সিন্দুর। শঙ্খ কর্জ্জুল রোচনা সিদ্ধার্থ প্রসূর।। রজত কাঞ্চন তাম্র চামর দর্পণ।

দ্বীপাদি প্রশস্ত পাত্রে করিল বরণ ॥ নানা বাদ্য বাজাইয়ে মঙ্গল পদ্ধতি। পরিতোষ হেতু আর করিল আরতি ॥ প্রশস্ত বন্ধন রক্ষা অস্ত্র সংস্থাপিল। গন্ধ পুষ্পে পূজি মাসভক্ত বলি দিল ॥ ভূত প্রেত পিশাচ যে আছে ধরাতলে। ভক্তিভাবে বলি দিই এও কুতূহলে ॥ গন্ধ পুষ্পে পূজি বলি করিল প্রদান। মম কৃতা পূজা দেখ হয়ে অন্তর্দ্ধান ॥ বিঘ্ন করে প্রসারিয়ে শ্বেত শর্ষা ঘায়। চারিপাশে শরিষার রক্ষা দিল তায় ॥ পরে রাজা বিল্ববৃক্ষে করিয়া মিনতি। ঈশান শাখায় কৈল সিন্দূর আরতি ॥ সহিত যুগলফল চিহ্ন করি রায়। আচা-রেতে আরতি করিল অভয়ার ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

আচারাৎ মণ্ডপে প্রতিমা অধিবাস।

রাগিণী পরজ। তাল খয়রা।

ধূয়া। কিবা শোভা আজি রমণী মণ্ডলে। করে ঝলমল
রূপেতে উজ্জ্বল, মুখ ঢলঢল, আঁখি ছল ছল, শ্রুতিমূলে
দোলে কুণ্ডলে ॥

লঘু-ত্রিপদী। বিল্ববৃক্ষে পূজা, করি দশভুজা, মন্ত্র দ্বারায় বোধন। বলিদান দিয়ে, বিঘ্ন প্রসারিয়ে, আমন্ত্রণাধিবাসন ॥ আচারে ভূপতি, চলে শীঘ্রগতি, পূজা লয়ে নির্ম্মঞ্চিতে। প্রতিমা বাসিনী, বিঘ্ন বিনাশিনী, পূজে মনোভি বাঞ্ছিতে ॥ মঙ্গলাচরণে মঙ্গলা-চরণে, কৈল গন্ধাদি বাসন। কুম্ভ প্রতিমার, যত মূর্ত্তি আর, সবার কৈল বন্দন ॥ বাদ্য নৃত্য গীতে, আনন্দিত চিতে, মহা মহোৎসব করে। করিল আরতি, সুরথ নৃপতি, প্রতিমায় সমাদরে ॥ যত রামা-গণ, পুলকিত মন, হুলাহুলি করে সুখে। স্ত্রী ব্যভার করি, মঙ্গল আচরি, সুন্দরীগণ কৌতুকে ॥ শঙ্খ বাজাইয়া, জয়ধ্বনি দিয়া- দাণ্ডায় প্রতিমা কাছে। মহা মহোৎসবে, পুলকিত সবে, অপ্সরী কিন্নরী নাচে ॥ সলিলের ঝারি, লয়ে কোন নারী, হুলু দিয়া দেয় ধারা। বরণের ডালা, হাতে কোন বালা, কার করে পুষ্প ঝারা ॥ রমণী মণ্ডল, করে ঝলমল, কিবা শোভা তাহে হয়। রূপের লহরি, অনুপা সুন্দরী, সামান্যে তুলনা নয় ॥ দেব নারীগণে, আনন্দিত মনে, করিতে মার বরণ। মানবীর ছলে, আইলা ভূতলে, নরসনে দরশন ॥ সাবিত্রী সর্ব্বাণী, শারদা ইন্দ্রাণী, স্বহা সুকুন্তলা রতি। চন্দ্রের রমণী, সূর্য্যের ঘরণী, যমা-দির যে যুবতী ॥ রম্ভা বিদ্যাধরী, উর্ব্বশী অপ্সরী, মেনা তিলোত্তমা আর। গন্ধর্ব্বী কিন্নরী, অরুন্ধতী করি, যত নারী পারবার ॥ গোপনেতে কেহ, ধরি নর দেহ, নানা আভরণ পরি। কিবা সে ঠমক, লাগয়ে চমক, থমকে মহেশ অরি ॥ লাবণ্য তরঙ্গ, কত রঙ্গ ভঙ্গ, করে হাস্য পরিহাস। জগত জ-ননী, আইলা অবনী, আনন্দে রশমোল্লাস ॥ কিবা অঙ্গ শোভা, জগমন-লোভা,

বিবিধ ব্যঞ্জন ধরা। সুশোভন কেশী, মনোহর বেশী, নানা আভরণ পরা।। চামর ব্যজন, করে কোন জন, আনন্দে জগত মাকে। মা মা বলে কেহ, লোমাঞ্চিত দেহ, দয়াময়ী নামে ডাকে।। করিতে বরণ, প্রবর্ত্তিত হন, হুলু দেয় নারীগণ। সলিলের ধারে, নিছিবরে মারে, তিন বারেতে তখন।। নিছিয়ে তাম্বুলে, দেবী পদমূলে, মস্তক পর্য্যন্ত গিয়ে। তিন বার পর, ফলে তদন্তর, নিছিল মঙ্গল দিয়ে।। পরসস্ত পাত্রে, বরে সর্ব্ব গাত্রে, কপালেতে তাপ দিল। পরে তিন বার, যত আর২- সুখে বরণ করিল।। প্রথম যে রূপ, করিল সে রূপ, বিস্তারিয়ে কিবা কল। বেদ বিধিমত, আচার যাবত, তাবৎ কৈল সকল।। বাজায় বাজনা, যত বারাঙ্গনা, স্বগৃহে সবে আইল। দেব কন্যাগণ, করিল গমন, সুখে রাত্র পোহাইল।। শ্রীনৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের আশে, দেবী কহে নরাঙ্কিতে। শ্রীনন্দকুমার, আদেশেতে তার, গায় চণ্ডিকার প্রীতে।।

সপ্তমী কৃত্য।

রাগিণী মালসি। তাল আড়া।

ধূয়া। আজি উমার আগমন হবে গিরি ভবনে। আনন্দে
পাশরে রাণী আপনি আপনে।। ক্ষুধা তৃষ্ণা গেল দূরে,
রহিতে না পারে পুরে, উমা মুখ চেয়ে রহে পথ নিরীক্ষণে।।

পয়ার। সপ্তমী নক্ষত্র মূলা শশিসুত বার। প্রত্যুষে উঠিয়ে করে উদ্যোগ পুজার।। বিধি উক্ত যত দ্রব্য আছে নিরূপণ। প্রস্তুত করিল রাজা সব আয়োজন।। প্রাতকৃত্য নিত্য ক্রিয়া করি মহীপাল। স্নান দান কৈল বুঝি কন্যা লগ্নকাল।। সুতপা ব্রাহ্মণ তন্ত্র ধারক পুজার। স্নান করি পুথি করে হৈল আগুসার।। রাজ ভৃত্যগণে পুরী মার্জ্জনা করিল। পূজালয় আদি স্থানে গোময় লেপিল।। গঙ্গাজলে সর্ব্বত্র পবিত্র করি নিল। মলয়জ চন্দন ঘষিয়া ছড়া দিল।। আম্রসার কুসুমেতে বেড়ি পুজা স্থান। নানা জাতি ফলে কৈল রচনা প্রদান।। পুরবাসী বারাঙ্গনা প্রভাতে সকল। পরম আনন্দে মহোৎসবে সহে জল।। শ্রীনির্ম্মাণ করিয়া আনিল অতি সুখে। চণ্ডিকার আগমনে পরম উৎসুকে।। রাজ্য বাসিজন সব সুখেতে ভাবিল। শুভদৃষ্টে মার ধরা শস্যেতে ভরিল।। প্রশন্ন হইল দিক নির্ম্মল গগণ। ফল পুষ্পে বৃক্ষ সব হইল শোভন।। সরোবর আদি নদনদী জলাশয়। সুপ্রশন্ন সুসরস জল পূর্ণ হয়।। মৃত তরু মুঞ্জরিল মৃত পায় প্রাণ। খোঁড়ার চরণ হৈল বধিরের কাণ।। অন্ধের নয়ন হৈল কি আনন্দ আর। আনন্দময়ীর আগমনে চমৎকার।। কলিঙ্গে কুবের কৈল স্বর্ণ বরিষণ। হবে বলে আনন্দময়ীর আগমন।। যত লোক কলিঙ্গের আচানক মনে। পরম আনন্দে সুখ পায় জনে২।। রোগ শোক দূরে গেল নিরানন্দ

নাই। যে খানে যে থাকে সুখ পায় সেই ঠাঁই ॥ সকলে আসিয়ে পুরে সবে কর্ম্ম করে। কবিরত্নে গায় গীত অতি সমাদরে ॥

পত্রিকা প্রবেশ।

পয়ার। আচমন করি রাজা শুদ্ধ করি মন। পুণ্ডরীকাক্ষের নাম করিল স্মরণ ॥ মাধব২ স্মরি সহ পুরোহিত। বিল্লবৃক্ষ সমীপে হইল উপনীত ॥ পুরোহিতে নরপতি করিলা বরণ। স্বর্ণের অঙ্গুরী দিল পাটের বসন ॥ সুখি হৈল পেয়ে দ্বিজ বসন অঙ্গুরী। করাইল বিল্লবৃক্ষ পূজা হে ভাণ্ডরি ॥ যোড়হস্তে শ্রীফল বৃক্ষের করে স্তব। করিবে ছেদন শাখা মনে অনুভব ॥ নমোনম বিল্ল বৃক্ষ অষ্ট তরুবর। তোমার পলাশে তুষ্ট পরম শঙ্কর ॥ মহাভাগ তব শাখা করিয়া গ্রহণ। পূজিব অম্বিকা মার যুগল চরণ ॥ শাখার ছেদনে দুঃখ না ভাবিও মনে। অম্বিকা অর্চ্চনে শাখা লয় অকিঞ্চনে ॥ তব শাখা লয়ে পুর্ব্বে যত দেবতায়। করেছিল দুর্গা পূজা নবপত্রিকায় ॥ এতবলি বিল্লবৃক্ষ বন্দিয়ে রাজন। ঈশান চিহ্নিত শাখা লইয়ে তখন ॥ তবে শাখা হাতে করি মন্ত্র পড়ি রায় ॥ ধন পুত্র আয়ু জয় দেহ মহামায় ॥ বিল্ল চণ্ডিকার প্রিয় লইনু তোমায়। সপ্তদ্বীপে লক্ষ্মী রাজ্য অর্পিবে আমায় ॥ আগচ্ছ অম্বিকা সর্ব্ব কল্যান কারিণী। পূজা লও সুমুখী সমস্ত নিস্তারিণী ॥ প্রার্থনা করিয়া রাজা রাখে পিঠোপরে। যোড়শোপচারে শাখা পূজিল সাদরে ॥ বান্ধিল পত্রিকা নব যেমন বিধান। কদলী দাড়িম্বধান্য হরিদ্রা প্রধান ॥ মানকচু বিল্ল২শোক জয়ন্তী সহিত। নববৃক্ষ একত্রেতে করিল মিলিত ॥ অপরাজিতায় তাহে করিল বেষ্টন। মানপত্রে সকলেরে কৈল আচ্ছাদন ॥ নবপট্ট ডোরকেতে করিল বন্ধন। ভাব যুক্ত যুগল শ্রীফলে কৈল স্তন ॥ আলতা বান্ধিয়ে বুকে কাটি মালা দিল। নৃসিংহ আদেশে কবিরত্নে বিরচিল ॥

নবপত্রিকার স্নান। শ্রীরাগেন গীয়তে।

ত্রিপদী। মূলেনমন্ত্রে পত্রিকায়, পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে রায়, পূজা কৈল পদ্ধতি প্রমাণ। বেদমতে কুতূহলে, চলিল নদীর জলে, পত্রিকায় করাইতে স্নান ॥ শঙ্খ ঘণ্টা কাংশরোল, মরুজ মন্দিরা খোল, কাড়া পড়া দগড় ধামশা। কাঁশী করতাল ঢোল, মোচঙ্গ মাদল খোল, জগঝম্প জয়ঢাক তাশা ॥ বেণী-শানি বাজে কত, বীণা বাঁশী শত শত, নাচে গায় প্রেমানন্দে সবে। ধায় নগরের লোক, পাশরিল রোগ শোক, চণ্ডিকা অর্চ্চনা মহোৎসবে ॥ হুলু দেয় রামাগণ, করে চামর ব্যজন, বেদধ্বনি করে দ্বিজগণ। নিশান পতাকা কত, উড়াইল শত শত, বাজে ডঙ্কা দামামা ঘোষণ ॥ পূজা দ্রব্য যতনে, পূর্ব্বে কৈল আয়োজনে, সুরথ সামান্য রাজা নয়। স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে, আপনার বাহুবলে, অসাধ্য সুসাধ্য যত হয়। নদীতীরে উপনীত, নবপত্রিকা সহিত, বেদ

বিধি যেমত নিয়ম। কুশবারি ফল যুত, সংকল্পিত মন্ত্রঃপুত, ত্রুটি না করিল কোন ক্রম॥ নব পত্রিকার গায়, তৈল হরিদ্রা মাখায়, শুদ্ধ জলে করাইছে স্নান। রম্ভাতে ব্রহ্মাণী ধাত্রী, কচ্চিতে কালিকা মাত্রী, হরিদ্রায় দুর্গা অধিষ্ঠান॥ দেবী কার্ত্তিকা জয়ন্তী, দাড়িমীস্থা রক্তদন্তী, বিল্বে শিবা ধ্যানেতে কমলা। চামুণ্ডা মান বাসিনী, অশোক শোক হারিণী, নবদুর্গা পার্ব্বতীর কলা॥ প্রত্যেকে মন্ত্রেতে রায়, নাওয়াইল পত্রিকায়, কলিঙ্গের ভূপতির সুত। শ্রীনন্দ কুমার কয়, নৃসিংহে হয়ে সদয়, পুরাও অভীষ্ট মনোরথ॥

জল বিশেষে স্নান।

পয়ার। তীর্থজলে পত্রিকার করাইছে স্নান। বেদ উক্ত মন্ত্রে আছে যে রূপ বিধান॥ আয়েত্রী অলকানন্দা যমুনা ভাবতি। সরযূ গণ্ডকী শ্বেতগঙ্গা সরস্বতী॥ কৌষিকী সলিলা বরা ধরা নিবাসিনী। ভোগবতী পাতালেতে স্বর্গে মন্দাকিনী॥ স্নান করাইয়াছিল তোমারে সকলে। তদ্রূপ করাই স্নান আমি তীর্থ জলে॥ পরে মহাস্নান করাইছে নরপতি। যে রূপে যে পূর্ব্বে অভিসিঞ্চিল পার্ব্বতী॥ সমস্ত দেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু পঞ্চানন। বসুদেব জগন্নাথ দেব সঙ্কর্ষণ॥ প্রদ্যুম্নাদি রুদ্র আখণ্ডল হুতাশন। শমন নৈঋত আর বরুণ পবন॥ ঈশান অনন্ত আদি দিকপালগণ। ইত্যাদি করয়াছিল মন্ত্রাভীষ্টশোচন॥ আমিও ভৃঙ্গারে তারা করাইব স্নান। মনোভীষ্ট সিদ্ধে দেবী কর বরদান॥ কীর্ত্তি লক্ষ্মী ধৃতির্মেধা শ্রদ্ধা ক্ষমা পুষ্টি। বুদ্ধি লজ্জা বপুঃশান্তী কান্তী দেবী তুষ্টি॥ মাতৃগণে স্নান করাইল মা তারিণী। তদ্রূপ করাই স্নান কলুষ হারিণী। রবি শশী কুজ বুধ গুরু শুক্র শনি। রাহু কেতু নবগ্রহ সিঞ্চিল জননী॥ মনু ঋষি মুনি গাবি দেব মাতা সব। দেব নারী ক্রম নাগ অপ্সর দানব॥ অস্ত্রী শস্ত্রী সবাহনে কত নরপতি। ঔষধাদি রত্নে স্নান করাইল সতী॥ নদ নদী সাগর শিখর তীর্থ আর। যক্ষ রক্ষে স্নান করাইল চণ্ডিকার॥ মানস পূরণে সবে সিঞ্চে বিশ্বমাতা। প্রসন্ন হইয়া হও ধর্ম্ম অর্থ দাতা॥ শোণ সিন্ধু ভৈরব পৃথিবী স্থিত হ্রদ। করিল মন্ত্রাভিস্নান যত ছিল নদ॥ তক্ষকাদি নাগ যত পাতাল নিবাসী। পূর্ব্বে তব অভিষেকে ছিল অভিলাষী॥ আমার উল্লাস মনে বিধির প্রমাণ। তব অনুগ্রহার্থে মা করাইব স্নান॥ ভৃঙ্গারে পূর্ণিত করি যত তীর্থ জল। মন্ত্রাভিষেচনে তারা দেহ পূর্ণ ফল॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী॥

অতঃপর গ্রহাগমন প্রাঙ্গনে স্নান।

পয়ার। নদী জলে স্নান করাইয়া পত্রিকায়। মন্ত্রদ্বয়ে প্রার্থনা করিল নর রায়॥ নিবর্ত্ত হইয়া স্নানে প্রাঙ্গনে চলিল। পূর্ব্বমত উৎসাহেতে গ্রহে প্রবেশিল॥ নাটশালে পরিষ্কৃত স্থানে নরবর। রাখে নবপত্রী চিত্র পীঠের উপর॥

পূর্ব্বমুখে বৈসে রাজা কুশের আসনে। পত্রিকা স্নানের দ্রব্য লইয়ে যতনে॥ আচমন করিয়া স্মরিয়া বিষ্ণু নাম। শঙ্খ জলে স্নান করাইছে গুণধাম॥ সংসারের শ্রেষ্ঠ শঙ্খ তুমি নারায়ণ। তুলসীর পতি নাম ভুবন পাবন॥ পুণ্য সকলের মধ্যে মহাপুণ্য ভূমি। তব শব্দ যেখানে সে স্থান পুণ্য ভূমি॥ মঙ্গলের মধ্যে তুমি পরম মঙ্গল। কোটি তীর্থ সম পুণ্য প্রদ তব জল॥ কেশব তোমারে নিত্য করেন ধারণ। সংসারে সংসার তুমি পরম কারণ॥ তব জলে করাইনু পত্রিকার স্নান। পুণ্য শঙ্খ কর মম কল্যাণ বিধান। গঙ্গাজল লয়ে রাজা স্তুতি পাঠ করে। মন্দাকিনী তব জল সর্ব্ব পাপ হরে॥ স্বর্গ স্রোতা বৈষ্ণবী কর মা পরিত্রাণ। তব জলে করাইনু অম্বিকার স্নান॥ উষ্ণ জল লয়ে মন্ত্র পড়ে দণ্ডধারি। পরম পবিত্র অগ্নি জ্যোতি উষ্ণবারি॥ মহাপাপ হর আর তাপ বিমোচন। পত্রিকাভিষেক করি পবিত্র জীবন॥ গন্ধোদক লয়ে মন্ত্র বলে নৃপবর। গন্ধাঢ্য শোভন সুশীতল মনোহর॥ সর্ব্ব বিঘ্ন হর মোর ভৃঙ্গার নিবাসী। তব জল সিঞ্চনে পত্রিকা অভিলাষী॥ শুদ্ধ জলে যথা মন্ত্রে করাইল স্নান। যেমন আছয়ে বেদ বিধির বিধান॥ পঞ্চ গব্য একত্রে করিল সমুদয়। দধি দুগ্ধ ঘৃত আর গোমূত্র গোময়॥ মূল মন্ত্র গায়ত্রী করিয়া উচ্চারণ। গোমূত্রে সুরথ রাজা করিল সেচন॥ গন্ধ দ্বারা মিতি গো পুরিষে নাওয়াইল। আপ্যায়স্য ইতি দুগ্ধে স্নান করাইল॥ দধিক্রাধ্ন ইতি দধি তেজো শীতি ঘৃত। স্নান করাইল মূল মন্ত্রে পঞ্চামৃত॥ মধু পুষ্পোদক আর সরসীজ জল। কুশোদক ফলোদক দুর্ব্বাদি সকল॥ সর্ব্বৌষধি জলে দেবী করাইল স্নান। বেদ বিধি তন্ত্র মন্ত্রে যেরূপ বিধান॥ নারায়ণী গায়ত্রীতে সুরথ রাজন। মহৌষধে পত্রিকার করিল সেচন॥ একত্রেতে মিলাইল পঞ্চ কষায়ক। সংসৃষ্ট করিয়া নিল তাহার উদক॥ বেলেড়্যা জামের ছাল আর তোশীমূল। নিলকুষ কষায়কে বদরী বকুল॥ গায়ত্রী করিয়া ধ্যান করাইল স্নান। শিশিরোদকেতে কৈল তদ্রূপ বিধান॥ সতন্তর চারি ঘট সহস্র ধারার। মূল মন্ত্রে অভিষেক কৈল পত্রিকায়॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী॥

অষ্ট কলসের স্নান।

রাগিণী বারোঙা। তাল তেলেনা।

ধুয়া। কৃপাঙ্কুর কালিকে কাল নিবারণা। পড়েছি সং
সার ঘোরে, কে আর তারিবে মোরে, দোহাই তোমার
শিবে বারেক তারণা॥

পয়ার। বেদ উক্ত দ্রব্যে পত্রিকায় কৈল স্নান। পরে অষ্ট কলস লইল মতিমান। আদ্যঘট ব্যোম গঙ্গা জলে পুরে লয়। মালব রাগেতে বাদ্য

বাজায়ে বিজয় ॥ করাইল প্রথম স্নান মগ্ন ভক্তিরসে। মেঘাম্বু পুর্ণিত কৈল দ্বিতীয় কলসে॥ ললীত রাগেতে বাদ্য বিজয় বাজায়। অভিষেক করিল ভূপতি পত্রিকায়॥ সারশ্বত তোষে ঘট তৃতীয় পুরণ বিভাস রাগেতে বাদ্য দুন্দুভি ঘোষণ॥ স্নান করাইল রাজা কলস তৃতীয়ে। একান্ত ভাবেতে ভব ভাবিনী ভাবিয়ে॥ চতুর্থ কলসে পুর্ণ সাগরের জল। পরম পবিত্র বারি অতি নিরমল॥ বিজয় বাদ্যেতে রাগ মিলিত ভৈরব। স্নান করাইল পত্রী পরম উৎসব॥ পঞ্চমে সুগন্ধি পদ্ম রেণু পূর্ণ জল। ইন্দ্র অভিষেক রাগ বড়ারি সুরলণ। স্নান করাইল পত্রী দেবীর নিকটে। নির্ঝর সলিলপুর্ণ নিল ষষ্ঠ ঘটে॥ বাজাইল শঙ্খ বাদ্য রাগিণী কোড়ারী। স্নান করাইল রাজা দণ্ড অধিকারী॥ সপ্তমে পুর্ণিত বারি তীর্থের যাবন্ত। পঞ্চ শব্দে বাদ্যরাগ মিলিত বসন্ত॥ ভক্তিভাবে স্নান করাইল নরপতি। মানসে স্মরিয়া দুর্গা দুর্গতির গতি॥ অষ্টম কলসে অষ্ট মঙ্গল জীবন। ধামসী রাগেতে বাদ্য বিজয় ঘোষণ॥ অষ্ট কলসের স্নান করি সমাপন। নবীন বস্ত্রেতে কৈল সলিল মার্জ্জন॥ বাদ্যকরগণ বাদ্য মঙ্গল বাজায়। আরতি করিল রাজা নবপত্রিকায়॥ দ্বার দেবতার পূজা করিল রাজন। গন্ধপুষ্পে গৃহ মধ্যে পূজিল ব্রাহ্মণ॥ বাস্তু পুরুষের স্তুতি করিয়া পূজায়। ভূতগণে মাসভক্ত বলি দিল রায়॥ পত্রিকা লইয়া তবে ভূপতি উঠিল। নাটশালা হৈতে পূজা মণ্ডপে চলিল। দ্বারদেশে আরতি করিল পুনর্ব্বার। পূজা কৈল বিল্বশাখা বাসিনী দুর্গার॥ দেবীরূপ ধ্যানে শীরে দূর্ব্বাক্ষত দিল। পরম আনন্দে রাজা আরতি করিল॥ শ্রীনৃসিংহ দাসে দয়া কর গো অভয়া। কহে কবিরত্ন সদা রক্ষ গিরিজায়া॥

গৃহ প্রবেশ। পত্রিকার স্তব।

ত্রিপদী। নমস্তে পত্রিকা ধাত্রী, নমোভিষ্ট সিদ্ধিদাত্রী, তার দুর্গা দুর্গতি নাশিনী। ত্রিলোক তারিণী তারা, পরাৎপরা গতি সারা, শঙ্করার্দ্ধ অঙ্গ নিবাসিনী॥ নিজগুণে মহাপায়, কৃপা কর অভায়ায়, কদলী ব্রাহ্মণী রূপ ধরে। ব্রহ্ম তাল বিনাশিলে, সুরগণে রাজ্য দিলে, বর প্রদা হও দীনবরে॥ কর্চ্চী কলিকা প্রকাশ, কালাসুরে কৈলে নাশ, ঘুচাইলে ত্রিদশের ত্রাশ। আমি অতি অকিঞ্চন, হীন ভক্তি অভাজন, দেমা তারা পদ প্রান্তে বাস॥ হরিদ্রা দুর্গা স্বরূপে, বিশ্বধরা লোমকুপে, দেবান্তক বিনাশ কারিণী। সুখি কৈল দেবতায়, পূজা কৈল দেবরায়, মোরে ত্রাণ কর গো তারিণী॥ শিবে বিশ্বরূপ ধরা, গতি মুক্তি পরাৎপরা, শব ভুজ অসুর হারিণী। তোমা পুজে সর্ব্বলোক, ভঞ্জিনী জগত শোক, সর্ব্বময়ী ত্রিগুণ ধারিণী॥ দাড়িমী রূপিণী শ্যামা, রক্তদন্তী হররামা, সর্ব্ব দুঃখ হারিণী কালিকে। বৈপ্রচিত্ত বিনাশিনী, ভীমা ত্রিলোক ত্রাশিনী, রক্ষ২ ভুবন পালিকে॥ জয়ন্তী রূপে কৌমারী, অমরের শত্রু মারি,

রাজ্যপদ দিলে দেবগণে। নাহি মোর নিষ্ঠারতি, কৃপাকর হৈমবতী, অপাঙ্গ ভঙ্গিমে আকিঞ্চনে।। অশোক রূপ ধারিণী, শোক হারিনী তারিণী, তোমারে পূজিল দেব লোকে।। আমি পূজা করি তায়, হও মা বিভব দায়, নিস্তার তারিণী তারা শোকে।। চামুণ্ডে মুণ্ড মথিনী, দেবারিষ্ট নিপাতিনী, মানরূপে দিবে দীনে মান। রাখ গো অধম বলে, রাজ্য দিয়ে ধরাতলে, স্থাপনা করহ মোর মান।। রাজলক্ষ্মী বরাননে, ধান্যরূপে ত্রিভুবনে, জীবের জীবন রক্ষায়নী। কিরীটী অসুর নাশি, দৈবে কৈলে অভিলাষি, সুরপুরে রাজ্য প্রদায়িনী।। সুরথ চরণাশ্রিতে, চাহ অপাঙ্গ ভঙ্গিতে, স্থির কর অধিষ্ঠান হয়ে। অমরে করিলে কৃপা, একার আমার ত্রিপা, রাখ নব পত্রিকায় রয়ে।। সবিনয়ে করি স্তব, পত্রিকে চরণে তব, যে পূজে সে জয়ী ত্রিভুবন। অন্যথা না হয় এতে, বিস্তারিত আগমেতে, লেখা আছে শিবের বচন।। অতি অল্প ধরাখানি, আমি তার জন্যে আমি ভুরুভঙ্গে দেহ ভার নয়। মম পূজা গৃহে মায়া, চল চল হরজায়া, গৃহস্থ পূজা সমুদয়।। স্তবকরি পত্রিকায়, আরতি করিয়া রায়, পূজা লয়ে করিল প্রবেশ। বিচিত্র পীড়ারোপর, পত্রি রাখে নৃপবর, প্রতিমায় যে দিকে গণেশ। পট্টবস্ত্র পরাইল, নানা অভরণ দিল, সম্মুখে পাতিল লক্ষ্মী ধানে। আদেশে নৃসিংহ দাসে, শ্রীনন্দকুমার ভাষে, দুর্গা তত্ত্ব অম্বিকার গানে।।

পূজোদ্যোগ।

রাগিণী মালসি। তাল, আড়া।

ধূয়া। এলো উমা শিবে গিরি নিকেতনে। আনন্দে নাহিক সীমা গিরিজায়া মনে।।

পয়ার। স্থির করি পত্রিকায় সুরথ রাজন। লোক দ্বারে করে পূজা দ্রব্য আয়োজন।। শত২ ভৃত্যে স্নান করিয়া আইল। নানামত প্রকারেতে নৈবেদ্য রচিল।। সুবর্ণের থালে করি আমান্ন প্রস্তুত। মধু ঘৃত লড্ডুক শর্করা ফল যুত।। চমৎকার করিয়া সাজায় ধার চারি। অঙ্কুর ভিজান স্বর্ণবাটী সারি সারি।। অশঙ্খ্য নৈবেদ্য আর ফল মূল ঢালা। পুজার উদ্যোগ গন্ধপুষ্প পুষ্পমালা।। জলপাম্ম দ্রব্য দেয় স্বর্ণপাত্র ভরি। ক্ষীরখণ্ড লড্ডুক সগুড় লাজা করি।। ত্রিভুবন মধ্যে আছে ভোগ দ্রব্য যত। সব আনিয়াছে রাজা ভোগ অভিমত।। সকল প্রস্তুত কৈল মণ্ডপ ভিতরে। রাখিল নৈবেদ্য রাজা ত্রিপদী উপরে।। সপুষ্প করিল সব অসুরের ভয়ে। শঙ্খ ঘণ্টা রাখে দেবী পূজার আলয়ে।। মঙ্গলাচরণে হুলু দেয় রামায়ণ। পাখা মোরছল করে চামর ব্যজন।। নাটশালে নৃত্য করে নট নটীগন। বাদ্যক বাজায় বাদ্য পুলকিত মন।। যথা উক্ত যথা দ্রব্য তথায় রাখিল। প্রতিমার অগ্রে রাজা আসনে বসিল।। পুরোহিতে সুতপা বসিল পুথি করে। আঁচমন কৈল রাজা পুলক অন্তরে।। কুশা-

ঙ্গুরী হাতে দিল অনামিকাঙ্গুলে। কুশ কোষা তুলসী সহিত জল ফুলে ॥ সম্মুখে রাখিল সব সুরথ রাজন। বিধিমতে করে কর্ম্ম যে রূপ লিখন ॥ দ্বিবাচম্য হয়ে রাজা স্মরে নারায়ণ। দ্বিভুজ সুন্দর শঙ্খ চক্রাদি ধারণ ॥ পীতবস্ত্র পরিধান কিরীটী ভুষণে। কর্ম্মারম্ভে ধ্যান কৈল রাজীবলোচনে ॥ অন্তর বাহির শুদ্ধ কেশব স্মরণে। সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর হরি এ তিন ভুবনে ॥ হরি বিনা কোন কর্ম্ম সিদ্ধি নাহি হয়। সর্ব্বমূল সর্ব্ব আত্মা সকল আশ্রয় ॥ হরি বিনে হরে বিঘ্ন সাধ্য হেন কার। হর্ত্তা কর্ত্তা জগৎ প্রভু জগতের সার ॥ যে কর্ম্ম যে করে তার হরি মূলাধার। হরিতে বৈমুখ হৈলে ফল প্রাপ্তি ভার ॥ সর্ব্ব অন্তরঙ্গ হরি সর্ব্ব আত্মাময়। ধ্যানাসাধ্য দুরারাধ্য বাধ্য কার নয় । যোগনিদ্রা ভগবতী আবির্ভাব যায়। সংমোহন সংসার সে হরির মায়ায় ॥ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা সেই হরি। যার চরণ পল্লবেতে ভবসিন্ধু তরি ॥ জীব যন্ত্র হরি যন্ত্রী বাজায় যেমন। স্বেচ্ছাধীন চরাচর বাজায় তেমন ॥ সার হরি পরমাত্মা সর্ব্ব কার্য্যে হরি। পূজারম্ভে রাজা সেই কেশবেরে স্মরি ॥ ব্রতকর্ম্ম আরম্ভিল অতি সযতনে। নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন ভণে ॥

সপ্তমী পূজারম্ভঃ।

মঙ্গল রাগেন গীয়তে।

ললিত ছন্দঃ। সর্ব্ব ভদ্রমণ্ডলে, কমল অষ্টদলে, ঘটের করিল স্থাপন। পূর্ণিত গঙ্গাজল, পঞ্চ পল্লব ফল, সিন্দূরে করিল শোভন ॥ অঙ্কুশ মুদ্রা ধরি, ঘটের লয় বারি, করিল আবাহন মনে। যে রূপ আছে তন্ত্র, পড়িল সেই মন্ত্র, শলীলা ধরি উচ্চারণে ॥ মৃত্তিকা সপ্তমত, গন্ধপুষ্প অক্ষত, সর্ব্ব ঔষধি নিক্ষেপিল। ধেনু মুদ্রায় রায়, দশধা মন্ত্র তায়, প্রমাণ সিদ্ধার্থে জপিল ॥ ঘটের বারি নিয়ে, সকল দ্রব্য দিয়ে, দ্রব্যাদি করে নিরীক্ষণ। আরোপি হেম ঘটে, প্রতিমা সন্নিকটে, সুরথ করিছে অর্চ্চন ॥ সিদ্ধার্থ লয়ে রায়, করি মন্ত্র দ্বারায়, তাড়না বিঘ্নকরগণে। বেতাল আদি নৃপ, পিশাচ সয়ী সূপ, রাক্ষস বিঘ্ন বিনাশনে ॥ করিছে বলিদান, আছয়ে যে বিধান, যদি না মান তাহা লও। চণ্ডিকার আজ্ঞায়, শ্বেত সর্ষপ যায়, অম্বিকা অস্ত্রে নাশ হও ॥ বলিয়া ভাবি কালী, দিলেক করতালী, উর্দ্ধে সরিসা বিচারিল। বাম চরণ ঘায়, ভূমেতে নররায়, বিঘ্নগণেরে প্রসারিল ॥ দিকে দেখিয়া বিঘ্ন, তাড়িল মহাবিঘ্ন, ভাবিয়া শঙ্করী চরণ। হইয়া শুদ্ধ চিত, ভূপতি পুলকিত পড়িছে ধরিয়ে আসন ॥ আধার শক্তি সনে, পুজে কমলাসনে, গন্ধ কুসুমে নরপতি। বামেতে গুরুগণে, দক্ষিণে গজাননে, মধ্যে শ্রীদুর্গা ভগবতী ॥ প্রয়োগ করে রাট, দুর্গার মন্ত্র পাঠ, যাহে নারদ ঋষিবর। গায়ত্রী ছন্দ মতা, জয় দুর্গা দেবতা, দুর্গা পূজনে বিনিসর ॥ অভীষ্ট সিদ্ধি জন্যে, অর্চ্চনা গিরি কন্যা, দিও কাতরে পদছায়া। শীরে নাদানন্দ, মুখে

গায়ত্রী ছন্দ, আদি শ্রীদুর্গা মহামায়া।। নমিয়া মহীপাল, দিলেন তিন তাল, দিক বন্ধিলা ছোটিকায়। নৃসিংহ দাসে দয়া, করগো গিরি জায়া, কবিরত্ন রস গায়।।

ভূত শুদ্ধি।

রাগিণী কালনেঙ্গরা। তাল তেলেনা।

ধুয়া। আধার কমল মাঝে মা বিরাজে। মন তা জান না রে।। ভুবন বাল মধ্যে বাসন্তে ডফ কণ্ঠ সহিত কণ্ঠদেশে স্ববাজে।।

পয়ার। করিয়া আসন শুদ্ধি সুরথ রাজন। ভূতশুদ্ধি অনুক্রম করিছে তখন।। সুগন্ধি পুষ্পেতে কর করিয়া শোধন। জ্ঞান দৃষ্টে নিজ দেহ করিল দর্শন।। অজপা মন্ত্রেতেদৃঢ় করি নরবায়। হৃদয়ে জীবাত্মা দীপ কলিকারপ্রায়।। মূলাধারে সুসম্মা বত্মনা অধিষ্ঠান। মণিপুরকেতে স্তম্ভ হৈল মতিমান।। ষট্‌চক্র করিল ভেদ ভাবনা দ্বারায়। সহস্রার সরসিজ দেখিল মাথায়।। অধোমুখ ঊর্দ্ধে দল শোভে কর্ণিকায়। উর্নতুল্য পরমাত্মা অন্তগত তায়।। নিরাপদ নির্ব্বিকার নাহি ভোগাভোগ। নাহি ক্ষয়োদয় সুখ দুঃখ শোক রোগ।। নাহি তার উপদ্রব জীবন বিয়োগ। তার সনে জীবাত্মারে করিল সংযোগ।। জীব সহ পরমাত্মা হইল মিলন। শূন্যে রাখি দেহ তত্ত্ব করিছে চিন্তন।। ক্ষিত্যপ বহ্নি আকাশ কাল দেহ মন। বুদ্ধি অহঙ্কার আর ইন্দ্রিয়াদিগণ।। চব্বিশ তত্ত্বের তত্ত্ব করিয়া ভাবন। বায়ু বীজ ধূম্রবর্ণ করিল স্মরণ।। বাম নাসা পুটে বায়ু তুলে, তত্ত্বসার। সমীরণ বীজ জপ করে ষোলবার।। দেহ শুকাইল ভাব্য বায়ুর দ্বারায়। কুম্ভক করিল ধরি দক্ষিণ নাশায়।। বায়ু বীজ জপ কৈল চতুঃষষ্টীবার। শুষ্ক শুষ্করূপে দেহ দেখি আপনার।। জপিয়া বত্রিশ বার বীজ সমীরণ। দক্ষিণ নাশায় বায়ু করিল রচন।। পুনর্ব্বার দক্ষিণ নাসায় সমীরণ। রক্তবর্ণ বহ্নি বীজ জপে উত্তোলন।। অগ্নিতে দহিল দেহ ভাবিলেন মনে। বাম নাকে ভস্ম সহ ত্যজিল পবনে।। তেজে তেজ জলে জলে আকাশে আকাশ। মহাভূমে গেল ভূমি বাতাসে বাতাস।। দেহ নষ্ট কৈল কিছু বস্তু নাহি আর। বাম নাসিকায় বায়ু পুরে পুনর্ব্বার।। পীতবর্ণ বরুণের বীজ প্রজপনে। পঞ্চাশত বারে দেহ সুস্থ বরিষণে।। পুনর্ব্বার চন্দ্র বীজ জপে মতিমান। শুক্লবর্ণ চন্দ্রের অবয় করি ধ্যান।। পঞ্চাশত বারে চন্দ্র গলিত অমৃত। মানসে করিল তনু সকল প্লাবিত।। রেচন করিয়া বায়ু দেহ বিরচিল। যাহাতে যে লয় তাহা হইতে আনিল।। সেই আমি এই মন্ত্র জপিল তখন। আকাশ হৈতে সব তত্ত্ব লইল রাজন।। পরমাত্মা হৈতে জীব আত্মায় তখন। হৃৎসরজ মধ্যে আমি করিল স্থাপন।। যে স্থানে যে ইন্দ্রিয় করিল অধিষ্ঠান। আপনাকে দেবী রূপ করিলেন জ্ঞান।। ভূতশুদ্ধি করিল সাধক নরপতি। সামান্যত না হয় বিষম এ পদ্ধতি।। করিল ষড়ঙ্গন্যাস

সুরথ রাজন। অঙ্গুষ্ঠাদি করতল পর্য্যন্ত যেমন।। হৃদি [আদি যে রূপ] প্রমাণ আছে তায়। তদ্রূপ শুধিল রাজা কবিরত্ন গায়।।

অর্ঘ্য ন্যাস।

পয়ার। প্রাণায়াম করিয়া ভূপতি মতিমান। মাতৃকা ন্যাসেতে কৈল সরস্বতী ধ্যান।। অঙ্গ করাঙ্গ পরে পীঠন্যাস করি। অর্ঘ্যের স্থাপনা কৈল স্মরিয়া শঙ্করী।। বাম দিকে ত্রিকোণ মণ্ডল করি রায়। দীপদিকা আরোপণ করিলেন তায়।। পাণিশঙ্খ জলেতে করিয়া প্রক্ষালন। ত্রিপদিকা উপরেতে করিল স্থাপন।। ত্রিভাগ যবেতে শংখ্য করিয়া পূরণ। বিশেষার্ঘ্য ধারা মতে করে আয়োজন।। দধি দূর্ব্বাক্ষত গন্ধ পুষ্প বিল্বদল। রক্ত জবা মনলোভা মন্দার উৎপল।। উক্ত দ্রব্য শংখ্যোপরি সাজায় রাজন। বিধিমতে মন্ত্র তাহে করে উচ্চারণ।। অনল তপন সোম মণ্ডল ভাবিয়া। দশ বারো ষোলকলা উল্লেখ করিয়া।। গন্ধপুষ্পে পুজি সূর্য্য মণ্ডলেতে রায়। তীর্থ আবাহন কৈল অঙ্কুশ মুদ্রায়।। মূল মন্ত্র দুর্গা বীজ জপি দশবার। অবগুণ্ঠ্য ধনু মুদ্রা দেখাইল আর।। সেই জল নিরীক্ষণ করি কীর্ত্তিবাস। তদুপরি দুর্গা পুজি কৈল অঙ্গন্যাস।। পরে মৎস্যমুদ্রায় করিল আচ্ছাদন। সামান্যার্ঘ্য দক্ষিণেতে করিল স্থাপন।। তাম্রপাত্রে বিধিমতে বিধান যেমন। অর্ঘ্যজলে সর্ব্ব দ্রব্যে করিল ক্ষেপণ।। অর্ঘ্যের স্থাপন সাঙ্গ করি নৃপরায়। ঈশানে গণেশ ঘট স্থাপে পুনরায়।। সেই ঘটে গণেশের করি আবাহন। পুজে পঞ্চদেব দিকপাল গ্রহগণ।। দেবীর অগ্রেতে ভদ্র মণ্ডল নিকটে। পুজা করে মহারাজা অম্বিকার ঘটে।। আধার শক্তি অনন্ত কূর্ম্ম বসুন্ধরে। জলনিধি রত্নদ্বীপ ক্ষীরোদ-সাগরে।। মণিমঞ্চ কল্পবৃক্ষ মণি বেদি আর। রত্নসিংহাসনে স্থান যাতে চণ্ডিকার।। ইত্যাদি মিলিত বীজ আর আর যত। পুজা কৈল নরপতি মন্ত্র অভিমত।। অনুক্রম শুদ্ধ করি পুজে মহামায়। ধ্যান পড়ি দিল ফুল আপন মাতায়।। দেবীরূপ আপনাকে করিয়া ভাবনা। মানসোপচারে কৈল চণ্ডির অর্চ্চনা।। বিধিমতে চক্ষুদান দিল প্রতিমায়। পুনর্ব্বার পড়ে ধ্যান কবিরত্ন গায়।।

দেবীর ধ্যান।

ধূয়া। ভাবরে ভবানী ভব ভাবিনী ভবার্ণবে। ভূত পঞ্চ
ময় দেহ লৈয়ে ভরসা ভবে।।

ত্রিপদী। পুষ্পাঞ্জলি লয়ে রায়, ধ্যান করে অম্বিকায়, জটা জুট ধারিণী তারিণী। মুকুটে মণ্ডিত মুণ্ড, ভালে শশী খণ্ড পুণ্ড, ত্রিলোচনী নিস্তার কারিণী। মুখ শোভা পূর্ণ শশী, বর্ণ কুসুম অতশী, লজ্জা পায় শাত কুম্ভ শোভা। শরতের সমোৎপল, কুম্ভস্বর্ণ শতদল, ওষ্ঠাধরে বালাতপ শোভা।। পীন শ্রোণী কুচ [illegible] নত অঙ্গ ভরে তারি, শোভে স্থির নবীন যৌবন। গায় সর্ব্ব অলঙ্কার,

গলে গজ মুক্তাহার, অতুল্য অনেক আভরণ ॥ সুচারু দর্শন রুচি, জিনিয়ে দাড়িম্ব বিচি, হাস্যছলে ভব মনোহরে। তিল ফুল নাশা দলি, শোভে গজ মুক্তা-বলি, দোলে নাশা নিশ্বাসের ভরে ॥ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমে অঙ্গে, লাবণ্য তর তরঙ্গে, মহিষমর্দ্দিনী হর রাণী। অকণ্ট মৃণাল বর, সমযুক্ত দশ কর, সবে শূল ধারিণী সর্ব্বাণী ॥ খড়্গ চক্র বজ্র শর, শক্তি যুক্ত ডানি কর, চর্ম্ম পূর্ণ চাপ বাম হাতে। অঙ্কুশ পরশু আর, অস্ত্র অনেক প্রকার, শঙ্খ ঘণ্টা পাশ অস্ত্র সাতে ॥ অধঃ স্থানে মৈষাসুর, মহাবীর সুনিষ্ঠুর, কটাক্ষে তাহারে দরশন। শিরচ্ছেদ করা তার, স্কন্ধ হৈতে মহাকার, অর্দ্ধ দৈত্য পরম ভীষণ ॥ দেবীরে ঈক্ষণ করি, অসি চর্ম্ম করে ধরি, উদ্যত হানিতে অম্বিকায়। বুকে শূলাঘাত করি, ক্ষীণ্য কৈলা মহেশ্বরী, রক্ত রক্তি কৃত তার কায় ॥ রক্ত বিস্ফুরিতে ক্ষণ, ভ্রুকুটি কুটিলানন, নাগপাশ বদ্ধ কলেবরে। অতি ভয়ানক বেশে, পাশের সহিত কেশে, ধরিয়ে আছেন বামকরে ॥ বাহন কেশরী মার, রক্ত পান করে তার, বাম্যভুজে করিয়া দংশন। সিংহ পৃষ্ঠের উপর, দক্ষিণ চরণে ভর, বলবান দেবীর বাহন ॥ কিঞ্চি-দূর্দ্ধে বাম পায়, আক্রমণ দৈত্য গায়, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে মহিষ উপরি। এই রূপে নির-ন্তর, স্তব করে সুরনর, এক মনে ভাবিয়ে শঙ্করী ॥ উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডিকা, আর অষ্ট নায়িকা, আদি অষ্টদিকে শোভা করে। নৃত্য গীত করে রঙ্গে, কৃত্যমতে অঙ্গ ভঙ্গে, কেহ সুধা যোগায় অধরে ॥ ধর্ম্ম অর্থ প্রদায়িনী, শঙ্কটেতে সহা-য়িনী, এই রূপ ধ্যান কৈল রায়। নৃসিংহ শৈল তনয়া, এই রূপে কর দয়া, শ্রীনন্দকুমার রস গায় ॥

দেবীর আবাহনাদি।

রাগিণী কল্যাণী। তাল ঠেকা।

ধূয়া। উমারে পাইয়া কোলে বলে রাণী চুম্বন করি বদনে। কেমনে পাসরে ছিলে, ওমা উমা মা বলে, নাহি ছিল মনে ॥ নিরক্ষি উমার মুখ, পাসরিনু মন দুঃখ, পাইনু পরম সুখ, বহে অশ্রু দুনয়নে ॥

পয়ার। ধ্যান করি তেজোরূপ ভাবি চণ্ডিকায়। প্রতিমার ব্রহ্মরন্ধ্রে ফুল দিল রায় ॥ স্বগণ সহিত দুর্গা দেবী ভগবতী। ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ বলে নরপতি ॥ অধিষ্ঠান হয়ে পূজা করহ গ্রহণ। না জানি ভকতি লেশ আমি অভাজন ॥ পঞ্চ মুদ্রা দেখায়ে করিল আবাহন। স্তব করে সবিনয়ে সুরথ রাজন ॥ নমস্তে চণ্ডিকা সর্ব্ব কল্যাণ দায়িনী। ত্রিলোকাত্মা ত্রিদেবের জন্ম বিধায়িনী ॥ অকি-ঞ্চনে আকিঞ্চন করে অনিবার। অষ্ট শক্তি সনে গৃহে এসো মা আমার ॥ বিধি হীন মন্ত্র হীন ক্রিয়া হীন জনে। পূজা করে গ্রহণ কর গো বরাননে ॥ এসো গো অম্বিকা ভগবতী মমালয়। পূজা নাও বর দাও শত্রু কর ক্ষয় ॥

ভক্তিভাবে পুজি দুর্গে শিব নিতম্বিনী। দুর্গে দেবী সমাগচ্ছ অমর বন্দিনী॥ ত্রিলোক তারিণী তারা ত্রিতাপির গতি। যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ কর গো ভগবতী॥ কমল লোচনী কালী দৈত্য দর্পহরা। শারদীয়া পুজা করি চাহ পরাৎপরা॥ নমস্তে শঙ্কর প্রিয়ে কর মোরে ত্রাণ। দীন হীন দেখি দুর্গে কর বর দান॥ সংসার সাগর ঘোর দুষ্পারে তারিণী। সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্ব তাপ পাপ নিবারিণী॥ নিস্তার নিস্তার-কর্ত্রী সর্ব্ব দেবাত্মিকে। পরমা পরমেশ্বরী প্রসীদ চণ্ডিকে॥ দারা সুত আয়ু যশ প্রাণধন জন। সর্ব্ব রক্ষা কর দেবী করি আবাহন॥ জগৎ বন্দিনী শিবে সর্ব্ব রক্ষা করি। তিষ্ঠ যজ্ঞেশ্বরী যজ্ঞে পুজিব শঙ্করী॥ বরদা বগলা ভীমা সিদ্ধি প্রদায়িনী। আগচ্ছ চণ্ডিকে সর্ব্ব সম্পদ কারিণী॥ মহেশমোহিনী পুজা করহ গ্রহণ। মৃন্ময়ে শ্রীফলে দুর্গা করি আবাহন॥ কৈলাস হিমাদ্রি বিন্ধ্য শৈলাদাগমন। করহ চণ্ডিকে বিল্বশাখা আরোহণ॥ করিয়ে স্থাপনা দুর্গা করিব অর্চ্চনা। প্রসীদ প্রসীদ দুর্গে হর বরাঙ্গনা॥ সুসিদ্ধি দায়িকা আয়ু দেহিমে তারিণী। আরোগ্য ঐশ্বর্য্য দেমা শঙ্কর কারিণী॥ জগত জননী সৃষ্টি সংহার কারিণী। অনুকম্পা কর মাতা পতিতোদ্ধারিণী॥ শ্রীফল পল্লব শাখা ফল নিবাসিনী। পল্লবে থাকিয়া পুজা লও গো তারিণী॥ চণ্ডী চণ্ডরূপা চণ্ড বিগ্রহ কারিণী। অধিষ্ঠান হয়েযজ্ঞে দেখ গো তারিণী। ইত্যাদি স্তবেতে আবাহন কৈল মায়। নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গায়॥

প্রাণ প্রতিষ্ঠাদি পুজা।

ত্রিপদী। সুরথ কলিঙ্গ পতি, সভক্তি পুর্ব্বকে অতি, প্রাণ প্রতিষ্ঠায় দিল মন। প্রতিমায় দিকপাল, স্পর্শ করি মহীপাল, অঙ্গন্যাস করিল তখন॥ হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে, মুল মন্ত্র উচ্চারিয়ে, জীবন প্রতিষ্ঠা করে রায়॥ কৈলাস ছাড়িয়া তারা, বারেক মহেশ দারা, উর গো অম্বিকা প্রতিমায়॥ সেবক অর্চ্চনা করে, কায়মন সকাতরে, ভবসনে শঙ্কর শঙ্করী। দীন হীন অভাজন, ডাকে পুত্র অকিঞ্চন, কৃপা কর কৃপাণী ঈশ্বরী॥ ইঙ্গিতে ভ্রুভঙ্গিকার, চাও চণ্ডী চণ্ডেশ্বরী, অধিষ্ঠান কর গিরিসুতে। তুমি তারা বিশ্বরূপে, বিশ্বপাড় মোহমহরূপে, মোহময়ী ব্যাপ্ত সর্ব্ব ভুতে॥ চরাচর সব নর, ব্যোমচর বিদ্যাধর, সজীব অজীবে আছ তারা। বাক্যেন্দ্রিয় মনোপ্রাণ, রূপে জীবে অধিষ্ঠান, বুদ্ধি সাধিব জ্ঞান তত্ত্বসারা॥ তুমি কর্ম্মকর্ত্তা তুমি, আকাশ পাতাল ভুমি, তুমি নদনদী জলনিধি। তুমি গিরিদরি বন, তুমি দেব দেবীগণ, মহেশ মাধব শেষ বিধি॥ কখন পুরুষাকৃতি, কখন ক্লীব প্রকৃতি, ব্রহ্মরূপে লিঙ্গভেদ নাই। সর্ব্বময়ী সর্ব্ব গতি, সর্ব্ব স্বরূপিণী সতী, তুমি ছাড়া নহ কোন ঠাঞি॥ কে জানে তোমার মর্ম্ম, পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম, তুমি তন্ত্র মন্ত্রাদি সকল। তুমি তত্ত্বাতত্ত্ব ভেদ, পুরাণ দর্শন, বেদ, ক্রিয়াকর্ম্ম যজ্ঞ ব্রত ফল॥ গুণময়ী গুণধাত্রী, তুমি দিব্য সন্ধ্যা রাত্রি,

পাত্রা পাত্রি পবিত্র অতুল। তোমায় প্রতিষ্ঠা প্রাণ, করি হও অধিষ্ঠান, তুমি সর্ব্বজনের আমূল ।। কে জানে তব মাহাত্ম্য, বেদে নাহি পায় তত্ত্ব,পাবে কিসে তুমি তার মূল। প্রাণরূপা তুমি তারা, তব প্রাণ দান করা, অসম্ভব বচন বিপুল ।। তবে যে প্রতিষ্ঠা করি,শুন তারা শুভঙ্করী, জানিতে না পারি অল্পজ্ঞান। তুমি মা সবার মূল, হও মূতে অনুকূল, প্রতিমায় কর অধিষ্ঠান ।। সবিনয়ে কর্ম্মর নিষ্ঠা, মন্ত্রেতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা, পদ্ধতি প্রমাণ কৈল রায়। নৃসিংহে আশীষ করি, ভাবিয়া জগদীশ্বরী, দ্বিজ কবিরত্ন রস গায় ।।

যোড়শোপচার পূজা।

ধূয়া। আনন্দে অচল পতি চেতন হারায়। গিরি রাণী অনুমানি উমারে সাজায় ।।

পয়ার। ভূপতি ভবানী ভাবি ভক্তিভাবে অতি। ভাবনায় ভাব্যাভাবে ভাবে ভগবতী।। পশুপতি প্রিয়া পরা পর্ব্বত কুমারী। পরাৎপরা পরমাপ্রকৃতি পর নারী ।। পরমা পরমা সতী সকল অধর। মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দেয় তিনবার ।। গণেশাদি পুত্তুলিকা যত আছে আর। জীবন প্রতিষ্ঠা রাজা করিল সবার ।। চণ্ডিকার পূজা রাজা আরম্ভিল পরে। প্রথমত রজত আসন নিল করে ।। মন্ত্র পড়ি চণ্ডিকারে অর্পিল আশন। স্বাগত সম্ভাষে মাকে কুশল বচন ।। গঙ্গাজলে পাদ্য দিয়ে করিলে প্রার্থনা। নমস্তে চণ্ডিকে পুর মনের বাসনা ।। পূর্ব্বের স্থাপিত অর্ঘ্য সংখ্যে যাহা ছিল। সেই অর্ঘ্য রাজা অম্বিকারে সমর্পিল ।। মন্দাকিনী বারি লয়ে সুবর্ণ ভৃঙ্গারে। আচমন করিবারে দিল চণ্ডিকারে ।। মধু দধি মধুপর্ক কল্পিত করিল। কাংস্য পাত্রাধারে ঈশ্বরিকে নিবেদিল ।। পুনর্ব্বার গঙ্গোদকে দিল আচমন। স্নান করাইছে রায় বেদ নিরূপণ ।। সুশীতল মনোহর সর্ব্ব তীর্থ জলে। স্নান করাইল মাকে অতি কুতূহলে ।। অপূর্ব্ব পাটের বস্ত্র আরক্ত বরণ। পরম ভক্তিতে রাজা কৈল নিবেদন ।। নানা আভরণ রাজা করিল অর্পণ। যে অঙ্গে যে শোভা পায় স্বর্ণ আভরণ ।। মঞ্জির ঘুংঘুর কড়ি পঞ্চম পাশলি। চরণাভরণ দিল ভাবিয়ে বাশলী ।। ক্ষুদ্র ঘণ্টা বোর পাটা আটা অলঙ্কার। কিঙ্কিণী সিকলি কটিতটে চন্দ্রহার ।। গ্রীবাবন্ধ চিকমতি গুচ্ছা দিল গলে। মণিময় কণ্ঠমালা রত্নাবলী তলে ।। দিল মুক্তা লহরি উবসি মনোহর। দশভুজে দশবিধ রত্ন পরিসর ।। ভুজ বন্ধ তাড় বালা শঙ্খ দশ যোড়া। কেয়ূর কঙ্কণ লোয়া মণিহাঁসি মোড়া ।। অঙ্গুলে অঙ্গুরী কর্ণে পাতা কর্ণফুল। নাসায় বেশর গজ মুকুতা অমূল ।। তিলকটি পুনিটিকা ললাটে উজ্জ্বল। মতি মিশ্র স্মৃতি দিল সীমন্তে বিমল ।। বিবিধ প্রকার তার বর্ণন কে করে। বাহুল্যে বিস্তার হয় গ্রন্থ পরিসরে ।। গন্ধ দিল অম্বিকায় করিতে লেপন। পুষ্পেতে করিল মোর শরীর শোভন ।। ধূপ দীপ নিবেদিল

ভক্তিভাবে রায়। নৈবেদ্যাদি মূল মন্ত্রে দিল মহামায় ।। মধুসর্পি যুক্ত উপকরণ সহিত। আদ্ররচিত চণ্ডিরে করিল নিবেদিত ।। বন্দন করিলা রাজা অম্বিকার পায়। ষোড়শোপচার সাঙ্গ কবিরত্ন গায় ।।

দেবী পূজা সাঙ্গ।

ধুয়া। মা গো কেমন করে ছিলে উমা ভিক্ষারি হরের
ঘরে। কত দুঃখ পায়েছ মা সহবাসে স্মরহরে ।।

পয়ার। প্রেমানন্দ চিত্তে রায় পুজে মহামায়। অঙ্গ শুদ্ধি হেতু রাজা চেষ্টিত পূজায় ।। কজ্জল সিন্দূর দেয় কুমং কস্তূরী। তৈজসাদি ষোলোদান করে বিধি ধরি ।। বাৎসল্য ভাবেতে পুজা করিল রাজন। হিমালয় মেনকার ভাবনা যেমন ।। কৈলাস হইতে গিরিপুরে আগমনে। গিরি গিরিজায়া সুখ পাইল দুজনে ।। পরম আনন্দে কন্যা আইল আলয়। মহা মহোৎসব করে পুলকিত হয় ।। তদ্রূপ ষষ্ঠ্যাদি রাজা ভাবোল্লাস করে। প্রকৃতি পুরুষ অতি পুলক অন্তরে ।। কন্যারূপ জ্ঞান করি সুরথ নৃপতি। পুজিতে জগত মাতা দেবী হৈমবতী ।। ভকত বৎসলা ভক্ত মানস পুরণে। দৃঢ় করি দিলা সেই ভাব দুইজনে ।। ভাবের গ্রহণ করি দেবী ভগবতী। প্রসন্না বৎসলা রূপে সুরথের প্রতি। গিরিপুরে যেই রূপ উৎসব হইল। সেইমত নৃত্য গীত ভুপতি করিল ।। আমার তনয়া উমা শিব সীমন্তিনী। ভিক্ষারির ভাগ্যে পড়ি হয়েছ দুঃখিনী ।। মনোরমা সুরথের প্রকৃতি সুন্দরী। শঙ্করীর মুখ চেয়ে বলে মরিং ।। মা বলে না ছিল মনে অভাগিনী মাকে। তোমা ছাড়া হতভাগী অন্ধ হয়ে থাকে।। কঠিন হৃদয় তোর কপালে আমার। কাকের মুখেতে নাহি দেও সমাচার ।। সদা দুঃখে মরি শিবে সঁপিয়া তোমারে। পরম দরিদ্র শিব অন্ন দিতে নারে ।। শ্মশানে মসানে বাস কখন কৈলাস। ভিক্ষায় ভক্ষণ কভু কভু উপবাস ।। অন্ন বিনা দেহ ক্ষীণ্ণ ছিন্ন ভিন্ন বেশে। তৈল বিনা দেহে খড়ি জটা হৈল কেশে ।। সন্তান তাহাতে দুটি অন্ন পায় নাই। দুঃখ শুনে কেঁদে মরি পরিতাপ নাই ।। এত দুঃখ পাই তবু না আসিশ কেনে। পাষাণী পাতর বুকী ধন্নি মেয়ে বেনে ।। দুঃখিনী জননী আছে এলে ক্ষতি কিবা। মা বাপের বাড়ী আইলে লজ্জা নাই শিবা ।। থাকিতে সেরেছো মাকে অভিপ্রায় তাই। তোমার কি দোষ মোর বঞ্চিত গোসাঞিও ।। এইরূপ ভাবোদয়ে সুরথ নৃপতি। কন্যাভাবে সিন্দূর চুপড়ি দিল সতী ।। মেনকা যে রূপ কৈল করিল তেমন। বিস্ময় হইলা মাতা দেখিয়া এমন ।। যে দেখি এ ভাব রাজা করিল আমায়। প্রেম ডোরে বান্ধে পাছে গিরিরাজে প্রায় ।। ঠেকিব পশ্চাৎ দায় বান্ধিলে ভুপাল। ভক্তিতে যে পুজা করে সেই পুজা ভাল ।। এত বলি মহামায়া মায়া আচ্ছাদনে। ভক্তিভাব দিলা অন্য ভাব সংহরণে ।। স্বপন সদৃশ ভাব হইল তখন। বিস্ময় হইয়া

রাজা ভাবে অনুক্ষণ । শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

নবপত্রিকাদি পূজা।

লঘু-ত্রিপদী। পরে পত্রিকায়, পূজা করে রায়, পাদ্যাদি পুষ্প চন্দনে। বসন ভূষণ, করে নিবেদন, নৈবেদ্য সোপকরণে ॥ পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে, মূল উচ্চারিয়ে, প্রত্যেক করিল স্তব। সুরথ রাজন, করিছে সাধন, নাম দুর্গা মহোৎসব ॥ রাজা এক মনে, পূজে গজাননে, ধ্যান করি অনুমান। সর্ব্ব বিঘ্নহর, দেব লম্বোদর, সর্ব্ব দেবতা প্রধান ॥ রক্তবর্ণ কায়, গজানন তায়, ইন্দুর বাহনে ভর। চারু চারি কর, মৃণাল সুন্দর, শঙ্খচক্র গদাধর ॥ সূর্পকর্ণ রায়, এক দন্ত তায়, বিনায়ক ত্রিলোচন। সিন্দূর ভূষণ, কুম্ভ সুশোভন, জটাজুট বিবরণ ॥ ভুজঙ্গোপবীত, স্কন্ধে আন্দোলিত, গলে পারিজাত মালে। অঞ্জন গঞ্জিত, তাহাতে রঞ্জিত, গুঞ্জিত ভৃঙ্গ মাতালে ॥ দ্বীপচর্ম্ম ধর, দেবগণেশ্বর, বিবিধ ভূষণ সাজে। চরণে নূপুর, সুরল মধুর, চলিতে চঞ্চল বাজে ॥ ধ্যান করি তায়, পূজে গণরায়, দিয়ে ষোড়শোপচার। স্তুতি করি ভূপ, গণেশে এ রূপ, অর্চ্চনা করিল তাঁর ॥ পূজে ষড়াননে, মূল উচ্চারণে, ধ্যান করে নরপতি। প্রতপ্ত কাঞ্চন, জিনিয়া বরণ, ময়ূর বাহনে গতি ॥ নানা অভরণ, অঙ্গে বিভূষণ, পট্টবস্ত্র পরিধান। নবীন সুন্দর, অতি মনোহর, করে ধনু শক্তি বাণ ॥ শ্রবণে উজ্জ্বল, রতন কুণ্ডল, শিরে মুকুট তোরণ। এই ধ্যানে তাঁরে, ষোড়শোপচারে, পূজা করিল রাজন॥ সরস্বতী ধ্যান, করে মতিমান, কোটি শশাঙ্ক বরণী। শ্বেত পদ্মোপরে, বীণা দণ্ড ধরে, ফুল্ল কমল বদনী ॥ কুন্দপুষ্প মালা, উরসি উজালা, শুক্লাভরণ ভূষণ। শুক্লবর্ণে প্রীতি, শুক্লা সরস্বতী, পরণে শুক্ল বসন ॥ বিদ্যা ব্যাখ্যা করে, গীত বীণা স্বরে, গান নৃত্য ভঙ্গিমার। ধ্যানে নরপতি, পূজে বিশ্বগতি, দিয়ে ষোড়শোপচার ॥ কমলার ধ্যান, করি অনুমান, সুরথ অর্চ্চনা করে। তপ্ত স্বর্ণ আভা, জিনি রূপ প্রভা, গৌরাঙ্গী কমলোপরে ॥ পট্টবস্ত্র পরা, সর্ব্ব ভরধরা, মালতি মাল্য ভূষণা। বিষ্ণু মনোহরা, সরসিজ করা, সিন্ধুসুতা সুশোভনা ॥ ইত্যাদি প্রকারে, ষোড়শোপচারে, পূজে দেবী কমলায়। করিল প্রার্থনা মনের কামনা, শ্রীকবিরত্ন গায় ॥

শিবাদি পূজা।

ধুয়া। জয়দে জয়দে শিবে শিব মনমোহিনী। শিব নিত-
ম্বিনী, অশিব হারিণী, শিবারূঢ় শিব শোভিনী ॥

পয়ার। পুলকিত কলেবরে সুরথ ভূপতি। স্বগণ অর্চ্চনা করে শিব পশুপতি ॥ চিত্রস্থ পুত্তলি আর যত আবরণ। যোগিনী ডাকিনী ভূত প্রেত নানাগণ ॥ ষোড়শোপচারে পূজে মুষিক ময়ূর। দেবীর বাহন সিংহ মহিষ অসুর ॥

পূজে নাগপাশে মহা মনি বিভূষণ। সাক্ষাৎ অনন্ত রূপ পূর্ণ নারায়ণ॥ যত আবরণ আর দেব দেবীগণ। সকলের পূজা কৈল সুরথ রাজন॥ দেবীর যতেক অস্ত্র শস্ত্র আভরণ। সমস্ত পূজিল রাজা আনন্দিত মন॥ পরে রাজা উদ্যোগ করিল বলিদানে। ছাগল মহিষ মেষ নাওয়াইয়া আনে॥ শৃঙ্গেতে সিন্দূর দিয়ে করিল অর্চ্চনা। আপন অভ্যুদয়ার্থে করিছে প্রার্থনা॥ গন্ধপুষ্পে পূজা করি প্রণাম করিল। বিধিমতে নরপতি খড়্গ আরাধিল। দুর্গাবীজ লিখিলেন লেপিয়ে সিন্দূর। পূজা করি অষ্ট নামে তুষিল প্রচুর॥ ধূপ ধুনা ধূমায় ভরিল পূজালয়। আবাল বনিতা বৃদ্ধ দেয় জয়২॥ দ্বিজে করে বেদপাঠ জপে দুর্গা নাম। ভাবে রাজা দেবীপদ কৈবল্যের ধাম॥ আমাত্য বান্ধবগণ পুলকিত কায়। মা মা শব্দে দুর্গা২ বলে উভরায়॥ মণ্ডপ হইতে পশু আনে নাটশালে। বান্ধে হরিদ্রাক্ত ডোর বলির কপালে॥ অখণ্ড কদলী দল সম্মুখে রাখিল। মৃন্ময় খর্পরা সরা তাহাতে স্থাপিল॥ লডুক কদলী আর তাহে বিল্লদল। সংশ্রব তাহাতে কৈল মন্দাকিনী জল॥ যন্ত্র লয়ে বাদ্যকর সম্মুখে দাঁড়ায়। কৃতালি হৈয়ে আর রহিল সবায়॥ কৃপাণ লইয়া করে সুরথ রাজন। জয় কালী বলে বলি করিল ছেদন॥ খর্পরে রুধির রাখে সমাংস করিয়া। বাদ্যক বাজায় বাদ্য পুলকিত হৈয়া॥ মহিষাদি মেষ বলি দিলেন বিস্তর। নারিকেল ইক্ষুদণ্ড কুষ্মাণ্ড অপর॥ ঘোর রণবাদ্য বাজাইয়া সবে নাচে। শোণিত মস্তক রাখে অম্বিকার কাছে॥ ধুনার ধুমায় হইল মণ্ডপ আঁধার। নারীগণ হুলু দেয় কাছে প্রতিমার॥ চামর ব্যজন করে পাখা মোরছল। কহে কবিরত্ন দুর্গা উৎসব মঙ্গল॥

অম্বিকার স্তব।

ধূয়া। জগদম্বা জগতে যম ভয় নিবারিণী। অশেষ কলুষ হরা ভবার্ণব নিস্তারিণী॥

পয়ার। রুধির অর্পণ করি কলিঙ্গের পতি। পশুশীর্ষে সপ্রদীপে করিল আরতি॥ শঙ্খঘণ্টা বাজাইল আনন্দিত মনে। মহাবাক্যে স্তব করে দেবীর চরণে॥ নমস্তে কালিকা কাল হারিণী তারিণী। জয়২ সর্ব্বভূতে কল্যাণ কারিণী॥ নমঃ কালী কালাকালে কাল নিবারিণী। মহাকাল মনোহরা মহেশ কারিণী॥ ত্রিলোচনা উমা ধূমা বিকলা বিমলা। মুণ্ডমালা বিভূষণা ভৈরবী বগলা॥ দৈত্য নিকৃন্তিনী মাতা মহিষ মর্দ্দিনী। মহামায়া সম্প্রতি করুণা বিস্তারিণী॥ কালরাত্রি করালিনী স্মর হরপ্রিয়ে। তোমা পূজে মণ্ডদীপে পশু পুষ্প দিয়ে॥ অম্বে শারদা শিবা শঙ্করী কমলা। ত্বয়েকা প্রকৃতি পরা মহিমা অচলা॥ বিশ্বকর্ত্রী শৈলপুত্রী স্কন্দমাত্রী ভীমা। গায়ত্রী অনন্ত শক্তি অনন্তা অসীমা॥ জগতে দায়িনী জয় জগদম্বা তারা। যোগেশী যোগিনী জয়া যোগেশ্বর দারা॥

শত্রুজয়ী হয় তারা যে তোমারে স্মরে। অনায়াসে বিষম বিপদ হৈতে তরে ॥ দুর্গা নামে দুঃখ হরে দিগম্বর কয়। জনম মরণ নাশে যায় যম ভয় ॥ বিপদে যে দুর্গা নাম বলে একবার। সম্পদ বাড়াও নাশ বিপদ তাহার ॥ কত জনে কত বার করিলে উদ্ধার। আমি আছি অনুগত প্রণয় এবার ॥ ও রাঙ্গা চরণ সারে সঁপিয়াছি ভার। দেখি২ কর কি না কর মোরে পার ॥ জানিব মহিমা নামে শিবের বচন। স্মরিলে শঙ্কটে মুক্ত করগো কেমন ॥ কাতর হইয়া যেবা দুর্গা বলে ডাকে। দুর্গম দুর্গতি খণ্ডে রক্ষা কর তাকে ॥ তুমি যারে সহায় তাহার চিন্তা কিবা। শুনিয়া চরণাশ্রিত হইয়াছি শিবা ॥ আমি অভাজন নাহি জানি স্তব গুণ। বিদ্যাহীন সম পশু অতি অনিপুণ ॥ কৃপাকর কৃপাময়ী গুণে আপনার। শিবা শিব বাক্য রাখ নামটী তোমার ॥ দিন দয়াময়ী নাম পরম মঙ্গল। আমারে রাখিলে হবে অধিক উজ্জ্বল ॥ ভরসা নাহিক ভবে আর তোমা বই। সার করিয়াছি সারা দুর্গা নাম ঐ ॥ বিধাতা আপনি পূজা করিল তোমায়। পূজা লয়ে দিলে বলে সৃষ্টির উপায় ॥ দেবরাজ ইন্দ্র পূজা কৈল দয়াময়ী। রাজ্য দিলে সুরপুরে শত্রু হলে জয়ী ॥ এইবার মোরে কৃপাকর মহামায়। নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গায় ॥

সপ্তমী পূজা সমাপ্ত।

ত্রিপদী। স্তব করি চণ্ডিকায়, সুরথ কলিঙ্গ রায়, উপভোগ দ্রব্য নিবেদিল। শাল্যন্ন সঘৃত করি, সুবর্ণের থালে ভরি, শাক সূপ ব্যঞ্জন আনিল ॥ মৎস্য মাংস দধি ক্ষীর, কর্পূর বাসিত নীর, অম্বিকায় করে নিবেদন। আচমনে দিল জল, নানা গন্ধ পরিমল, তাম্বূলাদি করিল অর্পণ ॥ পরম আনন্দ চিত্ত, কলেবর পুলকিত, লোমাঞ্চিত স্বেদ অশ্রু বয়। দুর্গা মন্ত্র জপ করি, বেদ তন্ত্র মতাচরি, পরিতোষে জপ সমপয় ॥ নিরাহারে নরপতি, পূজা করে ভগবতী, প্রতিপদাবধি গণনায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সঙ্গে, আছেন পরম রঙ্গে, সপ্তমী দিবস হৈল সায় ॥ সায়হ্ন সময়ে রায়, অতি আনন্দিত কায়, নিত্যকর্ম্ম করি নরপতি। কলিঙ্গের অধিকারী, নিত্য সন্ধ্যাহ্নিক সারি, চণ্ডিকায় করিল আরতি ॥ বৈকালি সামগ্রি যত, ফলফুল নানামত, ক্ষীরখণ্ড গব্যাদি সকল। লড্ডুক মোদক লাজা, পিষ্টক অঙ্কুর ভাজা, সুরা সুবাসিত গঙ্গাজল ॥ নিবেদিয়ে মহীপতি, আনন্দিত হয়ে অতি, ব্রাহ্মণ ভোজন করাইল। নৃত্য গীত করে সবে, জয় দুর্গা মহোৎসবে, দেবী গুণ গাইতে লাগিল ॥ মহা মহোৎসব করি, পোহাইল বিভাবরি, পূর্ব্বদিকে ভানুর উদয়। পুরোহিত সনে রায়, নিত্য কৃত্য কৈল সায়, স্নান দানে শুদ্ধ চিত্ত হয় ॥ শ্রীযুক্ত নৃসিংহ সনে, সঙ্গীতের অভিলাষে, শঙ্করী কলিকা সরাঁকিতে। দ্বিজ শ্রীনন্দকুমার, পুস্তক নিবাস যার, বিরচিল অভয়ার প্রীতে ॥

অষ্টমী পূজারম্ভ।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল অধ্যমানের ঠেকা।

ধুয়া। গিরি এতো আমার মেয়ে নয়। সে দ্বিভুজা,
এ রূপ ভুজা, ব্রহ্মময়ী জ্ঞান হয়॥

পয়ার। পুরবাসি রাজভৃত্য দাস দাসীগণ। স্নান করি পুষ্পালয় করিল মার্জ্জন॥ অষ্টমী পূজার দ্রব্য কৈল আয়োজন। যেখানে যা চাই তাহা করিল স্থাপন॥ প্রভাতে নবদ বাজে চণ্ডীর আগেতে। ধ্রুপদ মোহন বাদ্য ভৈরব রাগেতে॥ স্নান করি আইল রাজা পুরোহিত সনে। চণ্ডিকা মণ্ডপে আসি বৈসে কুশাসনে॥ ঊর্দ্ধপীণ্ড কোঁটা করে গঙ্গামৃত্তিকায়। আচমন করি হরি স্মরে নররায়॥ কুশহস্ত হৈয়া কৈল উত্তরী ধারণ। ভাবিয়ে হৃদয়ে রায় ভবানী চরণ॥ বিল্ব শাখা দ্বাদশ অঙ্গুল নিরূপণ। দন্তকাষ্ঠ প্রতিমায় কৈল নিবেদন॥ উষ্ণোদক আচমন করাইল ভূপতি। ক্ষালন হইল দন্ত করিল আবৃত্তি॥ অক্ষত বিচরে রাজা স্বস্তির বাচনে। সংকল্প করিল যাতে ফলের সাধনে॥ ঈশান্যে কেলিয়া জল পাঠ কৈল সুক্ত। করিল স্থাপন অর্ঘ্য যথা পুর্ব্ব উক্ত॥ হরি হর হৈমবতী ভানু লম্বোদর। পঞ্চ দেবতার পূজা করে নৃপবর॥ দিক্‌পাল গ্রহ গুরু নক্ষত্র কারণ। হিরণ্য গর্ব্ভার পূজা করিল রাজন॥ মাতৃকাঙ্গ পিঠন্যাস কৈল বিধিমত। করিল করাঙ্গন্যাস আদি আর যত॥ ভূতাসন শুদ্ধি ষড় চক্রের শোধন। ছন্দ অনুক্রম আদি করিল অর্চ্চন॥ নৈবেদ্যাদি দ্রব্য পরিচারকে যোগায়। আমান্ন সঘৃত দধী মধু যুক্ত তায়॥ অঙ্কুর ভিজান মুগ চনক ছুমত। বরবটি মটর ছুমত আর যত॥ ইক্ষুদণ্ড খণ্ড চিনী লড্ডুক সঁপিল। শরবতে শর্কর মিছিরি গুলা দিল॥ মনোহর নৈবেদ্য সাজায় থাকে থাকে। সপুষ্প করিয়া আনি মণ্ডপেতে রাখে॥ অতঃপর রাখে ফলমূলে পুরি ডালা। কবিরত্ন গায় কৃপা কর গিরিবালা॥

ডালা সাজানো।

পয়ার। মনোহর ফলফুল করি আয়োজন। সময়াসময় যত একত্র মিলন॥ বারোমেসে দ্রব্য সব ছিল স্থানে স্থানে। সুরথ আনিয়া মিলাইল এক স্থানে॥ তালশাঁশ পাকাতাল জামির কাঁঠাল। আতা নোনা নারিকেল বাদাম রসাল॥ পেয়ারা বদরী জাম শ্রীফল মধুর। কদলী গোলাপজাম ডেঁফল খর্জ্জুর॥ পানিফল হরিতকী বঁইচি সুরস। কামরাঙ্গা আম্রাতক আর আনারস॥ ফুটী তরমুজ আদি মুলক কেশুর। ফল মূল সাজাইল অতি সুমধুর॥ পুষ্পপাত্রে সাজাইছে নানাবিধ ফুল। টগর মল্লিকা যূথি সুনাগ বকুল॥ জাতি যূথি [illegible] মালতি জাতি [illegible] নাগেশ্বর অশোক পারুল। কেতকী কনকচাঁপা চাঁপা হেমফুল [illegible]

যবা জুবি চাঁপা হেমফুল ।। নাগপাটলি যবা জুবি চাঁপা বক। গেন্দা কাঁটী দ্রোণপুষ্প গোলাপ চম্পক ।। মাধবী মন্দার মধুমালতি শোভন। বাঁধুলি মল্লিকা নব অশথ্য ছদন ।। কৃষ্ণকেলি ঝিঁঝিরাঙ্গা চন্দন মল্লিকা। কবরি গুলঞ্চ শীর্ষ বাসন্তী বল্লিকা।। পদ্মবক তরুলতা ফুলশয্যা আর। সূর্য্যমুখি সূর্য্যমণি সূর্য্যের প্রকাশ ।। অমল অপরাজিতা শ্বেত নীল শোভা। কত শত যন্ত্রপুষ্প মধুকর লোভা ।। কুমুদ কহ্লার শার আর কোকনদ। শ্বেত নীল লোহিত উৎপল শতচ্ছদ ।। আমলকী দল বিল্বদলে সাজে ডালা। থাকে২ রাখে পুষ্প বিল্বপত্র মালা ।। অগুরু মলয় জাত লোহিত চন্দন। ঘষিয়া রাখিল স্বর্ণ বাটিতে তখন।। পুষ্পপাত্র সাজাইয়া রাখিল সদনে। পূজায় বসিল পরে কবিরত্নে ভণে।।

অথ পূজা।

ধুয়া। কুরু সম্প্রতি করুণাময়ি দীন জনে। মামতি প্রপ-
ঞ্চিত বঞ্চিত নিতান্ত আশ্রিত তারা তব চরণে ।।

পয়ার। পূর্ব্বমত মন্ত্রে পূজা কৈল চণ্ডিকার। পাদ্য অর্ঘ্য আদি লয়ে ষোড়শোপচার ।। পূজিল কমল বাণী কার্ত্তিক গণেশ। সগণ বৃষভাসেন পূজিল মহেশ ।। ময়ূর মুষিক নাগ অসুর কেশরি। প্রত্যেকেতে ষোড়শপচারে পূজা করি ।। গন্ধপুষ্পে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অম্বিকারে। সকল ডল্লক দিল বেদের আচারে ।। সর্ব্বত মণ্ডল ভদ্র করিল নির্ম্মাণ। অষ্টদল পদ্ম লেখে বিধির বিধান ।। পিটালিতে পঞ্চবর্ণ করিয়া রচণ। পঞ্চগুঁড়ি নাম তার বেদ নিরূপণ ।। তণ্ডুলেতে শ্বেত হরিদ্রায় পীতবর্ণ। পুলাকজ দগ্ধ কৃষ্ণ শ্যাম বিল্বপণ ।। কুসুম কুঙ্কুম চূর্ণ হইল লোহিত। ভদ্র মণ্ডলের চিত্র করিল বিহিত।। চারিদ্বারে শুভ্রবর্ণ দুপাশে লোহিত। তার পাশে দ্বারেতে করিল বর্ণপাত ।। চারি কোণ পঞ্চবর্ণ করিল রচন। বিচিত্র করিল কত বিধান যেমন ।। তাহে অষ্টদল পদ্মে অষ্ট নায়িকায়। আবাহন করিয়া অর্চ্চনা কৈল রায় ।। চৌষট্টি যোগিনী পূজা করিল যাবত। অগ্রেতে ব্রহ্মাণী মহা গৌরীর পর্য্যন্ত ।। কোটি যোগিনীর পূজা কৈল নরপতি। নবদুর্গা নব কালী পূজিল সম্প্রতি।। অষ্টশক্তি সবাহনে সহ পরিবার। চামুণ্ডা পূজিল কাত্যায়নী সঙ্গে যার ।। জয়ন্তী অবন্তি স্বধা পূজে সাবধানে। অম্বিকার ঘটেতে শঙ্করী সন্নিধানে ।। ইত্যাদি পূজিল যত আবরণগণ। পূজা কৈল নরপতি প্রমাণ যেমন ।। শ্রীযুক্ত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ।।

অস্ত্র পূজা। মল্লার রাগ ।

ত্রিপদী। চন্দন কুসুমে পূজে, দেবীর দক্ষিণ ভুজে, ত্রিশূলেরে ষোড়শোপচারে। খড়্গ চক্র তীক্ষ্ণবাণ, শক্তি খেটক কৃপাণ, পাশাঙ্কুশ ঘণ্টা যোড়করে।। পরশু পূজিল ধনু, চর্ম্ম গণ্ডারাদি তনু, আর পূজা কৈল আবরণে।

সর্ব্বাস্ত্র ধারিণী মায়, পূজা কৈল নররায়, আর পূজা কৈল সিংহাসনে ॥ অষ্ট বটুকে পূজিল, ধুপ দীপ আদি দিল, পূজে দিকপালে সবাহনে। ভক্তিভাবে নরপতি, পূজা কৈল হৈমবতী, পুষ্পমালা কৈল নিবেদন ॥ পরম আনন্দ চিতে, কাম তন্ত্রে হরষিতে, আরতি করিল একবার। মহানন্দ মহোৎসব, বাদ্য শঙ্খ ঘণ্টারব, আনন্দ বাড়িল সবাকার ॥ পূর্ব্বমত নিরূপণে, বলি খড়্গ আরাধনে, ছাগ মেষ মহিষ কাটিল। খর্পরে রুধির নিয়ে, চণ্ডিকারে নিবেদিয়ে, সপ্রদীপে আরতি করিল ॥ নানা বাজনা বাজায়, প্রেমানন্দে নাচে গায়, জলপান কৈল নিবেদন। ধুপ ধূনা অন্ধকার, হইল চণ্ডিকাগার, করে শ্বেত চামর ব্যজন কোলাহল উতরোল, দুর্গা দুর্গা দুর্গাবোল, নাচে সবে দেয় করতালি। জগদম্বা বলি কেহ, ডাকে লোমাঞ্চিত দেহ, বাহু তুলে বলে কালী কালী ॥ অন্ন ব্যঞ্জনাদি রায়, নিবেদিয়া চণ্ডিকায়, তাম্বুলাদি করিল অর্পণ ॥ জপ করিয়া রাজন, কৈল জপ সমাপন, স্তব করে পুলকিত মন। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে, কাত্যায়নী যারে সহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী।

শঙ্করীর স্তব।

রাগিণী পরজ। তাল খয়রা।

ধুয়া। তার নিস্তার কারিণী নিস্তার অনুগত প্রণতে

একবার। না জানি ভজন স্তুতি অকৃতি অসার ॥

লঘু-ত্রিপদী। নমস্তে শঙ্করী, শঙ্কর সুন্দরী, শিবা শাকম্ভরী শ্যামা। শিব সহচরী, মায়া মহোদরী, মাহেশ্বরী হররামা ॥ ত্রিতাপ হারিণী, ত্রিগুণ তারিণী, গুণময়ী গুণাত্মিকে। কৌষিকী কমলা, করালী বিমলা, অভয়া অম্বে অম্বিকে ॥ ভবে ভবরাণী, তরণী ভবানী, ভাবিনী ভাব মনোহরা। ব্রাহ্মণী রুদ্রাণী, কৌমারী সর্ব্বাণী, অভয়ঙ্করী শিবকরা ॥ শিব নিতম্বিনী, অবিষ্ট স্তম্ভিনী, সুরাসুর নরধাত্রী। অপর্ণা অন্নদা, সর্ব্বাণী শারদা, শিবে সর্ব্ব সিদ্ধি দাত্রী ॥ চামুণ্ডে চণ্ডিকে, নৃমুণ্ড মালিকে, নারায়ণী শিব দারা। শান্তি কান্তি করি, ক্ষমা ক্ষমঙ্করী, ত্রিলোক তারিণী তারা ॥ মহা মহেশ্বরী, প্রিয়ে প্রিয়ঙ্করী, শুভঙ্করী কপালিনী। জগত জননী মৃগাঙ্ক আননী, ভীমে নৃমুণ্ড মালিনী ॥ গিরীন্দ্র নন্দিনী, গিরিশ বন্দিনী গোমতী গৌরী গান্ধারী। গোপজ জননী, গজেন্দ্র গমনী, গীতা গোপেশ কুমারী ॥ গোবিন্দ ভগিনী, যোগেশ যোগিনী, দৈবকী গর্ভ স্রাবিনী। অনন্তে পর্শিয়ে, যোগে আকর্ষিয়ে, রোহিণী গর্ভে স্থাপিণী ॥ পরা পরায়ণী, দেবী দাক্ষায়ণী, দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী। অভীষ্ট নাদিনী, সুঘণ্টা বাদিনী, শুভে শ্মশান বাসিনী ॥ চণ্ডে চন্দ্রচূড়া, হরা ত্রিলোকরূঢ়া, মতি মেনকা দুলালী। প্রচণ্ডে চণ্ডিকা, অশিব খণ্ডিকা, ভদ্রকালী মহাকালী ॥ দানব কুম্ভিনী, দৈত্যেন্দ্র জৃম্ভিনী, ভৈরবী

বিজয়া জয়া। বল প্রমথিনী, মন্মথ মথিনী, মহিষ ঘাতিনী দয়া ।। মুনি জন্তু বন্ধু, নাগ নর পশু, পক্ষ পতঙ্গ পর্ব্বত। রাক্ষস কিন্নর, গন্ধর্ব্ব অপ্সর, সুরাসুর আদি যত ।। সজীব অজীব, ব্রহ্মানন্ত শিব, ধ্যান করে মা সর্ব্বতা। কৃপাদৃষ্টি করি, নিস্তার ভ্রামরী, তুমি পরম দেবতা ।। পরম ঈশ্বরী, তুমি সর্ব্বোপরি, শক্তিরূপা শিব সতী। আমি অতি দীন, ভজন বিহীন, শঙ্কটে ঠেকেছি অতি ।। নামের মহিমা, রাখ গো অসীমা, আশ্রিত পায় তোমার। নৃসিংহেরে দয়া কর গো অভয়া, ভণে শ্রীনন্দকুমার ।।

সন্ধিপূজারম্ভ।

ধুয়া। বিহরে কে সমরে, শবোপরে ভয়ঙ্করে, বিনাশে
অসুরে দেয় অভয় অমরে ।।

পয়ার। স্তব করি অম্বিকারে সুরথ নৃপতি। ভোগ দ্রব্য নিবেদিয়ে করিল আরতি ।। মঙ্গল বাজনা বাজাইয়া চণ্ডিকায়। অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ভূমে প্রণমিল রায় ।। ধ্যানে বৈসে নরপতি ভাবি মহেশ্বরী। মানসে দেবীর পদ হৃদিপদ্মে ধরি ।। পুরবাসি প্রতিবাসি যুবতী আছিল। মহাষ্টমী উপবাস সকলে করিল ।। উদ্যোগী সকলে হৈয়া ত্বরায় তখন। ব্রাহ্মণ ভোজন আদি কৈল সমাপন ।। কৌতুকে কৌশলে দিবা হৈল অবসান। কুমুদ বান্ধব উরে ভানুর প্রয়ান ।। নিত্য কৃত্য করি রাজা সন্ধ্যা সমাপিল। ভক্তিভাবে ভবানীরে আরতি করিল ।। বৈকালি সামগ্রী পিষ্টকাদি নিরূপণ। মূল মন্ত্রে দেবীরে করিল নিবেদন ।। ব্রাহ্মণেরে খাওয়াইল যত উপভোগ। পরে করে নৃপ সন্ধি পূজার উদ্যোগ ।। অষ্টমী নবমী সন্ধি মধ্যে বিভাবরী। পূজিবে তাহাতে দেবী চামুণ্ডা শঙ্করী ।। ভাগুরি কহেন মুনি কহ শুনি সার। কি প্রকারে সন্ধি পূজা কৈল অভয়ার ।। মার্কণ্ডেয় কহেন শুন হে দ্বিজবর। সন্ধির সময় উপস্থিত অতঃপর ।। পূর্ব্বমত নরপতি ষোড়শোপচারে। সাবরণ পূজা কৈল দেবী পরিবারে ।। চামুণ্ডার ধ্যান করে সুরথ রাজন। পদ্ধতির প্রমাণেতে আছয়ে যেমন ।। করাল বদনী কালী খট্টাঙ্গ ধারিণী। অসি পাশ খর্পরা নৃমুণ্ড হারিণী ।। ত্রিনয়নী মুক্তবেণী শশাঙ্ক শেখরা। দীগাম্বরা শুষ্ক মাংসা অতি ভয়ঙ্করা ।। আন্দোলিত আপাদ সরুধির রসনা। মুক্তে গলে রক্তধারা বিকট দশনা ।। এই ধ্যানে নিজ শিরে ফুল দিয়ে রায়। মানসে করিল পূজা দেবী চামুণ্ডায় ।। হৃদিপদ্মে বসাইল ভক্তি ভাবাবেশে। ভণে দ্বিজ কবিরত্ন নৃসিংহ আদেশে ।।

পূজা প্রকরণ।

রাগিণী ইমন। তাল খয়রা।

ধুয়া। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময়ী কে জানে কালীর মহিমা। বিধি নাহি
জানে, কি কহিবে আনে, পঞ্চমুখ যাঁর না পান সীমা ।।

পয়ার । ভাগুরি কহেন যা কহিলে চমৎকার । সন্দেহ হইল শুনে কহত বিস্তার ॥ প্রতিমায় দশভুজা রূপ অম্বিকার । ধ্যানে কৈল চণ্ডরূপা দেবী চামুণ্ডার ॥ প্রকার বুঝিতে নারি হইল সংশয় । সন্দেহ ভঞ্জন করি কহ মহাশয় ॥ মুনি মার্কণ্ডেয় কন শুন হে ব্রাহ্মণ । সন্ধি পূজা চামুণ্ডার হৈল যে কারণ ॥ যে কালেতে চণ্ডমুণ্ড রক্তবীজ নাশ । কাত্যায়ণী চামুণ্ডারে করিল আশ্বাস ॥ বর লও মনোনীত বাসনা যেমন । পুরাইব মনোগত শুনহ বচন ॥ শুনিয়া চামুণ্ডা অতি পুলকিতা হয় । চণ্ডীর নিকটে তবে বর মাগি লয় ॥ এই বর দেহ মোরে দেবী দশভুজা । তব ব্রত মধ্যে যেন আমি পাই পূজা ॥ তথাস্তু বলিয়া দুর্গা করিল স্বীকার । কাত্যায়ণী ব্রতে পূজা হইবে তোমার ॥ সপ্তমী অষ্টমী আর নবম কলায় । ত্রিভুবন মধ্যে পূজা করয়ে আমায় ॥ তিন পূজা নিরূপণে পূজে দশভুজা । অদ্যাবধি তব জন্যে হৈল চারি পূজা ॥ তিথিতে না পাবে পূজা শুন বরাননা । অষ্টমী নবমী সন্ধি যোগেতে অর্চ্চনা ॥ রঙ্কিণী গো রণোন্মত্তা দেবী রক্তপ্রিয়ে । রক্ত মাংসে পূজিবেক বলিদান দিয়ে ॥ বলি বিনে সন্ধিপূজা করিলে তোমায় । দুর্গোৎসবের অর্দ্ধ ফল নাহি পায় ॥ পরিতুষ্ট হবে তুমি প্রতি গো যাহার । মনোভীষ্ট সিদ্ধি আমি করিব তাহার ॥ নিশ্চয় কহিনু আমি অন্যমত নাই । অন্যথা যদ্যপি হয শিবের দোহাই ॥ এই বর চামুণ্ডায় দিল দশভুজা । অতএব সন্ধিযোগে চামুণ্ডার পূজা ॥ ভাগুরি কহেন পুনঃ সন্ধি গেল দূর । কোন পুরাণের মত কহত ঠাকুর ॥ মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে নাহিক প্রমাণ । দেবীর মাহাত্ম্যে আছে চামুণ্ডা আখ্যান ॥ চণ্ডমুণ্ড রক্তবীজ যে রূপ নিধন । বর দান নাহি তাতে আছয়ে বর্ণন ॥ মার্কণ্ডেয় ঋষি কন শুনহ প্রমাণ । নিগূঢ়-তন্ত্রে নিরূপণ এই বর দান ॥ কেন কর সন্দেহ হে ভাগুরি ব্রাহ্মণ । আমি যাহা কহিলাম নহে অকারণ ॥ দ্বিজ কয় সন্দেহ ঘুচিল মহামুনি । কিরূপে পূজিলা রাজা কহ দেখি শুনি ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী । গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

পূজাঙ্গ শুদ্ধি । শ্রীরাগ ।

ত্রিপদী । পূজা করে চামুণ্ডায়, সুরথ কলিঙ্গ রায়, আসনাদি করে নিবেদন । রক্তপুষ্প রক্ত আশ, রক্ত মাল্য রক্ত বাস, রক্ত ভূষা লোহিত চন্দন ॥ রক্তবর্ণ সমুদায়, পূজা কৈল চণ্ডিকায়, বিধিমতে ষোড়শোপচারে । ক্ষীরখণ্ড দধি ক্ষীর, কর্পূর বাসিত নীর, নিবেদিল বিবিধ প্রকারে ॥ পরে রাজা শুদ্ধ চিতে, লক্ষ বলিদান দিতে, সময় করিল নিরূপণ । দেবীর আছয়ে স্তোপ, সন্ধি-ক্ষণে হৈলে কোপ, তখনি দিবেন দরশন ॥ পুরোহিত নরপতি, কহিলেন এ ভারতি, শুনিয়া সুতপা তবে কয় । যা কহিলে বটে সার, কিন্তু সন্ধি পাওয়া ভার, তাহে চোট করা সাধ্য নয় ॥ অতি সূক্ষ্মকাল সেই, তাহে বলি কেবা দেই,

সন্ধি যোগ যোগ কে করিবে। যে শৃঙ্গে সর্ষপ স্থির, রহে যতক্ষণ ধীর, ততক্ষণে সময় রহিবে॥ ব্যতিক্রম হৈলে কাল, ভাল নহে মহীপাল, অষ্টমীতে যদি বলি হয়। তবে সাত জন তায়, পশুহত্যা পাপ যায়, নবমীতে প্রত্যবায় নয়॥ সুরথ নৃপতি কন, বধ ভাগি সাত জন, কেবা প্রভু কহ নিরূপণ। সুতপা কহেন রায়, উৎসর্গ যে করে তায়, দাতা আর যে করে ছেদন॥ আগে পাছে ধরে যারা, এই দুই পাপি তারা, আর যেবা করয়ে ভোজন। পুষেছিল যেই জন, বধভাগি তিনি হন, গণনায় এই সাত জন॥ সুরথ কহেন মুনি, আরবার বল শুনি, ব্যতিক্রমে পুর্ব্বে যদি পায়। পরে বলি যদি হয়, প্রকৃত সন্ধি সময়, তবে পাপ যায় কি না যায়। যদি বল নাহি যায়, তবে দেবী প্রতিজ্ঞায়, বেদবিধি সব মিথ্যা হয়। আছে শিবের বচনে, দুর্গাপদ দরশনে, অসংখ্য দুরিত হয় ক্ষয়। সন্ধিক্ষণে হৈলে বলি, দেখা দিবেন অচলী, আছে আজ্ঞা নাহিক সংশয়। সান্ধ করিয়া সন্ধান, দিব লক্ষ বলিদান, পুর্ব্বাপর ক্রমে দণ্ড ছয়॥ তার মধ্যে যদি হয়, বলি সন্ধির সময়, তবে পূর্ণ হবে অভিলাষ। শ্রীনন্দকুমার কয়, যদি তাহা নাহি হয়, তবে মোর সকলি নৈরাশ॥

বলি উৎসর্গ।

ধূয়া। কিবা সাধক ভূপাল ভূপালিকা আরাধনা করে।

পয়ার। শুনিয়ে সুতপা কয় যা কহিলে সার। ইহার উপরেতে উত্তর নাহি আর॥ কর আয়োজন রাজা লক্ষ বলিদানে। উৎসর্গ করহ বলি অতি সাবধানে॥ আনহ ত্বরায় লক্ষ বলি মহারাজ। সন্ধির সময় হৈল বিলম্বে কি কায॥ তৎক্ষণাৎ নরপতি আনায় সকল। উষ্ট্র গাধা ঘোড়া মেষ মহিষ ছাগল॥ সরভ গান্ধার আর গন্ধ মৃগগণ। শোরাকস বনরুহ গণ্ডার বারণ॥ শশক সজার শ্বান শূকর নকুল। মার্জ্জার মূষিক মৃগ কটাশ শার্দ্দূল॥ ভাল্লুক ভোঁদর ভাব চামরী চমর। আনে আর কতক জুটিয়া জলচর॥ কত মীন রোহিত কাতে বা মিরগাল। কালিবস বোয়ালি মাগুর শলি শাল॥ ইলিষ ছেলেঙ্গে বাচা বাটা আড়ি আর। কইভোলা কাঁটাফলি ভাঙ্গন কাঠার॥ বাম্নি বাগুকল একাচিম্ব বারিকল। হাঙ্গর কুম্ভির আর ঘড়েল সকল॥ জলচর বনচর এই উক্ত সার। অতঃপর ব্যোমচর আনে উক্ত আর॥ হংস কাক কঙ্ক চক্রবাক চক্রবাকী। পেচক পায়রা হরিতাল ডাকপাখি॥ কোকিল চাতক শিখি কুকুড়া শারস। ডাহুকি দাত্যূহ কিঙ্গা সরাল ডাঁড়শ॥ কাকাতুয়া হিরামন তোতা এ চন্দনা। তুরি মুরি শারি শুক কতেক ময়না॥ হাড়গিলা পানকৌড়ি বক চিল আর। মাছরাঙ্গা কোরর শকুনি পরিবার॥ দৈয়াল বাবুই পাতকুনা কাদাখোঁচা। হাড়ার শিকিরা রাজকৌরি কালপেঁচা॥ বুলবুল বসন্ত

কোকিল আর টিয়া। উক্ত জন্তু বলিদানে এই কয় নিয়া॥ প্রত্যেক হাজার গণি লইল রাজন। নব্বুই হাজার হাতে হইল পূরণ॥ স্নান করাইয়া সব স্তম্ভেতে বান্ধিল। আনন্দে অযুত বলি মানসে চিন্তিল॥ দশ হাজার নরবলি দিব মার কাছে। প্রস্তুত সে সব বলি নিকটেতে আছে॥ আমার আছিল ভৃত্য প্রায় মন্ত্রিগণ। মোর নুন খেয়ে কৈল আমারি হিংসন॥ মনেতে হইল পূর্ব্ব কৃত অপমান। তাসবারে দিব লক্ষ মধ্যে বলিদান॥ এত বলি মন্ত্রিগণে আমাত্যের সনে। স্নান করাইয়া আনি বান্ধিল যতনে॥ মন্ত্রিগণে বলে রাজা এ কোন বিচার। রাজা কয় পূর্ব্বের শুধিব আজি ধার॥ আর ধরে আনে রাজা হুঁড়ীপ সকলে। বান্ধিল জিঞ্জির দিয়ে হস্ত পদ গলে॥ শ্রীযুত নৃসিংহদাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী॥

বলিদান।

ধুয়া। কালীজয় করাল বদনার জয় বারেক বদনে বলরে।
যাবে যমভয় চিন্তা চিন্তামণি পুরে চলরে॥

পয়ার। শুদ্ধভাবে সুরথ ভাবিয়ে হরপ্রিয়ে। বলির কপালে দেয় সিন্দূর লেপিয়ে॥ বিধিমতে পূজে রক্তপুষ্প মালা দিল। পশু মন্ত্রে বলি কর্ণে গায়ত্রী জঁপিল॥ নৈবেদ্যাদি নিবেদিয়ে করিল প্রণতি। পরে খড়্গ আরাধনা করে নরপতি॥ সিন্দূর লেপিয়ে দুর্গা বীজ লেখে তায়। পূজা করে বেদবিধি মন্ত্রের দ্বারায়॥ বলিগ্রীবে খড়্গ ছোঁয়াইল একবার। খড়্গ বলি নাটশালে আনে পুনর্ব্বার॥ আপনি ধরিয়া অসি পুণ্য নরবর। বলিদান করিবারে হইল তৎপর॥ ধূপ ধুনা গুগ্গুল ধুমায় অন্ধকার। জ্বলিছে ধুনচি শত বাওয়াম হাজার॥ হুলু দেয় রামাগণ আনন্দিত মন। করে শতশত শ্বেত চামর ব্যজন॥ গলবস্ত্রী সর্ব্বজন দেয় করতালি। ডাকে দক্ষযজ্ঞহরা ঘোরা ভদ্রকালী॥ নিস্তব্ধ হইয়া সবে দুর্গাপানে চায়। রক্ষ২ বিশ্বেশ্বরী রক্ষ মহামায়॥ পুরোহিত কুশে গঙ্গাজল ক্ষেপ করে। প্রত্যেক বলির স্কন্ধে দিল গঙ্গা সরে॥ কদলির দলে লক্ষ খর্পর রাখিল। বেদমন্ত্রে চণ্ডিকার প্রার্থনা করিল॥ দুর্গা২ বলি রাজা হইল বিহ্বল। প্রথমে বাছিল কালো যতেক ছাগল॥ ভাবিয়ে ভবানী অসি আঘাত করিল। শীরখণ্ড ভিন্ন রক্ত খর্পরে পড়িল॥ বাজে বাদ্য বলিদানে তাসা ঢাক ডঙ্ক। রণবাদ্য উক্ত কাড়া পড়া জগঝম্প॥ অতঃপর অবিরত চোট করে রায়। অবিশ্রাম অন্ধকার ধুনার ধুঁয়ায়॥ ক্রমে ক্রমে বলি দেয় আহিক অবধি। শোণিতে প্লাবিত প্রায় স্রোতে বহে নদী॥ হৃদয় অবধি সবে শোণিতে ভাসিল। মানসে ভূপতি মাকে রক্ত নিবেদিল॥ চোট করে নরপতি আহিক বিশ্রাম। ভণে কবিরত্ন মায় দুলুকেতে ধাম॥

কাত্যায়ণীর অধিষ্ঠান।

মঙ্গল রাগেন গীয়তে।

ত্রিপদী। তবু বলি করে রায়, শোণিতে ডুবিল কায়, নর বলি দেয় চোট চাটে। রক্ত বহে যেন জল, দেখা নাহি যায় স্থল, চণ্ডির পিরীতে পশু কাটে॥ রাজার নাহিক বুদ্ধি, বলিতে মানস শুদ্ধি, ভদ্রাভদ্র জ্ঞান হৈল লোপ। পূর্ব্ব স্কৃতির যোগ, খণ্ডিল অশুভ ভোগ, সন্ধিতে হৈল এক কোপ॥ লৌহ খড়্গ স্বর্ণ হয়, ভূপতির ভাগ্যোদয়, সন্তুষ্টা হইলা ভগবতী। ভূপতির গেল পাপ, খণ্ডিল মনের তাপ, যেই কর্ম্ম করিল সম্প্রতি॥ বলিদান সাঙ্গ হয়, খড়্গ দেখি সবিস্ময়, সকলে বলিছে ধন্য ধন্য। ভালরে ভালরে ভাল, কিবা সাধক ভূপাল, প্রকাশ পাইল কিবা পুণ্য॥ দুর্গা দুর্গা বলি সবে, রাজারে প্রশংসে স্তবে, নৃত্য গীত করে সর্ব্বজনে। রক্ত শীর্ষ নিবেদিল, ভূপতি স্তব করিল, কৈলাসে জানিল তারা মনে॥ বিজয়ারে সঙ্গে করি, মনোরঙ্গে মহেশ্বরী, উত্তরিলা হইয়া সত্বর। যে খানে করিঙ্গ রায়, স্তব করে অম্বিকায়, সবিনয়ে গললগ্নী বাসে। অধরে পড়িয়া ধরা, কৃপা কর পরাৎপরা, ইহা বলি নেত্র লোহে ভাষে॥ আমি অতি গতি হীন, ভক্তিপথে উদাসীন, ক্রিয়া হীন দীন সমাবেশ। কৃপা কর নিজ গুণে, অভাজন অনিপুণে, নাহি ভক্তি ভজনের লেশ॥ মূঢ়মতি অতিশয়, আমা হৈতে কিবা হয়, কিবা জানি করিতে অর্চ্চনা। গঙ্গাজল বিল্বদলে, সঁপিব চরণ তলে, এই মাত্র মনের বাসনা॥ সুরথ সুধির স্থির, স্তব করে পার্ব্বতীর, দুনয়নে বহে জলধারা। দেখিয়া কাতর তারে, বাক্য না কহিতে পারে, কৃপান্বিতা হইলেন তারা॥ প্রতিমা দোলায়ে মায়া, ধরিলা অম্বিকা কায়া, মহিষ মর্দ্দিনী দশভুজা। সকল সগণ সঙ্গে, বারি হৈলা দেবী রঙ্গে, যেই রূপে প্রতিমায় পূজা॥ ভকত বৎসলা মাতা, হইলেন বরদাতা, প্রত্যক্ষ দেখিলা নরপতি। ব্রহ্মতেজ অঙ্গ আভা, মধ্যাহ্নক কোটি প্রভা, নয়ন না ধরে হেম জ্যোতি॥ মুর্চ্ছিত হইয়া রায়, ক্ষণেকে চেতন পায়, প্রণমিল পড়ি ধরাতলে। দেবী করে ধরি তোলে, বসাইল নিজ কোলে, অঙ্গ ধুলা ঝাড়েন অঞ্চলে॥ গললগ্নীকৃত বাসে, সজল নয়নে ভাসে, স্তব করে সুরথ রাজন। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, রাখ গো চরণ পাশে, দ্বিজ কবিরত্ন বিরচন॥

অথ স্তব।

মিশ্রতিছন্দঃ। কালিকে কমলে কৌশিক করালে। কাশীনাথ প্রিয়ে মুণ্ডপাল মালে॥ ৬॥ কৃপাণী কপালি কালী কাত্যায়ণী। কাল হারিণী তারিণী দাক্ষায়ণী॥ ১৩॥ খড়্গিনী খর্পরা খল খর্ব্ব করা। খগেশ বাহিনী ভুমি জ্যোতি ধরা॥ ১৯॥ গেটক ধারিণী স্থিত খর্পধরা। স্খলিত চিকুরাচ্ছন্না খরতরা॥ গীতা গান্ধারি গৌরী গিরিজা জয়া। গণেশ জননী গতি মুক্তি

গাঁয়া ॥ ৩২ ॥ গোমতী গিরিজা গঙ্গা গয়েশ্বরী। গতিনাথ গৃহিণী গো গোদা-
বরী ॥ ৩৮ ॥ ঘমরূপা ঘোরবারে ঘোর বেশী। ঘন ঘণ্টা বাদিনী ঘোষন
কেশী ॥ ৪৪ ॥ ঘোরবর্ণা ঘোরাণী অঘোর ঘরণী। ঘোর ঘণ্টা ঘটারিত্রা ঘব-
ৰ্ণী ॥ ৫০ ॥ চণ্ডমুণ্ড হারিণী চণ্ডনারিকে। চরাচর গতি চেতন দায়িকে। ৫৪।
চণ্ডিকে চামুণ্ডে চণ্ডা চণ্ডরূপে। চতুর্ব্বর্গ দায়িনী চতুরানুপে ॥ ছলাবতী ছল
ছন্ন দৈত্যকরা। ছায়ারূপে ছদ্মবেশে ছিদ্র ধরা। ॥ ৬৬ ॥ ছত্র রূপিণী রক্ষিণী
অস্থিমালে। ছাব ছত্রে কোটি শোভা রক্ত ভালে ॥ ৭২ ॥ জগদ্ধাত্রী জয়া
জগর্ত তারিণী। জগদম্বিকে জননী নিস্তারিণী ॥ ৭৮ ॥ জগদীশ্বরী জিতা জয়
দায়িনী। জগজনে গতি গণ বিধায়িনী ॥ ৮২ ॥ ঝটিত ফল দায়িনী শিবকরা।
ঝাঁটি পুষ্প প্রিয়া ঝনঝাট হরা ॥ ৮৬ ॥ ঝনঝনা ঝন ঝাঁঝ ঝঙ্কারিনী। ঝন ঝন
ঝরে ঝকড়া বারিণী ॥ ৯০ ॥ টঙ্কা ঘাতিনী টঙ্কাটি টঙ্কারিণী। টলটলায়িত
ধরিণী ধারিণী ॥ টাটেশ্বরী টান দিয়ে পার কর। টন কেশী টালে টাল দুঃখ
হর। ৯৬। ঠাকুরাণী ঠকে মার ঠার ঠোরে। ঠনঠনী গর্দিনী নিস্তার মোরে। ১০০
ঠাট কারিণী ঠকেছি ঘোর ঠাটে। ঠাটে কলিঙ্গ ভূপ কটক কাটে ॥ ডমরু
বাদিনী ডাকিনী কালিকে। ডঙ্কা বাদ্য কারিণী হিম বালিকে ॥ ১০৪ ॥ ডর
নাশিনী ঈশানী রক্ষ ভীমে। ডরিয়া ডাকি পাকে ডাকে অহিমে ॥ ১০৮ ॥
ঢাকুরেশ্বরী ঢঙ্গ নাশিনী মাতা। ঢেমচা বাদিনী পর ঋদ্ধি দাতা ॥ ১১২। ণকার
রূপিণী ণভবণ্ডাকিনী। না জানি স্তুতি নাত রোগত্রাবিনী ॥ ১১৬ ॥ তারা ত্রাণ
কারিণী ত্রিতাপ হরা। ত্রিগুণ ধারিণী ভবে ত্রাণ করা ॥ ১২১ ॥ থর থর ভরে
কালী কাঁপে তনু। স্থির কর তারিণী গিরীশ জনু ॥ ১২৪ ॥ দেবী দুর্গা দয়া-
ময়ী দুঃখ হবে। দুরা দুর্গ দুর্গা দুর্গমে দুস্তরে ॥ ১২৮ ॥ ধরাধর তনয়া ধরা
ধারিণী। ধীরা ধীর প্রিয়া অধীর হারিণী ॥ নারায়ণী নিশুম্ভ নাশিনী শিরে।
নকুল প্রিয় নন্দিনী নিম্ন নীরে ॥ ১৪০ ॥ পরামেশি পরাৎপরা পারাবারে।
পার্ব্বতী পার কর পাপে আমারে ॥ ১৪৩ ॥ ফণি পাশধরা ফলদাত্রী লোকে।
ফলিনি ফলকা সুখি কর শোকে ॥ ১৪৪ ॥ বিধি বন্দিনী বিশ্বেশি বিশ্বোদরা।
বিধি বিষ্ণু বিরিঞ্চি ত্রিগুণ ধরা ॥ ১৫১ ॥ ভ্রামরি ভ্রামিনী ভবানী এভবে।
ভয় হারিণী রক্তপদ পল্লবে। ১৫৫। মহেশ্বরী মাহেশ্বরী মুণ্ডমালে। মহিষ
মর্দ্দিনী মন্দ সিন্দূর ভালে। ১৬০। যশোদা নন্দিনী যশোদা বিজয়া। যোগেশ
যমুনা জাম্বুকি অভয়া। ১৬৭। রক্ত রক্ত রঙ্গিণী রুদ্রাণী শ্যামা। রুধির প্রিয়া
রঙ্গিণী রঙ্গ রামা। ১৭৩। লোহংরসনা লোক তারিণী। লোকনাথ নারি
ত্রিলোক ধারিণী। ১৭৭। বিশ্বেশ্বরী বিশ্বমাতা বিশ্বোদরী। বাসবিবাসলি হরা-
ভয় করি। ১৮৩। শিবে শিব করা শিবানী শঙ্করী। শুভঙ্করী শবারূঢ়া শাক-
ম্ভরী। ১৯০। ষড়াক্ষর রূপে ষট্পদ ক্ষত্রী। ষড়ানিনী ষষ্ঠী ষড়ানন মাত্রী। ১৯৪

সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্বময়ী সর্ব্বকরা। সর্ব্বেশ্বর জায়া শশাঙ্ক শেখরা॥ হলবর্ণ রূপা হরক্লেশ সম। হররাণী সয়ী প্রকৃতি অধম। ২০২। ক্ষীণে ক্ষেমঙ্করী চাহনা ফিরিয়ে। ক্ষুব্ধে সুখ কর ক্ষিতি ভার নিয়ে। ২০৪। ক্ষুণ্ণাশিনী ক্ষিরাশিনী সর্ব্ব ভূতা। ক্ষুণ্ণজনে তার ক্ষিতিধর সুতা। ২০৭। ক্ষীণ করে কে ক্ষেমে জননী বিনে। ক্ষমারূপে ক্ষম কবিরত্ন দীনে॥

দেবীর বরদান ও সুরথের প্রার্থনা।

ধুয়া। "সদয়া হইয়া দিনের প্রতি চাওগো বারেক নয়ন কোণে॥

পয়ার। স্তব করে সুরথ নয়নে বহে ধারা। আশুতোষ প্রিয়া আশু দয়াম্বিতা-তারা॥ সহজে প্রকৃতি অতি সদয় হৃদয়। সুরথের কষ্ট আর প্রাণে নাহি সয়॥ দেখিয়া কাতর তারে কাতরা কালিকে। সুরথে সম্বোধি কন ভূধর বালিকে॥ আর না ভাবিহ দুঃখ সুরথ রাজন। হৈয়েছি প্রসন্না তোরে বরের কারণ॥ বহু ক্লেশ পাইয়া পূজা কৈল যথোচিত। তাহাতে আমার মন হইল কম্পিত॥ তুমি মোর প্রাণ বাছা ভক্ত শিরোমণি। তোমারে স্পর্শীয়ে হৈল পবিত্র অবনী॥ গুণাকর পুত্র মোর গণেশ কার্ত্তিক। তুমিও হইলা পুত্র তাহার অধিক॥ ঋণি কৈলে মোরে রাজা সভক্তি বোধনে। নহিব সমর্থ আমি এ ঋণ শোধনে॥ আর কি এমন দিব দেখিতে না পাই। আয়রে করিয়া কোলে জীবন জুড়াই॥ সুরথের দুঃখে অতি আর্দ্রচিত তারা। ভক্তের বৎসলা ঝরে ত্রিনয়নে ধারা॥ পুত্রভাবে ভবরাণী কোলে নিতে যায়। কৃতাঞ্জলি হইয়ে কহিছে নররায়॥ ও কোলের যোগ্য নহি নহি ভাগ্যবান। পদাম্বে নখর প্রান্তে দেমা তারা স্থান॥ পদরজ দিয়ে কালী কর আপ্যায়তি। যাহা হিরণ্য গর্ভার অতি সুবাঞ্ছিত॥ বিষয় বাসনা মনে করেছি কিঞ্চিৎ। অভিলাষ এই দুই কর মা পূর্ণিত॥ শুনিয়া শঙ্করী কন চিন্তা কি এখন। আজি তোরে প্রদান করিব ত্রিভুবন॥ ইন্দ্রাদি দেবতা তোর অনুগত হবে। ত্রিলোকের রাজা হৈলে বাঞ্ছাপুরে তবে॥ সুরথ কহেন মাতা কায কি তাহায়। কিঞ্চিৎ এমন দাও উপকার যায়॥ অতি অল্প ধরাখানি উদয়াস্তাচল। তাহাতে বিস্তর জ্ঞান পাইলে সকল॥ দেবী কন এই জন্যে এত আকিঞ্চন। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া কল কি এমন॥ রাজা কয় বিস্তর বাসনা মোর নাই। কর্ণাট রাজার রাজ্যে স্থর যেন পাই॥ শুনিয়া শঙ্করী কন শুন হে রাজন। উদয়াস্তে রাজা হবে নহে অসাধন॥ কর্ণাটের কথা আমি বলিতে না পারি। নিত্য পূজা করে মোরে কর্ণাটাধিকারি॥ পরম ভকত মোর ভক্তি করে অতি। অধিষ্ঠানে আছি আমি তাহার বসতি॥ সকল পাইবে তার রাজ্য পাবে নাই। রাজা কহে তবে অন্য বর নাহি চাই॥ কান্দে রাজা ধরাতলে পড়িয়ে তখন। দেখিয়া দেবীর হয় সকাতর মন॥ করে ধরি তুলি তারে কোলে বসাইল। নিজাঞ্চলে গাত্র ঝাড়ি মুখ মুছাইল॥

বলে আর শোক না করিহ মহারাজ। কর্ণাট হইতে জয়ী কর এই কায॥ যুদ্ধকালে সাত দিন কর চণ্ডীপাঠ। শুভক্ষণে হৈলে আমি ছাড়িব কর্ণাট॥ বর দিয়া প্রবোধ করিয়া অবশেষ। স্বগণ সহিত কৈলা প্রতিমা প্রবেশ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী॥

নবমী পূজা।

ত্রিপদী। পুলকিত নররায়, পূজা করি অম্বিকায়, ভোগ দ্রব্য কৈল নিবেদন। তাম্বূলাদি দিয়ে আর, নির্ম্মঞ্ছিল তিনবার, সন্ধীপূজা হৈল সমাপণ॥ নৃত্য গীতে নিশা যায়, ব্রহ্ম মূহূর্ত্তেতে রায়, কৃত নিত্য ক্রীয়া সাঙ্গ করি। পুরোহিত লয়ে সঙ্গে, জাহ্নবী সলিলে রঙ্গে, স্নান কৈল স্মরী মহেশ্বরী॥ প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপীল, পূর্ব্বদিক প্রকাশিল, উদিত হইল দিবাকর। ভূপতি আনন্দে ভাবি, আপন আলয়ে আসি, মার্জ্জনা করাইল পুজা ঘর॥ পুরোবাসি যত জন, স্নানে হৈল শুদ্ধ মন, পূজা দ্রব্য কৈল আয়োজন॥ নৈবেদ্য কুসুম গন্ধ, বসনাদি নানা বন্দ, প্রস্তুত করিল প্রকরণ॥ কন্যা লগ্নে নরপতি, অর্চ্চিবারে হৈমবতী, শুভক্ষণে নবমী সময়ে॥ সুতপা ব্রাহ্মণ সনে, বসিলেন কুশাসনে, দেবী তত্ত্ব চিন্তিয়ে হৃদয়ে॥ দন্তকাষ্ঠ নিবেদিল, বস্ত্রে মুখ মুছাইল, দর্পণে দেবীরে নাওয়াইল। সঙ্কল্পে পাড়িল ঋদ্ধি, ভূতাশন কৈল শুদ্ধি, ব্যাস আদি সমাপ্তি করিল॥ অনুক্রম সমুদয়, অনুভবে গুণময়, ধ্যান করি পূজিল তারায়। আর যত আবরণ, পূজা করিল রাজন, বলি দিয়ে তোষে অভয়ায়॥ সুরথ নরেন্দ্র রাট, কৈল স্তুত চণ্ডীপাঠ, অন্নাদি করিল নিবেদন। সভক্ত প্রণয়ে অতি, হোম করে মহামতি, স্থাপিয়ে বরদ হুতাশন॥ সাজ্য তিল বিল্লদল, প্রাদেশে মার্জ্জনে জল, আহুতি দিলেন মূল মন্ত্রে। সমাপিল কুসণ্ডীকা, ধ্যান করিয়া চণ্ডীকা, দক্ষিণান্ত কৈল বেদ তন্ত্রে। দেবী নৈরাশ হইলা, অনুকম্পা সম্বরিলা, পুজালয় হইল উদাস। শূন্য হৈল সর্ব্বদিক, দুঃখ হৈল মর্ম্মান্তিক, আচানক জন্মিল হুতাশ॥ আঁখি করে ছল২, চারি ধারে বহে জল, সুরথের শোক হৈল অতি। নিস্পন্দ হইল দুঃখে, বাক্য নাহি সরে মুখে, মৃত কল্প প্রায় নরপতি॥ এইরূপে দিবা যায়, ভানু অস্তাচলে যায়, উদয় হইল নিশাকর। সুদুঃখিত নরপতি, কৈল চণ্ডির আরতি, জলপানি দিলেন সত্বর॥ পুরোবাসি লোক যত, প্রেমানন্দে উনমত, আরম্ভিল রসে নৃত্য গান। সে সব রঙ্গে রাজার, মন নাহি লাগে আর, ভাবি শোকে সকাতর প্রাণ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে, কাত্যায়নী যারে সহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী॥

সুরথের নবমী নিশিতে করুণা বিলাপ।

রাগিণী বিভূতি। তাল আড়া।

ধূয়া। কি হলো নবমী হলো অবসান। এখনি যাইকে
উমা লয়ে মোর প্রাণ ॥ রব দেয় পিকগণ, উদয় হলো
তপন, নীরে কমল প্রকাশিল শশির পয়ান ॥

পয়ার। প্রবর্ত্ত হইল নিশি অর্দ্ধেক যখন। অতি শোক উপস্থিত হইল তখন ॥ অম্বিকার মুখ হেরি সুরথ রাজন। দুনয়নে বহে জল শোকাকুল মন। কি হলো আমার দশা মরি হায়২। প্রভাতে পলাবে উমা ত্যজি অভাগায়। তিন দিন আনন্দে ছিলাম অতিশয়। প্রমাদ ঘটিবে নিশি প্রভাত সময়। এইরূপে অধৈর্য্য হইয়ে রাজা কান্দে। পাগলিনী প্রায়রাণী কেশ নাহি বান্ধে। শোকাকুলা মহিষী খলিয়া পড়ে বাসে। অকলঙ্ক মুখশশী চক্ষু জলে ভাসে। হায়২ কি হবে কিহবে হায়২। এ আনন্দে বিচ্ছেদ কেমনে সহা যায় ॥ এলে উমা দুঃখিনীরে অনুকম্পা করি। আনন্দ উৎসব উমা এ তিন সর্ব্বরী ॥ মুখ হেরে বুক কাটে বাব্য নাহি সবে। কালিকার মুখ চেয়ে রহিব মা ঘরে ॥ কেমনে যাইবে ঘরে বল মা শঙ্করী। কালী হৈতে হবে মোর দিনে বিভাবরী ॥ আলো করিবে মা গিয়ে শঙ্করের ঘর। দিবসে আন্ধার হবে অভাগীর ঘর ॥ কোন বিবেচনা তারা পাষাণ তনয়া। দয়াময়ী হইয়ে হরিবে মায়া দয়া ॥ সুরথে কহিছে রাণী শুন মহারাজ। প্রভাতে যাইবে উমা হইল কি কায ॥ সহিতে না পারি দুঃখ প্রাণ বলে যাই। উমার বিচ্ছেদে দেখি প্রাণ রবে নাই ॥ এখন আছয়ে মনে নিশি অবসাদ। যাবে২ আছে ভাল প্রভাত প্রমাদ ॥ বিনাইয় কান্দে রাণী পড়িয়ে ধুলায়। উথলিল শোকসিন্ধু ভাষে নরবুয়ে ॥ প্রকৃতি পুরুষ দোঁহে সমাকুল দুঃখে। হা দুর্গা হা দুর্গা বই অন্য নাহি মুখে ॥ বলে হায় এ নিশি পোহায়ে কায নাই। দীর্ঘনিশি হকু উমা হকু এই ঠাঁই। কান্দিতেং নিশি হৈল অবশান। রব দেয় পিকগণ কুকুট নিশান ॥ উদয় ভাস্কর পূর্ব্বদিক পরকাশে। কবিরত্ন কহে রাজা রাণী শোকে ভাসে ॥

বিজয়া দশমী।

করুণা রাগেন গীয়তে।

ধুয়া। কেমন করে কহিছ উমা যাব শিব সন্নিধানে।
তুমি যাবে নিকেতনে, ও মা বরাননে,মেনকা জননী তোর
মরিবে প্রাণে ॥

পয়ার। কান্দে রাণী শোকেতে হইয়া সমাকুল। মা সম্বরে অম্বরে নাহিক বান্ধে চুল ॥ বিধাতা করিল একি শিরে বজ্রাঘাত। কি হলো নবমী নিশি হইল প্রভাত ॥ অচেতন্য হয়ে রাজা ধূলাতে লোটায়ে শোকেতে মূর্চ্ছিত

আঁখি মিলে নাহি চায় ।। রাজা রাণীর শোকেতে করিছে সবে শোক। আবাল বনিতা বৃদ্ধ কান্দে যত লোক।। অম্বিকার মুখ হেরি হেরি সর্ব্বজন। উথলিল শোক-সিন্ধু ঘোরে দুনয়ন।। গড়াগড়ি যায় পড়ি দুর্গা দুর্গা বলে। ধূলি হৈল কর্দ্দম গলিত আঁখি জলে ।। রাজা রাণী বিলাপ করিয়া কয় তবে। সুপ্রভাতা রজনী হইল আজি ভবে ।। দেখিবে উমাকে আজি ত্রিনয়ন ভরি। আনন্দ বিচ্ছেদে ঘোর দিবসে সর্ব্বরী ।। রাজপুরে হায় হায় এই মাত্র রব। পুরবাসী পুরকন্যা নিরানন্দ সব ।। সুখী ছিল আনন্দময়ীর আগমনে। সে সুখে বিচ্ছেদ হৈল উমার গমনে ।। দুঃখ হয় যথোচিত নিরানন্দ মন। স্মরিয়া২ ইহা কান্দে সর্ব্বজন ।। কি করিলে ওমা উমা ছাড়িবে কেমনে। দয়াময়ী হয়ে দয়া না ছাড়িও মনে ।। রোদন আছিল মাত্র মার্জ্জনা করিল। ক্ষণেক ভূপতি স্তবে মৌনেতে রহিল ।। সুতপা কহেন আসি পূজা হেতু ত্বরা। কি হবে ভূপতি বল মিথ্যা শোক করা ।। রাখিতে নারিবে মাকে শুন নরপতি। থাকিবার নন উমা দেবী ইচ্ছাবতী ।। তোমার কি সাধ্য রাখ না জান তদন্ত। অন্যাপরে কা কথা না পারিল হেমন্ত ।। মেনকার কান্দিয়ে ঝুরিল দুনয়ন। তারি বশ না হইলা তুমি কি এমন ।। দ্বিজ বাক্যে শোক রাজা কৈল নিবারণ। স্নানে যান দ্বিজ সঙ্গে ক্ষত্রিয়কুল ।।

দেবীর বিসর্জ্জন।

ত্রিপদী। শোক নিবারণ করি, স্মরি মনে মহেশ্বরী, সুরথ করিল স্নানদান। করি অভীষ্ট স্মরণ, বন্দি গুরু দেবগণ, সন্ধ্যাহ্নিক কৈল সমাধান ।। শুদ্ধ চিত্তে নরেশ্বর, গৃহে আসি তদন্তর, পূজালয়ে করিল প্রবেশ। বেদাচারে নরপতি, অম্বিকারে করি নতি, পূজিবারে হইল আবেশ ।। দন্ত কাষ্ঠ নিবেদিল, চণ্ডিকারে নির্ম্মছিল, পরে পূজা আরম্ভ করিল। পূর্ব্বমত আচরণে, পূজা আদি সমাপনে, সংক্ষেপেতে সবারে অর্চ্চিল ।। দিয়ে মান ভক্ত বলি, হৈয়া রাজা কৃতাঞ্জলি, স্তব করি তোষে ভূতগণে। বিকচ কমল দল, আঁখি হৈল ছলছল, মনোযোগ কৈল বিসর্জ্জনে ।। অম্বিকার আগে রাজা, আনি দিল অষ্ট ভাজা, দধী কড়মা কৈল নিবেদন। গলবাসে যুড়ি কর, নরপতি সকাতর, ক্রিয়া সাঙ্গে করিছে স্তবন ।। বিধি হীন ক্রিয়া হীন, ভক্তি হীন অতি দীন, ক্ষীণ জনে পূজিয়া শঙ্করী। তোমার প্রসাদে তূর্ণ, সে সব হইল পূর্ণ, কৃপাদৃষ্টি কর মহেশ্বরী ।। এই বাক্য সমাপিল, যোনি মুদ্রা দেখাইল, ঈশান করিয়া নিরীক্ষণ। নির্ম্মাল্য বাসিনী রাজে, পূজে রাজা যোকলাপে, নির্ম্মাল্যেতে ঘটেতে তখন ।। ক্রমস্থ হইয়া রাজ, বিসর্জ্জন অন্তরাজ, দুনয়নে বহে বারিধারা। সংহার মুদ্রায় তুলে, নতুবা করাঙ্গুলে, যদি দেবী অন্তর্দ্ধান তারা ।। ঈশানেতে তেজবিন্দু, ঘট

কিছু বলাইল, উমার হুতাশ রাম মনে। কান্দিছে সুরথ রায়, শোকে শীর্ণ হৈল কায়, বিরলেতে কবিরত্ন ভণে ॥

দেবীর বিদায়। করুণোক্ত।

ধুয়া। আমি কেমন করে বল উমায় করিব বিদায়। থাকিতে জীবন যাও বোল উমায় বলিতে বদনে নাহি বাহিরায় ॥

পয়ার। সকাতরে সুরথ ভূপতি সযতনে। বিনয়ে কহিছে মায় ধরিয়ে চরণে ॥ জয় জয় জগদম্বে জয় মহাশয়ে। জগত অপরাজিতে জিনে লোকত্রয়ে॥ বিজয়ে ক্ষুৎ পিপাসার্ত্তি হরণ কারিণী। জয় ভক্তবৎসলে ত্রিভুবন তারিণী ॥ জয় কালী কালরাত্রি চামুণ্ডে চণ্ডিকে। রুধির প্রিয়ে প্রচণ্ডে অসুর খণ্ডিকে ॥ কপালিনী শিবে দুষ্টা দুষ্ট কল দাত্রী। জয় সিদ্ধ যোগিনী ভবানী ভবধাত্রি ॥ মহিষ মর্দ্দিনী মা জয়দে মহামায়ে। জয়২ চণ্ডমুণ্ড হরা হরজায়ে ॥ রক্তবীজ শুম্ভ নিশুম্ভাদি বিনাশিনী। প্রচণ্ড নায়িকে বিন্ধ্যাচল নিবাসিনী ॥ মম্বালয় ছাড়ি মাতা করহ গমন। পূর্ণ কর অভিলাষ মা হও কৃপণ ॥ করহ গমন দেবী করহ গমন। সর্ব্ব লোক হিতে কর পুনরাগমন ॥ পিনাকি হর বক্ষেতে চামুণ্ডে সদয়ে। করহ গমন কালী আপন আলয়ে ॥ স্বস্থানে গমন কর দেবী দুর্গা হরা। জগত জননী দুর্গে সর্ব্ব শান্তি করা ॥ পুনরাগমন কর ত্রৈলোক্য পূজিতে। পুনরাগমন কর বৎসর অতীতে ॥ শৈলরাজ সুতে দেবী জগন্নিস্তারিণী। প্রীতা ভব মহামায়া লোক হিতাসিনী ॥ দৈত্য দর্পহরা দুর্গে যাও নিজ ঘর। পরম স্থানেতে যথা আছেন শঙ্কর ॥ সকল দেবতা সনে করহ গমন। লয়ে লক্ষ্মী সরস্বতী গুহ গজানন ॥ উঠ২ দেবী দুর্গে চামুণ্ডে অভয়ে। কল্যাণ করিয়া যাও অকৃতি তনয়ে ॥ পরস্থান ছাড়িয়া আপন স্থানে যাও। অষ্ট শক্তি সহ সদা মোর শুভ গাও ॥ আমি হে করিনু পূজা পূর্ণ কর তায়। ত্রজ স্রোত জলে তিষ্ঠ গৃহে মহামায় ॥ এই স্তব বলিয়া সুরথ নররায়। আর না বলিতে পারে প্রাণ বাহিরায় ॥ কণ্ঠরোধ হৈল চক্ষে বহে বারি ধারা। আর না বলিতে পারি যাও২ তারা ॥ পুরবাসী যত জন কান্দি উতরোল। রোদনের ঘটায় ঘটিল মহাগোল ॥ শ্রীনন্দকুমার গায় মধুরস গান। কি সাধ্য হইতে স্থির না হয় পাষাণ ॥

দর্পণে দর্শন। জলে বিসর্জ্জন ও স্তব পাঠ।

রাগিণী ললিত। তাল আড় খেমটা।

ধুয়া। ওগো দীন দয়াময়ী করুণা। আর হলো না ভবে এ বন্ধনা ॥ এমা নহি তব ক্লেশ, তত্ত্ব হৈল শেষ, ক্ষুণ্ণ মেশ, সহেনা। গত হলো কাল, উপস্থিত কাল, কালহরা কালী কালবারণা মা। ওগো

পয়ার। পরে রাজা পরম বিরস ভাবি মনে। দেখিল দেবীর পদ সজল দর্পণে॥ বিসর্জ্জন করিল দর্পণ সেই জলে। শোকে কান্দে রাণী তবে পড়িয়া ভূতলে॥ কন্যা বিদায়ের মত করিল ব্যভার। দ্রব্যাদি আনিয়া দিল তেমতি প্রকার॥ অচ্ছিদ্রাবধারণ করিল নররাট। পরে রাজা শুদ্ধ চিত্তে করে স্তব পাঠ॥ সর্ব্বজনে বসিলেন ফল পুষ্প হাতে। শুনিতে দেবীর স্তব ধর্ম্ম অর্থ যাতে॥ গললগ্নীকৃত বাসে সুরথ নৃপতি। স্তব করে করযোড়ে ভক্তিভাবে অতি॥ দুর্গা শিবা শান্তি করি ব্রহ্মাণী কালিকা। প্রণমামি সদাশিব ত্রিলোক পালিকা॥ শোভনা পরমা কলা বিশেষণী নিষ্কলা। বিশ্বমাতা প্রণমামি চণ্ডিকা মঙ্গলা॥ সর্ব্ব লোকময়ী সর্ব্ব লোক ভয় হরা। ব্রহ্মেশ বিষ্ণু নমিতা নমঃ শিবকরা॥ মহিষ নাশিনী মাতা মঙ্গল কারিণী। ত্রিলোক জননী সর্ব্ব রোগ নিবারিণী॥ কৃপাণী চামুণ্ডে চণ্ডমুণ্ড বিনাশিনী। ত্রাহিমে তারিণী শঙ্করাঙ্গ নিবাসিনী॥ কালভয় হারিণী তারিণী হররাণী। হর শোক হর দুঃখ রক্ষমে ইন্দ্রাণী॥ হর রোগ হরাশুভ বিভব দায়িনী। ত্রিগুণাত্মা ত্রিভুবনে লোক রক্ষাকারিনী॥ ত্রাহিমে শরণাগত শাকম্ভরী শ্যামা। বিরিঞ্চি বন্দিনী দেবী বামদেব বামা॥ ভীমে উমে ধূমে সর্ব্বজন ত্রাণ কারি। কৃপাকর কৃপাময়ী পরম ঈশ্বরী॥ পুত্র আয়ু ধন জনে করমা কল্যাণ। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আদি সুপ্রদান॥ না জানি ভজন স্তুতি অতি মূঢ়মতি। নিজ গুণে নিস্তারিণী নিস্তার পার্ব্বতী॥ স্তব করে নরপতি সজল নয়নে। চক্ষুজল মোছে আর শুনে সর্ব্বজনে॥ দ্বিজ কবিরত্ন বলে চণ্ডিকার পায়। নৃসিংহ দাসেরে দয়া কর মহামায়॥

বিজয়া দশমী সমাপ্তঃ।

ত্রিপদী। স্তব করি চণ্ডিকায়, সুরথ কলিঙ্গ রায়, নয়ন শলিলে ভেষে যায়। প্রদীপ নির্ব্বাণ করি, নির্ম্মাল্য ঝুরিতে ভরি, লক্ষ্মী সহ তোলে পত্রিকায়॥ প্রতিমাস্থ যত জন, সব কৈলা বিসর্জ্জন, বিসর্জ্জনে বাজায় বাজনা। পুরবাসী রামাগণ, শোকেতে করে রোদন, অসম্ভবা সুরথ অঙ্গনা॥ নাশিবারে সর্ব্বাপদ, হৃদে ভাবি মোক্ষপদ, তারাপদ করিয়া স্মরণ। নিছিল পরমাদরে, জল ফল পত্রদ্বারে, দীপতাপে করিল বরণ॥ মহানন্দে নররায়, পরে লয়ে প্রতিমায়, স্রোতজলে করিল নিঃক্ষেপ। আইল উদাসসায়, নিস্পন্দ সুরথ রায়, মহাশোকে করিছে আক্ষেপ॥ আত্মীয় বান্ধব সনে, কোলাকুলি আলিঙ্গনে, পরে করে সিদ্ধি নিবেদন। শান্তিজল লয়ে রায়, বন্ধু সনে সিদ্ধি খায়, সাঙ্গিতে বিজয়া সমাপন॥ব্রাহ্মণ ভোজন পরে,করাইল সমাদরে,দক্ষিণান্ত হইল পূজার। বার্ষিক ব্রাহ্মণে দিয়া, অর্ঘ্য দুর্ব্বা ঘরে নিয়া, পরিতোষ হইল রাজার॥ সুখ দুঃখে দিয়া সায়, ভানু অস্তাচলে যায়, মণ্ডপে করিল দীপ দান। আপন আলয় ঘরে, বিশ্রাম করিল পরে, উত্তম হইল সমাধান॥ বিসর্জ্জিয়ে দশভুজা,

সমাপ্তি হইল পূজা, সুরথের দুঃখ অবধান। আদেশে নৃসিংহ দাসে, দ্বিজ কবিরত্ন ভাষে, সুধাময় অম্বিকার গান ॥

সুরথ রাজার কর্ণাট বিজয়ে যাত্রা।

ধুয়া। মহারাজ চলিল রে কর্ণাট জিনিতে। ভাবিয়ে অভয় পদ সসৈন্য সহিতে ॥

পয়ার। পর দিন প্রভাতে উঠিয়া নরপতি। নিত্যক্রিয়া সারি বারি দিল শীঘ্রগতি ॥ নূতন শাসিত রাজ্য করি আপনার। ধর্ম্মাধর্ম্ম সুক্ষ্মাসূক্ষ্ম করয়ে বিচার ॥ পুত্র সম পালে প্রজা ক্লেশ নাহি পায়। মন্ত্রী সনে মন্ত্রণা করিয়া নৃপরায় ॥ পূজা সায় হইল বিলম্ব নাহি সয়। এক্ষণে সুপায় কর কর্ণাট বিজয় ॥ শুনিয়া কহিছে মন্ত্রী বিলম্ব কি তায়। সৈন্য সজ্জা করি রাজা চলহ ত্বরায় ॥ শ্রুতমাত্র নরপতি হইল তৎপর। ক্ষণেক বিলম্ব নাহি সাজিল সত্বর ॥ দেবীর প্রসাদে সৈন্য হইল অপার। ধন রত্ন পূর্ণযুত যে ছিল ভাণ্ডার ॥ অসংখ্য সাজিল সৈন্য ভুবনে আতঙ্ক। শতাঙ্গ তুরঙ্গ তাজি অসংখ্য মাতঙ্গ ॥ নানামত রণ বাদ্য করিল নির্ঘোষ। সৈন্য সহ চলে রাজা করিয়া আক্রোশ ॥ অবিলম্বে এক যাম করিয়া ভ্রমণ। গিরিদার নদ নদী বন উপবন ॥ উপনীত কর্ণাট নগরে মহীপাল। মার মার শব্দে ডাকে বিষম বিশাল ॥ নগরের লোক সব গণিল প্রমাদ। উর্দ্ধশ্বাসে জানাইল রাজারে সংবাদ ॥ আইল কলিঙ্গ পতি সুরথ সমরে। মহামার কৈল আসি কর্ণাট নগরে ॥ সুরথের নাম শুনি কর্ণাট ঈশ্বর আক্রোশে পূরিল তনু কাঁপে থর থর ॥ একবার জয়ী হৈনু সৈন্য কৈনু নাশ। আরবার আইল যাইবে যমবাস ॥ সৈন্য সাজাইতে রাজা কহে যত বীরে। তাহা শুনি মন্ত্রী কিছু কহে ধীরে ধীরে ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

সুরথের দেবী আরাধনা।

লঘু-ত্রিপদী। মন্ত্রী কহে তায়, শুন নররায়, ক্রোধ কর সম্বরণ। হারিয়া যে গেল, পুন যে সে এলো, থাকিবে কিছু কারণ ॥ হেন লয় মনে, বুঝি কার সনে, মিলিয়া পাইল বলে। দৈব বর কিম্বা, অনুকম্পা শিবা, নতুবা কি হৈন দলে ॥ শুনিয়া রাজন, কহিছে তখন, চিন্তা কি লাগিয়া তার। আমার আলয়, সদা দেবী রয়, বিজয়ী কৃপার যাঁর ॥ মনুষ্যে আমার, কি করিবে আর, হারিবে চক্ষু নিমিষে। এত বলি রায়, নমি অভয়ায়, সমরে চলিল রোষে ॥ সেনাগণ সনে, উপনীত রণে, মার মার রবে ডাকে। দুই দলে রণ, বাজিল তখন, ফিরে ফিরে ঘন পাকে ॥ তুমুল সংগ্রাম, হয় অবিরাম, ডাক ডাকে বিপর্য্যয়। সুরথের দল, হৈল হীন বল, প্রায় রণে পরাজয় ॥ সুরথ রাজন, সচিন্তিত মন, মনে মনে ভাবে ভয়। শুদ্ধ ভক্তি চিত, হৈয়া পুলকিত, ভাবে দেবী পদদ্বয় ॥

গন্ধ পুষ্প দিয়ে, চণ্ডী আরাধিয়ে, আনন্দে করিছে স্তব। কালী কাত্যায়নী, দেবী দাক্ষ্যায়ণী, অসীমা মহিমা তব॥ দুর্গে দুর্গ হরা, বরাভয় করা, কল্যাণী কমলে বাণী। সুশীলা সর্ব্বাণী, ঈশানী ইন্দ্রাণী, হর ক্লেশ হররাণী॥ কৃপাণী কালিকে, নৃশির মালিকে, ধরণীধর বালিকে। সর্ব্বেশ্বরী জয়া, সাবিত্রী বিজয়া ভবরাণী ভূপালিকে॥ স্তুতি এই রূপ, করিলেন ভূপ, সাত দিন চণ্ডী পাঠ। দ্বিজ কবি কয়, শুদ্ধ রূপ হয়, দেবী ছাড়িল কর্ণাট॥

দেবীর কর্ণাট পরিত্যাগ।

রাগিণী বাহার। তাল চৌতাল।

ধুয়া। বড় ঘোর বিপদ এবার। ছাড়িলা তারিণী
হবে কি উপায় আর॥

পয়ার। শুদ্ধরূপে চণ্ডীপাঠ করিলা রাজন। দেবীর কম্পিত মন হইলা বিমন॥ সুরথের ভক্তিতে বাড়িল অনুরাগ। ছাড়ি মায়া কর্ণাটে করিলা পরিত্যাগ॥ প্রতিমা পড়িল ভূমে অধোমুখী হয়ে। ঘট যায় গড়াগড়ি জল পড়ে বয়ে॥ শূন্য-পথে দেবী কৈলা কৈলাসে গমন। সমরে সমর করে কর্ণাট রাজন॥ সাত দিন ক্রমে যুদ্ধ নাহি দিশপাশ। কর্ণাটের বহু সেনা হইল বিনাশ দেখিয়া কর্ণাট রায় হইল বিস্ময়। ভাবে মনে চমৎকার এ কেমন হয়॥ এক দিনে জয়ী হই চণ্ডীর কৃপায়। সাত দিন যুদ্ধ হৈল পরাজয় প্রায়॥ থাকিবে কারণ কিছু ভাবে বুঝা যায়। দেবে কোন আছে ইথে দেবতা সহায়॥ আমি পরাজয় হই এ কেমন হয়। অপরাধী হইয়াছি নাহিক সংশয়॥ এত বলি যুদ্ধ ছাড়ি কর্ণাট রাজন। চণ্ডিকা আলয়ে গিয়ে দিল দরশন॥ দেখিল চণ্ডিকা নাহি গেছেন অচলে। অধোমুখে প্রতিমা পড়িয়া ধরাতলে॥ বজ্র ভাঙ্গি পড়ে যেন রাজার মাথায়। হায় হায় করি ভূমে গড়াগড়ি যায়॥ বক্ষে করাঘাত করি চক্ষুজলে ভাসে। যেন গঙ্গা শত রঙ্গা ভাদ্রপদ মাসে॥ কান্দিয়া অধৈর্য্য রায় খসিল অম্বর। লোটায় ধরায় যেন ছিন্ন তরুবর॥ নিস্তর বিলাপ রাজা কান্দে উচ্চরায়। হায় হায় করে বহু স্মরে অভয়ায়॥ উপায় না দেখি মনে হইল তরাশ। যুদ্ধ কৈলে সবংশে হইব বিনাশ॥ সমর করিতে সৈন্য নাহিক এমন। সুরথের কাছে গিয়া লইব শরণ॥ সময় বুঝিয়া রাজা ত্যজি ভয় লাজ। সুরথ চরণে গিয়ে পড়ে মহারাজ॥ রাখ রাখ মহারাজ নাহি কর রণ। হইনু আশ্রিত এবে লইনু শরণ॥ রাজার কাকুতি দেখি সুরথ নৃপতি। জানিলা এ রঙ্গ কৈলা দেবী হৈমবতী॥ ছাড়িয়ে কর্ণাট তারা করেছে গমন। তেঞি আসি লয় রাজা আমার শরণ॥ সপ্ত দ্বীপেশ্বর আমি হৈনু অতঃপর। কর্ণাটে হইয়া জয়ী পাইলাম কর॥ আহ্লাদিত হয়ে রাজা অতি সমাদরে। আলিঙ্গন দিলা তবে কর্ণাট ঈশ্বরে॥ পরিতোষে রাজ্য করে করিয়া স্থাপন।

কর লয়ে নিজ রাজ্যে করিল গমন ॥ রাজ্য করে নরপতি চণ্ডির কৃপায়। নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গায় ॥

সুরথ রাজার স্বর্গারোহণ।

ত্রিপদী। উদয়াস্তাচল পায়, ভূপতি সুরথ রায়, রাজ ঋষি হৈল ক্ষিতি-তলে। চৈত্রবংশ চূড়ামনি, বিখ্যাত হয় ধরণী, রাজ্য করে মহা কুতুহলে ॥ ক্রমে লক্ষ বর্ষ যায়, পরমায়ু হৈল সায়, যমদূত কৈল আগমন। কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর, পাশ হস্ত পরিসর, দেখে ভয় পাইল রাজন ॥ সকাতরে নরপতি, ডাকে কোথা হৈমবতী, রক্ষা কর ভয়ে মহামায়। তোমার অর্চ্চনা করি, এই হৈল মহেশ্বরী, শেষে যমদূতে লয়ে যায় ॥ চাও গো নয়ন কোণে, চণ্ডী চঞ্চল লোচনে, তনয়েরে কর পরিত্রাণ। নামেতে কলঙ্ক রয়, যদি মোরে যমে লয়, ভুবনে ঘুষিবে অপমান ॥ সংসারেতে অম্বিকার, অর্চ্চনা না হবে আর, জানিয়া আমার এই দশা। মহিমা রাখ গো ধাত্রী, হও মোরে মোক্ষ দাত্রী, গিরিসুতে মৈনাকের শশা ॥ সুরথ কাতর অতি, জানিলেন ভগবতী, বিজয়ারে পাঠান ত্বরায়। চঞ্চল হইল মন, সুস্থির নাহিক হন, আন গিয়ে সিংহরথে রায় ॥ চণ্ডিকার আজ্ঞা পায়, ত্বরায় বিজয়া যায়, আনিবারে সুরথ রাজনে। সিংহরথে করি ভর, গেলা সুরথ নগর, যথা রাজা কান্দে অচেতনে ॥ মাভৈ মাভৈ রবে, বিজয়া কহেন তবে, যমদূতে করে নিবারণ। নাহি লও নৃপবরে, ছাড়ি দাও শীঘ্র করে, কৈলাসেতে করুন গমন ॥ মহাপাপী নরবর, বহু পশু হিংসাকর, আমাদের অধিকার হয়। নহে অযথার্থ হেন, নিষেধ করহ কেন, সুরথ কৈলাস যোগ্য নয় ॥ শুনিয়া বিজয়া কয়, যা কহিলে মিথ্যা নয়, কুকর্ম্ম করেছে নরপতি। কিন্তু কর্ম্মযোগ আছে, শুভাদৃষ্ট হইয়াছে, চর্ম্ম চক্ষে দেখেছে পার্ব্বতী ॥ দেখিয়া দেবীর রূপ, নিষ্পাপী হইল ভূপ, হইবেক কৈলাস পদস্থ। তোমাদের অধিকার, রাজাতে নাহিক আর, যাও ফিরে নিরস্ত ॥ বিজয়ার বাক্য শুনি, অন্তরে বিষাদ গুণি, পলাইল যমের কিঙ্কর। দ্বিজ কবিরত্ন গায়, সুরথে লইয়া যায়, দেবী সখী রথে করি ভর ॥

সুরথের লক্ষ খড়্গ দর্শন।

ধুয়া। একি দায় আমার আমায় ওগো হরমন মোহিনী।

পয়ার। বিজয়া সহিত সিংহরথ আরোহণে। উপনীত নরপতি চণ্ডির সদনে ॥ বসিয়া আছেন তারা রত্ন সিংহাসনে। বেষ্টিত সঙ্গিনী সব অম্বুজ লোচনে ॥ সুরথ প্রণাম করি দাণ্ডায় তখন। এক দৃষ্টে নিরখিছে দেবীর চরণ ॥ সজল শ্রীকমলদল যবায় চর্চ্চিত। চন্দনাক্ত রক্তপদ্ম ভক্তের অর্চ্চিত ॥ হেন কালে লক্ষ খড়্গ করিয়া ধারণ। দেবীর পশ্চাৎ হৈতে আইল লক্ষ জন ॥ সুরথে কাটিতে যায় কোপে অতিশয়। দেখিয়ে ভূপতি অতি পাইলেন ভয় ॥

কম্পে কুলেবর রাজা ওষ্ঠ শুকাইল। যোড়করে সবাকারে কহিতে লাগিল॥ কে তোমরা কি কারণে খড়্গ ধরি হেন। আমারে কাটিতে আইস কহ দেখি কেন॥ কি কর্ম্ম করেছি আমি মন্দ সবাকার। মিথ্যা প্রাণদণ্ড কেন করিবে আমার॥ শুনে লক্ষ জন কয় শুন দুরাচার। করেছিস প্রাণ দণ্ড আমা সবাকার॥ বিনা অপরাধে যেন করেছিলি চ্ছেদ। তদ্রূপ কাটিয়া তোরে খণ্ডাইব খেদ॥ লক্ষ জন্ম জন্মিবে কাটিব লক্ষ বার। তবে ঋণে মুক্ত হবে শোধা যাবে ধার॥ এতেক শুনিয়া রাজা অম্বিকারে কন। আপদে পড়িনু তারা এ আর কেমন॥ শমনে করিয়া ত্রাণ আনি নিজ ধাম। শঙ্কটে ফেলিয়া কালী না হইও বাম॥ রঙ্গ দেখে রঙ্গিনী গো উড়িল জীবন। রাখ রাখ লক্ষ খড়্গ কর নিবারণ॥ নিরাপদ হইনু পূজা করিয়ে তোমারে। পুনঃ কেন বিড়ম্বনা কর মা আমারে॥ তোমা বই ভরসা নাই নাহি জানি আর। একান্ত নিতান্ত ভ্রান্ত শ্রীনন্দকুমার॥

সুরথ সংবাদে দেবীর উত্তর।

রাগিণী অহং। তাল আড়া।

ধুয়া। ওমা কে লবে তোমার নাম বল দেখি আর। যদ্যপি শঙ্কটে মোরে না কর নিস্তার॥ দেখে তব রীত ভীত, চিত হলো চমকিত, না পারি বুঝিতে ভাব কেমন তোমার॥

পয়ার। সুরথের কথা শুনি কত্যায়নী কন। কুকর্ম্ম করেছ বাঁছা অতি অকারণ॥ নিজ কর্ম্ম ফলে দুঃখ হইল তোমার। ইথে নাহি মোর সাধ্য করি উপকার॥ সুরথ কহেন কেন কহ অপ্রমাণ। তব প্রীতে করিলাম লক্ষ বলিদান॥ তুষ্টা হইলা তুমি ত্রিলোক ঈশ্বরী। পুনঃ কেন প্রবঞ্চনা কর মা সঙ্করী॥ বেদের লিখন কি এ হইল সকল। চণ্ডিকার প্রীয়ত বলিদানে এই ফল॥ পূজা কৈল অভয়ায় অভয় যে পায়। মোর কর্ম্ম ফল কেন ঘটিল আমায়॥ বেদ তন্ত্র আগমেতে আছয়ে প্রমাণ। দুর্গোৎসব সিদ্ধ নহে বিনা বলিদান॥ সে সব অন্যথা হৈল তারিণী এবার। বলিদানে হিংসা জন্যে হয় পাপাচার॥ সুরথের বাক্যে দেবী কহেন নিয়ম। মিথ্যা নহে বেদ তন্ত্র পুরাণ আগম॥ দুর্গোৎসবে বলি দিবে লিখিছে পুরাণে। চারি পূজায় চারি দিনে চারি বলিদানে॥ সাত্ত্বিক পূজায় বলি না হয় কখন। রাজসিকে বলি দিবে এইতো লিখন॥ তামসিক পূজার নিয়ম নাহি তার। মদ্য মাংস দেয় কিন্তু হয় পাপাচার॥ আমার উদ্দেশ বধ্যে অল্প পুণ্য হয়। জীব হিংসা জন্যে পাপ লাগে অতিশয়॥ অহিংসা পরম ধর্ম্ম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। হিংসা ধর্ম্মে পাপ হয় জানিবে নিশ্চয়॥ পরমা বৈষ্ণবী আমি জেনো মনে সার। রক্ত মাংস প্রীত নহে কখন আমার॥ যোগিনী ডাকিনী সঙ্গে আছে অনির্ভরে। এই জন্যে নিরূপণ চারি বলিদানে॥

তাহাতে করিলে তুমি হিংসা লক্ষ জীব। কেমনে ঐ সব আমি বল নিবারিব ॥ রাজা কয় তব পূজা হৈল অপ্রমাণ। দেবী কেন কে বলেছে দিতে বলিদান ॥ কাটিবে এ লক্ষ জন্মে নাস্তিক সংশয়। ধরাতল কল পূর্ণ হয়েছে নিশ্চয় ॥ নিতান্ত জানিল রাজা হইল অসার। বলে মাতা রক্ষা কর যাহকু এবার ॥ দেবী কন আমি কি করিতে পারি এর। বিধি লিপি অনুসারে লাগিয়াছে ফের ॥ রাজা কয় তুমি পার করিতে সকল। তব কৃপা হইলে বিফলে ধরে ফল ॥ বলে রায় আঁখি জলে বুক ভেষে যায়। স্তব করে অম্বিকারে কবিরত্ন গায় ॥

সুরথ কর্ত্তৃক কাত্যায়নীর স্তব।

ত্রিপদী। কালিকে করাল হরা, কৃপাময়ি শিব করা, নমস্তে সর্ব্বাণী মহামায়া। হৈমবতী হররাণী, ঈষাণী ভবানী বাণী, কমলা বিমলা হর জায়া ॥ সাবিত্রী গায়ত্রী ধাত্রী, যোগনিদ্রা কালরাত্রী, শৈলসুতা দেবী দক্ষ্যায়নী। ত্রিপুরাসুন্দরী শ্যামা, ভীমা ধূমা উমা বামা, নিত্য নিত্য সত্য নারায়ণী ॥ যোগমায়া যোগেশ্বরী, শিবে শুভে শুভঙ্করী, জয়ঙ্করী অশিব হারিণী। স্মরিলে তোমার নাম, লভ্য সথ্য মোক্ষ কাম, ভবতরি তরণে তারিণী ॥ তুমি সর্ব্ব মূলাধার, শক্তি মুক্তি প্রতিকার, তোমাতে আশ্রিত তিন লোক। কারণা করণ তুমি, আকাশ পাতাল ভূমি, ভঞ্জনী মরণ রোগ শোক ॥ যে জন ডাকে তোমারে, আপদে কি করে তারে, তুমি হও সকলের মূল। তুমি স্বর্গ স্থল জল, নদনদী রসাতল, তুমি সূক্ষ্ম স্থূল স্মৃতি ভুল ॥ সুরাসুর নাগ নর, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর, তুমি পক্ষ পতঙ্গ সাগর। তুমি সে যাবন্ত তারা, বিদ্যা বুদ্ধি বাক্য হরা, বিরিঞ্চি মরিচি তুমি হর ॥ তুমি বায়ু হুতাশন, শশী শেষ গজানন, রবি যম গ্রহ ষড়ানন। ভুবনেন কিঞ্চিদস্তু, তোমা ছাড়া অন্য বস্তু, তন্ত্র মন্ত্র বেদ দরশন ॥ তুমি ধরা ধরাধর, বরেণ্য বরদা বর, পাপ পুণ্য তুমি ধর্ম্ম কর্ম্ম। তুমি আত্মা জীব মন, দেহি প্রাণেন্দ্রিয় গণ, কালাকাল তুমি কর্ম্মা কর্ম্ম ॥ জীবের কি আছে সাধ্য, সকলি তোমার বাধ্য, তুমি যাহা কর তাই হয়। যাহাতে নিযুক্ত কর, সেই কর্ম্ম করে নর, তুমি তারা ত্রিজগত ময় ॥ প্রকৃতি পুরুষ ক্লীব, তোমারে কে জানে জীব, সর্ব্বময়ী সকল আধার। না জানিয়ে জীব ছার, বলে আমার, তব মায়া বুঝা হয় ভার ॥ তুমি কর মহেশ্বরী, জীব বলে আমি করি, ঘোর ফের কে জানিতে পারে। রূপ গুণ নিরূপণ, নাহি হয় কদাচন, কোনরূপে ত্রাণ কর কারে ॥ একরূপ কভু নয়, কখন পুরুষ হয়, তুমি তারা তার নারায়ণী। ছাড় মাতা প্রতারণা, নিস্তার কমলাননা, কবিরত্ন কহে কাত্যায়নী ॥

দশ মহাবিদ্যা দশ অবতার একত্র ভাবে স্তব।

ধুয়া। তারা কে জানে তোমার অন্ত অনন্ত রূপিণী।
তুমি মায়া তুমি ছায়া রূপে আচ্ছাদিনী ॥

পয়ার। সজল নয়নে স্তব করিছে রাজন। তুমি সর্ব্বময়ী বিধি বিষ্ণু পঞ্চানন॥ ব্রহ্মারূপে জীব সৃষ্টি বিষ্ণুতে পালন। শিবেতে সংহার মূর্ত্তি জগত হরণ॥ তুমি রাম অবতার হইলে পার্ব্বতী। অহল্যা মানব মুনি যজ্ঞ রক্ষা সতী॥ হর ধনু ভাঙ্গি সীতা করিলে গ্রহণ। পরশুরামের দর্প করিলে হরণ॥ বনে গিয়া বালি মারি সাগর বান্ধিলা। রাবণে নিধনে দৈব কার্য্য যে সাধিলা॥ পুনঃ তুমি দৈব কার্য্যে অচল বালিকা। করাল অসুর বধে হইলা কালিকা॥ রাম রূপ দশ অবতারের সপ্তম। সেই রাম কালী দশ বিদ্যার প্রথম॥ বরাহ রূপেতে পুনঃ হৈলা অবতার। হিরণ্যাক্ষ্যে মারি ধরা করিলে উদ্ধার॥ হিরণ্যাক্ষ উর্দ্ধ শিখ রূপে জনমিল। দুর্গাসুর তারে সেনাপতি ভাব দিল। তাহার বিনাশ জন্যে তুমি হর দারা। ছাড়িয়া বরাহ কায়া হইলে মা তারা॥ তুমি অবতার দেব কার্য্যের সাধনে। হইলে পরশুরাম ক্ষত্রিয় নিধনে॥ নিঃক্ষত্রি করিয়ে হৈলে রাজরাজেশ্বরী। উর্দ্ধত অসুরে নাশ করিলে শঙ্করী॥ কশ্যপের গৃহে জন্ম করিলে গ্রহণ। অদিতী কশ্যপের করি পুণ্যের ভাজন॥ কৌশলে ছলিলে বলি হইয়ে বামন। বেদ পদ নখ জলে কৈলে ত্রিলোক পাবন॥ হইলে ভুবনেশ্বরী অতি অবামন। হেলায় নাশিলে দৈত্যপতি অয়োদন॥ বলরাম রূপে দৈত্য করিয়ে বিনাশ। দ্বীপমুখ বধে হৈলে ভৈরবী প্রকাশ॥ নৃসিংহ মূর্ত্তিতে কৈলে প্রহ্লাদে উদ্ধার। হিরণ্য কশিপু দুষ্টে করিয়া সংহার॥ অঘোর বিনাশে নরহরি ছিন্ন মস্তে। নিজ রক্ত খাইলে নিজ মুণ্ড কাটি হস্তে॥ ভুবনে রাখিলে খ্যাতি কামদেব জিতে। আশন করিলে রতি রাম বিপরীতে॥ মীনরূপে করে ছিলে বেদের উদ্ধার। হয়গ্রীব মারি সতঃভক্তের নিস্তার॥ ধূম্রাসুর বধে পুনঃ হৈলে ধূমাবতী। অতি শীর্ণ কলেবর জরাতুরা অতি॥ কূর্ম্মরূপে বিষ্ণু পক্ষে ধরণী ধরিলা। বগলা হইয়া পুনর্ব্বার প্রকাশিলা॥ লোহিতাক্ষ অসুরে করিলে বিনাশন। জিহ্বা ধরি মুষল করিয়া প্রহরণ॥ বুদ্ধরূপে কিরাতের করিলে নাশন। নীলাচলে এ নীল মাধব দরশন॥ মহালক্ষ্মী হয়ে দেবী হইলে প্রকাশ। কূর্ম্মপৃষ্ঠ নামে দৈত্য করিলা বিনাশ॥ কল্কীরূপেতে ম্লেচ্ছ কুলের নাশন। পুনঃ হয় মাতঙ্গী বিকল নিবারণ॥ দশমহাবিদ্যা তুমি দশ অবতার। মেয়ে কি পুরুষ তুমি চেনা অতি ভার॥ সকল করিতে পার বর মাত্র নারী। সর্ব্বস্ব রূপিনী তন্ত্রে কহে ত্রিপুরারী॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরঞ্জ কালী কৈবল্য দায়িনী॥

সুরথ মোক্ষণং।

ধূয়া। তার কি যমের ভাবনা। যাঁরো পুত্র বলি কোলে নিল গিরীশ অঙ্গনা॥

পয়ার। স্তব শুনি কাত্যায়নী তুষ্টা হয়ে অতি। কহিতে লাগিলা তবে সুরথের প্রতি। যা হবার হইয়াছে সম্প্রতি এখন। করিব তোমার লক্ষ জন্ম নিবারণ।। লক্ষ খড়্গ নিবারিতে না পারি রাজন। লক্ষ জনে অচিরাতে করিবে ছেদন।। সুউপায় শুন রাজা কহি যে তোমারে। লক্ষ খড়্গে কাটা তুমি যাবে একেবারে।। এখনি হইবে মোক্ষ না যাবে ভূতলে। এই যে হইল ভাল অর্দ্ধ-মার কলে।। চাণ্ডিকার বাক্য শুনি কহেন রাজন। স্বীকার করিনু মাতা তোমার বচন।। কিন্তু মোর দেহ ক্ষুদ্র দেখহ নয়নে। লক্ষ খড়্গাঘাত স্থান হইবে কেমনে দেবী কন এই জন্যে চিন্তা নাহি কর। হইবে এখনি তব স্থূল কলেবর।। যোগে যোগেশ্বরী তবে সুরথ রাজার। করিলা শরীর চারি যোজন বিস্তার।। তৎ-ক্ষণাৎ লক্ষ খড়্গ লয়ে লক্ষ জন। দেবীর অগ্রেতে তারে করিল ছেদন।। পুনঃ দেবী সুরথে দিলেন প্রাণদান। পরিতুষ্ট হয়ে তবে লক্ষ জনে যান। দেবত্ব পাইয়ে তবে সুরথ রাজন। অবিরত করে সেবা চণ্ডিকা চরণ।। সুরথের বংশা-বলী যে ছিল প্রকাশ। দেবত্ব পাইয়ে সবে আইল কৈলাস।। প্রেমানন্দে নৃত্য করে অম্বিকা সেবন। সুরথোপাখ্যানে দুর্গা পূজা সমাপন।। শ্রবণে পঠনে মুক্তি উক্তি মহেশের। মার্কণ্ডেয় কহিলা ভাগুরি আদেশের।। শুনিলে আপদ খণ্ডে যম ভয় যায়। অহিক সম্পদ বৃদ্ধি চণ্ডির কৃপায়।। ভাগুরি কহেন মুনি করি নিবেদন। পরম দুর্ঘট দুর্গোৎসব নিরূপণ।। সুরথের দুর্গা পূজা শুনিয়া বিস্ময়। সামান্য জীবের পূজা সিদ্ধ নাহি হয়।। দ্রব্যাদি অপ্রাপ্তি পূজা কভু সিদ্ধ নয়। মুনি কন অভাবেতে প্রতি নিধি হয়।। সর্ব্ব বাদ্য ঘণ্টা প্রণবোচ্চা-রণে গান। গণ্ডকি শীলায় সর্ব্ব দেব অধিষ্ঠান।। সর্ব্বপুষ্প দূর্ব্ব সর্ব্বতীর্থ যে গঙ্গায়। সকল মৃত্তিকা পায় গঙ্গা মৃত্তিকায়।। যবাক্ষত দ্রব্য সব অভাবে বি-ধান। অসাধ্য পক্ষেতে আছে এমত প্রমাণ।। সন্তুষ্ট হইল শুনি ভাগুরি ব্রাহ্মণ। সমাপ্তি হইল সুরথের উপাখ্যান।। শ্রীনৃসিংহ দাসে দয়া কর গো অভয়া। দ্বিজ কবিরত্ন কয় না ছাড়িয় দয়া।।

ইতি পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত।

শরত্ কাণ্ডে ষষ্ঠ খণ্ডারম্ভ।

শ্রীরামচন্দ্রোপাখ্যান।

ত্রিপদী। ভাগুরি ব্রাহ্মণ কন, কহ কহ তপোধন, অপূর্ব্ব আখ্যান চণ্ডী লীলা। ষষ্ঠ্যাদি কল্পেতে পূজা, দেবী দুর্গা দশভুজা, রামচন্দ্র কি রূপে করিলা॥ মার্কণ্ডেয় ঋষিবর, প্রশংসিয়ে বহুতর, ভাগুরিরে কহেন তখন। তুমি পুণ্যবান অতি, ইষ্ট পদে নিষ্ঠারতি, শ্রোতা নাই তোমার মতন॥ হরিতে অবনী ভার, চারি অংশে অবতার, হইলেন দেব গদাধর। সঙ্কর্ষণ অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্নাদি সুপ্রসিদ্ধ, বাসদেব বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর॥ ভারাবতরণ ছলে, অবতীর্ণ মহীতলে, সূর্য্যবংশে রঘুরাজ কুলে। কৌশল্যার গর্ব্ভে জন্ম, হইলা পরম ব্রহ্ম, সূক্ষ্ম রূপ প্রকাশিলা স্থূলে। রাজা দশরথ ধন্য, অবনীতে অগ্রগণ্য, তাঁর পিতা বলিয়া শ্রীহরি। শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর, ভরত শত্রুঘ্ন তার, চারি পুত্র চারি নাম ধরি॥ প্রথমেতে বাল্যলীলা, তারকাবে বিনাশিলা, গুণময় অহল্যা তারন। পদধূল দিয়া তায়, করিলা মানুষ কায়, শেষে যজ্ঞ করিলা রক্ষণ॥ তরণী কাঞ্চন করি, গিয়া মিথিলা নগরী, জনকের সভা দরশন। হর ধনু ভাঙ্গি রঙ্গে, বিবাহ জানকী সঙ্গে, হরষিতে দেশে আগমন। পথে ভৃগুরাম সনে, দ্বন্দ্ব কথোপকথনে, তার দর্প করিলা বিনাশ। রাজা হৈতে বাস ধায়, কৈকেয়ী বিরোধী তায়, দশরথ দিলা বনবাস॥ পিতার সত্য পালনে, শ্রীরাম চলিলা বনে, জানকী লক্ষ্মণ সমিভারে। মেঘে বর্ষে অনিবার, শুণ্ডাকৃত বৃষ্টিধার, বিরচিল শ্রীনন্দকুমারে॥

শ্রীরামচন্দ্রের বনবাস।

ধূয়া। দয়া কর হে দশরথ নন্দন রাম। নিবার নিগমে মোরে কৃতান্তের ধাম।

পয়ার। সেই শোকে দশরথ ত্যজিল জীবন। অযোধ্যা বাসী সদা নিরানন্দ মন॥ গুহক চণ্ডাল সনে করিয়া মিলন। মৈত্রতা করিয়া কৈলা পাপ বিমোচন॥ চিত্রকূটে ভরদ্বাজে প্রণাম করিয়া। রহিলা যমুনাপারে তপোবনে গিয়া॥ সেই খানে ভারতাগমন দরশন। জনক বিয়োগ রাম করিলা শ্রবণ॥ ভরতে বিদায় কৈলা নীতি শিক্ষা দিয়া। চলিলা সে স্থান হৈতে তর্পণ করিয়া॥ নানাবন ভ্রমণ করিয়া পরে যান। গয়ায় করিলা বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান॥ ক্রমে ক্রমে নানা স্থানে করি পর্য্যটন। দণ্ডকারণ্যেতে গিয়া দিল দরশন॥ রাক্ষসে মোচন করি করিলেন বাস। অপূর্ব্ব কানন দেখি হৈল অভিলাষ॥ পত্রের কুটীর করি কিছু দিন স্থান। দৈবে এক দিন আইল দেব হুতাশন॥ ফল অন্বেষণে গেল সুমিত্রা তনয়। করযোগে হুতাশন রামচন্দ্রে কয়॥ রাক্ষস বিনাশে প্রভু

হৈলে অবতার। পিতৃসত্য ছলে বনে আসা আপনার॥ সর্ব্বঅন্তরঙ্গ অন্তর্যামি নারায়ণ। জানত হরিবে সীতা লঙ্কার রাবণ॥ পূর্ণ লক্ষ্মী সীতারে যে করিবে হরণ। বল দেখি রঘুনাথ হইবে কেমন॥ ইহা না দেখিতে পারি জগতের পিতা। অতেব তোমারে আমি দিব ছায়া সীতা॥ বাস্তবী জানকী লয়ে রাখিব আলয়। দিব সীতা দিননাথ পরীক্ষা সময়॥ অগ্নির বচনে রাম স্বীকার করিলা। ছায়া রাখি সীতা লয়ে অনল চলিলা॥ অভেদ হইল সীতা ভিন্ন নাহি হয়। লক্ষ্মণ জানিতে নারে অন্যে কি সংশয়॥ এইরূপে সেই স্থানে কিছু দিন যায়। পরে শুন আর রঙ্গ দৈবেতে ঘটায়॥ সূর্পণখা রাক্ষসী আইল সেই বনে। নাক কাণ কাটিলা লক্ষ্মণ ক্রোধ মনে॥ কান্দিয়ে রাক্ষসী গিয়ে রাবণেরে কয়। হরিতে জানকী রাবণের মত হয়॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী॥

সীতা হরণ প্রশ্ন॥

ত্রিপদী। সূর্পণখার বচন, শুনিয়া সে দশানন, মারীচেরে স্বর্ণমৃগ করি। পুষ্পক রথেতে ভর, দণ্ডকারণ্য ভিতর, উপনীত মায়ারূপ ধরি॥ মায়ামৃগ মায়া ধরে, নাচিছে কুটির দ্বারে, দেখে সীতা লইতে কৈলা আশ। রাম করে নিবারণ, তথাপি প্রবোধ মন, নিতান্ত হরিলে অভিলাষ॥ জানকীরে ছাড়ি বাম, ধরিতে চলিলা রাম, দূর বনে করিলা ধারণ। মারিচ মায়ার সেতু, রাবণের বাক্য হেতু, ডাকে মরি আয়রে লক্ষ্মণ॥ সীতা শুনি সেই রব, রাম অন্বেষণে তবে, লক্ষ্মণেরে করিলা প্রেরণ॥ শূন্য ঘর দেখি শেষ, হইলা যোগীর বেশ, জানকীরে হরিল রাবণ। চলিল পুষ্পক রথে, জটায়ু দেখিল পথে, রাবণ সহিত রথ গ্রাসে। মধ্য বধূ সীতা তায়, আছে পাছে মারা যায়, উগারিল পুন এই ত্রাসে॥ দেখে রাজা দশানন, ক্রোধাবেশ হয়ে মন, বজ্রবাণে পাখা কাটে যায় রে। জটায়ু কাতর হয়, উচ্চ রবে ডেকে কয়, হেনকালে রামনাই হায় রে॥ অশোক কানন মাঝ, রাখিল রাবণ রাজ, দশানন রহে নিজ ঘরে। হরে রামের অঙ্গনা, বিধাতার বিড়ম্বনা, শুনহ রহস্য অতঃপরে॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণ সঙ্গে, মৃগী মারি আইল রঙ্গে, কুটীরায়ন দেখি সীতায়। বিস্ময় বিষণ্ন হরি, অবশন্ন শঙ্কা করি, লক্ষ্মণে কহিছে কবি গায়॥

শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ।

রাগিণী ললীত। তাল আড়া।

ধূয়া। হায় কোথা গেল সীতা ছাড়িয়ে আমায়।
সুধাইব কার কাছে কে আছে হেতায়॥

পয়ার। লক্ষ্মণে কহেন রাম বুঝিতে না পারি। শূন্য গৃহ কোথা গেল জনক

কুমারী ।। মৃগী বধিবারে মোরে পাঠাইয়া বনে। কোথা গেল জানকী ছাড়িয়ে দুই জনে ।। হরণ করিল কেবা হেন মনে লয়। ভাবে বুঝায় মোর দুঃখের সময় ।। কিম্বা দুঃখ জানকী পাঠায়ে মোরে বনে। প্রতারণা করি সতী পশিল জীবনে ।। শূন্য গৃহ মধ্যে ছিল প্রিয়সী আমার। হিংসক জন্তুতে কিবা করিল সংহার।। বলিতেং রাম হারায় চেতন। পড়ীলা ধরণীতলে কাতর জীবন ।। লক্ষ্মণ ভাতৃশী শোকে করেন রোদন। বক্ষ বয়ে পড়ে ধারা ঝোরে দুনয়ন ।। কিবা শোভা হৈল তায় কাঞ্চন শরীর ।। সুমেরু বহিয়ে যেন পড়ে গঙ্গানীর ।। জটাজাল এলাইল লোটায় ভূতল। পথ হৈল কুশরজ্জু খসিল বাকল ।। হা জানকী কোথা বলে কান্দে দুই ভাই। হইলা পাগল প্রায় ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই ।। সীতা অন্বেষণ করে শ্রীরাম লক্ষ্মণ। স্থাবর জঙ্গম গিরি বন উপবন ।। কোন স্থানে সীতা না মিলিল অন্বেষণ। বিশীর্ণ হইলা শোকে ভাই দুই জন ।। ক্রমে ক্রমে জিজ্ঞাসা করেন বৃক্ষগণে। তোমরা দেখেছ কি সীতায় এই বনে ।। যদি দেখে থাক কয়ে রাখ মোর প্রাণ। প্রাণপ্রিয়ে প্রাণ লয়ে করেছে প্রয়ান ।। হায়২ জানকী ত্যজিলে কি কারণ। তোমার বিহনে মোর না রহে জীবন ।। দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ জনক দুহিতা। কোথা গেলে সুবর্ণ প্রতিমা প্রিয়া সীতা ।। কোন অপরাধে মোরে করিলে বর্জ্জন। অনুগত সদা আমি ত্যাগ অকারণ ।। শ্রীনৃসিংহ দাসে দয়া কর গো অভয়া। কবিরত্নে কর কৃপা অচল তনয়া ।।

রাম লক্ষ্মণকে পার্ব্বতীর ছলনা।

ধুয়া। কোথা গেলে পাব সীতা বল না।
কে আমারে কয়ে দিবে এড়ায় যন্ত্রণা ।।

পয়ার। এই রূপে শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই জন ।। উন্মত্তের প্রায় ভ্রমে শোকাকুল মন ।। মলিন বদন রাম শীর্ণ কলেবর। বিগলিত জাটাজুট বিদীর্ণ অন্তর ।। অসম্বর অম্বর সর্ব্বাঙ্গে ধুলা মাখা। পদ্ম পরাগেতে যেন মধুকর ঢাকা ।। স্কন্ধে তুন ধনুর্ব্বাণ চক্ষে বহে ধারা। রূপে আলো দশদিক জটা বাকল সারা ।। এমাল কাঞ্চন দুই গিরি ফিরে বনে। দৈবে শূন্যে যান শিব বৃষ আরোহণে ।। বাম অঙ্গে পার্ব্বতী প্রকৃতি শিরোমণি। কথোপকথনে যান দেখিয়া অবনী ।। শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেখি হইলা বিস্ময়। একত্রেতে রবি শশী ভুতলে উদয় ।। আচানকে পার্ব্বতীর শীহরে শরীর। বলেন সামান্য নয় এই দুই বীর ।। উৎকণ্ঠিতা হৈলা দেবী শিবেরে জিজ্ঞাসে। ভাবে বুঝি ভাবে ভোর ভোলানাথ হাসে ।। পার্ব্বতী কহেন প্রভু দেখ পঞ্চানন। অবনী মণ্ডলেভ্রমে বালক দুজন ।। কিবা রূপ লাবণ্য মাধুর্য্যের সময়। ধুলিতে মলিন তব দিক দিপ্তী হয় ।। মহেশীর বাক্য শুনি মহেশ কৌতুক। কহিতে লাগিলা তবে ফিরাইয়া মুখ ।। বল-

চারি হবে কেন মনুষ্য দুজন। অনুভাব এই হয় শুনহ বচন ॥ এইরূপ ছলে শিব করেন গোপন। তাহাতে কি ভুলে গৌরী সামান্যা নহেন ॥ পার্ব্বতী কহেন প্রভু কহিলে কেমন। হেন রূপ নাহি হয় মনুষ্যের কথন ॥ ছল করি ভুলাইবে বুঝি অভিপ্রায়। সত্য করি তত্ত্ব মোরে কহ ভূতরায় ॥ শিব কন পার্ব্বতী শুনিয়ে কায নাই। উৎপাত ঘটায় কেন চল ঘরে যাই ॥ কার্ত্তিক গণেশ ঘরে আছে শিশুমতি। দেখিয়ে কি রূপ তারা করে হৈমবতী ॥ দেবী কন ঘরে ছাই কহ গুণময়। বৈভবের সীমা নাই আমি গেলে নয় ॥ সম্পদতো বুড়াগরু সাপ সিদ্ধি ভাঁটী। এই জন্যে ঘরের পড়েছে এত আঁটি ॥ ছলেতে কি কায শিব বিস্তারিয়া বল। শুনে সুখি হই সুখে গৃহে যাই চল ॥ শ্রীযুক্ত নৃসিংহ দাসে নিস্তার অভয়া। ধন পুত্র বৃদ্ধি কর গোত্র বগে দয়া ॥

শঙ্করীর প্রতি শঙ্করের উক্তি।

ত্রিপদী। শুনিয়া শিবার বাণী,কহিছেন শূলপাণি, কি কহিব কহ হৈমবতী। ভূভার হরণে হরি, অবনীতে অবতরী, নর দেহ অখিলের পতি ॥ নিখিল কৈবল্য ধাম, দশরথ পুত্র রাম, নবনিল সজলদ শরীর। অনন্ত অচিন্ত রায়, হইলা মানব কায়, গৌরাঙ্গ লক্ষ্মণ মহাবীর ॥ আইলা রাবণ ধংসে, অবনীতে রঘুবংশে, পিতৃ সত্য ছলে আইলা বন। সীতা হরিল রাবণ, সেই শোকে দুই-জন, করেন জানকী অন্বেষণ ॥ আমি ভাবি নিশিদিন, যাঁর নামে উদাসীন, সেইপ্রভু মায়া অবতায়। ক্রমেণ মানব প্রায়,এই তত্ত্ব সমুদায়,কহিলাম স্নেহেতে তোমায় ॥ আপনার সাধ্য যাহা, কেবা কারে কহে তাহা, তুমি প্রিয়ে কহিলাম তাই। নতুবা এ তত্ত্ব সার, শুনিতে কে পায় আর, প্রভুরাম জগত গোসাঞি ॥ শুনিয়া পার্ব্বতী কন, এযে কথা পঞ্চানন, আমার প্রত্যয় নাহি হয়। ত্রিজগত কর্ত্তা যিনি, সেই রাম নন ইনি, কদাচিত মনেতে না লয়। অখিল ভুবন গুরু, মুক্তি দাতা কল্পতরু, যে নাম স্মরণে পরিত্রাণ। কটাক্ষে প্রলয় যার, রাক্ষস বিনাশ তাঁর, নহে ভার শুনহে প্রমাণ ॥ ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড উদর, হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে-শ্বর, এত কষ্ঠ কেন হবে তাঁর। জনক নন্দিনী যিনি, পুর্ণা লক্ষ্মী হন তিনি,তাঁরে লয় হেন সাধ্যকার ॥ সামান্য মানব যেন, ভ্রমিয়া বেড়ান হেন, ইহাতে সংশয় অতিশয়। শঙ্কর হাসিয়া কন, মুনি বাক্যের পালন, নররূপে এত ক্লেশ হয় ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সংগীতের অভিলাষে, কাত্যায়ণী যারে সহায়িনী। আদে-শিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমানের ঠেকা।

ধুয়া। হর কিঞ্চিৎ বিশ্বাস নাহি হয়। বাঞ্ছাতীতো ফলদ রাঘব এই নয় ॥

লঘু-ত্রিপদী। শুনিয়া তখন, শিবরাণী কন, যাই রামে ছলিবারে। দেখিব কেমন, ব্রহ্ম সোণাতন বটে নর অবতারে ॥ ত্রিলোকের স্বামি, সর্ব্বান্তর্যামি,

ত্রিলোক পালক পিতা। বুঝিতে অশক্ত, মোর আয়াতন্ত্ব, যাব হয়ে তাঁর সীতা ॥ চিনিতে আমারে, পারে কি না পারে, তবেত বুঝিব স্থূল। হাসিয়া শঙ্কর, করেন উত্তর, হরি সবাকার মূল ॥ যাবা মাত্র প্রিয়ে, কবেন চিনিয়ে, পাবে বড় ক্ষোভ তায়। আমার ভারতী, রাখ হে পার্ব্বতী, যাওয়া নাহিক জুয়ায় ॥ শিবের বচন, না করি শ্রবণ, যাইতে মানস দড়। কহেন শঙ্কর, যাও অতঃপর, প্রমাদ ঘটিবে বড় ॥ না শুনি পার্ব্বতী, যান শীঘ্রগতি, সীতারূপ ধরি ছলে। অগ্রেতে শঙ্করী, ত্রিপুরা সুন্দরী, বসিলা বৃক্ষের তলে ॥ করিয়া রোদন, আইসে দুজন, নবীন কাঞ্চন চারি। অগ্রেতে লক্ষ্মণ, পিছে নারায়ণ, বৃক্ষ চর্ম্ম জটাধারী ॥ কিবা সে সুন্দর, তনু মনোহর, ধনুশর কর দলে। দেখিল ধানকী, বসিয়া জানকী, শ্রীফল বৃক্ষের তলে। প্রফুল্লিত হয়, সুমিত্রা তনয়, কহেন রামের কাছে। শোক পরিহর, ওহে রঘুবর, সীতা মাতা ঐ আছে ॥ বৃক্ষের তলায়, দেখহে সীতায়, দেখি রাম কন তারে। জানকী না হয়, কবিরত্ন কয়, কেবা আইল ছলিবারে ॥

শ্রীরামের দেবীর সহিত কথোপকথন।

রাগিণী ভৈরবী। তাল খয়রা।

ধুয়া। আর বঞ্চনা করনা মা আমারে নাহি সয়।
জগত জননী ভাল পেয়েছ সময় ॥

পয়ার। শ্রীরাম কহেন ভাই জ্বালাওনা আর। আর কি পাইব আমি দেখা সে সীতার ॥ লক্ষ্মণ কহেন অলক্ষণ ছাড় ভাই। সবে মা জানকী আমি আগে কাছে যাই ॥ সর্ব্ব অন্তরঙ্গ হরি জানিলা সকল। সীতারূপে অসীতা পাতিল এই ছল ॥ দুঃখে উপজিল হাসি হাসিলা শ্রীরাম। সকলে প্রবঞ্চে যারে হয় বিধি বাম ॥ লক্ষ্মণ অগ্রেতে জানকীর সম্বোধনে। প্রণাম করিল গিয়া যুগল-চরণে ॥ রামচন্দ্র হাসিয়া অভয়া প্রতি কয়। ভাল২ জননী গো পেয়েছ সময় ॥ একে মরি দুঃখে মা শোকেতে ক্ষীণ কায়। আর কেনলবনাক্ত কর কাটা ঘায় ॥ দয়াময়ী হইয়ে বিচার এই বটে। তোমার কি দোষ মোর ভাগ্যফলে ঘটে ॥ আর কেনে বঞ্চনা করোনা কালী বাড়া। আমাতে নাহিক আমি হুয়ে লক্ষ্মীছাড়া ॥ এইরূপ বিস্তার ভৎসিলা নারায়ণ। লজ্জায় পার্ব্বতী মূর্ত্তি করিলা ধারণ ॥ শুন প্রভু দয়াময় জানিলাম সার। তুমি পরাৎপর বস্তু আধেয় আধার ॥ শিবের মুখেতে যাহা শুনিনু শ্রবণে। প্রত্যক্ষ দেখিনু আসি আপন নয়নে ॥ কোন ভাবে কখন কেমন অবতার। অন্ত নাই অনন্ত যে অন্ত পাওয়া ভার ॥ এইরূপে পার্ব্বতী কহি যে নানা মত। চলিলেন শঙ্কর নিকটে শূন্য পথ ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালি কৈবল্য দায়িনী।

শঙ্করের শঙ্করী পরিত্যাগ।

ধুয়া। ঐ খানে রহিয়ো শিবে না আসিহ আর হে।
প্রয়োজন তোমাতে নাহিক যে আর হে॥

পয়ার। শঙ্কর নিকটে দেবী করেন গমন। দূরে থাকি নিবারণ করে ত্রিলোচন॥ আমার নিকটে দুর্গা না আসিহ আর। তোমারে করিতে স্পর্শ না হয় বিচার॥ সীতারূপ ধারণ করিয়াছিলা তুমি। ও দেহ থাকিতে লৈতে নাহি পারি আমি॥ এই কথা নির্ঘাৎ বচনে হৈমবতী। কহিতে লাগিলা তবে কেন পশুপতি॥ শিব রাম অভেদ সকল লোকে গায়। হইলাম সীতা আমি ক্ষতি কিবা তায়॥ শিব কন সে কথায় না থাকে প্রমাণ। রামচন্দ্র গুরু মোর আমি ভগবান॥ পুন কল্পে দক্ষযজ্ঞে ত্যজিয়া মুরতী। শৈল কন্যা হয়্যে দুর্গা পাবে মোরে পতি॥ এতবলি শঙ্করীকে করিয়া নৈরাশ। একা বৃষ আরোহণে গেলেন কৈলাস॥ পার্ব্বতী রহিলা গিয়া পর্ব্বত আশ্রয়। নিরবধি সশোকে অন্তরে হিমালয়॥ হেথা রাম জটায়ুর সঙ্গে দেখা করি। পাইলা সীতার বার্ত্তা কিঞ্চিৎ শ্রীহরি॥ জটায়ুর দাহ করি করিলা গমন। ঋষ্যমুখে পঞ্চ কপী সনে দরশন॥ সেখানে বিশেষ রূপ সংবাদ পাইলা। সুগ্রীবের সখ্য করি বালী বিনাশীলা॥ কটক সঞ্চয় করি সুগ্রীব দ্বারায়। সম্পাতি পক্ষের ঠাঞি কিছু বার্ত্তা পায়॥ হনুমান লঙ্ঘে নিধি শতেক যোজন। সতী সম্ভাষিয়া ভাঙ্গে অমৃত কানন॥ লঙ্কা দাহ করি পুনঃ আইল মহাবীর। সীতার সম্বাদ দিয়া করিলেন স্থির॥ পরে আসি বিভীষণ মৈত্রতা করিল। শীলা বৃক্ষে কপিগণ সমুদ্র বান্ধিল॥ শ্রীনৃসিংহ দাসে দয়া কর গো অভয়া। কবিরত্নে কর কৃপা অচল তনয়া॥

রাবণ বধোদ্যোগ।

ত্রিপদী। লবণ সমুদ্র তরী, প্রবেশ লঙ্কায় হরি, অঙ্গদেরে করিলা প্রেরণ। রণ বার্ত্তা দিয়া তায়, ফিরে আইল পুনরায়, রণোদ্যোগ করিল রাবণ॥ সাজায়্যে রাক্ষসগণে, পাঠাইয়া দিল রণে, মরিল রাক্ষস সেনাগণ। রাবণ সন্তানযত, ক্রমে ক্রমে হৈল হত, অতিকা ত্রিশিরা বিনাশন॥ কুম্ভকর্ণ নিপতন, ইন্দ্রজিত বিনাশন, শক্তিশেল লক্ষ্মণ উপরে। হনুমানের দ্বারায়, লক্ষ্মণের প্রাণ পায়, পরে মহী কাঞ্চনায় মরে। সকল হইল নাশ, দশাননের হুতাশ, সংগ্রামেতে সাজিল আপনি। অষ্ট ঘোড়া নিয়োজন, রথে করি আরোহণ, চলে রণে কাঁপে কূর্ম্ম ফণি॥ ঘোরতর ভয়ঙ্কর, সাজে সব নিশাচর, আস্ফালনে ছাড়িছে চিৎকার। বিংশতি লোচন ঘন, ঘুচাইছে দশানন, বিক্রমেতে ছাড়িল হুঙ্কার॥ ত্রিভুবন কম্পমান, যুদ্ধে হৈল আগুয়ান, পশ্চিম দুয়ারে উপনীত। শঙ্কা হৈল দেবতার, যুদ্ধ আজি কি প্রকার, হয় রাম রাবণ সহিত॥ যুদ্ধ দেখি-

বার তরে, দেবতা আকাশ স্তরে, লঙ্কায় করিছে আগমন। নৃসিংহ দাসের যত্নে, বিরচিল কবিরত্নে, চণ্ডীর গুণ নূতন কীর্ত্তন॥

দেবগণের আগমন।

রাম রাবোণয়ো যুদ্ধ।

পয়ার। মরালে বিধাতা আইলা দেখিবারে রণ। শূন্য বিনাশেতে রহিলেন দেবগণ॥ বৃষারূঢ় চন্দ্রচূড় ইন্দ্র ঐরাবতে। মহিষে শমন রবি এক চক্রপ্ররথে॥ হরিণে পবন ছাগ পৃষ্ঠে হুতাসন। যত পৃষ্ঠে বুধ ধর্ম্ম শ্বেতাশ্ব বাহন॥ শশঙ্কা তুরঙ্গে কাকে নীল সরস্বতী। বৃশ্চিকে শারদা সিংহরথে হৈমবতী॥ পেচকে কমলা সর্পে কুমুদ কুমারী। মকরে বরুণ দেব জল অধিকারী॥ শীতলার অধিষ্ঠান ভয় করি খর। আইল কুবের যক্ষ আরোহণ নর॥ মনু বসু দিকপাল বার যোগ তিথি। আর যে বাহন আরোহণে আইল ইতি॥ অবশেষে নারদ আইল বীণা করে। রামগুণ গায় ঋষি পরম সাদরে॥ আনন্দিত দেবগণ দেখেন কৌতুক। পার্ব্বতী আছেন বসি হেট করি মুখ॥ হেথা রাম বানর কটক সঙ্গে করি। উপনীত সংগ্রামেতে কোদণ্ড ধনু ধরি॥ আক্রোশে আইল রণে রাজা দশানন। প্রবল প্রতাপ বলি যেন হুতাসন॥ অসঙ্খ্য রাক্ষস দল অসঙ্খ্য বানর। দেখা দেখি বাজিল সমর আড়ম্বর॥ শিলাবৃক্ষ উপাড়িয়া মারে কপিগণ। রাক্ষসে করিছে ঘন বাণ বরিষণ॥ মহাবলবন্ত কপি দেব অংশজাত। মুহুর্ত্তেকে বহু রক্ষ করিল নিপাত॥ বিক্রমে ব্যথিত হয়ে যত নিশাচর। অতঃপর পলাইল যে ছিল অপর॥ তাহা দেখি রুষিল রাক্ষস দশানন। বাণ বরিষণ করে ধরি সরাসন॥ বাণে বাণে ক্ষত অঙ্গ যত কপিগণ। পলাইতে চাহে নহে সম্বরণ রণ॥ দেখিয়া শ্রীরাম যুদ্ধে হৈল অগ্রসার। বীরদাপে দিল্লা ধনু কোদণ্ড টঙ্কার॥ বাণ বরিষণ করি ছাইলা গগণ। অশক্ত রাবণ রাজা নাহি সহে রণ॥ শেষে রাজা যুদ্ধ ছাড়ি পলাইয়া যায়। যম তুল্য জ্ঞান করি পশিল লঙ্কায়॥ কাতর হইয়া শিব পুজা আরম্ভিল। বিবিধ প্রকার দ্রব্য শিবে নিবেদিল॥ কাতর হইয়া করে স্তব ভূতরায়। নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন কয়॥

রাবণ কর্ত্তৃক শিবের স্তব।

রাগিণী ইমন। তাল খয়রা।

ধুয়া। দয়া করহে হর গঙ্গাধর বৃষভ বাহন।
না জানি ভজন স্তুতি আমি অভাজন।

পয়ার। অস্থিমালী সিদ্ধাসন সংহার হরণ। ত্রিশূল পিণাকী কাল কলাঙ্ক ধারণ॥ পীড় মৃড় মহেশ অশেষ গুণ ধর। অমর মরণ হর কৈলাস ঈশ্বর॥ গিরীশ গণেশ পিতা গতি সবাকার। পরাৎপর পরম পুরুষ পর সার॥ ভব

ভূতনাথ ভোলানাথ ভক্ত প্রাণ। ত্রিপুরারি ত্রিদশ ঈশ্বর বরদান।। তমোগুণ তত্ত্ব পার পরম ঈশ্বর। পার্ব্বতী বল্লভ পশুপতি পার কর।। প্রথম ঈশ্বর প্রভু শ্মশান চাকর। ত্রিলোচন বিব্যোমন জগত হারক।। ঈষাণ অনাদি বিভু বিষাণ বাদক। পূর্ণতর পরমেশ চিতাভ্তি শারক।। কৃপাবলোকন করি হের হে নয়নে। সেবক শরণাগত শরাভি শয়নে।। বংশনাশ দিকবাস শ্রীরামের শরে। অপেক্ষা কেবল আমি রাখহ কিঙ্করে।। তোমার কৃপায় জয়ী এতিন ভুবন। উপেক্ষা করোনা হর ডাকে অকিঞ্চন।। নয়ন গলিত ধারা কলেবর ভাষে। বিস্তর বিনয় করে গললগ্নি বাসে।। অনুগত প্রণত নিতান্ত দশানন। কবিরত্ন কহে না ছাড়িও ত্রিলোচন।।

রাবণের হর পরিত্যাগ।

ত্রিপদী। রাবণ প্রণয় ভাষে, স্তব কৈল কীর্ত্তিবাসে, শঙ্করের দয়া না হইল। শূন্য পথে করি ভর, রাবণে কহেন হর, আমা হৈতে শেষ না রহিল।। কুকর্ম্ম করেছ তুমি, তাহে কি করিব আমি, শ্রীরামের জানকী হরণে। ক্ষমাকর হবে নাই, যাহা ইচ্ছা কর তাই, ত্রাণ না হইবে ত্রিভুবনে।। ত্যজিয়া রাবণ রাজ্যে, আসিয়া অমর মাজে, বসিলেন বৃষে করি ভর। বৈমুখ হইলা হর, দেখি তাহা লঙ্কেশ্বর, কান্দে বহু হইয়া কাতর। ভরসা আছিলা রাম, তিনিও হইলা বাম, জানিয়া আমার দুঃসময়। অতেব বুঝিনু সার, যত কিছু ফের ফার, সম্পদে সবাই দয়াময়।। আত্ম বল যত দিন, গুরু ইষ্ট ততদিন, বিপদেতে সকলে পলায়। নিজ মুণ্ড কাটি হাতে, অর্ঘ্য দিনু বিশ্বনাথে, আজি হর ত্যজিল আমায়।। পিতাব কঠিন মতি, জননী সদয়া অতি, অতেব পূজিব শীঘ্রগতি। কাতর দেখিয়া মাতা, হবেন জীবন দাতা, আপন সময়ে হৈমবতী।। এক মনে দশানন, পূজিতে দেবী চরণ, উদ্‌যোগ করিল লঙ্কাপতি। স্থাপিয়া সুবর্ণ ঘট, সকল পল্লব পট, আচ্ছাদিয়া পুজিছে পার্ব্বতী।। দিয়ে ষোড়শোপচার, বিবিধ সামিগ্র আর, ধুপ দীপ নানা পশু কাটে। শুদ্ধ চিত্ত হয়ে অতি, শুদ্ধ রূপে বৃহস্পতি, নিযুক্ত হইলা চণ্ডীপাঠে।। শ্রীযুত নৃসিংহ-দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে, কাত্যায়নী যারে সহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন,গায় দ্বিজ কবিরত্ন নাম কালী কৈবল্য দায়িণী।।

হর পার্ব্বতীর কুন্দল সূচনা।

পয়ার। শুদ্ধরূপে চণ্ডীপাঠ হইল তখন। আকাশে থাকিয়া দুর্গা হন উচাটন।। রাখিতে তাহারে দেবী চিন্তিত হৃদয়। ছল বিনা চণ্ডীর গমন নাহি হয়।। শূন্য বাক্যে রাবণের করিলা আশ্বাস। কে তোরে সমরে পারে করিতে বিনাশ।। যুদ্ধ করিবারে যাও শ্রীরামের সনে। সর্ব্বদা সহায় আমি হব তোর রণে।। শঙ্কর তোমারে যদি রক্ষা নাহি করে। রাখিতে তোমারে আমি বুঝিব

সমরে ॥ আশ্বাসে বিশ্বাব পায়ে রাবণ রাজন। রথ আরোহণে যুদ্ধে করিল গমন ॥ একেবারে দশ চাপে চাপাইয়া গুণ। যুড়িল অনেক শর সমরে নিপুণ ॥ আথালি পাথালি বিন্ধে যতেক বানর। সহিতে না পারে ভঙ্গ দিল অতঃপর ॥ তাহা দেখি রামচন্দ্র যুদ্ধ আরম্ভিলা। শতবার রাবণের মস্তক কাটিলা ॥ তথাপি তাহার আহে বল নাহি টুটে। শঙ্করের বরে যোড়া লাগে পুনঃউঠে ॥ শোণিতে বহিল নদী দেবে হাস্যমুখ। নাচে গায় বিদ্যাধরী দেখিতে কৌতুক ॥ উঠিল নারদ ঋষি অতি কুতুহল। লাগাইতে হর গৌরী সহিত কুন্দল ॥ দশজন একত্রেতে হইলে মিলন। কুন্দল না হৈলে ঋষি ওঠ পাঁচ মন ॥ যে রূপে ঝকড়া হয় সেই কর্ম্ম করে। কুন্দলে পরামানন্দ নারদ অন্তরে ॥ গথে গুথ বাজাইয়া এক দৃষ্টে চায়। দন্ত কড়মড়ি করি ঢুকাঠি বাজায় ॥ কুন্দ-লের তন্ত্র মন্ত্র করি উচ্চারণ। দেবীর নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥ কি কর বসিয়া মামী হের দেখ চায়্যা। বুদ্ধি শুদ্ধি হত মামা ভাং সিদ্ধি খায়্যে ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী।

শিব দুর্গার কুন্দল।

রাগিণী মালসী। তাল ঠেকা।

ধুয়া। কন পার্ব্বতীরে নারদ ভৎসিয়ে যথোচিত। নাহি লজ্জা ভয় মৃত্যু দেখ এ কি বিপরীত ॥ শিবেরে কি কব আর, সিদ্ধতে উন্মত্ত যার, ভক্তেতে কি কায তাঁর, কুচনী সঙ্গে প্রীত ॥

পয়ার। পাগল সর্ব্বদা শিব কি কহিব আর। সর্ব্বনাশ ভক্তের দেখিতে সাধ তাঁর ॥ মস্তক কাটিয়া বলি দিল মহারাজ। দেখিতে তাহার মৃত্যু নাহি হয় লাজ ॥ তুমিও তেমতি হলে ওগো হরদারা। কেমনে দেখিবে রাবণের মৃত্যু তারা ॥ আপনি আপনা নন ভাঙ্গড় শঙ্কর। কিছু মাত্র নাহি জ্ঞান কে আপন পর ॥ সিদ্ধি খেতে যার কাছে পান ত্রিপুরারি। একবারে নিতান্ত সদয় হন তারি ॥ স্মরিতে মামার গুণ সদা হাসি পায়। রাবণে করিতে রক্ষা উচিত তোমার। নারদের বাক্যে দেবী ক্রোধান্বিতা হন। গলা ভেড়ে শঙ্করে ডাকিয়া তবে কন ॥ ভাং সিদ্ধি খেয়ে বুড়া বুদ্ধি শুদ্ধি হীন। সংহারক হইয়া জানাও উদাসীন ॥ কিসে কিবা হয় তার নাহি বোধাবোধ। উচিত যদ্যপি কই জনমিবে ক্রোধ ॥ কি গুণে রাখিবে নাম বল দেখি রাম। অনুগত নিগ্র-হেতে কে লইবে নাম ॥ রাবণ সমান ভক্ত কে আছে এমন। তার সর্ব্বনাশ দেখ প্রভুত্ব কেমন ॥ রাবণ সমান ভক্ত না দেখি সংসারে। ভকত বৎসল হয়ে বিনাশিবে তাঁরে ॥ শয়ন ভোজন হয় হরি সঙ্গে করি। কি বুঝে ভোলার ভাবে ভাল থাকে হরি ॥ সহজে উন্মত্ত আর কি বলিব বাড়া। কেবল চিনিছে ভাল কুচনীর পাড়া ॥ দুই এক কথা কৈলে কুন্দলে বিরাগ। পেয়েছে অসহ্

মাত্র পোঁদ ভরা রাগ ॥ আপনার প্রভুত্ব রাখিতে যদি চাও। রাখিতে রাবণ ভক্তে লঙ্কাপুরী যাও ॥ পার্ব্বতী কহিলা যদি এত কীর্ত্তিবাসে। বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদি নারদ মুনি হাসে ॥ কুন্দলে পরম প্রীত ব্রহ্মার তনয়। পরস্পর কুন্দল লাগিল কবি কয় ॥

শিবোক্তি কুন্দল।

বীররস।

ত্রিপদী। শুনি শঙ্করীর বাণী, অধোমুখ শূলপাণি, কুচনী পাড়ার নামে কাঁপে। দুর্গারে কহেন রাগি, মিছে মিছে পিছে লাগি, কেটে মর কুচনীর তাপে ॥ হেন মেয়ে সৃষ্টি ছাড়া, ঐ রাগটী আছে বাড়া, এত মোর গায় নাহি য়স। মুখরা বনিতা যার, রণস্থল গৃহ তার, বিনাগ্নিতে কলেবর দয় ॥ মোরে বিধাতা পাবণ্ডী, গৃহিণী হইল চণ্ডী, ঐ তাপে ছাড়িলাম ঘর। পাইলে যুদ্ধের বোল, উনমত্তা উতরোল, লগ্না হয় বিপক্ষ সাদর ॥ রাবণে মারিবে রাম, আমি তারে হৈনু বাম, তোমার কি তাহাতে বহিল। আমার সেবক বটে, ভাল মন্দ মোরে ঘটে, তোরে কেবা বলিতে কহিল ॥ শ্রীরাম মারিবে যারে, কে রাখিতে পারে তারে, আর কিবা কহিব তোমারে। জানকী হরিল যবে, রাবণ মরিল তবে, সংজ্ঞা-মাত্র রাবণ সংসারে ॥ শুনিয়া পার্ব্বতী কন, শুন ওহে পঞ্চানন, দশানন ভক্ত যে তোমার। কুকর্ম্ম যদ্যপি করে, তবুতো তোমারে স্মরে, ক্ষমা করি করহ নিস্তার ॥ শঙ্কর কহেন তবে, আমা হৈতে নাহি হবে, পার যদি রাখ গিয়া তুমি। আমা হৈতে হবে নাই, যা জান করগে তাই, ছাড়িয়ে আকাশ যাও ভূমি ॥ শিবের বচনে যায়া, থর থর কম্পো কায়া, ক্ষেমঙ্করী রূপ ধরি চলে। বেড়িয়ে রাবণ রাজে, উড়িছেন নভমাঝে, দশানন যুঝে ভূমিতলে ॥ অসংখ্য বানরগণ, শিলা বৃক্ষে করে রণ, বিনাশিছে সেনা থাকে থাকে। লম্ফ ঝম্ফ, অস্ফালন, কম্পবান ত্রিভুবন, সিংহনাদে বিপরীত ডাকে ॥ হনূমান নল নীল, সরভ চন্দ্রনাশীল, কুমুদ কেশরি আদি যত। অঙ্গদ বালির সুত, কোটি সিংহ বলযুত, বেড়ে গিয়ে রাবণের রথ ॥ লাফে লাফে চড়ে রথে, কেহ টানি ফেলে পথে, অষ্টঘোড়া করিল বিনাশ। মুষ্টিক প্রহারে কেহ, নাশিল সারথি দেহ, গায় কবি চণ্ডিকা বিলাস ॥

রাবণ অম্বিকার স্মরণ করে।

পয়ার। তাহা দেখি কোপে কাঁপে বীরদশানন। চাপে চড়াইয়া বাণ করে বরিষণ ॥ আচ্ছন্ন হইল রবি নাহি চলে দৃষ্টি। বাণ বর্ষে যেন মেঘে বরিষয়ে বৃষ্টি ॥ বাণে বাণে ক্ষত অঙ্গ যতেক বানর। তাহা দেখি হনূমান ক্রোধিত অন্তর ॥ লম্ফ দিয়া রাবণের সম্মুখে পড়িল। বজ্রের সমান কিল রাবণে মারিল ॥ মারি [illegible] দশানন হারায় চেতন। ধূলায় লোটায় করে রুধির বমন ॥ চেতন

পাইয়ে কিল হনুমানে মারে। রাম রাম বলিয়া আপনা বীর সারে॥ এইরূপ কতক্ষণ হইল সংগ্রাম। পরেতে সংগ্রাম আসি করিল শ্রীরাম॥ বাণে বাণে ছিন্ন দেহ হৈল দুজনার। দশানন সমর সহিতে নারে আর॥ অচৈতন্য হয়ে রাজা ধূলায় ধুসর। অম্বিকার স্তব করে হইয়া কাতর॥ কোথা মা তারিণী তারা হও গো সদয়। দেখা দিয়ে রক্ষা কর মোর অসময়॥ পতিত পাবনী পাপ হারিণী কালিকে। দীন জন জননী মা জগত পালিকে॥ করুণা-নয়নে চাও কাতর কিঙ্করে। ঠেকিয়াছি ঘোর দায় রামের সমরে॥ আর কেহ নাহি মোর ভরসা সংসারে। সঙ্কর ত্যজিল তেঞি ডাকি মা তোমারে॥ তুমি দয়া-ময়ী মাতা শুনেছি পুরাণে। তুমি শক্তি মুক্তি তৃপ্তিব্যাপ্তিপরিত্রাণে॥ নামগুণে ব্যক্ত আছ এ তিন ভুবনে। রূপ গুণ অব্যক্ত নাহিক নিরূপণে॥ যে তব শরণ লয় না থাকে আপদ। প্রমাণ ইন্দ্রের যাহে অমর সম্পদ॥ আমার নাহিক আর ডাকিবার লোক। কৃপা করি কর মাতা নিবারণ শোক॥ এইরূপে স্তব যদি করিল রাবণ। আর্দ্র হৈল হৈমবতী মন উচাটন॥ শ্রীনৃসিংহ দাসে দয়া কর গো অভয়া। কবিরত্নে কর কৃপা অচল তনয়া॥

রাবণের প্রতি দেবীর আশ্বাস।

রাগিণী ঝিঁঝিটী। তাল আড়া।

ধূয়া। মিতা বিভীষণ বুঝি হলো নাই সীতা উদ্ধার।
দেখ রথে দশানন কোলে অভয়ার॥

পয়ার। স্তবে তুষ্টা হয়ে মাতা দিলা দরশন। বসিলেন রথে কোলে করিয়া রাবণ॥ আশ্বাস করিয়া কন না কর রোদন। ভয় নাই ভয় নাই রাজা দশানন॥ আসিয়াছি আমি আর কারে কর ডর। আপনি যুঝিব যদি এসেন সঙ্কর॥ অসীত বরণে কালী কোলে দশানন। রূপের ছটায় ঘটা তিমির নাশন॥ অলকা ঝলকে উচু কাদম্বিনীকেশে। তাহে শ্যামারূপেনীলসৌদামিনী বেশে॥ কর পদ নখে শশী অমল প্রকাশে। বিম্বফল কলিত অধরে মন্দ হাসে॥ শোক গেল রাবণের দুঃখ বিনাশনে। হইল আহ্লাদ চিত্ত দেবী দরশনে॥ নয়নে গলিত ধারা সবিনয়ে কয়। বলে দয়াময়ী বিনে সদয়া কে হয়॥ সাক্ষাতে করিয়া স্তব রাজা লঙ্কেশ্বর। রাম সনে সংগ্রামে চলিল অতঃপর॥ ছাড়ে ঘন হুহুঙ্কার গভীর গর্জ্জনে। বাণ বরিষণ করে তরল গর্জ্জনে॥ আগুসরি যুদ্ধে আইল রাম রঘুপতি। দেখিলেন রাবণের রথে হৈমবতী॥ বিস্ময় হইয়া রাম ফেলে ধনুর্ব্বাণ। প্রণাম করিলা মাকে করি মাতৃজ্ঞান॥ বিভীষণে কন তবে ত্রিলোকের নাথ। রাবণ বিনাশে মাতা ঘটিল ব্যাঘাত॥ কার সাধ্য বিনা-শিতে পারে দশাননে। রক্ষিবে রাবণ আজি হর বরাঙ্গনে॥ ঐ দেখ রাবণের রথে বিভীষণ। জলদবরণী তারা রাতুল চরণ॥ দেখিয়া ধার্ম্মিক বিভীষণ

সবিস্ময়। প্রমাদ ঘটিল কি হইবে দয়াময়॥ বিষণ্ণ হইয়া রাম বসিলা ভূতলে। পরম বিমর্শ হয়ে ভাবিত সকলে॥ তারা যদি করিলেন এমন ব্যাঘাত। তবে আর কে করিবে দশাস্য নিপাত॥ উপায় নাহিক হয় করিব কেমন। দেখিয়া রামের চিন্তা চিন্তে দেবগণ॥ এ সময়ে হৈমবতী কি করিলা আর। দেবারিষ্ট বিনাশে ব্যাঘাত চণ্ডিকার॥ বিধাতারে কহিলেন সহস্র লোচন। উপায় করহ বিধি যা হয় এখন॥ বিধি কন বিধি আছে চণ্ডী আরাধনে। হইবে রাবণ বধ অকাল বোধনে॥ ইন্দ্র কন কর তাই বিলম্ব না সয়। নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন কয়॥

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বোধন।

রাগিণী মালসী। তাল আড়া।

ধূয়া। বিধি বড় দয়াময় করিল অকালে বিধি চণ্ডীর বোধন।
রামের অনুগ্রহার্থে বধিতে দশানন॥

পয়ার। রাবণ বধের জন্য বিধাতা তখন। আর শ্রীরামের অনুগ্রহের কারন॥ এই দুই কর্ম্ম ব্রহ্মা করিতে সাধন। অকালে শরতে কৈল চণ্ডির বোধন॥ দেবগণ সহিত পুজিল মহামায়। এখানে চিন্তিত রাম কি করি উপায়॥ আমা হৈতে নাহি হৈল রাবণ সংহার। জনক নন্দিনী সীতা না হৈল উদ্ধার॥ মিথ্যা পরিশ্রমে কৈনু সঞ্চয় বানর। মিথ্যা কষ্টে করিলাম বন্ধন সাগর॥ মিথ্যা করিলাম যত রাক্ষস সংহার। লক্ষ্মণের শক্তিশেলে ক্লেশ মাত্র সার॥ অনুপায় সকলি হইল এইবার। বিভীষণে কহেন কি হবে মিতা আর॥ নয়নেতে বহে জল শুকাইল মুখ। তাহা দেখি বিভীষণের দুঃখে ফাটে বুক॥ বলে প্রভু আমার নাহিক সাধ্য আর। আমা হৈতে হৈলে হৈত উপায় ইহার॥ এত শুনি কান্দেন আপনি রঘুরায়। ধূলায় লোটায় ছিন্ন নীলোৎপল প্রায়॥ লক্ষ্মণ কান্দিছে আর বীর হনূমান। সুগ্রীব অঙ্গদ নল নীল জাম্বুবান॥ রোদন করিছে সবে ছাড়িয়ে সময়। দেখিয়ে রামের দুঃখ কাতর অমর॥ ইন্দ্ররাজ বিধাতারে সবিনয়ে কয়। শ্রীরামের দুঃখ আর প্রাণে নাহি সয়॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী॥

ষষ্ঠ্যাদি কল্প।

ত্রিপদী। ইন্দ্রের শুনিয়া বাণী, কন কমণ্ডলু পাণি, উপায় কেবল দেবী পূজা। তুমি পূজি যে চরণ, জিনিলে অসুর গণ, বধিয়া শরতে দশভুজা॥ পূজা রাম কৈলে তাঁর, হবে রাবণ সংহার, শুন সার সহস্র লোচন। শুনি কহে সুরপতি, যাহ তুমি শীঘ্রগতি, জানাও শ্রীরামে বিবরণ॥ ব্রহ্মা পুলকিত চিত, পদ্মযোনী আনন্দিত, শ্রীরাম নিকটে উপনীত। বিনয় করিয়া কয়, শুন প্রভু দয়াময়, রাবণ বধের যে বিহিত॥ ব্রহ্মার বচন শুনি, কন রাম গুণমণি, কহ

বিধি কি উপায় করি। মিথ্যা শ্রম করিলাম,অনুপায় ঠেকিলাম, রক্ষিত রাবণে মহেশ্বরী॥ বিধাতা কহেন প্রভু, এক কর্ম্ম কর বিভু, তবে হবে রাবণ সংহার। অকালে বোধন করি, পুজ দেবী মহেশ্বরী, তরিবে হে এ দুঃখ পাথার॥ শ্রীরাম আপনি কয়, বসন্তে শুদ্ধি সময়, শরৎ অকাল এ পুজার। বিধি আর নিরূপণ, নিদ্রা ভাঙ্গিতে বোধন, কৃষ্ণা নবমীর দিনে তাঁর॥ সে দিন হয়েছে গত, প্রতিপদে আছে মত, কল্পারম্ভ সুরথ রাজার। সেই বিধি মত ধরি, দুর্গা পদার্চ্চন করি, তবে বুঝি হইবে সুসার॥ সে দিন নাহিক আর, পুজা হবে কি প্রকার, শুক্লা ষষ্ঠী মিলিবে প্রভাতে। কন্যা রাশি মাস বটে, কিন্তু পুজা নাই ঘটে, অত্রযোগ সব হৈল যাতে॥ বিধাতা কহেন সার, শুন বিধি দিন তার, কর ষষ্ঠী কল্পেতে বোধন। ব্যাঘাত না হবে তায়, বিধি খণ্ডি পুনরায়, কল্প-খণ্ডে সুরথ রাজন॥ এই উপদেশ কন, শুনে রাম সুখি হন, বিধাতা গেলেন নিজ ধাম। প্রভাত হইল নিশা, প্রকাশ পাইল দিশা, স্নান দান করিল শ্রীরাম॥ বনপুষ্প ফল মূলে, গিয়া সাগরের কূলে, কল্প কৈলা বিধির আচার। পুজি দুর্গা রঘুপতি, করিলেন স্তুতি নতি, বিরচিল শ্রীনন্দকুমার॥

শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব।

রাগিণী সুরট। তাল খয়রা।

ধুয়া। কোথা গো করুণাময়ী দয়া কর দীন হীনে।
ঠেকেছি বিষম দায় কে তারে তারিণী বিনে॥

পয়ার। চণ্ডীপাঠ করি রাম করিলা উৎসব। গীত নাট করে জয়দেব কপি সব॥ প্রেমানন্দে নাচে আর দেবী গুণ গায়। চণ্ডির অর্চ্চনে দিবাকর অস্ত যায়॥ সায়াহ্ন কালেতে রাম করিলা বোধন। আমন্ত্রণ অভয়ারে বিল্লাদি বাসন॥ আপনি গড়িলা রাম মূর্ত্তি মহামায়ী। হইতে সংগ্রামে দুষ্ট রাবণ বিজয়ী॥ আচারেতে আরতি করিলা অধিবাস। বান্ধিলা পত্রিকা নব বৃক্ষের বিলাস॥ এইরূপে উদ্যোগ করিলা দ্রব্য যত। পদ্ধতি প্রমাণে আছে নিয়ম যেমত॥ অসাধ্য তাহে নাহি অনুমান॥ ত্রিভুবন ভ্রমিয়ে আনিল হনূমান॥ গত হৈল ষষ্ঠী নিশা কিবা সুপ্রভাত। উদয় হইল পূর্ব্বে দিবসের নাথ॥ স্নান করি আসি প্রভু পুজা আরম্ভিল। বেদ বিধিমতে পুজা সমাপ্ত করিল॥ শুদ্ধ সত্ত্ব ভাবে পুজা সাত্ত্বকী আখ্যান। গীত নাট চণ্ডী পাঠে দিবা অবসান॥ সপ্তমী হইল সাঙ্গ অষ্টমী আইল। পুনর্ব্বার রঘুনাথ অর্চ্চনা করিল॥ নিশা-কালে সন্ধি পুজা কৈলা রঘুনাথ। নৃত্যগীতে বিভাবরি হইল প্রভাত॥ নবমীতে পুজে রাম দেবীর চরণে। নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন ভণে॥

দুর্গা পুজা।

ত্রিপদী। নবমীতে রঘুপতি, পুজিবারে ভগবতী, উদ্যোগ করিলা কত

মূল ॥ বেদ বিধিমতে মত, আনিলা সামগ্রী যত, কপিগণে যোগাইছে ফুল ॥ অশোক কাঞ্চন জবা, মল্লিকা মালতী ধবা, পলাশ পাটুলি এ বকুল। গন্ধরাজ আদি যত, বন পুষ্প নানামত, স্থলপদ্ম কদম্ব পারুল ॥ রক্তোৎপল শতদল, কুমুদ কহ্লার নল, আমলকী পত্র পারিজাত ॥ সেফালী করবী আর, কনক চম্পক সার, কোকনদ সহস্রেক পাত ॥ আতসী অপরাজিতা, যাতে দুর্গা হর-ষিতা, চম্পক চম্পক নাগেশ্বর। কাষ্ঠ মল্লিকা দুপাটি, যাতি যূতী আচি ঝাঁটি, দ্রোণ পুষ্প মাধবী টগর ॥ তুসীর তিশিধাতকী, ভূমি চম্পক কেতকী, পদ্মরক কৃষ্ণকেলী আর। স্বর্ণ যূথি যাঁধুলি, শীর্ষ পিউলি আধুলি, কুরুচি গোলরূপ পুষ্প সার ॥ কৃষ্ণচুড়া চমৎকার, পুষ্প রাখে ভারে ভার, সচন্দনে কদলীর দলে। নৈবেদ্যের আয়োজন, করিল বানরগণ, অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব বন ফলে ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সংগীতের অভিলাষে, কাত্যায়নী যারে সহা-য়িনী। আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

নীলপদ্ম আনয়নের মন্ত্রনা।

পয়ার। পরম আনন্দে রাম পূজেন শঙ্করী। সাত্বিক ভাবেতে তবে বিধান আচারি ॥ তন্ত্র মন্ত্র মতে পূজা করে রঘুনাথ। একাসনে সভক্তিতে লক্ষ্মণের সাত ॥ অর্চ্চনা করিল যদি দেব ভগবান। থাকিতে নারিলা দেবী ঘটে অধি-ষ্ঠান ॥ কপটে করুণাময়ী রহিলা গোপন। শ্রদ্ধায় রামের পূজা করিলা গ্রহণ ॥ বিধিমতে পূজা সাঙ্গ করিলা শ্রীহরি। কিন্তু হৈল সন্দেহ না দেখিয়ে শঙ্করী ॥ বিভীষণে কন মিতা কি হইবে আর। আমা প্রতি বুঝি দয়া না হৈল দুর্গার ॥ বঞ্চনা করিলা দেবী বুঝি অভিপ্রায়। সীতার উদ্ধারে আর নাহিক উপায় ॥ নয়নে বহিছে ধারা অশোক অন্তর। কান্দেন করুণাময় প্রভু পরাৎ-পর ॥ কাতর হইয়া তবে কন বিভীষণ। এক কর্ম্ম কর প্রভু নিস্তার কারণ ॥ তুষিতে চণ্ডিরে এই করহ বিধান। অষ্টোত্তর শত নীলোৎপল কর দান ॥ দেবের দুর্লভ পুষ্প যথা তথা নাই। তুষ্টা হবে ভগবতী শুনহ গোসাঞি ॥ শুনিয়া তাহার বাক্য রঘুনাথ কন। কোথা পাব নীলপদ্ম মিতা বিভীষণ ॥ দেবের দুর্লভ যাহা কোথা পাবে নর। সকলি আমার ভাগ্যে বিধান দুষ্কর ॥ কাতর দেখিয়া রামে হনুমান কয়। স্থির হও চিন্তা দূর কর মহাশয় ॥ দাস আছে কাছে চিন্তা কেন কর মনে। থাকে যদি নীলপদ্ম আনিবে এক্ষণে ॥ স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল ভ্রমিয়া ভূমণ্ডল। এক দণ্ডে এনে দিব আমি নীলোৎপল ॥ বিভীষণ কন বীর হনুমান কাছে। অবনীতে দেবীদহে নীলপদ্ম আছে ॥ দশ বৎসরের পথ হইবে নিশ্চয়। বীর কহে আমি দিব নাহিক সংশয় ॥ রামচন্দ্রে প্রণমিয়া বীর হনুমান। দেবীদহ উদ্দেশেতে করিল প্রয়াণ ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে যুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

শ্রীরাম দেবীকে স্তব করেন।

রাগিণী ললিত। তাল খয়রা।

ধুয়া। হের মা নয়ন কোণে তাপিত তনয়ে তারিণী।
এ মা তপন তাড়নে ত্রাশিত চিন্তানলে দহিছে প্রাণী॥

পয়ার। হনূমানে পাঠাইয়া পদ্ম আনিবারে। শ্রীরাম করেন স্তব দেবী চণ্ডিকারে॥ দুর্গা দুর্গ হরা তারা দুর্গতি নাশিনী। দুর্গম শরণী বিন্ধ্যগিরি নিবাসিনী॥ দুরারাধ্য ধ্যান সাধ্যা শক্তি সনাতনী। পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি পুরাতনী॥ নীলকণ্ঠ প্রিয়া নারায়ণী নিরাকারা। সারাৎসারা মূল শক্তি শচ্চিতা সাকারা॥ মহিষমর্দ্দিনী মহামায়া মহোদরী। শিব নিতম্বিনী শ্যামা সর্ব্বাণী শঙ্করী॥ বিরূপাক্ষী শতাক্ষী শারদা শাকম্ভরী। ভ্রামরী ভবানী ভীমা ধূমা ক্ষেমঙ্করী॥ কালী কাল হরা কালা কালে কর পার। কুল কুণ্ডলিনী কর কাতরে নিস্তার॥ সম্বোদরা বাঘাম্বরা কলুষ নাশিনী। কৃতান্ত দলনী কাল উর বিলাসিনী॥ ইত্যাদি অনেক স্তব কারলা শ্রীহরি। তুষ্টা হৈলা হৈমবতী পরম ঈশ্বরী॥ কিন্তু রৈলা অদৃষ্টেতে নীলপদ্ম আশে। রামের কমল আঁখি অশ্রুজলে ভাষে॥ এই রূপে কতক্ষণ রণ ভগবান। হোথা নীলপদ্ম তোলে বীর হনূমান॥ অষ্টোত্তর শত পদ্ম করি উত্তোলন। পবন ভরেতে বীর করে আগমন॥ শ্রীরামের নিকটে আসিয়া উত্তরিলা। গণনা করিয়া নীলপদ্ম রামে দিলা॥ আনন্দিত হইলা রাম পায়্যে নীলপদ্ম। দেবী ভাবে বিচিত্র করিলা চিত্ত সদ্ম॥ সঙ্কল্প করিলা পদ্ম করিতে প্রদান। নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গান॥

দেবীর এক পদ্ম হরণ।

লঘু-ত্রিপদী। পুলোকিত চিত, বিধান রচিত, মূলমন্ত্র উচ্চারণে। ক্রমে নীলোৎপল, সহস্রেক দল, সঁপে শঙ্করীর চরণে॥ করিলেন ছল, বুঝিতে সকল, দেবী হর মনোহরা। হরিলেন আর, এক পদ্ম তার, মহেশ্বরী পরাৎ-পরা॥ ক্রমে পদ্ম সব, দিলেন রাঘব, রাম জগৎ গোসাঞি। শেষেতে বিয়োগ, হৈল অত্রযোগ, এক পদ্ম মিলে নাই॥ হইয়া বিস্মিত, চিত চমকিত, সঙ্কল্প ভঙ্গেতে ভয়। হনূমানে কন, ব্রহ্ম সোনাতন, এাক পবন তনয়॥ সঙ্কল্প করিয়া, বিধান রচিয়া, শতাষ্ট আছে সংখ্যায়। এক পদ্ম তায়, পাওয়া নাহি যায়, ঠেকিলাম ঘোর দায়॥ যাহ পুনর্ব্বার, পদ্ম এক আর, আন গিয়া বাছাধন। হনুমান কয়, শুন মহাশয়, শতাষ্ট আছে গণন॥ শুনহে গোসাঞি, আর পদ্ম নাই, দেবীদহে নলমালী। হেন লয় চিতে, তোমারে ছলিতে, পঙ্কজ হরিলা কালী॥ আমার বিস্ময়, অন্যায় না হয়, দেখেছি গণিয়া ক্রমে। নিশ্চয় তারিণী, হরিলা নলিনী, না ভুল প্রভু ভ্রমে। পবন নন্দন, কহিল তখন

শুনিয়া বিস্ময় রাম। আঁখি ছল২, বহে অশ্রুজল, কান্দেন ত্রিলোক ধাম॥ বুঝিলাম সার, কপালে আমার, আছে কতেক যন্ত্রণা। কবিরত্নে গায়, এ হেতু আমায়, অভয়ার বিড়ম্বনা॥

শ্রীরামের দেবীর প্রতি স্তুতি।

ধূয়া। অশিব হারিণী শিব নিতম্বিনী।
শব শিরোপরা শিব দায়িনী সুর বন্দিনী॥

লঘু-ত্রিপদী। নমস্তে সর্ব্বাণী, ঈশানী ইন্দ্রাণী ঈশ্বরী ঈশ্বর জায়া। মেনকা নন্দিনী, গণেশ জননী, দেহ মোরে পদছায়া॥ উগ্রচণ্ডা উমে, আশুতোষি ধূমে, অপরাজিতা উর্ব্বশী। রাজরাজেশ্বরী, রমা রণ করি, শঙ্করী শিবে ষোড়শী॥ মাতঙ্গী বগলে, কল্যাণী কমলে, ভবানী ভুবনেশ্বরী। সর্ব্ব বিশ্বোদরী, শুভে শুভঙ্করী, ক্ষাতি ক্ষেত্র ক্ষেমঙ্করী॥ সহস্র স্বহস্তে, ভীমে ছিন্নমস্তে, মাতা মহীষমর্দ্দিনী। নিস্তার কারিণী, নরক বারিণী, নিশুম্ভ শুম্ভ ঘাতিনী॥ দৈত্য নিকৃন্তিনী, শিব সীমন্তিনী, শৈলসুতে সুবদনী। বিরিঞ্চি বন্দিনী, দুষ্ট নিস্কন্দিনী, দিগাম্বরের ঘরণী॥ দেবী দিগাম্বরী, দুর্গে দুর্গ অরি, কালিকে করাল বেশী। শিবে শবারূঢ়া, চণ্ডী চন্দ্রচূড়া, ঘোররূপা এলোকেশী॥ সর্ব্ব সুশোভিনী, ত্রৈলোক্য মোহিনী, নমস্তে লোল রসনা। দিক্ বিবসনা, সর্ব্ব শবাসনা, বিশ্বা বিকট দশনা॥ শারদা বরদা, শুভদা সুখদা, অন্নদা কালিকে শ্যামা। মৃগেশ বাহিনী, মহেশ ভাবিনী, সুরেশ বন্দিনী বামা॥ কামাক্ষ্যা রুদ্রাণী, হরা হররানি, মহারমা কাত্যায়ণী। শমন ত্রাসিনী, অরিষ্ঠ নাশিনী, দয়াময়ী দাক্ষ্যায়ণী॥ হের মা পার্ব্বতী, আমি দীন অতি, আপদে পড়েছি বড়। সর্ব্বদা চঞ্চল, পদ্মপত্রে জল, ভয়ে ভীত জড়সড়॥ বিপদে আমার, না হয় তোমার, বিড়ম্বনা করা আর। শ্রীনৃসিংহের দয়া, কর গো অভয়া ভণে শ্রীনন্দকুমার॥

দেবী প্রতি স্তুতি বাক্য।

রাগিণী হাম্বির। তাল খয়রা।

ধূয়া। তারা তোমার মন্ত্রণা কিছু না পাই ভাবিয়ে।
সর্ব্বস্বরূপিনী তুমি, তুমি কর্ম্ম কর তুমি, জীব উপলক্ষ নিয়ে॥

পয়ার। কাতরে কহেন রাম দেবী পদতলে। আর্দ্র চিত লোমাঞ্চিত ভাসে অশ্রুজলে॥ কৃতাঞ্জলি হয়ে হরি স্তুতি বাক্য কয়। হের গো নয়নে কালী মোর অসময়॥ পরাৎপরা সারাৎসারা বিপদ ছেদিনী। মহামায়া রূপে ত্রিজগত আচ্ছাদিনী॥ তুমি কর্ম্ম কর্ম্মমূল কর্ম্মের কারণ। তুমি স্মৃতি বৃত্তি দয়া লজ্জা নিরূপণ॥ সর্ব্বময়ী সর্ব্ব আত্মা তুমি সর্ব্ব শক্তি। তোমাতে আশ্রিত জীব সংসারানুরক্তি॥ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ মা তুমি। সজীব অজীব

ব্যাপ্তি স্বর্গসব তুমি ॥ সকলি কর মা তুমি শুভাশুভ যত। আপদ সম্পদ ধর্ম্মা-
ধর্ম্ম অনুগত ॥ কর্ম্মভোগ ভোগ মোক্ষ তুমি প্রদায়িনী। স্ত্রী পুং নপুংসক তুমি
জীব সহায়িনী ॥ যোগমায়া যোগে মোরে আনিলে ভূতলে। বিড়ম্বনা করিয়া
ভাসালে শোকে জলে ॥ চিন্তামণি নাম দিয়া চিন্তা সমর্পণ। তুমি কর্ম্মে কর্ম্ম
কর প্রয়োজ্য গণন ॥ সর্ব্বভূতে সর্ব্ব রূপে ভিন্ন কর দেহ। তুমি শক্তি সর্ব্বাধারা
ছাড়া নহে কেহ ॥ সংসার তোমার মায়া ছায়াবাজী প্রায়। তোমার এ নাট্য-
খেলা পুত্তলিকা তায় ॥ কারে কর রাজা কারে মন্ত্রী কর তার। কেহ গজবাহি
কেহ গজ রক্ষাকর ॥ কেহ দীর্ঘজিবী কেহ অল্পদিনে পাত। কার শিরে ছত্র
কার শিরে বজ্রাঘাৎ ॥ কেহ যায় শিবিকায় কেহ তারে বয়। কেহ সুখী মহা-
ভোগী কেহ কষ্টে রয় ॥ কার স্বর্ণপাত্রে অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন। কার অন্ন নাহি
মিলে ভিক্ষায় ভক্ষণ ॥ কেহ রোগী রাগী কেহ হয় রাগান্বিত। কেহ সাধ চোর
কে ধার্ম্মিক ধর্ম্মাতীত ॥ এইরূপে সংসারের কর মা স্থাপন। আমারে করেছ
মাত্র দুঃখের ভাজন ॥ ত্রিভুবনের দুঃখ তাপ স্থাপিছ আমায়। আর দুঃখ
দিওনা মা নিবারি তোমায় ॥ দুঃখ ভাণ্ড অল্প হল্যো দুঃখ তাহে ভারি।
তথাপি রাখিছ দুঃখ পুর্ব্ব না বিচারি ॥ নিষেধ করি গো তাই যদি ভেঙ্গে
যায়। এ দুঃখ রাখিতে স্থান পাইবে কোথায় ॥ বলে অরসর আমি যা জান
সে কর। কবিরত্ন কহে শীর্ণ জীর্ণ কলেবর ॥

শ্রীরামের দুঃখ নিবেদন।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

ধুয়া। আর কত কর বঞ্চনা আমায়।
ঘোরা ফেরা সহা নাহি যায় ॥

পয়ার। জন্মাবধি দুঃখ মোর কি কহিব আর। তবু দুঃখ দাও দয়া না হয়
তোমার ॥ ক্লেশে অবসান তনু শুন গো তারিণী। দয়াময়ী নাম তব পতিতো-
দ্ধারিণী ॥ কত দুঃখ দিলে মাতা ভেবে দেখ মনে। রাজ্য রাজ্য বিনাশিয়া
আনিলা কাননে ॥ তথাপি নাহিক ক্ষমা অরণ্যে করিলে। রাবণ দ্বারায় শেষে
জানকী হরিলে ॥ কত কষ্টে কটক সঞ্চয় কপিগণে। শিলা বৃক্ষে সেতু বান্ধি
সমুদ্র তরণে ॥ সীতার উদ্ধারে তায় হইনু তৎপর। রাক্ষস নাশিনু শেষে
আছে লঙ্কেশ্বর ॥ কষ্টে রণ করিলাম হয়ের অঙ্গনা। তথাপি আপনি কালী
করিছ বঞ্চনা ॥ করিলাম অর্চ্চনা মা অকালে বোধনে। তবু কৃপা না হইল
মোর অসাধনে ॥ শেষে শ্যামা নীলপদ্মে পুজিব চরণ। শত অষ্ট সংকল্পেতে
করিনু রচন ॥ তার মধ্যে কৃপণতা করিলে মোহিনী। হরিলে হারিণী তার
সংকল্পে মলিনী ॥ আমি দীন হীন ক্ষীণ অতি অভাজনে। হের মা নয়ন
কোণে মানস পুরণে ॥ নীলপদ্ম যোগাইয়া পুর্ণ কর তল। না সয় যাতনা আর

জীবন বিকল ।। এইরূপে রামচন্দ্র করেন বিনয়। তথাপি তারার তাহে সাক্ষাৎ না হয় ।। কান্দিয়া শ্রীরঘুনাথ হইলা অস্থির। বুক মুখ বহিয়া পড়িছে অশ্রুনীর ।। লক্ষ্মণ কান্দেন আর বীর হনুমান। সুগ্রীব সুষেণ বিভীষণ জাম্বুবান শ্রীরাম কহেন সবে কিবা দেখ আর। বুঝিনু নিশ্চয় সীতা না হৈল উদ্ধার ।। যাহ মিতা সুগ্রীব স্বগণ লয়ে যাও। মিথ্যা আর কেন কান্দ মিছা মুখ চাও ।। বিভীষণে রাজ্য দিব অযোধ্যা ভুবনে। রাখিব যতনে তাকে সত্যের পালনে ।। ঝাঁপ দিব জলে আমি সমুদ্র ভিতরে। এত বলি কান্দে রাম সশোক অন্তরে ।। আকুল দেখিয়া রামে সকলে বুঝায়। নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গায় ।।

বর যাচিঞা।

ধুয়া। তারা নামের মহিমা বুঝি যায় এইবার
বলি গো তোমায়, হও সাবধান আপনায় ।।

পয়ার। শ্রীরামের কাতর দেখি কহে হনুমান। কেন এত বৈকুল্যতা কর ভগবান ।। সাধিব সকল কর্ম্ম আমি আপনার। মারিব রাবণে সীতা করিব উদ্ধার ।। এইরূপ সকলেতে বুঝায় তখন। না শুনে কাহার কথা করেন রোদন ।। শিরে করাঘাত করি করেন হুতাশ। বলেন কেবল মোর সকলি নৈরাশ ।। ভাবিতে ভাবিতে রাম করিলেন মনে। নীল কমলাক্ষী মোরে বলে সর্ব্বজনে ।। যুগল নয়ন মোর ফুল্ল নীলোৎপল। সংকল্প করিব পূর্ণ বুঝিয়ে বিকল ।। এক চক্ষু দিব আমি দেবীর চরণে। এত বলি কন রাম অনুজ লক্ষ্মণে ।। আর কিবা দেখ ভাই করি কি এখন। না হৈল দুর্গার কৃপা বিফল জীবন ।। কমললোচন মোরে বলে সর্ব্বজনে ।।এক চক্ষু দিব আজি সংকল্প পূরণে ।। এত বলি তূণ হৈতে লইলেন বাণ। চক্ষু উপাড়িতে যান করিতে প্রদান ।। কান্দিতে কান্দিতে রাম করেন স্তবন। দেখিয়া দেবীর শোক হইল তখন ।। চক্ষু উপাড়িতে রাম বসিলা সাক্ষাতে। হেনকালে কাত্যায়নী ধরিলেন হাতে ।। কি কর কি কর প্রভু জগত গোসাঞি। পূর্ণ হৈল চক্ষু উপাড়িয়া কায নাই ।। কাতরে শ্রীরাম কন দেবীরে তখন। অবিরত জলধারে ভাসিছে নয়ন ।। ভাল দুঃখ দিলে মাতা পেয়ে অসময়। কিন্তু জননীর হেন করা মত নয় ।। পুত্র প্রতি মাতৃ স্নেহ সর্ব্বশাস্ত্রে গায়। মোর পক্ষে মীন ভুজঙ্গের মাতা প্রায় ।। ঠেকেছি বিষম দায় জানকী উদ্ধারে। অনুমতি কর মাতা রাবণ সংহারে ।। যা করিলে সে ভাল বারেক ফিরে চাও। শবে শস্ত্রাঘাৎ মিথ্যা আক্ষেপ বাড়াও ।। ভরসা তোমার আর না কর নৈরাশ। আশা আছে আশ্বাসে বিশ্বাসে দাও শ্বাস ।। কাল নিবারিণী কালী

কালের মোহিনী। প্রকৃতি পরমেশ্বরী পরম মোহিনী॥ অসুর বিহীনে তনু শীর্ণ আছে মোর। কবিরত্ন কহে মা দুঃখের নাহি ওর॥

রাবণ বধে দেবীর আদেশ।

ত্রিপদী। রামের বচন শুনি, বিষাদে হরিষ গুণি, স্তুতি বাক্যে কাত্যায়নী কন। শুন প্রভু দয়াময়, অখিল ব্রহ্মাণ্ড চয়, পতি তুমি ব্রহ্ম সনাতন॥ তুমি আদি ভগবান, অখণ্ড কাল সমান, বিশ্ব রহে তব লোমকূপে। তুমি চরাচর গতি, অচ্যুত অব্যয় অতি, ব্যাপকতা পরমাত্মরূপে॥ মায়ার মানুষ তুমি, চতুর্ব্যূহে আসি তুমি, নাশিতে রাক্ষস দুরাচার। ভব ভাব্য প্রভু হও, কবে কোন ভাবে রও, শুদ্ধ তত্ত্ব কে জানে তোমার॥ তোমার জানকী জিনি, পরমা প্রকৃতি তিনি, রাবণের কি সাধ্য হরিতে। সীতা হরণের ছলে, সেতু বান্ধি সিন্ধু জলে, রাক্ষসের বিনাশ করিতে॥ দেখ হে মনে বিচারি, রাবণ তোমার দ্বারী, পূর্ব্বে ছিল বৈকুণ্ঠ নগরে। ব্রহ্মশাপে ধরা আইল, শত্রু ভাবেতে পাইল, তেঁঞি প্রভু তুমি ধরাপরে॥ অকাল বোধনে পূজা, কৈলে তুমি দশভুজা, বিধিমতে করিলে বিন্যাশ। লোকে জানাবার জন্যে, আমারে করিতে ধন্যে, অবনীতে করিলে প্রকাশ॥ রাবণে ছাড়িনু আমি, বিনাশ করহ তুমি, এত বলি হৈলা তিরধান। নাচে গায় কপীগণ, প্রেমানন্দে নারায়ণ, নবমী করিলা সমাধান॥ দশমীতে পূজা করি, বিসর্জ্জিয়া মহেশ্বরী, সংগ্রামে চলিলা রঘুপতি। আদেশে নৃসিংহ দাসে, দ্বিজ কবিরত্ন ভাষে, চণ্ডী লীলা মধুর ভারতী॥

রাবণ বধ।

বীররস।

ত্রিপদী। সংগ্রাম করিতে হরি, চলিলা ধনুক ধরি, তাহা দেখি যত দেবগণ। ইন্দ্রেরে কহিয়া সবে, দৈবের বিমান তবে, পাঠাইলা রামের সদন॥ বিশেষ কহিল মন্ত্রী, অশুদ্ধ করিতে চণ্ডী, আর মৃত্যুসর আনিবারে। শুনিয়া দৈব বচন, বিভীষণে রাম কন, পাঠাইতে পবনকুমারে॥ শ্রীরামের আজ্ঞা পায়, বীর হনুমান ধায়, উত্তরে নিমিষে হাঁটি বাট। যথা বৃহস্পতি আছে, উপনীত তার কাছে, এক মনে করে চণ্ডীপাঠ॥ মক্ষিকার রূপ ধরে চাপিলেন ছুঞ্চরে, দেখিতে না পায় বৃহস্পতি। অভ্যাস আছিল তায়, পড়িল অবহেলায়, হনুমান সচিন্তিত অতি॥ ছাড়ি মক্ষি কলেবরে, আপন বিক্রম ধরে, দেখি গুরু পাইলেন ভয়। রঙ্গে ভঙ্গে দেয় পাট, চক্ষে নাহি দেখে বাট, হনুমান পুঁথি কেড়ে লয়। প্রথম মাহাত্ম্য স্তোক, পুছে ফেলে তিন শ্লোক, চণ্ডী হৈল অশুদ্ধ তখন। রাবণে নৈরাশ করি, রণ ছাড়ি মহেশ্বরী, কৈলাসেতে করিলা গমন॥ স্তব করি দশানন, ক্রান্দে কত শোক মন, ফিরে না চাহিলে

মহেশ্বরী। হেথা রাম আইলা রণে, ইন্দ্ররথ আরোহণে, বিজয় কোদণ্ড ধনু ধরি ॥ তা দেখি রাবণ রোষে, গালি পাড়িছে আক্রোশে, ইন্দ্ররাজে করিছে তর্জ্জন। ধনুকেতে গুণ দিয়ে, রামের সম্মুখে গিয়ে, কোপে বাণ করে বরিষণ ॥ হেথা মহাবীর হনু, মায়ায় ব্রাহ্মণ তনু, ধরিয়া চলিল মনোহর। ছলে ভুলে মন্দোদরী, মৃত্যু শর পূজা করি, শ্রীরামেরে আনি দিল শর ॥ শর দেখি রাম দাপে, দশানন ভয়ে কাঁপে, ধনুর্ব্বাণ ফেলিল তখন। আকর্ণ পুরিয়া শর, ছাড়িলেন গদাধর, প্রাণ ত্যাগ করিল রাবণ ॥ কপি ডাকে রামজয়, দেবের ঘুচিল ভয়, করিছে কুসুম বরিষণ। বাদ্য দুন্দুভি বাজায়, গন্ধর্ব্বেতে নাচে গায়, দ্বিজ কবিরত্ন বিরচন ॥

শ্রীরামচন্দ্রের দেশাগমন।

পয়ার। মন্দোদরী আসি রামে প্রণাম করিলা। সাবিত্রী সমান বর রঘুনাথ দিলা ॥ রাবণের দেহ দাহ কৈল বিভীষণ। অক্ষয় রামের বরে জ্বলে হুতাশন ॥ শ্রীরাম লক্ষ্মণ স্নান করিল তখন। ফল মুলাহারে রাম করিলা যাপন ॥ পরমেশ পরাৎপর ত্রিলোকের সার। প্রেমানন্দে করিলেন সীতার উদ্ধার ॥ পূর্ব্ব বহ্নিযোগেতে পরীক্ষা করাইলা। শ্রীরামেরে হুতাশন মহা সীতা দিলা ॥ বাস্তবি পাইল রাম ছায়া গেল তপে। স্বর্গ লক্ষ্মী হইলা অযুত বর্ষ জপে ॥ শুনহ ভাগুরি ইদানীর বিবরণ। পঞ্চ পতি বর তারে দিলা পঞ্চানন ॥ দ্রুপদের যজ্ঞ কুণ্ডে জন্ম হৈল তাঁর। দ্রৌপদী হইল নাম শুন তত্ত্ব সার ॥ পরে রাম সীতা লয়ে গেলা অযোধ্যায়। রাজা হৈল রঘুনাথ বশিষ্ঠ আজ্ঞায় ॥ এ অবধি সিদ্ধিযাত্রা দশমী বর্ণন। বিজয়া হইল লঙ্কা বিজয় কারণ ॥ একাসনে সীতা রাম বসিলা তখন। ধরিলা মস্তকে ছত্র ঠাকুর লক্ষ্মণ॥ চামর ব্যজন করে ভরত শত্রুঘ্ন। সম্মুখে রহিল বীর পবনন্দন ॥ পুরবাসী পুরকন্যা দেয় জয় জয়। আশীর্ব্বাদ করে ঋষি আনন্দ হৃদয় ॥ পালন করেন প্রজা রাম নারায়ণ। রোগ শোক নাহি তথা অকাল মরণ ॥ সময় ক্রমেতে তথা মেঘে বর্ষে জল। বৃক্ষ সব শোভা করে নানা ফুল ফল ॥ এইরূপে রাজ্য করে রাজা দাশরথি। প্রশ্নের উত্তর মার্কণ্ডেয়ের ভারতি ॥ শুনহ ভাগুরি মুনি অপূর্ব্ব আখ্যান। দুর্গা পূজা শরতে এ রামের বিধান ॥ হইল ষষ্ঠ্যাদি কল্প বোধ নিরূপণ। প্রকাশ হইল পূজা পূজে সর্ব্বজন ॥ পূজিলে অক্ষয় ফল দেবীর কৃপায়। শত্রুনাশ হয় আর যম ভয় যায় ॥ শিবত্ব পাইয়া রয় অম্বিকার পাশ। যথার্থ বেদের বাক্য জানিবে নির্যাস ॥ বেদ তন্ত্র মন্ত্র আর আগম পুরাণ। বিরচিত কবিরত্ন চণ্ডিকা আখ্যান ॥ শ্রবণ পঠনে মুক্তি সর্ব্বশক্তি পায়। নাহিক সংশয় ইথে দেবীর আজ্ঞায় ॥ যুগল উদ্যানে বাস শ্রীনৃসিংহ দাস।

নরাঙ্কতে কৈলা দেবী যাহারে আভাষ ॥ গায়কে নায়কে কালী হবে বরদায়। হরিধ্বনি কর সবে পালা হৈল সায় ॥

ভাগুরি প্রশ্ন।

পয়ার। শরতে রামের পূজা করিয়া শ্রবণ। হইল পরম সুখী ভাগুরি ব্রাহ্মণ ॥ সভক্তি পূর্ব্বকে কৃতাঞ্জলি হয়ে কয়। তুমি ঋষি পরম তপস্বী গুণময় ॥ প্রলয়ে সকল নাশ নহে তব পাৎ। বিরাট উদরে বাস কর বিশ্বসাৎ ॥ আমার জিজ্ঞাস্য যাহা কহিলে বিস্তার। পরমার্থ তত্ত্ব কয়ে করিলে নিস্তার ॥ কৃতার্থ হইনু আমি কাল পরকালে। তত্ত্ব বক্তা তুমি প্রভু আমার কপালে ॥ এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসি কহিবে তপোধন। কি রূপে রটন্তী পূজা উৎপত্তি কারণ ॥ কয়েছিলে পূর্ব্বে মোরে কহিবে পশ্চাৎ। রাঘবের পূজা মধ্যে সব বিস্তরাৎ ॥ শ্রীরামের পূজা সাঙ্গ হৈল দশভুজা। তার মধ্যে কই হলো রটন্তীর পূজা ॥ এক্ষণে বিস্তারি মোরে কহ মহাশয়। রটন্তীর পূজা আর উৎপত্তি নির্ণয় ॥ শুনি মার্কণ্ডেয় কন শুন দ্বিজবর। রটন্তীর উৎপত্তি পূজা আদি অতঃপর ॥ সে কথার সমাপ্তি এখন হয় নাই। ক্রমে অনুবন্ধ কথা ক্রমে ক্রমে চাই ॥ রটন্তীর বিবরণ শুন দ্বিজ সুত। বিস্তারিত লিখেন রামায়ণ অদ্ভুত ॥ রাজা হয়ে রামচন্দ্র পালে প্রজাগণ। পঞ্চ মাস গর্ভে জানকীরে দিয়ে বন ॥ কুশি লব জানকীর হইল সন্তান। অশ্বমেধ রামচন্দ্র পরাজয় পান ॥ মিলাইল শেষে বাল্মীক তপোধন। পুনঃ সীতা রাণী হৈলা তুসী সর্ব্বজন ॥ শুন রঙ্গ দ্বিজবর অপূর্ব্ব সম্বাদ। কথায় জানকী রামে বাদ অনুবাদ ॥ গর্ব্ব করি গৌরবে কহেন ভগবান। ত্রিভুবনে বীর নাই আমার সমান ॥ করিলেন ইঙ্গীতে সীতারে পরিহাস। প্রকৃতি হইতে শুদ্ধ হয় ধর্ম্মনাশ ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী।

সীতা রামের ইঙ্গিত কুন্দল।

বিভাষ রাগেন গীয়তে।

ত্রিপদী। কহেন জানকীনাথ, হেলাইয়া ডানি হাত, সর্ব্ব কর্ম্মে নারী বিবর্জ্জিত। স্ত্রৈণ হয় যেই জন, তার নিন্দা অনুক্ষণ, পদে২ ঘটে বিপরীত ॥ খাইতে পরিতে ভাল, সর্ব্বদা অন্তর কাল, কোন কর্ম্মে পাওয়া নাহি যায় ॥ বিষামৃতে সম্মিলন, নহে ভেদ নিরূপণ, বাক্যানলে পুরুষে জ্বালায় ॥ কুকর্ম্মে তৎপর হয়, সুকর্ম্মে কখন নয়, কেবল সাক্ষাৎ মায়া রূপে। যদি নারী সঙ্গে থাকে, অনাশে ফেলায় পাকে, পুরুষে ডুবায় কামকূপে ॥ কথায় ভ্রূকুটী বড়, নাশিকাগ্রে মান বড়, অপদার্থ মিথ্যা নারী জাতি। কার্য্যে নাহি পাওয়া যান, পুরুষের ভাগ্যে খান, বিপর্য্যয়ে ঘটায় অখ্যাতি ॥ পতি হৈলে ধনবান, অমনি ফুলিল মান, সর্ব্বদা করেন মনমনা। পতিরে কহেন দাঁড়ি, দাও পট্টবস্ত্র শাড়ি,

রত্ন অলঙ্কার শাখা সোণা ॥ পতির না থাকে ধন, সদা করে খনখন, গুরুজ্ঞান না থাকে তখন। আভরণ হৈলে বাড়া, ঠাট্ ঠমকে হাত নাড়া, পাড়া পাড়া করেন ভ্রমণ ॥ নারী হৈতে ধর্ম্ম নাশ, স্ত্রীকে না হয় বিশ্বাস, সর্ব্বদা আমার ত্রাশ হয়। শুন রামের বচন, ইঙ্গীতে জানকী কন, সত্য যা কহিলে দয়াময় ॥ প্রকৃতির ব্যবহার, তুমি কি জানিবে তার, কিছুমাত্র জানেন শঙ্কর। সাক্ষি দেখ চণ্ডীকার পদতলে শবাকার, শীরে গঙ্গা নাম গঙ্গাধর ॥ প্রকৃতির গুণ নাই, যা বলিলে বটে তাই, কিন্তু নারী সকল আধার। পুরুষ কি কার্য্যে হয়, কিছুতে গণনা নয়, কোন কর্ম্ম সাধ্য নহে তার ॥ সৃষ্টি স্থিতি বিনাশন, নারী সকল কারণ, শক্তি হৈতে উৎপত্তি সকল। বিস্তর কি কব আর, শক্তি বিনা এ সংসার, দীননাথ জানিবে বিকল ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সংগীতের অভি-লাষে, কাত্যায়ণী যারে সহায়িনী। আদেশিলা [illegible]যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

সীতা রামের বাক্যানুবন্ধ।

ধূয়া। দয়া কর হে জানকী জীবন দীন পালক।

পয়ার। সীতার বচনে রাম রুষিলা তখন। ভ্রুকুটী করিয়া কন শুন সর্ব্ব-জন ॥ জানকীর কথা মোর গায় নাহি সয়। বুঝিয়া কহিবে নারী কিসে বড় হয় ॥ জানকী করিয়া সঙ্গে গিয়েছিনু বন। হরিল জানকী তথা লঙ্কার রাবণ ॥ পূর্ব্বাপর শুনিয়াছি সে যেমন বীর। বিক্রমে যাহার রণে কেহ নহে স্থির। ইন্দ্রাদি দেবতা যার আজ্ঞাবহ হয়। তারে দাপে নিত্য পুর্ণ শশাঙ্ক উদয় ॥ অগ্নি শীত শমন ঘোড়ার ঘাস কাটে। ভৃত্যাধিক দেবগণ লঙ্কাপুরে খাটে ॥ এক শতবার মাতা কাটিনু তাহার। তথাপি করয়ে যুদ্ধ না হয় সংহার ॥ এমন দুর্জ্জয় বীর রাজা দশানন। তাহারে করিনু আমি সমরে নিধন ॥ তখনতো ছিলে সীতা আপনি লঙ্কায়। কেন না বধিলে তারে কহত আমায় ॥ কথায় কেবল দড় কাযে কিছু নাই। উপায়ের কেহ নন পামার গোসাঞি ॥ ভাগ্যেত আমার বল ছিল সে সময়। তেঞিত লইনু সীতা লঙ্কা করি জয় ॥ কোন কার্য্যে নহে নারী শুন সারোদ্ধার। পুরুষ সর্ব্বাংশে পটু কথাকি তুবার ॥ শুনিয়া রামের কথা হাসিলেন সীতে। পুনর্ব্বার লাগিলেন কহিতে ইঙ্গীতে ॥ দুজনার কুণ্ডল পরম সুবিলাসে। অধোমুখে বৈসে বীর হনূমান হাসে ॥ সীতা কন রঘুনাথ কৈলে সমুদয়। শুনিয়া থাকিতে নারী না কহিলে নয় ॥ তোমার কি সাধ্য কর রাবণ বিনাশ। রাবণ মারেছি আমি জানিবে নির্য্যাস ॥ ভীক্ষা দিতে হস্ত রাজা ধরিল আমার। সেই কালে শক্তি হরে্য লইনু তাহার ॥ পূর্ব্ব জন্মে বেদবতি আছিনু যখন। রাবণের নাশ আমি করেছি তখন ॥ মৃত সঙ্গে যুদ্ধ করি বাড়ালে পৌরষ। প্রকাশ করো না ইথে নাহি তব যশ ॥ সংক্ষেপে

কহিনু যাহা জানে তব দাস। মরা মেরে কর কেন বীরত্ব প্রকাশ।। আবস্ত রাবণ আছে শতশীর তার। মারিতে পারিলে তারে বীরত্ব তোমার।। পুরুষ পৌরুষ জানি ছোট হয় নারী। কবিরত্ব কয় বুঝা যায় ভুরিভারি।।

শতস্কন্ধ বধে রামের গমন।

ধুয়া। এইবার যানা যাবে রাম মহিমা তোমার।।

পয়ার। রাবণের নাম শুনি শ্রীরাম বিস্ময়। পৃথিবীর মধ্যে কি রাবণ আর রয়।। কহ শুনি জানকী তাহার বিবরণ। কোথায় বসতি তার কিরূপ গঠন।। হাসিয়া জানকী কয় শুন দয়াময়। শতেক মস্তক আছে লঙ্কাতে সে রয়।। পশ্চিম সমুদ্র লক্ষ যোজন বিস্তার। আছে লঙ্কা হয় সেই সমুদ্রের পার।। তার সনে যুদ্ধ করা বিষম বিপদ। তোমার কি সাধ্য নাথ করিবারে বধ।। জানকীর বাক্যে শ্রীরামের ঈর্ষা [illegible] বলেন মারিব তারে বড় কথা নয়।। সাজ সাজ বলি রাম দিলেন ঘোষণা। আজ্ঞামাত্র প্র[illegible]হইল সর্ব্বজনা।। রাবণ কহেন সীতা ক্ষান্ত হও চরি। না হবে বিজয় তার সনে যুদ্ধ করি।। মহাবীর শতানন প্রকাণ্ড আকার। দুই শত হস্ত শালতরু অবতার।। নিষেধ না মানি রাম আছু লঙ্কা যান। চারি ভাই চারি রথে আর হনুমান।। জানকী কহেন রাম শুন নিবেদন। হনুমান গেলে গ্রাহ্য নহে তব রণ।। শুনি রাম হনুমানে রাখি অযোধ্যায়। চারি ভাই পশ্চিম মুখেতে চলি যায়।। মনোধিক্য গতি বাজি চঞ্চল চরণ। দুই দণ্ডে পশ্চিম সাগরে দরশন।। সারথি সত্বরে ঘোড়া করয়ে চালন। ছাড়িয়ে অবনী বাজি উঠিল গগণ।। অর্দ্ধেক সমুদ্রে গিয়া হইল অচল। দুই দিক সম ভাগ তুরঙ্গ বিকল।। শতাঙ্গ তরঙ্গ রথী সারথি তখন। একবারে সমুদ্র মধ্যেতে নিপতন।। নাকানি চুপানি খেয়ে ওষ্ঠাগত প্রাণ। কি হবে উপায় রাম ভাবিয়ে অজ্ঞান।। ডুবা ডুবি যায় সবে সমুদ্রের জলে। কি হবে উপায় রাম লক্ষ্মণেরে বলে।। প্রাণ যায় ভাইরে কিরূপে সিন্ধু তরি। অনুপায় পশ্চিম সমুদ্র মাঝে মরি।। লক্ষ্মণ কহেন প্রভু কি করিতে পারি। তরিতে উপায় মাত্র জনক কুমারী।। কর প্রভু বিপদেতে সীতার স্মরণ। এখনি তরিবে প্রভু সমুদ্র জীবন।। শুনে রাম কন আমি বরঞ্চ মরিব। তথাপি সীতার আজি স্মরিতে নারিব।। কালেতে আমার সে খোটার ঘর হবে। কথায় ২ সীতা নাক তুলে কবে।। লক্ষ্মণ কহেন রাম তাকে পারা যায়। এক্ষণেতে রাখ প্রাণ কবিরত্ন গায়।।

রামের অযোধ্যায় গমন।

ত্রিপদী। শ্রীরাম লক্ষ্মণ কন, তুমি করহ স্মরণ, আমি না পারিব কদাচিত জানকীর নাম ধরি, লক্ষ্মণ রোদন করি, দুনয়ন জলেতে পুরিত।। কোথা জনক দুহিতা, লক্ষ্মণ জননী সীতা, শঙ্কটেতে কর পরিত্রাণ। পড়েছি অগাধ

জলে, তোমার কপট ছলে, কৃপাদৃষ্ট রাখ মা পরাণ ।। এই রূপে কতক্ষণ, স্মরিয়ে করে রোদন, জেনে সীতা হাসিল তখন। রামের উদ্ধার জন্যে, সর্ব্ব ধাত্রী মহাকন্যা, হনুমানে করিলা প্রেরণ ।। শক্তিরূপে যারে পূজে, বসিলা বীরের ভুজে, মহাবলে গেল হনুমান। পশ্চিম সাগর ধার, দাণ্ডায় বায়ুকুমার, দেহ ধরি সুমেরু সমান ।। ক্রমে হস্ত বাড়াইয়ে, চারি রথে আকর্ষিয়ে, ধরি শূন্যে তোলে মহাবীর। চক্ষের নিমিষে লেখা, অযোধ্যায় দিল দেখা, রথ রাখে সীতার গোচর ।। রঘুনাথ নতশীর, পরিহাস জানকীর, রামকন ইঙ্গিত করিয়ে। আজি জানিনু নির্য্যাস, তব বীরত্ব প্রকাশ, ভাল আইল রাবণ মারিয়ে ।। শুনিয়ে শ্রীরাম কন, এ ইঙ্গিত অকারণ, ব্যঙ্গ কর না বুঝিয়ে তত্ব। একবার সঙ্গে তার, দেখা হইলে আমার, তবে সীতা জানিতে বীরত্ব।। সাধ্য নাহিক ঘোড়ার, হইতে সাগর পার, ইহাতে আমার দোষ ভঙ্গ। দেখা হৈল তার সনে, সমর করিয়ে রণে, [illegible] দেখাতাম বোনরঙ্গ ।। সীতা কন পুনর্ব্বার, সাগর হইলে পার, তবেত মারিতে পার তারে। শুনিয়া শ্রীরাম কয়, এ হইলে তবে হয়, তবে আর কি কব তোমায় ।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সংগীতের অভিলাষে, কাত্যায়নী যারে সহায়িনী। আদেশিলা করিযত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালি কৈবল্য দায়িনী ।।

শ্রীরামের আছুলঙ্কায় প্রবেশ।

পয়ার। শ্রীরাম করিলা পুনঃ লঙ্কায় গমন। সমুদ্র তরিতে কহ পবননন্দন ।। শুন বাছা হনুমান পবনকুমার। শ্রীরামেরে করে এসো জলনিধি পার।। সেতু হবে তুমি অনায়াসে পাবে পথ। তোমার উপর দিয়া চলে যাবে রথ ।। সীতার আজ্ঞায় বীর করিল গমন। রাম সহ সিন্ধুতীরে দিল দরশন ।। শরীর বাড়ায় বীর দ্বিলক্ষ যোজন। সিন্ধুজলে কুতুহলে করিলা শয়ন ।। অপূর্ব্ব হইল সেতু প্রকাণ্ড আকার। চারি সহোদর রথসহ হৈল পার ।। গাত্র ঝাড়া দিয়ে উঠে পবননন্দন। অযোধ্যায় আসি পুনঃ দিল দরশন।। হোথা রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন। আছুলঙ্কা দেখিলেন করি নিরীক্ষণ ।। দেখেন অপূর্ব্ব গড় সপ্ত পরিখায়। অনিল অনল জল সুবেষ্টিত তায় ।। ঘোরতর যুদ্ধপে বাতাসে ঝড় বয়। কার সাধ্য সে বাতাসে স্থির হয়ে রয় ।। ঘোর পাকে ফিরে শ্রীরামের রথ তায়। স্থির না হইতে দেয় চিন্তে রঘুরায়। তাহা দেখি লক্ষ্মণের ক্রোধিত অন্তর। আকাশাস্ত্র গাণ্ডিবেতে যুড়িলা সত্বর। অব্যর্থ সন্ধান সে হরিলা বায়ু শেষ। জয়ী হয়ে বায়ু গড় করিলা প্রবেশ ।। অগ্নিগড়ে জ্বলে অগ্নি পর্ব্বত আকার। নিকটস্থ হৈতে নাহি সাধ্য হয় কার ।। বরুণাস্ত্র ছাড়িলেন সুমিত্রা সন্তান। নির্ধূম করিয়া অগ্নি করিলা নির্ব্বাণ ।। পার হৈয়া দুই গড় চলিলা ত্বরিত। জলের গড়েতে গিয়া হৈলা উপনীত ।। শোষকাস্ত্রে

শুনি জল হইলেন পার । একারেতে কত গড় পার হৈলা আর ॥ রাবণের পুরী দেখে অপূর্ব নির্ম্মাণ । মণি মুক্তা প্রবালে খচিত স্থানে স্থান ॥ বন উপবন কত দীঘী সরোবর । সুবর্ণের পুরীখান অতি মনোহর ॥ দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র হৈলা চমকিত । দেখিতে যুদ্ধের স্থান হৈলা উপনীত ॥ আসি লক্ষ যোজনে যোধ ঘণ্টা নিরমিত । লোহার শিকলে যুদ্ধস্থলে আন্দোলিত ॥ তাহে শত স্কন্ধের বিপক্ষ জানা যায় । ঘণ্টানাদ অনুসারে সুপ্রমাণ তায় ॥ এক বারে ছয়বার শব্দ হয় যার । মৃত্যু নিরূপণ তার হাতেতে তাহার ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী । গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

রাম রাবণের কথোপকথন ।

লঘু ত্রিপদী । যায় শত্রুঘ্ন, করি আস্ফালন, যোধ ঘণ্টা বাজাইতে । প্রাণ পণ করি, ঘণ্টা করে ধরি, নাহি পারে নড়াইতে ॥ হইলা লজ্জিত, বচন রহিত, দেখি, ভরত রুষিল । বলে ঘণ্টা ধরি, আস্ফালন করি, একবার বাজাইল ॥ ঘণ্টার নিস্বন, শুনি শতানন, করিলা বালক জ্ঞান । পরেতে লক্ষ্মণ, ঘণ্টায় তখন, ধ্বনি করিবারে যান ॥ একবার যায়, দুই শব্দ তায়, হৈল অতি ঘোরতর । শুনিয়া রাবণ, ভাবিল তখন, এ বীর কিছু ডাগর ॥ পরেতে রাঘব, কৈলা ঘণ্টা রব, এক ঘায় তিনবার । শব্দ বিপরীত, গগণ স্পর্শিত, শুনে ভয় হৈল তার ॥ যুদ্ধ সর্জ্জা করি, ধনুর্ব্বাণ ধরি, রণস্থলে উপনীত । শ্রীরাম লক্ষ্মণে, ভরত শত্রুঘ্নে, দেখে হইল দুঃখিত ॥ শিশু চারি জন, মোর সনে রণ, করিতে আইল রণে । সারথিরে কয়, দেখে দুঃখ হয়, বাণ মারিব কেমনে ॥ কহিছে সারথি, শুন মহামতি, হেন মনে অনুমানি । হবে বীর চারি, শিশু রূপধারী, কপটে ছল কি জানি ॥ তবে শতানন, রামে ডাকি কন, কে তোমরা চারি জন । অতি শিশুমতি, আমার সংহতি, কি রূপে করিবে রণ ॥ রঘুনাথ কন, মোরা চারি জন, অযোধ্যার নরপতি । সূর্য্যবংশ জাত, দশরথ খ্যাত, হই তাঁহার সন্ততি ॥ মোর নাম রাম, করিব সংগ্রাম, প্রতিজ্ঞা আছে আমার । ছোট বড় তার, কি হেতু বিচার, যুদ্ধে ক্ষতি কি তোমার ॥ শুনিয়ে রাবণ, কহিছে তখন, ফিরে যাও নিকেতনে । শ্রীনৃসিংহে দয়া, কর গো অভয়া শ্রীনন্দকুমার ভণে ॥

রামের অযোধ্যা গমন ।

রামকেলী রাগ । তাল ঠেকা ।

ধুয়া । রামগুণ সাগর হে দশরথ নন্দন,
জনমন রঞ্জন, ভব ভয় ভঞ্জন, ত্রাণ কর হে ॥

পয়ার । শতস্কন্ধ কহে শুন শুনহ বচন । অপুত্রের পুত্র তুমি নির্দ্ধনের ধন ॥ বৃদ্ধকালে দশরথ কত যজ্ঞ সূত্রে । জল পীণ্ড সংস্থাপনে পাইল চারি

পুত্রে ॥ তার পিণ্ড লোপ করা মোর কর্ম্ম নয়। দেখিয়ে বালক মোর অতি দয়া হয় ॥ অল্প স্বল্প ধন লয়ে আছ এক ধারে। মোর সনে যুদ্ধে আশা কেন মরিবারে ॥ ফিরে যায় অযোধ্যায় শুনহ বচন। কদাচিত মোর সনে না করিহ রণ ॥ শুনিয়া শ্রীরাম কন শুন শতানন। অল্প জ্ঞান আমারে না কর কদাচন ॥ ত্রিভুবন বিজয় আছিল দশানন। সমরে তাহারে আমি করেছি নিধন ॥ শুনিয়া রামের কথা শতস্কন্ধ হাসে। কহিতে লাগিল তবে ভ্রূক্ষেপ বিলাসে ॥ দশস্কন্ধ বিনাশিয়ে বীরত্ব তোমার। তদ্রূপ বারণ কোটি সেবক আমার ॥ শ্রীরাম কহেন সে কথায় কিবা কায। যুদ্ধ দাও যুদ্ধ চাহি নাহি সহে ব্যাজ ॥ বারে বারে রামচন্দ্র চাহেন সমর। কুপিল রাবণ রাজা কাঁপে থর থর ॥ ঘোরতর হুহুঙ্কার ছাড়িল তখন। বিপরীত নিশ্বাসে ছাড়িল সমিরণ ॥ একে বারে চারি রথে উড়াইয়া দিল। অযোধ্যায় আসি চারি রথ উত্তরিল ॥ সীতার নিকটে আসি বৈসে চারিজন। সলজ্জিত রঘুনাথ নমিত বদন ॥ দেখিয়া জানকী কন করিয়া কৌশল। কহ কহ শুনি রাম যুদ্ধের কুশল ॥ কি রূপেতে আতুলঙ্কা প্রবেশ করিলে। কিরূপে জিনিয়া গড় রাবণ মারিলে ॥ বলিয়া হাঁসেন মাতা রাম নিরুত্তর। সীতা কন ধন্য বীর চারি সহোদর ॥ ইঙ্গিত করেন সীতা সবার সাক্ষাৎ। লজ্জায় না সরে ভাষা কন রঘনাথ ॥ ব্যঙ্গ না করিহ সীতা না যায় সহন। আমার অসাধ্য নহে শতাস্যি নিধন ॥ তার সনে যুদ্ধ না হইল একবার। অন্য অন্য উপদ্রবে ব্যাঘাত আমার ॥ নিশ্বাসে উড়ায় রথ না রাখে সারথি। আমার কি দোষ তাহে বল গুণবতী ॥ সীতা কন বিশ্বম্ভার নাম তো তোমার। রাখিতে না পারিলে সঁপিয়ে বিশ্বভার ॥ শ্রীরাম বলেন মোর মনে নাই তাহা। এবিষয়ে সইতে হয় ব্যঙ্গ কর যাহা ॥ জানকী বলেন হৈলে নিবৃত্তি উৎপাৎ। তবেত বধিতে তারে পার রঘুনাথ ॥ রাম কন উপদ্রব সাম্য যদি হয়। তবে জয়ী হৈতে পারি কবিরত্নে কয় ॥

শতকন্ধ সমি ভাঁরে যুদ্ধারম্ভঃ।

ত্রিপদী। শুনি শ্রীরামের বাণী, কন সীতা ঠাকুরাণী, আমি সঙ্গে যাব আজি রণে। উপদ্রব উপসম, করিব হে রঘুত্তম, দেখিব হে বধিবে কেমনে ॥ সঙ্গে করি হনুমানে, আরোহিলা গিয়া যানে, রামচন্দ্র সহ ভ্রাতৃগণ। চলিলেন ত্বরান্বিত, সিন্ধু তীরে উপনীত, পার হৈলা সমুদ্র তখন ॥ প্রবেশি আতুলঙ্কায়, সমরের স্থলে যায়, সীতা কৈল নিনাদ ঘণ্টার। এক ঘায় হয় শব্দ, শুনিয়া ভুবন স্তব্ধ, সর্ব্বজনে লাগে চমৎকার ॥ শুনি আতুলঙ্কেশ্বর, অন্তরে পাইল ডর, বলে রক্ষা নাহিক এবার। সমরে আইল সাজি, মোর সংহারক আজি, বুঝিলাম ঘণ্টা অনুসার ॥ সাজাইয়া সৈন্যগণে, চলহ সবাই রণে,

শত্রু বিনাশিয়া রক্ষা কর। শুনিয়ে সকলে ধায়, দম্ভে ধরণী কাঁপয়, কোটিং তুরঙ্গ কুঞ্জর॥ ঘোরতর আড়ম্বর, অমরে লাগিল ডর, হুহুঙ্কারে ধরাধর কাঁপে। অস্ত্র শস্ত্র প্রহরণ, আয়ুধ বজ্র গণন, অসিচর্ম্ম গদা শর চাপে॥ কেহ মারে মালশাট, কেহ ডাকে কাট কাট, লম্ফে ঝম্পে ধরা কম্প হয়। ক্রোধে বীর শতানন, করে আপন সাজন, আভরণ পরে অতিশয়॥ অপূর্ব্ব বিমান তায়, নানারত্ন শোভে যায়, মণি মুক্তা প্রবাল খচিত। পরশপাতর থরে, মণি স্তম্ভ পরিসরে, চূড়ে স্বর্ণ কমল শোভিত॥ অষ্টাদশ ঘোড়া রথে, চলিল গগণ পথে; শতকন্ধ রাবণ সত্বরে। বাদ্য বাজে ঘোরতর, শঙ্খ বীণা ঝরঝর, সমতুল হইল সমরে॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে, কাত্যায়নী যারে সহায়িনী। আদেশিলা কার রত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী॥

শ্রীরামের সহিত শতাননের যুদ্ধ।

পয়ার। সমরে প্রবেশ করি রাজা শতানন। হুহুঙ্কার ছাড়ে ঘন করি আস্ফালন॥ একবারে এক শত ধনু টঙ্কারিল। শত শঙ্খধ্বনী করি গগণ পূরিল॥ শব্দ শুনি রাবণের জানকী লুকায়। আগু হয়ে চারি ভাই সম্মুখে দাঁড়ায়॥ দেখে শতানন বলে শিশু চারি জন। বাহুড়িয়া আইল পুনঃ নিতান্ত মরণ॥ তথাপি সাহসে ভর করিয়া তখন। শ্রীরামে ডাকিয়া বলে শুনহ বচন॥ শমন নিকট তোর হইল এবার। পড়িলে আমার হাতে মরণ তোমার॥ দুগ্ধপুষ্য বালক দুগ্ধের গন্ধ মুখে। যুদ্ধ কি করিব বাণ নাহি ধরি দুঃখে॥ এইরূপে শতানন বলে যথোচিত। নাহি সহে শত্রুঘ্ন হইল ক্রোধিত॥ ধনুকে টঙ্কার দিয়া যোড়ে খরবাণ। মন্ত্রপূত করি ছাড়ে অগ্নির সমান॥ তা দেখি রুষিয়ে শতকন্ধ ছাড়ে শর। কাটিয়া পাড়িল বাণ করি আড়ম্বর॥ অতি কোপে মহাবীর শতাস্য রাবণ। উপাড়িয়া আনে গিরি পঞ্চাশ যোজন॥ চাপা দিয়া রাখে শত্রুঘ্নেরে পর্ব্বত। তাহা দেখি আগুসরি আইলা ভরত॥ তারেও রাখিল রাজা ভূভৃত চাপানে। চারি দিনে দুই ভাই রহিলা সেখানে॥ দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র সভয় অন্তর। পাঠাইলা লক্ষ্মণেরে করিতে সমর॥ গাণ্ডীবে যুড়িয়া বাণ করে বরিষণ। সপ্ত বিংশতি দিনে অজ্ঞান লক্ষ্মণ॥ পর্ব্বত চাপান দিয়া রাখে শতকন্ধ। দেখিয়া বিস্ময় রামচন্দ্রের লাগে ধন্ধ॥ কণ্ঠা ওষ্ঠ শুকাইল চিন্তেন হুতাশে। দেখি রঙ্গ জনক নন্দিনী মন্দ হাসে॥ আপনি করেন যুদ্ধ রঘুর তনয়। সাত দিন সমরেতে হন পরাজয়॥ পাষাণ চাপানে রাখে নিজ আস্ফালনে। দেখিয়া জনক সুতা চিন্তাযুক্ত মনে॥ হনূমানে কন মাতা জনকের ঝি। এক্ষণে উপায় হনূমান কর কি॥ শ্রীরামের দুঃখ আর সওয়া নাহি যায়। নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গায়॥

সীতার অসীতা মূর্ত্তি ধারণ।

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল খয়রা।

ধূয়া। ভাল যুঝেরে জনক নন্দিনী সমরে।
জয় সীতা জয় সীতা ডাকিছে অমরে॥
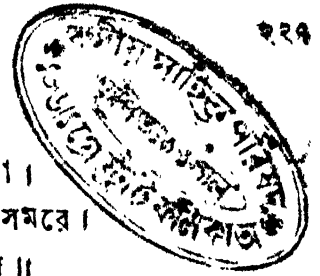
পয়ার। হনুমান বলে মাতা কিবা দেখ আর। আপনি করহ যুদ্ধ সহিত উহার॥ রামচন্দ্র দুঃখ পান উপল চাপনে। স্বয়ং শক্তি হয়ে সীতা দেখিবে কেমনে॥ শুনিয়া হনূর বাক্য সীতা কুতূহলে। রথে হৈতে অবগতা হইলা ভূতলে॥ ধরিয়া কোদণ্ড ধনু প্রবর্ত্তিলা রণে। হুহুঙ্কার ছাড়িলেন মহা ক্রোধ মনে॥ করিলা শঙ্খের নাদ ধনুক টঙ্কার। শব্দে স্তব্ধ তিন লোক লাগে চমৎকার॥ অঞ্চলে বান্ধিয়া কটি দাণ্ডান কৌতুকে। রণ বেশে দাণ্ডাইলা রাবণ সম্মুখে॥ দেখিয়া সীতার বেশ ত্রাশিত রাবণ। ভ্রূকুটিতে ভয় পায় যত সেনাগণ॥ শতানন কহে তুমি কামিনী কাহার। কিবা নাম কার কন্যা একি ব্যবহার॥ সীতা কন শুনহ আমার সীতা নাম। জনকের কন্যা হই পতি মোর রাম॥ পতিরে করিলে বদ্ধ দেখিয়ে নয়নে। তোমারে নাশিব আজি দুঃখের কারণে॥ শতকন্ধ কহে কেন এ বুদ্ধি তোমার। কার সাধ্য যুদ্ধ করে সহিত আমার॥ অল্পা বুদ্ধি নারী তুমি কত বল ধর। মরিবার জন্যে মোর সনে যুদ্ধ কর॥ এইরূপে নানামত কথা পরস্পর। দুই জনে যুদ্ধ করে পরে অতঃপর॥ বাণে বাণে সমাচ্ছন্ন হইল আকাশ। জানকীর শরে বহু সেনা হৈল নাশ॥ রাবণের শর সীতা শরে করে খণ্ড। একদণ্ডে সমর করিলা লণ্ডভণ্ড॥ সব সেনা পরাজয় পলাইল ডরে। একেলা রাবণ রাজা রহিল সমরে॥ জানকী ধরিয়ে ধনু বরিষয়ে বাণ। শর শব্দে সমর হইল কম্পমান॥ বাণে সীতা রাবণের মাথা কাটে রাগে। সঙ্কোচিত সর্ব্বজন মহা ভয় লাগে॥ রক্ত বিন্দু ভূমিতলে হইল পতন। দৈববরে পুনঃ শত মুণ্ড নিয়োজন॥ ক্রমে ক্রমে শতবার মাথা কাটে তার। রক্তে জন্মে মুক্ত রাজা না হয় সংহার॥ চিন্তিয়া জানকী মনে করিল তখন। ঘন শ্যামামূর্ত্তি কেশী বিকট দশনা॥ আন্দোলিত লহ লহ আপাদ বসনা॥ ত্রিনয়না অর্দ্ধচন্দ্র ললাট ফলকে। ঊর্দ্ধ নেত্রে অগ্নি ক্ষেরে ঝলকে ঝলকে॥ নরকর কাঞ্চি করে ভূষণ কিটর। গলে দোলে মুণ্ডমালা গলিত রুধির॥ চারি ভুজে অসিচর্ম্ম বরাভয় ধরা। শিবা সঙ্গে শত শত শর পঞ্চপরা॥ মার মার শব্দ করি কৈলা অট্টহাস। কবিরত্ন ভণে শব্দে পূরিল আকাশ॥

শতকন্ধ বধ।

ললীত-ছন্দ। ধরিয়া অসি করে, অসীতা রণ করে, কাটিয়া করে খান২। মারিয়ে দৃঢ় নাথি, বিনাশে হয় হাতি, শৃগালে করে রক্ত পাণ॥ রটিলা মার২

রটন্তী নাম তার, সমর করে ঘোরতর। ভার না সহে মহী, কাঁপিছে ঘন অহি, মস্তকে ঠেকে জলধর ॥ আকৃতি ভয়ঙ্করা, খর্পর অসীধরা, দেখিয়ে ত্রিলোকেয় ত্রাশ। ঝাঁকিয়া খাড়া ঢাল, কাটিয়ে তালে তাল, অনেক করিলা বিনাশ ॥ দেখিয়া শতানন, ক্রোধেতে করে রণ, বরিষয়ে শত শত শর। অসিত নিবারণ, অসীতা প্রহরণ, করিছে অতুল সমর ॥ খড়্গেতে কাটি শীর, পাড়িল ভূপতির, ভূমেতে রুধির পড়িল। দৈব বরেতে তায়, পুনঃ সে শীর পায়, অসীতা ভাবিতে লাগিল ॥ রসনা কুতূহলে, বাড়ায়ে ভূমিতলে, যুড়িল নাহি পায় বাটে। আনিয়া রসনায়, অসীতা ধরি তায়, অসিতে শত শীর কাটে ॥ করিলা রক্তপাণ, রাবণ ছাড়ে প্রাণ, রক্ত না পড়ে ভূমিতলে। অসীতার বিলাস, করিয়া অট্টহাস, না চেন অতি কুতূহলে ॥ পলায় আর যত, রাক্ষস শত শত, অসীতা মূর্ত্তি সম্বরিলা। যতেক দেবগণ, কুসুম বরিষণ, করিয়া সীতারে তুষিলা আপন মূর্ত্তি ধরি, আপন বাস পরি, রথে করিলা অধিষ্ঠান। হইয়া যোড়কর, সম্মুখে নিরন্তর, স্তব করিছে হনুমান ॥ নৃসিংহ দাসে দয়া, কর গো গিরি জায়া, কৃপা না ছাড় মহামায়। তাহার সভাসত, সংগীত রসে রত, কবিরত্নে সরগায় ॥

রামের চেতন।

লঘু ত্রিপদী। হনুমানে কন, জানকী তখন, শুন পবননন্দন। রাবণ নিধন, হইল এখন, রামে কুরহ চেতন ॥ সীতার আজ্ঞায়, হনুমান যায়, পর্ব্বত ফেলিয়ে দিল। তুলি চারিজনে, পরম যতনে, বীর চেতন করিল ॥ পাইয়ে সম্বিত, উঠয়ে ত্বরিত, দাসরথি রঘুনাথ। হাতে ধনুশরে, দেখিলা সমরে, রাবণ হৈল নিপাত ॥ শ্রীরাম বিস্ময়, মনে ভ্রম হয়, হেন আপনি মারিলা। মহাগর্ব্ব করি, কহেন শ্রীহরি, রাবণ নষ্ট হইলা ॥ হনুমান হাসে, ভ্রুকুটী বিলাসে, শুনি রামের বচন। সঙ্গে চারি জন, পবননন্দন, গেলা সীতার সদন ॥ জানকীরে কন, ব্রহ্ম সনাতন, রাবণ করিনু নাশ। শুনিয়া বচন, সকৌতুক কন, সীতার বদনে হাস ॥ প্রশংসা করিয়া, গৌরব রাখিয়া, জানকী করিলা ছলো। তুমি মহাবীর, জানিলাম স্থির, আর কি অযোধ্যা চলো ॥ রথে আরোহণ, কৈলা চারি জন, আর সীতা হনুমান। কৌতুক প্রসঙ্গে, নানা রস রঙ্গে, অযোধ্যা নগর যান ॥ দুই খণ্ডে রথ, চলি আইল পথ, অযোধ্যা প্রবেশ করে। রাজ সিংহাসনে, বৈসে সর্ব্বজনে, লয়ে রাম সমাদরে ॥ মঙ্গলাচরণ, শঙ্খাদি ঘোষণ, বিবিধ বাদ্য বাজায়। নৃসিংহ সম্বাদে, করি আশীর্ব্বাদে, শ্রীনন্দকুমার গায় ॥

শ্রীরামের সন্দেহ নিবারণ।

পয়ার। মহাগর্ব্বে গর্ব্বিত হইল রঘুনাথ। গৌরবে কহেন কথা সীতার

সাক্ষাৎ ।। করিনু বিনাশ আমি শতাস্ত রাবণ। হইল রাবণ শূন্য পৃথিবী ভুবন ।। জানকী কহেন গর্ব্ব কর কত আর। কৈতে হইলে প্রভু গায়ে না সয় আর ।। কি সাধ্য তোমার শতস্কন্ধ কর নাশ। মেরেছি তাহারে আমি জানে তব দাস ।। পর্ব্বত চাপানে যখন রাখিল তোমায়। সমরে প্রবর্ত্ত হৈতে হইল আমায় ।। ক্রমে রণ করি তারে করিনু নিধন। পরেতে হইল প্রভু তোমার চেতন ।। শ্রীরাম কহেন কথা না হয় সম্ভব। শতাননে বিনাশ করিতে সাধ্য তব ।। মস্তক কাটিলে মৃত্যু না হয় তাহার। ভূমে রক্ত পড়িলে মস্তক বাড়ে যার ।। তাহে তুমি কুলবধূ কিবা জান রণ। দ্বিভুজা নবীনা নাহি ধর প্রহরণ ।। শুনিয়া কহেন সীতা শ্রীরামে তখন। সর্ব্ব অস্ত্র আছে মোর শুন নারায়ণ ।। অসীতা হইয়া আমি অতি কুতূহলে। রসনা ব্যাপিত কৈনু অবনী মণ্ডলে ।। জিহ্বায় কাটিয়া তার রক্ত কৈনু পান। তুমি কি জানিবে সব জানে হনূমান ।। বিশ্বাস না হয় বলি কর রঘুনাথ। প্রত্যয় করিতে পারি দেখিলে সাক্ষাৎ ।। সীতা কন হনূমান মৃদু মন্দ হাস। দেখাইতে হৈল রামে অসীতা প্রকাশ ।। ইঙ্গিতে কহিল বীর ক্ষতি কিবা তায়। যেজন না জানে তারে অবশ্য জানায় ।। পাইয়া বীরের কথা জনক দুহিতা। সম্বরিয়া সীতা মূর্ত্তি হইল অসীতা ।। দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিস্ময় হইলা। এক দৃষ্টে কতক্ষণ চাহিয়া রহিলা ।। সকলে বিস্ময় রূপ করি নিরীক্ষণ। কত শত শিবা সনে নাচেন তখন ।। ব্রহ্মময়ী সীতারে করিল সবে জ্ঞান। গললগ্নী কৃত্তবাসে কন ভগবান ।। ব্রহ্মময়ী সীতা তুমি জানিনু এখন। আদ্যাশক্তি বট মাতা ভাবে পঞ্চানন ।। অসীতা রটিলা তুমি করিতে সংগ্রাম। ঘোষিবে ত্রিজগতে রটন্তী তব নাম ।। আমারে বঞ্চনা আর করোনা কালিকে। তুমি সর্ব্বময়ী দেবী প্রণত পালিকে ।। শ্রীরাম করেন স্তব অশেষ বিশেষে। দ্বিজ কবিরত্ন গায় নৃসিংহ আদেশে ।।

রটন্তী পূজা।

ধুয়া। সীতা কে জানে তোমার মায়া মহাবিদ্যা মহেশ্বরী।
ত্রিপুরা ত্রিগুণা আদ্যা তুমি ত্রিপুরাসুন্দরী ।।

পয়ার। ভক্তিভাবে রামচন্দ্র হয়্যা আদ্র চিত। সীতারে করেন স্তব বিধির বিহিত ।। তুমি পরাৎপরা দেবী ত্রিলোক জননী। তুমি সে যাবন্ত শূন্য সলীল অবনি ।। বিমোহিত তোমাতে এ জগত সংসার। দেহ ধারণেতে আছে তব অধিকার ।। আমারে ছলনা করা না হয় উচিত। তোমার মায়ায় পড্যে চৈতন্য রহিত ।। বিবিধ প্রকারে স্তব করি রঘুরায় ।। সভক্তি পূর্ব্বকে নেত্র-লোহে ভেষে যায় ।। সম্বরিলা মূর্ত্তি সীতা হৈলা পূর্ব্বরূপে। জানিতে নারিল কেহ মগ্না মোহকূপে ।। মানস করিলা রাম করিবারে পূজা। মহময়ী প্রতিমা করিলা চতুর্ভুজা ।। শববশিবে আরোহণ বিগোলিত কেশ। লগ্নামগ্না লোল-

জিহ্বা ভয়ঙ্কর বেশ ॥ বিধান করিলা পূজা রটন্তী তামসী। মাঘমাসে কৃষ্ণপক্ষ তিথি চতুর্দ্দশী ॥ পূজা হোম বলিদান ব্রাহ্মণ ভোজন। নৃত্য গীতে রজনী করিলা জাগরণ ॥ মহা মহোৎসবে নিশা হৈল সমাপণ। অমাবস্যা দিবসে করিলা বিসর্জ্জন ॥ শান্তিজল লয়ে সিদ্ধি করিলেন পাণ। পূজিলা রটন্তী আখ্যা নূতন বিধান ॥ শ্রীরাম করিলা বিধি খণ্ডিবার নয়। ব্যাপিল জগতে অতঃপর পূজা হয় ॥ শুনহে ভাগুরি এই রটন্তী আখ্যান। পূজা বিধি উৎপত্তির এইত বিধান ॥ আর যা জিজ্ঞাস্য থাকে কহিবে এখন। কহিব বিস্তার করি সব নিরূপণ ॥ ভাগুরি কহেন মুনি আছে এক আর। পরে কি করিলা রাম কহ পুনর্ব্বার ॥ মুনি বলে রামচন্দ্র সর্ব্ব কর্ম্ম শেষে। জানিলা তারিণী সীতা আকার বিশেষে ॥ রাজসিংহাসনে রাম বসিলা যখন। বাম পাশে যান সীতা বসিতে তখন ॥ নিষেধ করেন প্রভু না আসিহ আর। তোমারে করিতে স্পর্শ না হবে আমার ॥ শঙ্কর আমার গুরু আমি শিষ্য যাঁর। গুরুপত্নী দুর্গা তুমি রূপ হৈলে তাঁর ॥ প্রয়োজন নাহি আর তোমাতে আমার। দেহান্তরে পাইবে এক্ষণে নমস্কার। এত বলি জানকীরে করিলা বর্জ্জন। পরে কাল আইল আর সবার মোচন ॥ হনুমান কদলী কাননে কৈল বাস। লবকুশ রাজা হৈল সকলে উল্লাস ॥ সাঙ্গ হৈল ষষ্ঠ খণ্ড শুনহে ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মময়ী পূজা তত্ত্বে গুণানু কীর্ত্তন ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে হও বরদায়। দ্বিজ কবিরত্নে ত্রাহি২ মহা-মায় ॥ সম্প্রদায় কল্যাণ করগো কপালিকে। নায়কে কল্যাণ কর অচল বালিকে ॥ সভাস্থ সকল জনে কর মা কল্যাণ ॥ হরিবল ষষ্ঠ খণ্ড পালা সায় গাণ ॥

ইতি ষষ্ঠখণ্ড সমাপ্ত।
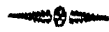
সপ্তম খণ্ডারম্ভঃ।

ত্রিপদী। ভাগুরি ব্রাহ্মণ কয়, শুন২ মহাশয়, যা কহিলে অপূর্ব্ব অখ্যান। দেবী গুণ সুধাময়, শ্রবণে শমন জয়, কালা কালে লভ্য পরিত্রাণ ॥ বিন্ধ্যবা-সিনীর তত্ত্ব, উৎপত্তি লীলা মহত্ব, শ্রবণে হইল অভিলাষ। কহ বিস্তারিত করি, যে রূপে পরমেশ্বরী, অষ্টভুজা হইল প্রকাশ ॥ ভাগুরির প্রশ্ন শুনি, কহে মার্কণ্ডেয় মুনি, শুন দ্বিজ লীলা চমৎকার। অসুরাংশে অবতংশে, কংস-রাজ ভোজবংশে, দেব দ্বেষী অতি দুরাচার ॥ রাজা হয় মথুরায়, পিতরি পিতৃভ্য বায়, উগ্রসেন দেবক রাজন। শঙ্করের তপস্যায়, কংসরাজা বর পায়, বাহু বলে শাসিল ভুবন ॥ ত্রৈলোক্যের রাজা হয়, পরম সুখেতে রয়, কারে ডর নাহি করে আর। পরে দেবকের কন্যা, হইল রূপেতে ধন্যা, রাখিল দৈবকী নাম তার ॥ কংস অতি ভাল বাসে, ভগিনীর রাখে পাশে, এই রূপে

কিছু দিন যায়। কংস হৈল বলবান, বল হত হৈল জ্ঞান, ভদ্রা ভদ্র জ্ঞান নাহি তায়॥ গাবীরূপা দেখি ভূমে, দোহন করিতে ধুমে, উপনীত মধুপুর নাথ। পৃথিবী সে গো আকার, দুগ্ধ কেন হবে তার, কোপে কংস কৈল পদাঘাত॥ অপমান পেয়ে ধরা, শোকাকুল সকাতরা, শঙ্করে জানেন বিবরণে। শুনি শিব সক্রোধিত, ব্রহ্মাদি দেব সহিত, ক্ষীরোদে কহিলে নারায়ণে॥ আশ্বাসিলা জনার্দ্দন, করিব ভার হরণ, নাশিব দুর্জ্জয় কংসাসুর। নিশ্চিন্ত থাকয়ে সবে, আর না ভাবিতে হবে, যাহ সবে আপনার পুর॥ শুনে সুখি দেবগণে, প্রণমিয়া নারায়ণে, পাপন আলয়ে উপনীত। আদেশে নৃসিংহ দাসে, চণ্ডিকা চরণ আশে, কবিরত্ন বিরচিল গীত॥

দৈবকীর বিবাহ।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া।

ধুয়া। হরিনাম সুধাপাণ কর রে রসনা।
কেন কর হলাহল বিষয় বাসনা॥

পয়ার। ভাগুরিকে কহেন মার্কণ্ড তপোধন। শুন কৃষ্ণ জন্মে বিন্ধ্যবাসিনী কারণ॥ দেবগণে প্রবোধিয়া পাঠাইলা হরি। হেথা মথুরায় তত্ত্ব শুনি ভক্তি করি॥ বয়সস্থা দৈবকী হইল অতঃপর। বিবাহে উদ্যোগী কৈল বসুদেব বর॥ শুদ্ধ তত্ত্ব গুণান্বিত জিতেন্দ্রিয় অতি। সত্যবাদি পরম ধার্ম্মিক মহামতি॥ যদু বংশ চূড়ামণি অতি বির্য্যবান। পরম সুন্দর শ্যাম কমল সমান॥ দেবক করিল তারে দৈবকী প্রদান। কৌতুকে যৌতুক দিল হয় হস্তি যান॥ ধনরত্ন অগণন বস্ত্র আভরণ॥ দাস দাসী দিল কত সেবার কারণ॥ পরদিন বসুদেব হইয়া বিদায়। দৈবকী করিয়া সঙ্গে নিজালয় যায়। ভগ্নির স্নেহেতে কংস হইয়ে মোহিত। সারথি হইয়া রথে চলিল সহিত॥ বাম হাতে অশ্বরজ্জু ডানি হাতে ছাঁট। কথোপকথনেতে কাটিয়া যায় বাট॥ দৈব নিবন্ধন কভু না যায় খণ্ডনে। অকস্মাৎ দৈববাণি হইল গগণে॥ শুন দুরাচার কংস দৈব ফের ঘোর। ভাল বাণ মারে সে মৃত্যুর হেতু তোর॥ দৈবকীর অষ্টম গর্ব্ভেতে যে জন্মিবে। তোর সংহারক সেই অবশ্য মরিবে॥ শুনিয়া আকাশ বাণী ভাবিল আকাশ। এক দৃষ্টে চেয়ে রহে পেয়ে মহাত্রাশ॥ আর নাহি যায় কংস অন্তরে ডরায়। চুলে ধরি দৈবকীরে কাটিবারে যায়॥ প্রবোধিয়া বসুদেব বারণ করিল। তবে কংস দৈবকীর কেশ ছেড়ে দিল॥ বসুদেব কহে শুন শুন কংস রায়। যত পুত্র হবে এর দিব হে তোমায়॥ সত্য কৈল বসুদেব ক্ষান্ত কংসাসুর। দৈবকীর সহিত পুনঃ আইল মধুপুর॥ কাল হৈল দৈবকীর পুত্র গুটি ছয়। শীলে আছাড়ীয়ে কংস মারে সমুদয়॥ সপ্তম গর্ব্ভেতে আইলা অবনী ধারণ। স্থানান্তরে যোগমায়া করিলা স্থাপন॥ হইল অষ্টম গর্ব্ভ দেখিয়া

তখন। কারাগারে বন্ধ করি রাখে সেনাগণ ॥ এইরূপ দশমাস হইল পুরণ। চিন্তাযুক্ত কংসরাজ কবিরত্ন কন ॥

বিন্ধবাসিনী উপাখ্যান।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

ধুয়া। আর মজরে মন মজ্মন হরিপদ কমলে। সম্মুখে আইল নিশি দিবা গেল বিকলে॥ বিষম কুটজ ফুল, মধু হীনে কিবা মূল, কেবল কন্টকশূল, নমজ তাহাতে ছলে॥

পয়ার। উপস্থিত ভাদ্র মাস কৃষ্ণপক্ষে শশী। অষ্টমী রোহিণী যুক্ত অর্দ্ধেক তামশী॥ বহিছে ললীত বায়ু ঘোরঘন ঘটা। মন্দ২ বরিষয়ে তড়িতের ছটা॥ সুপ্রসন্ন দিশো দশ অতি শুভক্ষণ। শুভ হয়ে বৈসে চক্রে যত গ্রহগণ॥ ব্রহ্মাদি দেবতাগণ করিছে স্তবন। মায়ায় রক্ষকগণ নিদ্রায় অচেতন॥ অবতীর্ণ হেনকালে হৈলা নারায়ণ। রূপের ছটায় পুঞ্জ তিমির নাশন॥ চতুর্ভুজ পীতাম্বর বনমালা গলে। শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম আছে করতলে॥ দেখিয়া বিস্ময় বসুদেব হৈল অতি। ব্রহ্মজ্ঞানে স্তব কৈল সুনির্ম্মল মতি॥ গোকুলেতে যোগমায়া মায়া আচ্ছাদনে। নিদ্রায় করিলা অচেতন সর্ব্বজনে॥ অবতীর্ণ হৈলা দেবী হরের ঘরণী। জিনিয়া কাঞ্চন কান্তী কাঞ্চির বরণী॥ হেথা কৃষ্ণ বসুদেব করিলা আদেশ। নন্দালয়ে রাখি কন্যা আনিতে বিশেষ॥ বসুদেব কৃষ্ণ কোলে করিয়া তখন। গোকুলাভিমুখে বিপ্র করে আগমন॥ অপার যমুনা দেখি ভাবিল হুতাশ। শিব রূপে শিবা তার ভাঙ্গিলেন ত্রাশ॥ কোলে হৈতে জলেতে পড়িলা জনাবাস। পুর্ণকলা যমুনার হৈল অভিলাষ॥ পুনর্ব্বার জনকের কোলে আগমন। বসুদেব নন্দালয়ে দিল দরশন॥ পুত্র দিয়া যশোদায় কন্যা নিয়া তার। অবিলম্বে আইলেন আপন আগার॥ করিলা বালক ধ্বনী শব্দেতে রোদন। নিদ্রা ভঙ্গে সম্বাদ পাইল সর্ব্বজন॥ কংসেরে জানায় সবে এই বিবরণ। শুনি কংস আপনি আইলা ততক্ষণ॥ আজ্ঞা দিল বালকের করিতে নিধন। শ্রুত মাত্র ধরিয়া লইল দূতগণ॥ চাহিয়া কংসের পানে দেবী কৈলা হাস। তা দেখি নৃপতি কংস মনে পায় ত্রাশ॥ পায়ে ধরি যত দূত বিনাশের আশে। কে মারিতে পারে দেবী উঠিলা আকাশে॥ বিদ্যুৎ রূপেতে গৌরী হইলা প্রকাশ। ঘোর শব্দে করিলেন অট্ট অট্ট হাস॥ কোটিচন্দ্র জিনি প্রভা উজ্জ্বল বদন। আপাদ লম্বিত কেশ দীর্ঘ ত্রিনয়ন॥ সুধারশ্মি খণ্ড ভালে কেশরি বাহন॥ কটিতটে পরিধান লোহিত বসন॥ উচ্চ কুচ গিরি ভারি শোভে অষ্টভুজ। বাম করে শঙ্খ শরাশন পাশাম্বুজ॥ চক্র গদা শূল শর দক্ষিণে ধারণ। রূপ দেখি সশঙ্কিত হয় ত্রিভুবন॥ শ্রীনৃসিংহ দাসের মঙ্গল প্রদায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী॥

দেবীর বিন্ধ্যাচলে যাত্রা।

ত্রিপদী। শূন্যে থাকি হররাণী, কংসাসুরে কন বাণী, আমারে কি করিবি নিধন। তোরে যে করিবে নাশ, সে করে গোকুলে বাস, দিনে দিনে বাড়িবে এখন॥ এই কথা বলি তায়, দেবী বিন্ধ্যাচলে যায়, উপনীত হইল শিখরে। বুঝিয়া নিয়ম ক্ষণ, করিলেন আগমন, সেই স্থানে যতেক অমরে॥ শৃঙ্গ উপরেতে স্থল, নির্ম্মল করি দেউল, সেই দিন করিয়া স্থাপন। বিন্ধবাসিনী শঙ্করী, এ নাম করণ করি, পূজা কৈল যত দেবগণ॥ বলি হোম চণ্ডীপাঠ, নানা বাদ্য গীত নাট, পূজা তত্ত্ব করিল প্রকাশ। দিনে কৃষ্ণ নবমীর, নিয়ম হইল স্থির, সিংহ রাশি ভাদ্রপদ মাস॥ জয় জয়ধ্বনি করি, স্থাপিয়া পরমেশ্বরী, সুখি হয়্যে গেল দেবগণ। শুন শুন দ্বিজ শ্রেষ্ঠ, কহিনু আখ্যান স্পষ্ট, বিন্ধবাসিনীর বিবারণ॥ শুনিয়া ভাগুরি কয়, যা কহিলে মহাশয়, চমৎকার পরম পদার্থ। এক প্রশ্ন আছে আর, কহ শুনি কথা সার, বিস্তারিত সকল ভাবার্থ॥ আরত আছয়ে স্থান, তাহা ছাড়ি অধিষ্ঠান, বিন্ধ্যাচলে কি হেতু পার্ব্বতী। শুনি মার্কণ্ডেয় কন, তুমি শ্রোতা মহাজন, জিজ্ঞাসিলে অপূর্ব্ব ভারতি॥ বিন্ধাচলে অভয়ার, অধিষ্ঠান হইল তার, শুন দ্বিজ ইহার কারণ। কাশীখণ্ডে নিরূপণ, শুনে থাকিবে ব্রাহ্মণ, বিন্ধগিরি যে রূপে পতন॥ অগস্ত্য মুনির ভক্ত, তৎ সেবায় অনুরক্ত, দিনে দিনে বাড়ে তনু তার। লক্ষ যোজন হৈল, উচ্চেতে শৃঙ্গ ঠেকিল, সূর্য্যের বিমান চলাভার॥ সূর্য্য কহে অতঃপর, খর্ব্ব হও গিরিবর, চূড়ায় আমার রথ ঠেকে। দৈব কার্য্যে হয় হানি, রাখহ আমার বাণী, দায় একচক্র রথ একে॥ না শুনে অগস্ত্য শিষ্য, তৃণ তুল্য ভাবে বিশ্ব, অহঙ্কারে অঙ্গ বাড়াইলে। সূর্য্য কহে ভাল নয়, বাড়িলে পড়িতে হয়, ঠেকে দায় অত্যন্ত করিলে॥ নাহি শুনে গিরিবর, দেবগণ অতঃপর, জানাইলা সব বিবরণ। শুনি যত দেবতায়, অগস্ত্য নিকটে যায়, দ্বিজ কবিরত্ন বিরচন॥

অগস্ত্য যাত্রা।

ধুয়া। মুনি বড় দয়াময় দয়া কর দেবগণে হে॥

পয়ার। ভাদ্রের প্রথম দিনে যত দেবগণ। অগস্ত্য মুনির কাছে দিল দরশন॥ মহাশৈব মহামুনি পর উপকারী। অবস্থিতি বারানসী পূজে ত্রিপুরারি॥ সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণ দেব তেজে দিক দীপ্ত। পুণ্যের শরীর কভু পাপে নহে লিপ্ত॥ অস্থি চর্ম্ম সার তেজে সবে করে ত্রাশ। যাহা হৈতে দ্বিজ দ্বেষি বাতাপি বিনাশ॥ বিশ্বেশ্বর পুজি মুনি এসেন যখন। কৃতাঞ্জলি হয়ে স্তব করে দেবগণ॥ মুনি কন কি নিমিত্ত কর মোরে স্তব। মলিন বদনে তবে কহেন বাসব॥ অঙ্গীকার কর যে করিব উপকার। তবে নিবেদন করি দুঃখ দেবতার॥ সহসা বলিতে নারি ভয় হয় অতি। কি জানি কি ঘটে এই ত্রাশ

মহামতি ।। শুনিয়া অগস্ত্য হাসি ত্রিসত্য করিল। আমা হৈতে যা হবে করিব আজ্ঞা দিল ।। শুনি সুখী হইল কহিছে দেবগণ। ঠেকিয়াছি দায় তব শিষ্যের কারণ ।। বিন্ধ্যগিরি বাড়িয়ে রবির রোধে পথ। দৈবকর্ম্ম হানি হয় নাহি চলে রথ ।। খর্ব্ব করি তব শিষ্যে রাখ তপোধন। নহিলে সকল সৃষ্টি হয় বিনাশন ।। রাখহ দেবতাগণে তুমি দয়াময়। খর্ব্ব কর গিরি যেন উচ্চ নাহি হয় ।। যে কালে তোমারে গিরি করিবে বন্দন। থাক বলি কাশী ছাড়ি ছাড়ি করিবে গমন ।। থাকিবার স্থান মোরা করেছি নির্ণয়। একাম্রকানন কাশী তুল্য ধাম হয় ।। এ কথা শুনিয়া ঋষি ছাড়িল নিশ্বাস। বলে মুনি আমার করিলে সর্ব্বনাশ ।। শিষ্যের শোকেতে আর বিরহে কাশীর। জ্ঞান শূন্য চক্ষে ধারা বহিছে ঋষির ।। কিঞ্চিৎ বিলম্বে শোক কৈলা নিবারণ। স্বীকার করিল পূর্ব্বে কি হবে এখন ।। দেবগণে বিদায় করিল তপোধন। বিন্ধ্যাচল নিকটে দিলেন দরশন ।। গুরুকে দেখিয়া কাছে নমিত শিখর। দণ্ডাকরা ভূমেতে লোটায় কলেবর ।। অগস্ত্য কহেন শুন শুন বাছাধন। ক্ষণেক এ রূপে তুমি করিবে বন্দন ।। আমি যাব কার্য্যে কিছু যাবৎ না আসি। তাবৎ থাকিবে বলি তেয়াগিল কাশী ।। গুরুর আজ্ঞায় গিরি হইল বন্দন। চলিলা অগস্ত্য মুনি একাম্রকানন ।। দামোদর নদীতীরে হৈল্য উপনীত। দেউল ঈশ্বর শিব করিলা স্থাপিত। একাম্র কাননে সুখে তপ আরম্ভিল। বারানসী আর পুনর্ব্বার না আইল ।। সর্ব্বদা অমরগণে ভাবিছেন ভয়। পাছে বিন্ধ্যগিরি পুনর্ব্বার উচ্চ হয় ।। এই হেতু অষ্টভুজা দেবীরে স্থাপিল। দেবী ভরে ভারাক্রান্ত পর্ব্বত হইল ।। বিন্ধ্যাচলে হইল দেবীর অধিষ্ঠান। নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গান ।।

বাতাপি উপাখ্যান।

ত্রিপদী। শুনিয়া ভাগুরি কয়, সুখি হৈনু মহাশয়, এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিব আর। বিশেষ হইল কৈতে, অগস্ত্য ঠাকুর হৈতে, বাতাপি বিনাশ কি প্রকার ।। মার্কণ্ডেয় ঋষি কন, শুন তার বিবরণ, ইল্লোলে বাতাপি দুই ভাই। অসুর সে দুই জন, আরাধিয়া পঞ্চানন, মন্ত্র পায় মহেশের ঠাঞি ।। মরিলে সঞ্চরে প্রাণ, খণ্ড দেহ যোড়া পান, দুই ভাই আনন্দিত অতি। প্রণমিয়া মহেশ্বরে, দুই ভাই এলো ঘরে, দিনে দিনে ঘটিল কুমতি ।। দ্বিজে করি নিম-নিমন্ত্রণ, আনে নিজ নিকেতন, পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করে। বাতাপিরে মেষ করি, কাটে তীক্ষ্ণ খড়্গ ধরি, তার মাংস রান্ধে সমাদরে ।। শাস্যান্ন করিয়া পাক, নানাদ্রব্য সুপশাক, প্রস্তুত করিয়া সমুদয়। ইল্লোল বসিয়া নিজে, সযত্ন পূর্ব্বকে দ্বিজে, সব দ্রব্য ভোজন করায় ।। ভোজনান্তে আচমন, তাম্বূলাদি সমাপন, শয়নে সুশয্যা নিরূপণ। স্তব করি কত শত, হইয়া নিকটাগত,

করয়ে চরণ সম্বাহন ॥ ব্রাহ্মণ নিদ্রিত হয়, ইল্লোল ডাকিয়া কয়, বাতাপি জীবন নাহি পায়। ইল্লোল কহিছে তবে, কেমনে জীবন পাবে, উদর চিরিয়া বাহিরায় ॥ ব্রাহ্মণ জীবন ছাড়ে, অসুরে আনন্দ বাড়ে, বিপ্রমাংস করয়ে ভক্ষণ। লোভ পায়ে একবার, নিত্য ঐ কর্ম্ম তার, ভক্তি করি আনয়ে ব্রাহ্মণ ॥ কত লক্ষ দ্বিজ মারে, কেহ না লক্ষিবতে পারে, দ্বিজ ভক্ত বড় আইসে শুনি। যোগী অভ্যাগত যত, সন্ন্যাসী মোহন্ত কত, আইসে বুড় কুড় ঋষি মুনি ॥ ভক্তিতে ভুবিয়া রাখে, ঐরূপ মারে তাকে, স্বকুটুম্ব সহ সুখে খায়। কিছু দিন পরে আর, প্রকাশ পাইল তার, আর কেহ বড় নাহি যায় ॥ জানিল সকল মর্ম্ম, বাহিরে কপট ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ হিংসক দুই জন। অতি যে প্রণয়ে তোষে, তাতে সব মন দোষে, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ ॥ দ্বিজ সব ভয় পায়, খেতে কোথা নাহি যায়, ব্রাহ্মণ ভোজন নাহি হয়। ভক্তি কৈলে কেহ কারে, অমনি সন্দেহ তারে, বলে ইনি তদ্রূপ নিশ্চয় ॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সংগীতের অভিলাষে, কাত্যায়নী যারে সহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

বাতাপি বিনাশ।

ধুয়া। চলিল ঋষিরাজ অগস্ত্য তখন।
বাতাপি বিনাশ আশে জানিয়া কারণ ॥

পয়ার। এইরূপে কিছু দিন গত হয়ে যায়। ব্যতিব্যস্ত দ্বিজগণ সকম্পিত কায় ॥ পরম্পরা অগস্ত্য শুনিয়া বিবরণ। কি প্রকার করে তারা করি নিরূপণ ॥ এতবলি মুনিবর বসিলেন ধ্যানে। যোগ বলে সকল দেখিল বিদ্যমানে ॥ মেষ হয়ে বাতাপি ইল্লোল কাটে তায়। তার মাংস সমুদয় ব্রাহ্মণে খাওয়ায় ॥ মৃত্যু সঞ্চারিণী মন্ত্রে পায় প্রাণদান। পেট চিরে বাহির হয় সিন্ধুর সন্তান ॥ জানিয়ে এ সব তত্ত্ব হাসে মুনিবর। দ্রুতগতি চলিলেন বাতাপি গোচর ॥ মুনিরে দেখিয়ে তবে দুই সহোদর। প্রণাম করিল অতি পুলক অন্তর ॥ সমাদরে বসিতে দিলেন সিংহাসন। খাইব অগস্ত মাংস চিন্তে মনে মন ॥ মেষ রূপি বাতাপিরে করিয়া ছেদন। রান্ধিয়া ঋষিরে দিল করিতে ভোজন ॥ খাইয়া বাতাপি মাংস অগস্ত তখন। অপূর্ব্ব শয্যায় গিয়ে করিলা শয়ন ॥ বাম হস্ত পেটে বুলাইয়া ঋষিরায়। জীর্ণ হও বাতাপি বলিয়া নিদ্রা যায় ॥ ইল্লোল চরণ সেবে করিয়া যতন। কপটে ঘুমায় মুনি যেন অচেতন ॥ নিদ্রিত দেখিয়া তারে সিন্ধুর সন্তান। বাতাপি বাতাপি বলি করয়ে আহ্বান ॥ জীর্ণ হইয়াছে তার উত্তর না পায়। চিন্তিত ইল্লোল সচেতন দ্বিজরায় ॥ হাসিয়া অগস্ত্য তবে ইল্লোলেরে কয়। কালি পাবে বাতাপিরে সৌচের সময় ॥ আর কি বাতাপি আছে অগস্ত্য উদরে। লোভে পাপ পাপে

মৃত্যু শাস্ত্রের উত্তরে ॥ অনেক ব্রাহ্মণ খেয়ে বেড়ে ছিলি বড়। আজি গেল তব নাশ করিলাম জড় ॥ তোমারে ভক্ষণ করি রাখিব সবায়। মুনি বাক্যে ভয় পেয়ে ইল্বোল পলায় ॥ অগস্ত্যেরে দ্বিজ সব বর দিল তবে। তব নাম স্মরিলে অজীর্ণ জীর্ণ হবে ॥ মার্কণ্ডেয় ভাগুরিলে বলে ইতিহাস। বিরচিল কবিরত্ন অম্বিকা বিলাস ॥

ইতি বাতাপি উপাখ্যান সমাপ্ত।

মূল প্রশ্ন।

ধুয়া। কি আনন্দ নন্দালয়ে অনিবার,
নিরানন্দ কিছু নাহি গোবিন্দের অবতার ॥

পয়ার। ভাগুরি কহেন কহ কহ মহামুনি। কৃতার্থ হইনু সার ইতিহাস শুনি ॥ পরে কহ মূল প্রশ্ন হৈল কি প্রকার। সপ্তম্যাদি কল্পে দেবী পূজা গোপিকার ॥ মার্কণ্ডেয় কহেন শুনহে দ্বিজবর। গোকুলে হইল নন্দোৎসব তার পর ॥ আনন্দের সীমা নাহি মহা হুলস্থূল। আবাল বনিতা বৃদ্ধ আনন্দে আকুল ॥ এইরূপে সানন্দ সকল ব্রজপুরে। লাগিল দুর্জ্জয় চিন্তা দৈবে কংসাসুরে ॥ পুতনায় পাঠাইল গোকুল মণ্ডলে। বিনাশিলা কৃষ্ণ তারে স্তনপাণ ছলে ॥ তৃণাবার্ত্ত বিনাশন শকট ভঞ্জন। বৃষ বৎস ধেনুক প্রলম্ব নিপাতন ॥ কালীয়দমন করি দাবানল পান। গোবর্দ্ধন ধরিয়া গোকুল পরিত্রাণ ॥ নিজ মুখে ব্রহ্মাণ্ড দেখান যশোদায়। মুনি অন্ন ভোজন করিল শ্যামরায় ॥ এইরূপে কিছু দিন লীলায় বঞ্চন। কৃষ্ণ সুখে সুখি যত ব্রজবাসী জন ॥ পরম পুরুষ কৃষ্ণ করেন বিহার। স্বেচ্ছাময় স্বেচ্ছাধীন লীলা চমৎকার ॥ বৃষভানু-সুতা রাধা সখীগণ সনে। গিয়াছিলা এক দিন যমুনা জীবনে ॥ হেনকালে কৃষ্ণ দেখে যমুনার কূলে। জিনিয়া নীরদ তনু কদম্বের মূলে ॥ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রূপ ললিত কিশোর। ওষ্ঠাধর কিশলয় বিম্ব কি বিভোর ॥ পীতবস্ত্র পরিধান চন্দন শরীরে। চরণে নূপুর শোভে শিখীপুচ্ছ শিরে ॥ মোহন মুরলি হাতে রসের আবাস। বিধুমুখে সিধু মিশ্র মন্দ মন্দ হাস ॥ হাস্যছলে কুলনাশে ব্রজ বালার। কেবা নাহি ধর্ম্ম ছাড়ে রূপ দেখি তার ॥ কুকটাক্ষে কুলবতী কুলে নাহি যায়। রূপ দেখি অধৈর্য্য হইল গোপিকায় ॥ ঈষৎ চাহিয়া দেখে যায় ধীরে ধীরে। অচল হইল পদ নাহি চলে ফিরে ॥ বাঁশী শুনে হরে মন দুঃখে আইল ঘরে। কি রূপে পাইব পতি শ্যাম জলধরে ॥ দিবা রাত্র ঐ চিন্তা মিলি সখীগণে। আহার বিহার নিদ্রা নাহি গোপীগণে ॥ সর্ব্বদা আকুল প্রাণ শ্যাম দরশনে। সদা দেখে শ্যামরূপ শয়নে স্বপনে ॥ কৃষ্ণ নাম বিনে সদা রসনা আবেশ। কবিরত্ন বলে পরে শুনহ বিশেষ ॥

পূর্ব্বরাগ।

বিভাষ রাগেন গীয়তে।

ত্রিপদী। আহা মরি আহা মরি, কহ কহ সহচরী, শ্যামচাঁদে পাইব কেমনে। কত নিধি দিয়ে বিধি, গড়িল সে গুণনিধি, কিবা ছাঁদে না যায় কহনে॥ শ্যাম নব জলধর, কামিনীর মনোহর, কুলহর কুরঙ্গ নয়নে। কেবা হেন ভাগ্যবতী, পাবে কালাচাঁদে পতি, হবে সুখি কুসুম শয়নে॥ হায় কালা কি করিলে, ধৈরয হরিয়ে নিলে, যে হৈতে দেখিনু কালাচাঁদে॥ অবলা গোপের জাতি, নাহিক বুদ্ধির ভাতি, পড়িনু মাকড় তন্তু ফাঁদে॥ দেখে শ্যাম জলধরে, রহিতে না পারি ঘরে, সদা মনে মনে কালা জাগে। সর্ব্বদা চঞ্চল মন, দেখিবারে আকিঞ্চন, অন্য আর ভাল নাহি লাগে॥ কিক্ষণে দেখিনু তায়, পাশরা নাহিক যায়, হরে মন মুরলীর গানে। কুরঙ্গিনী গোপবালা, বধিবারে সেই কালা রস জালে বান্ধিল সুতানে॥ জাতি লজ্জা কুল শীল, সরম ভরম নিল, ঘরে না রহিতে পারি আর। সর্ব্বদা দেখিতে তায়, আমার মানস ধায়, কিবা তন্ত্র করিল আমার॥ এইরূপ গোপীগণ, কৃষ্ণ কথা আন্দোলন, কিছুদিন যায় পূর্ব্বরাগে। নাহি অন্য আলোচন, রাধার বিবেক মন, নাহি নিদ্রা শ্যাম অনুরাগে॥ দিবানিশী ভাবে রাই, কে মিলাইবে কানাই, মন প্রাণ ধৈর্য্য নাহি মানে। শ্যামরূপ বিনে আর, গৃহ কুলশীল ছার, জাতি লজ্জা মান অপমানে॥ কালা ভাবি হৈনু কালো, অন্য নাহি লাগে ভালো যদি কালাচাঁদে নাহি পাই॥ তবে সখী এ জীবন, রেখে কিবা প্রিয়োজন, রূপের বালাই লয়ে যাই॥ উৎকণ্ঠিতা হৈল রাই, কৃষ্ণগুণ সদা গাই, কবে কৃষ্ণে পাব সহচরি। পাগলিনী কুরঙ্গিনী, নব গোপ নিতম্বিনী, শ্বাস ছাড়ি বলে হরি হরি। শ্যাম নবীন কিশোরে, কেবা আনি দিবে মোরে, আর কি সে কালাচাঁদে পাব। যদি দেখা পাই তার, হিয়ায় রাখিব আর, দাসী হয়ে সঙ্গে সঙ্গে যাব॥ এইরূপ কথা বলে, বিগলিতা ভূমিতলে, শ্যাম ভাবি শোক উদ্দীপন। জাতি লজ্জা ভয় আর, নাহি তিলেক রাধার, দ্বিজ নন্দকুমারে রচন॥

পৌর্ণমাসী সংবাদ।

পয়ার। দেখিয়া রাধার দশা যত সখীগনে। প্রবোধ করিছে সবে অতি সযতনে॥ রোদন সম্বর রাই চিন্তা কর দুর। মিলাইয়ে দিব শ্যামে না হও বিধুর॥ শোকে অঙ্গ খোয়াইলি অস্থিচর্ম্ম সার। চম্পক বরণ কালী কি কহিব আর॥ ললিতা কহিছে রাধা ভাবনা কি তায়। অবশ্য মিলাবে বিধি সদা ভাব যায়॥ যাদৃশী ভাবনা যার তাদৃশী নিয়ম। তার সাক্ষি ভরতের কুরঙ্গ জনম॥ বিশাখা কহেন সুউপায় শুন রাই। হবে সিদ্ধি চল পৌর্ণমাসী কাছে যাই॥ ব্রজের ঈশ্বরী তিনি মান্য সবাকার। বিশেষ তোমার প্রতি ভালবাসা

তার ।। সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনী সরসে কৌতুকী। পরম আনন্দ যার কন্যা নান্দি-মুখী ।। চিনিতে পারিবে তারে শুন গুণো রাই। স্পষ্ট নাম ব্রজে বলে সকলে বড়াই ।। বড়াইর নাম শুনি হাসিলা কিশোরী। বড়াইর কাছে যেতে কহ সহচরী ।। কেমনে বলিব সে যে অতিশয় বুড়া। দশন বাতাসে নড়ে কেশ শোণ মুড়া ।। উচু হৈতে নাহি পারয় কটি ভগ্নতর। চলিতে সম্ভম কাঁপে লগুড়েতে ভর ।। কেমনে তাহারে কব পীরিতি বিষয়। সাক্ষাৎ থাকুক পিছে ভেবে লজ্জা হয় ।। বিশাখা কহেন রাই তাকে পারা যাবে। দেখা হৈলে কথা কয়ে কত সুখ পাবে ।। বুড়া নয় বড়াই রসের গুঁড়া সার। বসিলে উঠিতে ইচ্ছা নহে কাছে যার ।। তাহার জননী যিনি পৌর্ণমাসী নাম। তার কাছে চল পুর্ণ হবে মনস্কাম ।। বিশাখার কথা শুনি যত সখীগণ। সম্মত হইয়া সবে করিল গমন ।। রাধিকা সহিত যত আভির তনয়ে। উপনীত হৈল পৌর্ণমাসীর আলয়ে ।। বসিয়াছে পৌর্ণমাসী কন্যার সহিত। উভয়ে সমান শীর্ণা শরীর ললীত ।। প্রণাম করিল যত বরজ যুবতী। সবে বলে আশীর্ব্বাদ কর ভগবতী ।। শ্রীনৃসিংহ দাসেরে সঙ্গীতে সহায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ।।

ব্রতোদ্যোগ।

ধুয়া। পৌর্ণমাসী কয় কেন গো নৃপনন্দিনী মম ভবনে।
ছিন্ন ভিন্ন বেশ ভূষা মলিনা হয়েছে কি কারণে ।।

পয়ার। সুসঙ্গিনী রাধিকায় দেখি পৌর্ণমাসী। ব্যস্ত হয়ে উঠিল অধরে মন্দহাঁসি ।। এসো এসো বলি অতি কৈল সমাদর। কি নিমিত্তে আগমন দুঃখিনীর ঘর ।। কোলে করি রাধিকারে বসিলা আসনে। জিজ্ঞাসা করেন অতি মধুর বচনে ।। রাজার কুমারী রাই কেন গো এমন। মলিনা হয়েছে তনু জীর্ণ কি কারণ ।। হইল অনেক দিন আমি নাহি যাই ।। ছেলে বেলা দেখেছিনু আর দেখি নাই ।। তোমার জননী মোর বন্ধি প্রসাদে। তাহার তনয়া তুমি পরম আহ্লাদে ।। তুমি মোর নাতিনী সম্পর্ক সুধামুখী। দেখিয়া তোমারে আজি হইলাম সুখী ।। আয়লো নাতিনী বৈস নিকটে আমার। পতিতো বিবাহ রাই দিয়েছি তোমার ।। বরসতো হইয়াছে যৌবন সময়। নাতিনী জমাইকে দেখিতে যেন হয় ।। দেবীর বচনে মন্দ হাসেন কিশোরী। উত্তর না করে আর কোন সহচরী ।। ভাব বুঝি ভগবতী কহে পুনর্ব্বার। কহ রাই কি নিমিত্তে গমন তোমার ।। লজ্জায় শ্রীমতী কিছু কহিতে না পারে। পরস্পর সখীগণ কহে ঠারে ঠোরে ।। বিশাখা মুখরা বড় কহিছে তখন। শুন রাই যে কারণ হেথা আগমন ।। কৈতে লজ্জা হয় কিন্তু না কহিলে নয়। অন্য জনে নাহি কহি জনরবে ভয়। তোমার নাতিনী বড় পড়োছেন আশে। নন্দসুতে দেখিয়া পীরিতি রাগ ফাঁশে ।। শুনে হাসি পৌর্ণমাসী সখী প্রতি

কয়। এখনি এমন রাই নাহতে সময়।। দারুণ লম্পট ষট নন্দের কুমার। পিরিতির সম্ভব নহে সহিত তাহার।। কপটে নিষেধ করি কত কথা কয়। তাহাতে শ্রীমতী কিছু অন্যমনা হয়।। সখীগণে কহে আই কর সহকার। একবার মিলাইয়া দেহ সঙ্গে তার।। তোমা বৈ ভরসা নাই বালিকা সকলে। উপায় করিয়া রাখ দাসীরে কৌশলে।। পৌর্ণমাসী কহে শেষে বিষম বারতা। কৃষ্ণপতি দুর্লভ সে দেবের দেবতা।। আদি ভগবান হরি গোলকের পতি। লীলায় মানব দেহ অখিলের গতি।। গোপবালা হয়্যে কেন হেন অভিলাষ। লক্ষ্মীর একান্ত কান্ত সহ সহবাস।। তবে এর আছে এক উপায় নির্ণয়। হিম মাসে কত্যায়নী ব্রত যদি হয়।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে দয়া কর গো অভয়া। শ্রীনন্দকুমার কবিরত্নে কর দয়া।।

কাত্যায়নী ব্রতের উপক্রম।

লঘু ত্রিপদী। শুনিয়া তখন, কহে সখীগণ, ব্রতের নিয়ম কিবা। যতেক যুবতী, হয়্যে শুদ্ধমতী, কি রূপে পুজিব শিবা।। পৌর্ণমাসী বলে, এই ব্রতফলে, মাধবে পাইবে পতি। সর্ব্বাণী কালিকা, ভুবন পালিকা, দুর্গতি নাশিনী সতী।। যে কামনা করি, পুজে মহেশ্বরী, পুরে সে কামনা তার। পুজিলে দুর্গায়, যত গোপিকায়, পাবে পতি নহে আর।। হেমন্ত প্রথমে, আশ্বিনে নিয়মে, সপ্তমী তিথি শরতে। কল্প আরাধনে, চণ্ডিকা বোধনে, শুক্ল তিথি দেবমতে।। কল্পের প্রভেদ, আছে নানা বেদ, তাহে কায নাহি হয়। গোপনে অর্চ্চনা, কর গোপাঙ্গনা পাছে গুরুজন ভয়। অতএব তার, গৌণ কল্পে আর, কার্য্য কিবা শ্রীরাধিকা। যত গোপালিকা, পুজ না কালিকা, সর্ব্ব কামনা সাধিকা।। মতান্তরে মত, ভিন্ন ভিন্ন কত, নির্ষ্ঠায় জানিবা পুজা। যত গোপীগণে, গড়িয়া যতনে, বালুকার দশভুজা।। ষষ্ঠী দিনে আর, সাহায্যে দুর্গার, বিল্বাধি বাসন করি। বোধনামন্ত্রণ, অর্চ্চন নন্দন, তুষিবে স্তবে শঙ্করী।। সপ্তমী অষ্টমী, সন্ধি যে নবমী, ত্রিদিবা করি অর্চ্চন। দশমীতে তায়, দেবী প্রতিমায়, জলে দিবে বিসর্জ্জন।। পুজা প্রকরণ, কহিলা তখন, শুনে সুখি সবে হয়। পৌর্ণমাসী প্রতি, পরেতে শ্রীমতী, পুরোহিতে হৈতে কয়।। ভাল বলে তায়, দেবী দিল সায়, গোপিগণে ঘরে যায়। দিবস গণনে, নিত্য মনে মনে, করে ভাদ্রপদ সায়।। মেলি সখীগণ, কৃষ্ণের স্মরণ, করে বসিয়া বিরলে। শ্রীনৃসিংহ দাস, করিলা আভাষ, শ্রীনন্দকুমার বলে।।

ব্রতারম্ভঃ।

পয়ার। উপস্থিত আশ্বিনেতে শুক্ল ষষ্ঠী দিবা। উদ্যোগী হইলা রাধা পুজিবারে শিবা।। সঙ্গম করিলা অতি আনন্দিত মন। সন্ধ্যাকালে কৈলা বোধ বিল্বাধিবাসন।। বালুকেতে কৈলা দেবী প্রতিমা গঠন। পৌর্ণমাসী

কহিলেন পদ্ধতি যেমন ।। সদা শঙ্কোচিত গোপী গুরুজন ভয়ে। প্রকাশিতে নাহি পারে আপন আলয়ে ।। যমুনার কুলে করি মনোহর স্থান। আবৃত পল্লবে কৈল অতি সাবধান ।। কেহ না তর্কিতে পারে হেন স্থান করি ।। নিশিতে আইল ঘরে যত সহচরী ।। পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া সর্ব্বজনে। নানা মত দ্রব্য বস্ত্র লইল গোপনে ।। কুঙ্কুম চন্দন আর আবশ্যক যাহা। সযতনে গোপীগণ লইলেন তাহা ।। বিধিমতে আসি ক্রিয়া করিল সকলে। ক্রমে বেদ-মতে অঙ্গ শুদ্ধি করে বলে ।। এইরূপে পুজা করে গোপালিকা গণ। কৃতা-ঞ্জলি অম্বিকারে করেন স্তবন ।। জয়দেবী জগন্মাতা কুশলদায়িনী। সর্ব্বকাম প্রদে দুর্গে হও সহায়িনী। রক্ষ রক্ষ বিশ্বমাতা রক্ষমে ভবানী ।। মস্তকে শঙ্কর প্রিয়ে ঈশানী ইন্দ্রাণী ।। দেহিমে বাঞ্ছিত ফল দেবী ভগবতী। শঙ্কটে রাখ মা দিয়ে নন্দসুতে পতি ।। কৃষ্ণপতি কামনা করিছি মনে মনে। অন্য চিন্তা নাহি মা করিগো নিবেদনে ।। ত্রিলোচনা প্রিয়া মাতা ত্রিগুণ ধারিণী। ত্রি-লোচন প্রাণ রূপা ত্রিতাপ হারিণী ।। দেহমা মাধবে পতি রাখ দাসীগণে। কৃষা হনু কৃষোদরী কৃসানু দাহনে ।। দেমা কৃষ্ণ পতি তারা দেমা কৃষ্ণপতি। তোমা বিনে কেবা দিবে হয়েছে দুর্গতি ।। এইরূপে স্তব করে যত গোপী-কায়। নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গায় ।।

বস্ত্র হরণ।

ধূয়া। বৃষভানু নন্দিনী সখি সনে কুতুহলে।
হয়ে উলাঙ্গিনী, যতেক সঙ্গিনী, খেলিছে যমুনা জলে ।।

পয়ার। এইরূপে পুজা করি যত গোপীগণ। নিশাকালে যায় ঘরে প্রাতে আগমন ।। মার্কণ্ডেয় ঋষি কন শুনহে ব্রাহ্মণ। সমাপ্তী দিবসে রঙ্গ হইল যেমন ।। প্রভাতে উঠিয়া যত গোপিকা মণ্ডলে। যমুনার তীরে উপনীত কুতু-হলে ।। প্রতিমা নিকটে রাখি পুজোপকরণ। নবনীত দধি দুগ্ধ কামাক্ষা খণ্ডন ।। ক্ষীরখণ্ড লডুক শর্করা ঘৃত আর। ফল মূল কুসুম চন্দন পরিস্কার ।। আপন অঙ্গের সব বস্ত্র আভরণ। খুলিয়া রাখিল সবে দেবীর সদন ।। নগ্না হয়ে যত ব্রজাঙ্গনা কুতুহলে। স্নান হেতু নামিলেন যমুনার জলে ।। ললিতা বিশাখা আদি যত সখী মেলি। করেন রাধিকা যমুনায় জলকেলি ।। উন্মত্তা হইয়া সবে খেলা করে জলে। গগণ পুরিল জল শব্দ কোলাহলে ।। গোষ্ঠেতে থাকিয়া কৃষ্ণ সকল শুনিলা। গোপীরা করয়ে ব্রত বিতর্ক করিলা ।। শ্রীদাম সুদাম বসুদাম চন্দ্রভান। সুবল সুপার্শ রত্নভান বীরভান ।। সুর্য্যভান [illegible]ভান সুভাঙ্গ সুন্দর। প্রধান দ্বাদশ এই কৃষ্ণ সহচর ।। রামকৃষ্ণ সহ চতুর্দ্দশ পরি-মান। কোটি কোটি আছে আর অবস সমান ।। গোপাল সহিত কৃষ্ণ দিলা দরশন। কাত্যায়নী ব্রত করে যথা গোপীগণ ।। দুরেতে থাকিয়া কৃষ্ণ শ্রীদামে

পাঠায়। দেখি এসো ভাই গোপী পূজা করে কায়॥ দেখিল শ্রীদাম গোপ হইয়া গোপন। কাত্যায়নী পূজার সকল প্রকরণ॥ বস্ত্র অলঙ্কার আদি সব রাখি তীরে। লগ্না মগ্না গোপীগণ খেলা করে নীরে॥ শ্রীদাম আসিয়ে সব কৃষ্ণে নিবেদিল। শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণে অতি পুলক হইল॥ আজ্ঞা দিল গোপগণে দ্রব্যাদি ভোজনে। একে পায় আরে চায় ধায় শিশুগণে॥ পূজার সামগ্রী সব মহাসুখে খায়। কৃষ্ণেরে খাওয়ায় আর টানিয়া ফেলায়॥ বস্ত্র আভরণ যত ছিল হরে লয়।গোপ শিশুগণে আনি শ্রীকৃষ্ণেরে দেয়॥ বস্ত্র লয়ে বাসুদেব নন্দেরনন্দন। কদম্ব বৃক্ষেতে গিয়া কৈলা আরোহণ॥ নানাবর্ণে বস্ত্র সব লয়ে নারায়ণ। স্কন্ধে স্কন্ধে তরুবরে করিলা বন্ধন॥ হইল অপূর্ব্ব শোভা কি কহিব আর। শ্যামবর্ণ বৃক্ষ তাহে বস্ত্র চমৎকার॥ অতি উচ্চ ডালে হরি বসিলা আপনি। মধুর মুরলী করে মরকত মণি॥ কপটে করুণাময় গোপিকারে কন। নৃসিংহ আদেশে কবিরত্ন বিরচন॥

গোপীকাদিগের কৃষ্ণপতি প্রাপ্তি।

ত্রিপদী। কি কর. গোপীকাগণ, নাহি তত্ত্বাবধারণ, মগ্না হয়ে খেলিছ সলিলে। দেখ দেখ তীরে চেয়ে, পূজার সামিগ্রী খেয়ে, বস্ত্র অভরণ কেবা নিলে॥ উলাঙ্গিনী আছ জলে, জ্ঞান হয় ঐ ছলে, রুষ্ট হৈল বরুণের মন, তার দূতে দ্রব্য নায়, বস্ত্র আদি লয়ে যায়, অনুভব করিনু এখন॥ ব্রত করিতেছ কার, নাম কি সে দেবতার, কিবা ফল লাওয়া যায় তায়। প্রথমেতে এই ফল, ফলিল দেখি সকল, বস্ত্র হারাইল গোপীকায়॥ কয়ে মাত্র এ বচন, মৌনি হৈলা নারায়ণ, চটক ভাঙ্গিল গোপীগণে। চাহিয়ে দেখেন রাই, তীরে বস্ত্র বস্তু নাই, ভয় উপজিল বড় মনে॥ বিষাদ করিয়া কন, শুন সহচরীগণ, কোথা গেল বস্ত্র অলঙ্কার। কেবা হরিল বসন, দ্রব্যাদি হকু যেমন, জলে হৈতে উঠা হৈল ভার॥ আক্ষেপ করে বিষাদ, কে হেন সাধিল বাদ, ব্রত ভঙ্গ করিল আমার। উঠিতে সলজ্জা মন, জলে রব কতক্ষণ, ঠেকিলাম কি দায় এবার॥ ভয়ে কাঁপে গোপীকায়, ইহা করি কি উপায়, কেবা দিবে পরিতে বসন। এই কি করিলে তারা, ওগো শিবে শিবদারা, মরি সিতে লাগিল দশন॥ ললীতার দুঃখ মন, সকলের প্রতি কন, দেখ সখী করি অন্বেষণ। কে হেন আইল চোর, হরিল বসন মোর, ধর ধর ধর সখীগণ॥ ললীতা কহেন তারে, অন্বেষিব কি প্রকারে, জলে হৈতে উঠিতে না পারি। যদি দেখে কোনজন, লজ্জা পাব অকারণ, তাতে সবে বয়সন্ধা নারী॥ উপায় বলি গো সার, বস্ত্র নিল গোপীকার, যেই জন স্তব কর তারে। এই বই আর নাই, অন্যোপায় দেখি নাই, দিবে বস্ত্র গোপী সবাকারে॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে,

সংগীতের অভিলাষে, কাত্যায়ণী যারে সহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী ॥

গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন।

ধুয়া। বড় লম্পট শঠ কঠোর কালাচাঁদ।

নবনীল জলধর মনোহর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ছাঁদ ॥

পয়ার। যতেক গোপীকাগণ দাণ্ডাইয়া জলে। কৃতাঞ্জলি পুর্ব্বক বিনয় করি বলে ॥ কেবা নিলে বসন ভুষণ গোপীকার। বিনয়ে সকলে বলি নিকটে তোমার ॥ রক্ষা কর গোপীগণে দেহিমে বসন। ব্রত নাহি করি বস্তু না কর ভোজন ॥ স্তব করি কহে গোপী এ কি অণুচিত। অদত্ত দেবের দ্রব্য ভক্ষণে বর্জ্জিত ॥ বেদ খণ্ডি কেন কৈলে হেন অপকর্ম্ম। ইহাতে উভয় জনে নাশ হয় ধর্ম্ম ॥ বস্ত্র দাও পরি করি দেবতা অর্চ্চন। পশ্চাৎ প্রসাদি দ্রব্য করিহ ভোজন ॥ স্বার্থ হে গোপীকাগণে তুমি মহাজন। কাতর হয়েছি সিতে জলে অনুক্ষণ ॥ কলেবর কম্পে জলে রহিতে না পারি। বিবস্ত্রে কেমনে রই একে কুলনারী ॥ সশঙ্কিতা গোপী সব কাতর অন্তরা। উঠিতে না পারে লোমাঞ্চিত কলেবরা ॥ দেখিয়া সদয় হৈল পরম ঈশ্বর। বৃক্ষে থাকি কন হরি রসিক শেখর ॥ আর স্তব না করিহ শুন গোপীগণ। হইয়াছি পরিতুষ্ট নাওসে বসন ॥ শুনিয়া যতেক গোপী উর্দ্ধ দৃষ্টে চায়। সবস্ত্র কদম্বে কৃষ্ণ দেখিবারে পায় ॥ পুলকিতা হয় যত গোপিকা সকলে। কৃতাঞ্জলি হইয়া কেশব প্রতি বলে ॥ কুলেতে উঠিতে নারী লজ্জা হয় অতি। বিবসনা আছি জলে যত কুলাবতী ॥ অনুগ্রহ করি এক বস্ত্র কর দান। জনেক উঠিব কুলে করি পরিধান ॥ শুনিয়া হাসিয়া কৃষ্ণ মধুস্বরে কন। লগ্না হয়ে না চাহিলে না পাবে বসন ॥ শুনে গোপী কহে হেন কোটি কর কেন। কুলবতী হইয়া কে করিবেক হেন ॥ সহজে অবলা নারী লজ্জা অতিশয়। অন্যের কি কব যে বেশ্যার সাধ্য নয় ॥ পর পুরুষের কাছে হইতে লগনা। কে পারে থাকিতে লজ্জা আপনি বলনা ॥ ছাড় ছলা দেহ বস্ত্র সিতার্ত্তি সকলে। পরিধান করি কতক্ষণ রব জলে ॥ কৃষ্ণ কন সে কথা কে শুনে এ সময়। লগ্না না হইলে বস্ত্র পাইবার নয় ॥ দায়েতে পড়িল গোপী, উঠিতে না পারে। নহে বস্ত্র নাহি পায় কহে রাধিকারে ॥ পড়িনু শঠের হাতে এড়াতে না পারি। মাগিলে না দেয় বস্ত্র কঠিন মুরারি ॥ হাসিয়া রাধিকা বলে এত রঙ্গ বড়। কেহ না উঠিতে পারে লাজে জড়সড় ॥ শ্রীমতী কহেন সখী কি করিবে আর। যার জন্যে ব্রত করা লজ্জা করে তার ॥ রাধিকার আজ্ঞা পেয়ে যত গোপীগণ। কুলে উঠে হস্তে যোনী করি আচ্ছাদন ॥ রাধিকা রহিল জলে আর সখীগণ। কৃষ্ণের নিকটে আসি মাগিল বসন ॥ কৃষ্ণ কহে কেবা বস্ত্র দিবে গোপিকায়। রাধিকা না বিনয়েতে

যাচিলে আমায় ।। তা না শুনি গোপীগণ হাসে ধিরে ধিরে । রাধিকারে কহিতে লাগিলা আসি ফিরে ।। হাসিলা শ্রীমতি মন্দ কৃষ্ণের কথায় । নৃসিংহ আদেশে দ্বিজ কবিরত্ন গায় ।।

কাত্যায়নী ব্রত সাঙ্গ ।

ধূয়া । রসিক নাগর হরি বঙ্কিম নয়েনে দেখে গো-
পীকায় । হাসেন মৃদু মধুর দেখিয়া ত্রিভুবন মোহ যায় ।।

পয়ার । লজ্জা তেয়াগিয়া রাধা উঠিলেন তীরে । হস্তে যোনী আচ্ছাদিয়া যান ধীরে ধীরে ।। দেখিয়া হাসেন কৃষ্ণ গোপীগণে কন । বল বল গোপিকা কি হইবে এখন ।। কৃষ্ণের বিনদ হাসে রাধিকার মন । পীড়িতা হইলা দহে স্মরে হুতাসন ।। অধোমুখে কহে রাধা একি অবিচার । কেমন একর্ম্ম রাখালিয়া ব্যবহার ।। অনুগত হয় যেবা লইতে শরণ । তারে কেন প্রবঞ্চনা কর নারায়ণ।। কিতব পৌরষ উলাঙ্গিনী দরশনে । জগতের পতি তুমি পতি গোপীজনে ।। তোমারে পাবার জন্যে এই ব্রত করা । পাইনু তোমারে ক্ষতি কিবা বস্ত্র হরা ।। তুমি যে দেখিলে যোনী লজ্জা কিবা তায় । অন্য জনে দেখে পাছে লজ্জা গোপিকায় ।। তুমি পতি প্রাণধন গোপিকার গতি । দীন- বন্ধু দীনেশ সর্ব্বেশ বিশ্বপতি ।। গোপ গোপীশ্বর হরি নন্দের নন্দন । ব্রজে যশোদার সুত আনন্দ বর্দ্ধন ।। নিত্যানন্দ সদানন্দ পরম ঈশ্বর । শিবানন্দ ব্রাহ্মণেশ পরাৎপর ।। পূর্ণমত ব্রহ্ম তুমি ব্রহ্মাণ্ড উদর । গোপীজন বল্লভ নবনী ভিক্ষা কর ।। হইল নূতন খ্যাতি বস্ত্র হরি মোর । ঘুষিবে জগতে নাম গোপী বস্ত্র চোর ।। এইরূপে শ্রীরাধিকা তুষিলা কেশবে । পরিতুষ্ট হয়ে হরি কহিছেন তবে ।। গোপন ছাড়িয়া গো হইয়া প্রকাশ । কৃতাঞ্জলি হয়ে বস্ত্র মাগ মোর পাশ । নতুবা না পাবে বস্ত্র মোর কিবা ভয় । কৃতাঞ্জলি হয়ে গোপী শ্রীকৃষ্ণেরে কয় ।। বস্ত্র দাও লম্পট কপট শঠ হরি । কিবা রঙ্গ করিলে রাখালে খেলা করি।। হাসিয়া বসন হরি [illegible]রিলা প্রদান ।। পরিতুষ্টা হয়ে গোপী করে পরিধান ।। শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠেতে গেলা সুখী গোপীকায় । পুনর্ব্বার আনি দ্রব্য পুজে অভয়ায় ।। ধূপ দীপ উপহার নৈবেদ্য বসন ।। পূজা সাঙ্গে স্তব পাঠ করে গোপীগণ ।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে মুক্তি বিধায়িনী । গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী ।।

কাত্যায়নী স্তব ।

মালসী রাগেন গীয়তে ।

ত্রিপদী । জয় কালী কাল হরা, কান্তী শান্তী কালকরা, কাল বামা মহা- কাল জায়া । সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনী, দয়াময়ী দাক্ষায়ণী, মহেশমোহিনী মহামায়া। দুর্গা দুর্গা হরা তারা, ত্রিপুরা ভুবন সারা, পরাৎপরা ত্রিলোক তারিণী ।

মহাবিদ্যা যোগধাত্রী, যোগেশ্বরী জয়দাত্রী, স্মরিলে শঙ্কটে বিনাশিনী।। ভৈরবী সুন্দরী বামা, ভীমা ধূম্রা উমা শ্যামা, কীটেশ্বরী করাল নাশিনী। শশী শিরোমণি রাণী, হর সিদ্ধা মহারাণী, গিরিসুতা কৈলাস বাসিনী।। স্মরিলে শঙ্কটে মুক্তি, এই সে শিবের উক্তি, বেদ যুক্তি সার তব নাম। শরণ লৈলে তোমার, আপদ না থাকে তার, পূরণ কর মা মনস্কাম।। পুরাণেতে শুনি আর, কত জনে কতবার, নিস্তার করিলা নারায়ণী। এবার এ গোপী জনে, আশ্রিতা ও শ্রীচরণে, রক্ষা কর দেবী কাত্যায়নী।। নন্দসুতে দে মা পতি, হয়েছি কাতর অতি, আর দুঃখ সহিতে না পারি। স্তব করে গোপীগণ, দেবীর কম্পিল মন, সাক্ষাৎ হইলা হরনারি।। দেখি গোপীকা মণ্ডলে, ভক্তি ভাবে ভূমিতলে, পড়িয়া অষ্টাঙ্গে করে নতি। প্রণামে উত্তর দিয়া, রাধিকারে কোলে নিয়া, কহিতে লাগিলা ভগবতী। শুন গো রাধিকা বাণী, তুমি কেশবের রাণী, তিলেক না আছ ছাড়া তায়। প্রধানা প্রকৃতি হও, কৃষ্ণ বক্ষস্থলে রও, কিবা বর দিব মা তোমায়।। মিথ্যা পূজা কর তুমি, গোলোকাদাগতা ভূমি, হরি কভু নহে তব পর। তুমি গোপীকার ধন্যে, ব্রত প্রকাশের জন্যে, পূজা কৈলে জানাইতে নর।। তবে যদি চাহ বর, দিনু বর অতঃপর, পাবে পতি গোকুলের পতি। শুনি গোপী তুষ্টা হয়, ঘুচিল মদন ভয়, পুনঃ পুনঃ করে মারে নতি।। শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে, সঙ্গীতের অভিলাষে, কাত্যায়নী যারে সহায়িনী। আদেশিলা করি যত্ন, গায় দ্বিজ কবিরত্ন, নাম কালী কৈবল্য দায়িনী।।

মার্কণ্ডেয় প্রতি ভাগুরি প্রশ্ন।

ধুয়া। কহ কহ মুনিবর করিব শ্রবণ। অদ্ভুত
অম্বিকা লীলা শ্রবণে শ্রবণ রসায়ন।।

পয়ার। বর দিয়া কাত্যায়নী তুষি গোপীগণে। তিরোধান হইয়া চলিলা নিকেতনে।। গোপীগণ বিসর্জ্জন করিয়া ত্বরায়। সুখী হয়ে মহোৎসব করি গৃহে যায়।। ব্রত সাঙ্গ কৈল কা[illegible] আরাধনে। মহারাস কালে কৃষ্ণ পাইল গোপীগণে।। আনন্দের সীমা নাই ভাগুরীর মনে। সাঙ্গ হৈল মূল প্রশ্ন চণ্ডিকা কীর্ত্তনে।। মার্কণ্ডেয় কহিলেন ভাগুরী আদেশে। প্রশ্নের কথন যত অশেষ বিশেষে।। পরম ঈশ্বরী দুর্গা লীলা কথা তাঁর। শ্রবণে শমনভয়ে অবশ্য নিস্তার।। আর কিবা প্রশ্ন তব কহ দ্বিজবর। কহিব বিস্তার রূপে তাহার উত্তর।। শ্রোতা না পাইব আর তোমার সমান। আর কারে কহিব এ সকল আখ্যান।। ভাগুরী কহেন তবে করিয়া বিনয়। করিলে কৃতার্থ মোরে তুমি মহাশয়।। তোমার সমান কভু কে আছে দয়াল। নিস্তার করিলে মোরে কাল পরকাল।। এক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিব কহ তপোধন। পঞ্চমুখ দশ বাহু শিব ত্রিলোচন।। অপূর্ব্ব বাহন ছাড়ি বৃষে আরোহণ। ভুজঙ্গ ভূষণ কেন

ত্যজি আভরণ ।। ছাড়ি হার মণিময় গলে হাড়মাল। পট্টবস্ত্র পরিহরি পরে বাঘছাল ।। অপূর্ব্ব চন্দন ত্যজি ভস্ম প্রলেপন। বিহার অপূর্ব্ব দ্রব্য ধুস্তুর অসন ।। পারিজাত পরিহরি পুষ্প ধুতুরার। গৃহে ছাড়ি শশ্মানে নিবাস কেন তাঁর ।। ব্রহ্মার পূজায় শুনিয়াছি ফেরফার। চতুর্ম্মুখ হইল যে রূপ বিধাতার ।। শিবত্ব শুনিতে ইচ্ছা কহ তপোধন। শঙ্করের এসব ভূষণ যে কারণ ।। মার্কণ্ডেয় কহেন শুনহে দ্বিজবর। যেহেতু এ সব শিবে শুন অতঃপর ।। শক্তি মন্ত্রে উপাসক আপনি শঙ্কর। শক্তি গুণ গানে শিব রন নিরন্তর ।। কষ্টেতে তপস্যা করি শক্তি আরাধিল। মাল্যবস্ত্র আভরণ দেবীরে সঁপিল ।। শঙ্করীরে সিংহ দিয়ে করেন স্তবন। অপূর্ব্ব সকল মাকে কৈল নিবেদন ।। আপনি ধুস্তুরা খায় বৃষে আরোহণ। পরিধান বাঘছাল ভুজঙ্গ ভূষণ ।। আর যাহা আছে বলি শুন ভাব তার। সতীর অস্থির মালা কি কহিব আর ।। সতী সৎকারের ভস্ম অঙ্গে প্রলেপন। শ্মশানে নিবাস শুন তাহার কারণ ।। উদাসীন মহাযোগী যোগে অধিষ্ঠান। রত্ন গৃহে থাকিলে বিষয়ে বাড়ে জ্ঞান ।। শ্মশান উদাস স্থান বিরাগের হেতু। শ্মশান বৈরাগ্য জন্য রণ বৃষকেতু ।। কষ্টেতে তপস্যা করি দেবীরে সাধিল। বহু বাহু অর্চ্চনা করিতে মাগি নিল ।। স্তব করিবার জন্যে হৈল পঞ্চানন। এক মুখে তিন চক্ষু ক্রমেতে গণন ।। দেবী রূপ দরশনে সুখী হৈল অতি। শিবের কারণ এই শুন মহামতি ।। শুনিয়া হইল সুখী ভাগুরী ব্রাহ্মণ। সমাপ্ত হইল গ্রন্থ প্রশ্ন সমাপন ।। হরি হরি বল সবে চণ্ডিকার প্রীতে। শুন বন্ধু জন গীত পুলকিত চিতে ।। যুগল উদ্যানে বাস শ্রীনৃসিংহ দাস। রচিতে চণ্ডিকা গুণ তার অভিলাষ ।। শ্রীনন্দকুমার দ্বিজ কবিরত্ন নাম। গায় কালী কৈবল্য দায়িনী মোক্ষধাম ।।

অথাষ্টমঙ্গলা পালা।

মঙ্গল রাগেন গীয়তে।

ত্রিপদী। মার্কণ্ডেয় মুখে শুনি, সন্তোষ ভাগুরি মুনি, আপনারে কৃতার্থ মানিল। সেই প্রশ্ন অনুসারে, ভণে শ্রীনন্দকুমারে, চণ্ডিকা কীর্ত্তন বিরচিল ।। দুই কাণ্ডে সপ্ত খণ্ড, সুভাব অখণ্ড চণ্ড, পঞ্চদশ পালা রস গান। প্রথমে বাসন্তী পূজা, দেবী দুর্গা দশভুজা, পুজি কৃষ্ণ কৈলা মূর্ত্তিমান ।। দ্বিতীয়ে পুজিল ধাতা, কৃপান্বিতা বিশ্বমাতা, কৈল প্রজা সৃজন উপায়। তৃতীয়েতে দশানন, পুজি অম্বিকা চরণ, ত্রিভুবন জিনিল হেলায় ।। চতুর্থেতে দশভুজা, শরতে ইন্দ্রের পূজা, মৈষাসুরে করিল বিনাশ। তার মধ্যে পূজা আর, ইন্দ্র কৈল অধিকার, পঞ্চ মত তাহাতে প্রকাশ ।। দুর্গাসুর বধ তায়, নানারূপ দেবী যায়, নানা স্তব তাহে নিরূপণ। ষষ্ঠ প্রশ্ন বিবরণ, যাহে সুরথ রাজন, পূজা কৈল দেবীর চরণ ।। সপ্ত দ্বীপেশ্বর হয়, কর্ণাট করিল জয়, অন্তে পাইল

দেবীর চরণ। দেবত্ব হইল তার, অদ্যাবধি শাস্ত্রে যার, অখ্যান ঘুষিল সর্ব্বজন॥ সপ্তমে শ্রীরঘুপতি, পূজা কৈল হৈমবতী, সমুদ্রের কুলে কপিসনে। কৃপা করি মহামায়, অভয় দিলেন তায়, তবে রাম বধিলা রাবণে॥ মধ্যে রটন্তীর তত্ত্ব, কিবা সে মহত্ত্ব সত্ত্ব, শতস্কন্ধ রাবণ বিনাশ। অষ্টমে কৃষ্ণের লীলা, দেবের আশ্বাস দিলা, গোকুলেতে গৌরার প্রকাশ॥ দেবী হৈলা অষ্টভুজা, দেবের নিলেন পূজা, বৃন্দাচলে করিলেন স্থিতি। বিন্ধ্য বিলাসিনী নাম, গিরি হৈতে মোক্ষ-ধাম, দেবগণে করিলা নিস্কৃতি॥ অগস্ত্যের উপাখ্যান, বাতাপির বিনাশন, গোপীকার কাত্যায়নী ব্রত। তুষ্টা হয়ে ভগবতী, মাধবে দিলেন পতি, সুখি তাহে গোপবালা যত॥ হরিলা বসন হরি, কপটে কৌশল করি, ছল সাঙ্গে দিলেন বসন। অষ্টম মঙ্গলা সায়, শ্রীনন্দকুমার গায়, নৃসিংহের কল্যাণ কারণ॥

ফলশ্রুতি।

রাগিণী মুলতান। তাল আড়া।

ধুয়া। কাতরে করুণা লেষ কর গো কালিকে।
শঙ্করী শুভ দায়িনী নগেন্দ্র বালিকে॥

পয়ার। শুন সবে এক ভাবে ভাবিয়ে ভবানী। শক্তি মুক্তি প্রদায়িনী আগমের বাণী॥ সর্ব্বভূতে ব্যাপ্তি রূপে আছে হৈমবতী। ফলদা ফলিলি ফলে চিন্তে ফণিপতি॥ মহেশ সন্ন্যাসী যার গুণানু কীর্ত্তনে। অবিধূত যশ গায় স্বপ্নে যাগরণে॥ সেই দেবী দশভুজা মহিষ সুবদনী। শৈল সুতা শাক-ম্ভরী শশাঙ্ক বদনী॥ তাহার কীর্ত্তন এই নব কবিতায়। শুনিলে আপদ খণ্ডে যম ভয় যায়॥ শরত বাসন্তী পূজা আদি প্রকরণ। বিস্তারিয়া ভাষা গীত করিনু রচণ॥ পূজা কৈলে দশভুজা যত ফল পায়। নাম যপ গানে লক্ষ গুণ হয় তায়॥ গায় যে তাহার তিন কুলের উদ্ধার। আত্মকুল মাতামহ শ্বশুরের আর॥ দশ দশ পুরুষ সংখ্যায় হয় মুক্তি। অন্যথা নাহিক ইথে শঙ্করের উক্তি॥ যে জন গাওয়ায় তার কি কহিব আর। আত্ম সহ কোটি সংখ্যা ত্রিকুল নিস্তার গায় শ্রাদ্ধে নামোল্লেখে পিণ্ডদান চাই। গাওয়াইলে মুক্তি ইথে নামো-ল্লেখ নাই॥ শ্রবণ যে করে তার মুক্তি অনায়াশে। যায় যম ভয় মুক্ত হয় মায়া পাশে॥ যার যে মানস তার পুর্ণ হয় অতি। সর্ব্বদা সম্পদযুক্ত করেন পার্ব্বতী বৈষ্ণবে শুনিলে তার কৃষ্ণ ভক্তি হয়। ভয়ার্ত্তি জনেরে দেবী করেন অভয়॥ সুখ ইচ্ছা করিলে সকল সুখ বাড়ে। মায়া ডরে যে জন তাহারে মায়া ছাড়ে॥ কামনায় পুজে দেবী পুরাণে প্রমাণ। সংসারি জনের বৃদ্ধি আয়ু যশ মান॥ ধনে মানে কুলে শীলে মহাসুখে রয়। পুত্র পৌত্রান্বিতক্রমে বংশ বৃদ্ধি হয়॥ মননীস্ববশে থাকে ধর্ম্মের সঞ্চয়। গ্রহাগ্নি তস্কর রাজভয় তার যায়॥

বিদ্যুৎঘি ভয়ে তার না হয় মরণ ॥ শত্রুনাশ যায় ত্রাশ সুখি হয় মন ॥ আপদে পড়িলে হয় অনাশে উদ্ধার। সুরথ বাসব দশানন সাক্ষি তার॥ স্ত্রীলোকে শুনিলে হয় সাবিত্রী সমান। গৃহে লক্ষ্মী স্থিরাপতি পুত্রের কল্যাণ॥ মৃত্যু বৎসার পুত্র রয় বন্ধ্যা পুত্রবতী। নষ্ট পুষ্পা সপুষ্পা যে হয় সে যুবতী॥ আদ্য অন্ত এই গীতি করিবে শ্রবণ। শেষ দিনে লবে চামরের সমিরণ॥ বাসন্তী পূজায় গাবে তিন খণ্ড গীত। শরতের চারি খণ্ড গ্রন্থ নিরুপিত॥ আরম্ভ করিবে কৃষ্ণা নবমী বাসরে। শুক্ল একাদশীতে সারিবে সমাদরে॥ সময় উচিত দ্রব্য গায়কেরে দিবে। চামরের বায়ু কর্ত্তা সমাদরে নিবে॥ শঙ্কটে হইবে মা নৃসিংহে সহায়িনী। গায় কবিরত্ন কালী কৈবল্য দায়িনী॥

প্রার্থনা।

রাগিণী গৌরী। তাল খয়রা।

ধূয়া। কল্যাণ দায়িনী কালী কলুষ নাশিনী।
কাতরে কল্যাণ কর কৈলাস বাসিনী॥

পয়ার। জয় জয় কালী মহাকালী কাল মায়া। মহিষমর্দ্দিনী মহেশ্বরী মহামায়া॥ ত্রিজগতে জগদম্বা কল্যাণ কারিনী। অনুগত জনে রক্ষা করগো তারিণী॥ আমি অতি দীনহীন না জানি ভজন। কর কৃপা কৃপাময়ী দেখি অকিঞ্চন॥ তব পদ বিনে আর নাহি মোর গতি। দয়াকর মোর বংশে দেবী হৈমবতী॥ শ্রীযুত গোপালাল আত্মজে আমার। করিবে কল্যাণ কালী সেবক তোমার॥ তার সুখে সুখ মোর শুন গো অভয়া। দেখ দয়াময়ী তারে না ছাড়িয় দয়া॥ আমার বাসনা মাতা করহ সফলে। মনে যেন রহে হরি চরণ কমলে॥ গোবিন্দেতে ভক্তি হয় যেন এই চাই। অহিকের সুখের বাসনা মোর নাই॥ আমার আত্মীয় তারে দিবে এই বর। বাবুর কল্যাণ কালী কর অতঃপর॥ শ্রীযুত নৃসিংহ দাসে হবে বরদায়। ধনে মানে কুলে শীলে রাখ মহামায়॥ বাবুজীর সখা শ্রীদেবীচরণ দাস। পুর্ণ কর কাত্যায়নী তার অভিলাষ॥ শ্রীযুত শ্রীল শ্রীবাবু চুনিলাল দাস। নৃসিংহের জ্যেষ্ঠ তার পুর্ণ কর আশ॥ শ্রীযুত মাধবচন্দ্র অনুজ সোদর। কামনা পুরণে কালী তারে দিবে বর॥ অভিমত বংশের কল্যাণ কর মায়। কাল পরকালে কালী হবে বরদায়॥ গায়কে কল্যাণ কর দেবী হৈমবতী। ধনে ধান্যে গৃহ তার পুর্ণ কর সতী॥ বায়েন দোহারে দেবী হবে বরদায়। আপদ সম্পদে কালী হইবে সহায়॥ বংশাবলী কর্ত্তার কল্যাণ কর মাতা। মানস করমা পুর্ণ হও বরদাতা॥ সভায় বরদা হও যত শ্রোতা গণে। পুর্ণ কর যার যাহা অভিলাষ মনে॥ জমিদার শূদ্র মণি হরিচন্দ্র রায়। রাজ্যের কল্যাণ তারে হবে বরদায়॥ শ্রীনন্দকুমার কবিরত্নে মহামায়। ত্রিকুলে ত্রিপুরা তারা হবে বরদায়॥ হরি হরি

বল্ল, সবে চণ্ডিকার প্রীতে। ভাব ভবে ভবমায়া পুলকিত চিতে ।। কালী কৈবল্য দায়িনী দেবীর কীর্ত্তন। এত দূরে মূল গ্রন্থ হৈল সমাপণ ।। ভাদ্র মাস সিংহ রাশী শুক্লপক্ষে শশী। নক্ষত্র শ্রবণা আর ছাব্বিশে দ্বাদশী ।। সুর গুরু-ব্বার বেলা দণ্ড ছয়। স্মরিয়া শঙ্করীপদে গ্রন্থ পূর্ণ হয় ।। শকে শশী সিন্ধুসর রামপরিনাম। হইল চণ্ডিকা গুণ গান সমাধান ।। বৎসরের পৃষ্ঠে রাম বসু নিয়োজন। শালুবাণ ভূপতির গণনায় সন ।। হরি হরি হরি বল যত বন্ধু জন। কাত্যায়নী পুজা পুষ্প হৈল সমাপন ।।